দীপরক্ষী

২য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: *+8801787898470*
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্ব্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'দীপরক্ষী ২য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীপরক্ষী

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকলয়িতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৩৯৮

বাইণ্ডার ঃ

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা—৭০০ ০১২

মুদ্রাকর ঃ

কাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

Diprakshi
2nd Part, 1st Edition
Compiled by Sri Debiprasad Mukhopadhyay

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যটা ছিল নাটকীয় ঘটনাবহুল। নিরন্তর কত না মানুষের সমাগম ঘটেছে এখানে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাদের ভাবনাগুলি আছড়ে পড়েছে বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ-বেলাভূমিতে। উজাড় ক'রে দিয়েছে তারা তাদের মনের জিজ্ঞাসা, অন্তরের ব্যথা-বেদনা। তারপর, পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরোক্ষ অনুভূতি-মথিত সমাধানবাণীর ভিতর-দিয়ে তারা পেয়েছে হারানো পথের সন্ধান, তাদের জীবনের অন্ধকার ঘরে জ্বলে উঠেছে জ্ঞানের প্রদীপ।

এ লীলা নিত্যই চলেছে নিরবকাশ স্রোতের মতো। তার কতটুকুই বা ধ'রে রাখা গেছে! অতি সামান্য অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে কথোপকথন-গ্রন্থগুলি।

স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর কথাগুলি তথাকথিত তাত্ত্বিক আলোচনামাত্র নয়। এগুলি জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা'ছাড়া, তাঁর কথার মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। একজাতীয় কথা বা নির্দ্দেশ হ'ল ব্যক্তিগত, সেগুলি শুধু একটি বিশেষ কালে ব্যক্তিবিশেষের জন্য কথিত। আর একজাতীয় কথা হ'ল শাশ্বত, ভাগবত, যা' দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সর্ব্বসময়ে সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য্য।

পরমপিতার অপার করুণায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আলোচনা গ্রন্থ 'দীপরক্ষী দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশিত হ'ল। ইং ২৬।৯।১৯৫৫ (বাং ৯ই আশ্বিন, ১৩৬২) থেকে ২৫।১।১৯৫৭ (বাং ১২ই মাঘ, ১৩৬৩) তারিখ পর্য্যন্ত আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর ব্যতিরেকেও সেই লোকোত্তর পুরুষের দৈনন্দিন দিব্য জীবনচর্য্যা, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করার অনবদ্য কৌশল, খড়ের ঘরে প্রথম গৃহপ্রবেশের বিবরণ, শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত কয়েকটি রোগের প্রতিষেধক, কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা, তাঁর আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি, ইত্যাদিও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইং ঊনিশশো ছাপ্পান্ন সালের একুশে মে তারিখে উচ্চ রক্তচাপে শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। দীর্ঘদিন চলে এই অসুস্থতা। তাঁর চিকিৎসার জন্য এই সময় অনেক প্রখ্যাত চিকিৎসক আশ্রমে আসেন। এই সবের তৎকালীন প্রাত্যহিক বিবৃতি বর্ত্তমান গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অসীম, অনন্তকে সীমায়িত বুদ্ধির কলমে চিত্রিত করা দুঃসাধ্য। তবুও ভরসা এই যে, নরবিগ্রহধারী সেই পরমপুরুষ কৃপাভরে স্বয়ং এ কর্ম্মভার অর্পণ করেছেন

এই দীন সেবকের উপরে। এই কর্ম্মানুষ্ঠান যদি সেই শিবসুন্দরকে নন্দিত করে, জগতের কিছুমাত্র কল্যাণ সাধন করে, আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

ঠাকুর-বাংলা
সৎসঙ্গ, দেওঘর
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২৮শে মে, ১৯৯১

নিবেদক
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন-গ্রন্থ 'দীপরক্ষী' অন্যান্য প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত গ্রন্থের মতনই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। ষোল বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৭৫) 'দীপরক্ষী প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই দ্বিতীয় খণ্ডের চাহিদা ছিল। বর্ত্তমানে তা' প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। পরমপিতার শ্রীচরণে আমরা এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৪ঠা জুন, ১৯৯১

প্রকাশক

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

আ

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

স

বিষয় পৃষ্ঠা

দীপরক্ষী

৯ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬২ (ইং ২৬। ৯। ১৯৫৫)

টাটানগর থেকে জনৈক ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি গতকালও শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে অনেক কথা বলেছেন। আজ আবার সকালে এসে বসলেন কথা বলতে। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরের পশ্চিমদিকের চৌকিতে পশ্চিমাস্য হ'য়ে সমাসীন।

প্রশ্ন—প্রতিলোমজাতক ও অনুলোমজাতকদের দেখে চেনা যাবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গঙ্গা-যমুনার জল চেনা যায় কিভাবে দেখা আছে তো? Correct pedigree (বিশুদ্ধ বংশ) হ'লে মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে পারে। নতুবা oscillating (দোদুল্যমানচিত্ত) হয়। ঐরকম হ'লে কখনও overflown হয় (উথলে ওঠে), কখনও বা একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। এ্যালসেশিয়ান কুকুর দেখ না! তারা কেমন concentric to one master (এক প্রভুতে সুকেন্দ্রিক)। ঐ হ'ল অনুলোমের লক্ষণ।

প্রশ্ন—সবাই কি পুরুষোত্তমকে পেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেই পেতে পারে তার মতন ক'রে।

প্রশ্ন—Rational (বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন) না হ'লে কি কারো শ্রদ্ধা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ rational (বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন) হয়।

প্রশ্ন—উদ্ভিদ্-জগতের কি শ্রদ্ধা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে তাদের মতন ক'রে।

উক্ত ভদ্রলোক বিবাহ, শিক্ষা, বিবর্ত্তনবাদ ইত্যাদি নিয়ে অবিরাম প্রশ্ন করে চলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তর শোনার জন্যও সব সময় অপেক্ষা করছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট-ছোট উত্তর দিয়েও চলেছিলেন। হঠাৎ সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন—

—অত ভেজালের মধ্যে না যেয়ে এভাবে ভাবলেই তো হয়, 'ঠাকুর! তোমায় আমি ভালবাসি। আমার জ্ঞানবুদ্ধি যা' আছে তাই দিয়েই তোমার সেবা করতে চাই। তুমি eternally (অনন্তকাল) বেঁচে থাক, আমিও বেঁচে থাকি।' এইতো ভাল, না কি? মরতে কেউ চায় না। প্রত্যেকের ভিতরেই আছে বাঁচার চাহিদা।

প্রশ্ন—জগতে বহু থিওরি আছে, আমরা কোন্‌টা follow (অনুসরণ) করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে থিওরি সত্তাপোষী হ'য়ে ওঠে তারই অনুসরণ করা উচিত। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।

প্রশ্ন—বাঁচাবাড়ার criterion (মানদণ্ড) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেড়ে উঠবে বোধিতে, মেধায়, balance-এ (স্থৈর্য্যে)। আমরা অমর হ'তে চাই, চাই nectar (অমৃত)। আর তা' যেমনভাবে পেতে পারি, সেই চলনই বাঁচাবাড়া।

এর পরে ঐ ভদ্রলোক বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের নানা ত্রুটির কথা বলতে-বলতে দেশে কোন বড় লোক নেই এই কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ জোরের সাথে বললেন—

—শুধু নিন্দা ক'রে আর অবজ্ঞা ক'রে কি কেউ বড় হয় ? তুমি তোমার খেয়ালমত চলবা, পুরুষোত্তমকে গ্রহণ করবা না আর বড় হতে চাইবা, তা' কি হয় রে বাবা ! তোমাকে দিয়ে আমি বাঁচি, আবার আমাকে দিয়েও তুমি বাঁচ। কাউকে যদি অবজ্ঞা কর তবে deprived (বঞ্চিত) হবে তুমি।

প্রশ্ন—পাকিস্থান হওয়ার মূল কারণ কি এই অবজ্ঞা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যখন স্বাধীন হওয়ার কথা হ'ল, সবাই ভাবলাম, আর কী ! এবার ডঙ্কা বাজায়ে চলব। আমি দেখলাম, কাম তো সারল। ২৫ লক্ষ হিন্দুপরিবার যদি ওদিকে থাকে তাহ'লে আর পাকিস্থান হয় না। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু লোক এনে বসালামও। তারা আবার পরে উঠে গেল। নেতাদের সাথে কথা ব'লেও অনেক চেষ্টা করলাম, তা' আবার ওরা শুনল না। ব্যাপার বুঝে আমি আগেই সরলাম। ওখানকার অনেকেই তখন কিছু করল না। পরে one fine morning (একদিন) দেখি, সব দৌড়, দৌড়, দৌড়। তারপর এদিকে এসে গভর্ণমেণ্টকে ধ'রে যে যেখানে পেরেছে একটু কলোনী-টলোনী ক'রে বসেছে। কষ্টও পেয়েছে কতজন। কিন্তু আমার সাথে কয়েক শত family (পরিবার) চ'লে আসে। তারা আমার কাছেই থাকে এবং এদের মধ্যে কেউই গভর্ণমেণ্টের 'পরে dependent (নির্ভরশীল) নয়।

এইবার ঐ ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল লাগছে না। তিনি একটু কাত হ'য়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমরা উঠে চ'লে এলাম।

১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ২৭।৯।১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলা-প্রাঙ্গণে যথারীতি পশ্চিমের ছাউনিতে এসে আসন গ্রহণ করেছেন। অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। পরমেশ্বর পালদা আসতেই তাকে বললেন—এই আড়াই সের ভাল গাওয়া ঘি নিয়ে আসতে পারিস্ ? হওয়া চাই একেবারে 'গন্ধে মলয় হাওয়ার মত উড়ছে তোমার উত্তরী'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ঢঙে পরমেশ্বরদা পুলকিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন—আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

পরমেশ্বরদার গমনপথের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওকে বললাম, ও ঠিক মাল নিয়ে আসবে নে।

সকাল আটটা প্রায় বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলা থেকে উঠে এসে কাঠের কারখানায় একখানা চেয়ারে উপবেশন করলেন। ভক্তগণ সাথেই আছেন। পূজ্যপাদ বড়দা এসেছেন। একখানি প্রশস্ত কাঠের পিঁড়িতে তিনি বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার কাজ দেখছেন ও ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পেটের অস্বস্তিই আমাকে কাবু ক'রে ফেলেছে। ভাবি, আমারে এ কেমন ক'রে ধরল! আমার বাবার পেট তো চিকন ছিল। মা'র পেটও তো মোটা ছিল না। মা'র মা'র পেটও তো মোটা ছিল না। (বড়দাকে) তোর এখনও তেমন কিছু হয়নি, তবে এখন থেকেই সাবধান হোস্।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কারখানায় এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা উবু হ'য়ে বসেছেন মাটিতে। মনোহর (সরকার) মিস্ত্রিদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কাঠের আলমারি তৈরী করতে বলেছেন। মনোহরদা একমনে কাজ ক'রে চলেছেন।

ঐদিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দ্যাখ্, খুব ভালভাবে তৈরী করবি কিন্তু, কেউ যেন নিন্দা না করে। কেউ নিন্দা করলে কিন্তু আমার মন খারাপ হ'য়ে যাবে।

মনোহরদা—আজ্ঞে, আমি সেই চেষ্টাই করব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীসুধাংশুসুন্দর মৈত্র একখানা পিঁড়িতে বসে আছেন। তাঁর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা dwarf (বামন) যদি same blood-এ (একই রক্তের মধ্যে) বিয়ে করে, তাহ'লে তার issue (সন্তান-সন্ততি) সব dwarf (বামন) হ'য়ে যায়। এমনি করতে করতে বংশ extinct (লোপাট) হয়ে যায়। সেইজন্য same blood-এ (একই রক্তের মধ্যে) বিয়ে করতে নেই। শোন, দুটো same (একই) জিনিস একত্র মিলিত হ'লে কিভাবে extinct (ধ্বংস) হ'য়ে যায়, তার বাছা-বাছা proof (প্রমাণ) তুমি ফিজিক্স্, কেমিস্ট্রি, বোটানি, বায়োলজি, ইত্যাদি থেকে জোগাড় ক'রে ফেল।

সুধাংশুদা—আজ্ঞে করব।

শারদীয় আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদখানি জ্বলজ্বল করছে। মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো হালকা সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে। মনোরম পরিবেশ। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানা থেকে উঠে এলেন।

১১ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬২ (ইং ২৮।৯।১৯৫৫)

সকাল ৬-৩০ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সে একবার তামাকু সেবন করলেন। প্রকৃতি বেশ শান্ত। কাছে কোথায় একটা ঘুঘুপাখী ডাকছে।

ঐ ডাকের দিকে লক্ষ্য ক'রে সেবাদি বললেন—ঘুঘু ডাকছে। একদিন আশ্রমে (পাবনায়) জালের ঘরে আপনি শুয়েছিলেন। কাছেই একটা ঘুঘু ডাকছিল। আপনি বললেন, 'বলছে কেষ্ট ঠাকুর'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। (তারপরই কাছে বসা সরোজিনীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন) তুই ঘুঘু খাইছিস্ ?

সরোজিনীমা—বোধ হয় খাইছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন লাগে ?

সরোজিনীমা—লাগালাগি কি! মাছমাংস যা' পাইছি খাইছি।

পূজনীয় খেপুকাকা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) ও পূজনীয়া পিসিমা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভগ্নী) মাঝে মাঝে যখন আশ্রমে আসেন তখন যাতে ঠাকুর-বাংলার মধ্যেই থাকতে পারেন তার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলা-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দু'খানা ঘর তৈয়ারী করিয়েছেন। ঘরের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ঘর দু'খানি কেমন হ'ল দেখে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় সকলকেই বললেন। এখনও কয়েকজনকে বললেন—দ্যাখ্ তো ঘরগুলি বাসোপযোগী হয়েছে কিনা!

যাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা এসে বললেন—খুব ভাল ঘর হয়েছে। উঁচু বারান্দা, পূব খোলা, ঘরে আলো-বাতাস খুব খেলবে।

১৪ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬২ (ইং ১।১০।১৯৫৫)

গত কাল আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুরের দিকে খানিকটা বৃষ্টিও হয়েছে। সারারাত ঠাণ্ডা হাওয়া চলেছে। আজও বেশ ঠাণ্ডা ভাব। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর বাইরে বসেন নি। জামতলার ঘরের মধ্যেই আছেন।

বিকালে তাঁর শরীর ভাল বোধ করছেন না। সকালে প্রদত্ত একটি বাণীর প্রসঙ্গে বললেন—Love-এর attitude-ই হ'চ্ছে—to eradicate evil and exalt good attributes (ভালবাসার মনোবৃত্তিই হ'চ্ছে অসৎ-এর মূলোচ্ছেদ করা এবং সৎ প্রবণতাগুলিকে উচ্ছল ক'রে তোলা)।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—পশুপাখীর ভাষা বোঝা যায় না ? আগেকার দিনে মানুষ নাকি বুঝতে পারত। তক্ষশীলা ইউনিভারসিটিতে একটা পাঠ্য বিষয়ই ছিল পশুপাখীর ভাষা শেখার জন্য। (এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলছেন) বড়

খাঁচা করতে হয় কুড়ি-পঁচিশটি। তার মধ্যে গাছপালা লাগাতে হয়, আর পাখী ছেড়ে দিতে হয়। ব'সে ব'সে দেখতে হয় ওরা কেমনভাবে খায়, কী করে, কেমনভাবে কথা বলে!

কিছু পরে আক্ষেপের সুরে বলছেন—আমি একটা ভাল সহযোগী পেলাম না। পেলে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম আমি কী চাই।

জানতে চাইলাম—আপনি যেমন মানুষের কথা বলেন তেমন কি এখনও একটাও আসে নি?

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে মাথা নেড়ে 'না' জানালেন। তারপর বললেন—এখন মানুষের সাথেই মানুষের পরিচয় নেই। একে অন্যের ভাষা বোঝে না, মনের ভাব বোঝে না।

এই সময় চন্দ্রেশ্বরদা (শর্মা) এসে বললেন—বলদেব বাবুকে (সহায়) বাসায় পেঁছে দিতে গিয়েছিলাম। পথে উনি জিজ্ঞাসা করলেন—After Thakur (ঠাকুরের পরে) সৎসঙ্গ কি থাকবে? তাতে আমি বললাম, মানুষ যদি ঠাকুরে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে তাহলে থাকবে না কেন?

শুনে গম্ভীর স্বরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর ব'লে যদি কেউ থাকে তবে তাতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লেই সব ঠিক থাকবে।

একটি দাদা একজনের সাথে কথা বলতে যেয়ে একটি কথা ভুল ব'লে এসেছেন। এখন সেই ভুলের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে স্বীকার ক'রে বললেন—ওটা আমার খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে। তিনি হয়তো রাগ করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হ'লে ওরকম কথা কইতাম না। আমার কথা বলা ঠিক হয়েছে মার খেতে খেতে। একটা কথা বললে একজন হয়তো রাগ করল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাকে বলতাম, 'দেখ ভাই, আমি এখনও কথা কইতে শিখি নি। আমার কথা বলা ভুল হ'তে পারে। কিন্তু আমি বলতে চেয়েছি এই।' সঙ্গে-সঙ্গে সে কইত, 'না, না, তাতে কী? মানুষের অমনি হ'য়েই থাকে।' মানুষের কাছে যদি বোম্ধা-ভাব দেখাতে যাও, সঙ্গে-সঙ্গে সে মনে করবে 'আমিই কি কম বোম্ধা!' কথা বললে তা' বিনীত সৌজন্যপূর্ণ হওয়া চাই। এগুলি আমার নিজের experience (অভিজ্ঞতা)।

একটু পরে পূর্ব স্মৃতি রোমন্থন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে বলছেন—আমাকে লোকে খামাকা মারত। কারো কোন ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি কখনও করতাম না, তবুও মারত।

জামতলা-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ঘরগুলি হচ্ছে তার কাজ শ্রীশ্রীঠাকুর

আগামী রবিবারের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে বলেছেন। এখনও কর্ম্মীদের ডেকে আবার সেকথা ব'লে দিলেন। অজয়দার (গাঙ্গুলী) মা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি রবিবারের মধ্যে শেষ করার জন্য এত জোর দিচ্ছেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক সময়মত কাজ করতে না পারলে আমার কষ্ট হয়। প্রয়োজনের পূর্ব্বেই আমার প্রস্তুতি। এই যে সুধীর (দাস) এরা আছে, এরা আমার হাতিয়ার। আমার রকম এরা জানে। কাল সকালে কোন কাজ শেষ করব ব'লে যদি মনে করেছি, ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে শেষ না ক'রে ছাড়ি নি। (কালিদাসী-মাকে) অজয়কে ক'য়ে আয়, এই কোণে উত্তরের দিকে একটা আলো দেওয়া লাগবে—জোরালো আলো, যাতে সাপ, পোকামাকড় সব দেখা যায়।

কালিদাসীমা উঠে গেলেন।

১৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬২ (ইং ৩। ১০। ১৯৫৫)

প্রাতে—জামতলার ঘরে। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে জানালেন—এবার ৺বিজয়ার কনফারেন্সে বহু লোক আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত আসে ততই আমার ভাল লাগে। সবাইকে ক'য়ে রাখবে, এখানে থাকার যদিও কষ্ট আছে, তবুও তোমাদের সঙ্গ পেলে ভালই লাগে।

এই সময় দীনবন্ধু দত্তদা একটা পেঁপে ও দুটো ধুন্দুল নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশী হ'য়ে বললেন—ও সবসময় দেওয়ার তালেই আছে। যা' হয় তাই-ই একটু একটু নিয়ে আসে।

দীনবন্ধুদা প্রণাম ক'রে, বস্তুগুলি ভোগের ঘরে দিয়ে, বাণী টাইপ করার কাজে চ'লে গেলেন। এর পরে, বিবাহের গোলমাল হলে কত ক্ষতি হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ঐ বাণীর প্রসঙ্গে ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রশ্ন তুললেন—কোন স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহীনা, অথচ তথাকথিত ধার্ম্মিক জীবন যাপন ক'রে চলে। তার স্বামী insanity-তে (মস্তিষ্কবিকারে) ভুগছে, ঐ স্ত্রীর কাছেই যেতে চায় না। এমন অবস্থায় কী remedy (প্রতিষেধক) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Remedy (প্রতিষেধক) হ'ল তাদের তোমাতে concentric (কেন্দ্রায়িত) ক'রে তোলা। দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, তাদের ব্যথার ব্যথী হ'য়ে তাদের ফেরাতে হবে।

পরে জনৈক ব্যক্তি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাদের চারিত্রিক বিন্যাস নাই, আদর্শে অনুগতি নাই, তাদের গ্র্যাজুয়েট ইত্যাদি না হওয়াই ভাল।

সকাল ৯-১৫ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর ইতিমধ্যে একবার কারখানা থেকে ঘুরে এসে জামতলার ঘরেই বসেছেন। কথায়-কথায় শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী আশ্চর্য্য! আমি যতবার শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছি, ততবারই দেখেছি তাঁর ঐ বউ-সন্ধ্যের মতন রং। লোকে ঘনশ্যাম, আরো কত কী কয়। কিন্তু আমি কখনও তা' দেখিনি। আবার কালীকে কখনও অমন ভয়ঙ্কররূপে দেখিনি, স্নিগ্ধ কালোবরণই দেখতাম।

ননীমা—আমি আগে কালীপূজো করতাম। তারপর একদিন দেখি, কালী যেন্নে বড়মাতে মিশে গেলেন। তারপর দেখলাম, অর্দ্ধেক বড়মা, অর্দ্ধেক কালী। তখন থেকে কালীপূজো ছেড়ে দিলাম। আপনাকে একথা বলেছিলাম। শুনে আপনি বলেছিলেন, 'তাহ'লে ও বড়বৌ নাকি?'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখ্, তাহ'লে তোর ঐ বড়-বৌ-এর পূজো করাই উচিত ছিল—যেমন যেমনভাবে করে, বিহিত উপচারে, ঐ কালীপূজোর দিনেই।

ননীমা—আমি তখন বুঝতে পারি নি, এবার থেকে করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবশ্য বড়-বৌকে পূজো করার কথা আমার কওয়া মুশকিল।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গোটাকয়েক মেয়ে আর গোটাকয়েক পুরুষ যদি আমাকে ভালবাসত, মানে ভালবাসা যাকে কয় আর কি, তাহ'লে তাদের চেহারাই পালটে যেত। অমন চলন আসলেই চেহারা পালটে যায়। এ নিয়ে আমি কত ক'রে ক'লাম, তা' কিছুই করল না। এখন কত জনে কত বক্তৃতা দেয়, কত কথা কয়।

ননীমা—বক্তৃতা দিয়ে কি কিছুই হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কেউ প্রকৃত হয়ে ওঠে, তবে তার বক্তৃতা একটুতেই ফুটে ওঠে। (আপসোসের সুরে) ক্ষমতা আছে, পারে, করবে না, তার মানে ইচ্ছা নাই। অথচ জিনিসটা হ'ল এতটুকু।

সুশীলামা (হালদার)—ব'লে দিলে তো আমরা করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা, কত যে বলেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর, লেখাতেও যে কত দিয়েছি!……এখন, বাইবেলের মতন কিছু আগে বাংলায় দিয়ে নিই। (বাণী-প্রদানের কথা বলছেন)। শেষ হ'লে ব'লে দেব, ওসব ছেড়ে দাও। কর, এই এতটুকু কর। তারপর যদি সব পড়তে ভাল লাগে, পড়।

আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গ ধ'রে হাউজারম্যানদার দিকে তাকিয়ে দয়াল ঠাকুর বললেন—অনেকেই আমার কাছে থাকে বা থাকতে চায়। কিন্তু সবারই রকম—Take not, but give (কিছু নিও না, দাও)।

ব'লে শিশুর মত হাসতে লাগলেন।

হাউজারম্যানদা—Selfishness (স্বার্থপরতা) কিভাবে overcome (জয়) করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—I love my Lord out and out with all I have (আমি আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আমার প্রভুকে একান্তভাবে ভালবাসি), এইরকম একটা urge and conception (আকূতি ও ধারণা) থাকলে হয়। তোমার ছাতাটা যদি কেউ নিতে আসে, তাকে কও, 'দেখ, এই ছাতাটা কিন্তু আমাকে ঠাকুর দিয়েছেন। এটা না নিয়ে তুমি বরং আমার কোটটা নিয়ে যাও। বরং দেখো, আমার এই ছাতাটি যেন কেউ না নেয়।' এইরকম মিষ্টি অথচ দৃঢ়ভাবে কথা বলা চাই।

ননীমা আবার তাঁর সেই কালীপূজোর কথা তুলে বললেন—আমার ঐ পূজো বিধিমাফিক করতে হ'লে তো একজন পুরোহিত দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পুরোহিত দরকার হয় মাটির প্রতিমায়। কারণ, সেখানে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দরকার করে, প্রতিমার প্রাণ কল্পনা ক'রে নিতে হয়। এ কিন্তু আমি ক'লাম।

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ৭। ১০। ১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই সমাসীন। কাছে বিশেষ কেউ নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ধর্ম্মপথে যারা ঠিক-ঠিক চলে, তারা প্রয়োজনানুপাতিক অর্থও জোগাড় করতে পারে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থ ? Money (টাকাপয়সা) ? দেখিস্ না আমার কেমন হয়।

আমি—আমরা এমনি আছি বেশ। কিন্তু টাকাপয়সার প্রয়োজন হ'লে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কোথায় থেকে কী করব ভেবেই পাই নে।

ভরসা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন—কেন ? আমার সঙ্গ করিস্। আমি কিছু চাইলে দেখি জোগাড়ও ক'রে দিস্।

আমি বললাম—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যা' পাওয়া যায়, অসম্ভব। অনেক সময় মানুষ ৫/১০ টাকাও দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! তোমাকে যখন তারা তাদের স্বার্থ ভাবে, তখনই দেয়। তোমাকে হয়তো দিল, পরে আর একজন যেয়ে যদি চায় তাকে ব'লে দেবে, টাকা নেই। আমি যে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাই, আমি বেগুনের উপর নজর দিই নে, গাছের উপরেই বেশী নজর দিই। গাছ ভাল থাকলে ফল পাওয়াই যায়। (হাসলেন)।

ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) আশ্রমের ঘরে ঘরে রোগী দেখে এলেন। বললেন—সবাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে পুলকিত স্বরে ব'লে উঠলেন—জয়গুরু জগন্নাথ, প্রেমের অবতার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতের ফাঁকে সুপারির টুকরা আটকে গেছে, বললেন। সরোজিনীমা রূপার দাঁতখোঁটা ও পিকদানী নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁতখোঁটাটা নিয়ে দাঁত থেকে কুচিটা বের করলেন। তারপর সরোজিনীমা গাড়ু নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পিকদানীতে মুখ ধুয়ে গামছায় হাতমুখ মুছে প্যারীদার দিকে তাকিয়ে বললেন—প্যারীচরণ! সরোজিনীর হারের একটা লকেট গড়ায়ে দিবি?

প্যারীদা—হ্যাঁ, দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে দাও। জয়গুরু জগন্নাথ, প্রেমের অবতার। (বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠলেন)।

ননীদা (চক্রবর্তী) এসে জনৈক দাদার কথা জানালেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে ঠাকুর তাঁর কাছে একটি গদিওয়ালা চেয়ার চাইছেন।

মিষ্টি হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠাকুরের কাম দেখি কোথায় যেয়ে কী করে, কার কাছে কী চায়!

ননীদা—ওকে তাহ'লে ওটা দিতে লিখে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা নেড়ে নীরব সম্মতি জানালেন।

কিছুক্ষণ পরে সরোজিনীমা জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আমি যে খারাপ কাজ করি, তা' তো তিনিই করান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি কিছু করান না। তিনি আমাকে ভালবাসেন। আর, আমার মধ্যে তাঁর জীবন-প্রবাহ কতটা উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে তাই দেখেন।

২৯শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৬২ (ইং ১৬।১০।১৯৫৫)

মাঝে কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ গেল—সর্দি, কাশি, জ্বর, স্বরভঙ্গ, ইত্যাদি। আজ অনেকটা ভাল আছেন সবদিক দিয়ে।

দুপুরে বিশ্রামের পর উঠে বসেছেন। হাবুলাল সাহাদা এসে প্রণাম করলেন। পরে ব'সে বললেন—এর মাঝে একদিন আমার মেয়েটা জলে প'ড়ে গিয়েছিল। সাঁতার জানে না, কিন্তু ডুবে যায় নি। জলের উপরেই ভাসছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবারে বাবা! এ যে একেবারে অসইলি কথা! সেই যে প্রহ্লাদের গল্প শুনেছি, যেন সেইরকম।

হাবুলালদা হাত জোড় ক'রে বললেন—এইরকম আপদ-বিপদ একটার পর একটা চলেইছে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন রক্ষা পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপদ-বিপদের মধ্য দিয়েই চলেছি আমরা। কত ঢেউ, কত পাক, তার মধ্য দিয়েই কাটিয়ে কাটিয়ে চলেছি। চলতেই হবে। মনে রেখে ঐ কথা—Do not tempt thy Lord (তোমার প্রভুকে তোমার স্বার্থের জন্য প্রলোভিত করো না)।

৪ঠা কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ২১।১০।১৯৫৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলা-প্রাঙ্গণে পশ্চিমদিককার চৌকিতে ব'সে একটি বাণী দিলেন। বাণীর মধ্যে 'বিধায়না' শব্দটি ছিল। পূজনীয় কাজলদা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাণী দেওয়া হ'য়ে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা! বিধায়না মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধান মানে বিশেষভাবে ধারণ করে যা'। আর, বিধায়না হ'ল যেসব নীতি-নিয়মগুলি তুমি অনুসরণ ক'রে চলছ।

কিছু পরে একটি মা এসে বললেন—আমার মেয়ের সাথে জামাইয়ের খুব গণ্ড-গোল। জামাই তো মেয়ের সাথে কথাই বলে না। মেয়েও ঝগড়াঝাটি ক'রে আমার কাছে এসে আছে।

গম্ভীর হ'য়ে উত্তর করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের পক্ষে এটা খুব অপমানজনক যে সে স্বামীকে হাতে রাখতে পারে না। এর চাইতে অপমান আর নেই।

আর একটি মা বললেন—আমার এই মেয়েটি আপনার নাম নিয়েছে। পরে আরো একজনের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ও এখন দুটোই করতে চায়। তা' কি পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা করাই ভাল। দু'নৌকায় পা দেওয়া ভাল না।

উক্ত মা—আমি শান্তি পাব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তির পথে চল, শান্তি পাবে।

আজ শেষ রাতের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি হয়েছে। এখনও সেজন্য গলায় কষ্ট হচ্ছে।

বেলা দশটা। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—একটি দাদা চিঠিতে জানতে চেয়েছেন, আত্মহত্যা যে করে তার কী গতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ গতি হয়।

ননীদা—তা' থেকে মুক্তির উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা লাগে। আত্মহত্যা বড় বিশ্রী জিনিস।

সেবাদি—যদি একজন পাগল আত্মহত্যা করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারও ঐরকম হয়।

১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬২ (ইং ১৭। ১১। ১৯৫৫)

কয়েকদিন আগে ৺বিজয়ার উৎসব হ'য়ে গেল। উৎসবের পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। কয়েকদিন পরে আজ একটু ভাল আছেন। প্রাতে জামতলার ঘরেই ব'সে আছেন। কাছে লোকজন কম। কখনও-কখনও দু'একজন এসে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে একটি দাদা জানালেন যে তাঁর চলার পথে নানারকম ঝামেলা আসছে, কী করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝামেলা তো আসবেই। ঝামেলা দেখে ঘাবড়ে যেও না। গেলে আর উন্নতি হবে না। ঝামেলা কাটিয়ে ওঠা লাগবে। তাতেই তোমার intelligence (বোধ) বাড়বে, ব্যক্তিত্ব বাড়বে।

প্রশ্ন—কী ক'রে ঝামেলা কাটাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান করবে, ইষ্টভৃতি ঠিকমত করবে, লোকচর্য্যা করবে এবং এর জন্য যা' যা' করা লাগে তাও করবে।

জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রার্থনা, আপনি স্বাস্থ্যবান হ'য়ে সুখে বেঁচে থাকেন।

উক্ত ভদ্রলোক—কিছু আদেশ করুন। এখানে এলাম, কিছু করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চাহিদা তো বললামই। সুখে স্বাস্থ্যবান হ'য়ে বেঁচে থাকতে যা' যা' করা লাগে তাই-তাই করেন।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনি কলকাতায় যান না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই এখানেই থাকি প'ড়ে।

একটু পরে ভদ্রলোকটি বাইরের দিকে চ'লে গেলেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

—কলকাতার উপরে আমার এমন একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব এসে গেছে যে ওখানে আমি আর জীবনে যাই কিনা বলতে পারিনে।

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, বীতশ্রদ্ধ ভাব কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে রায়টের সময় মানুষ কেটে যেন একটা রক্তের ছবি দিয়ে দিল। (শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার স্বর ব্যথাভরা ও আর্দ্র)।

একজন অধ্যাপক কয়েকদিন যাবৎ এখানে আছেন। এখানে ব'সেই দীক্ষা নিয়েছেন। এবারে চ'লে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে অনুমতি দিয়ে পরে বলতে লাগলেন—

—আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যারা চলে, আভিজাত্য যাদের মারা পড়েনি, এমনতর দেখে খুব ভাল-ভাল professor (অধ্যাপক) জোগাড় ক'রে রাখতে হয়, যাতে

আমাদের ইউনিভার্সিটি হ'লেই তাদের কাজে লাগায়ে দেওয়া যায়। বুঝলে লক্ষ্মী! আমি যদি ম'রেও যাই তবুও এ' করা কিন্তু ছাড়বে না তোমরা।

অধ্যাপক দাদাটি আমাদের এখানকার ইউনিভার্সিটির পাঠ্যবিষয় কেমন হবে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কৃষ্টি যাতে পরিপূরিত হয়, সেইরকম ক'রেই হবে। আর, পড়ানোর ধারা হবে, সেই আগেকার দিনে যেমন ছিল তেমনি। যেমন বশিষ্ঠের ইউনিভার্সিটি ছিল,---তাঁর কাছে এসে সবাই শিখত, তাঁকে অর্থাৎ গুরুকে অনুসরণ ক'রে চলত। আজও যেমন ধর, তুমি প্রফেসর আছ। তোমার বাড়ীতেই বোর্ডিং থাকল, ল্যাবরেটরী থাকল, Teacher-রা (শিক্ষকরা) থাকল। সেই unit-এর (এককের) তুমি হবে অধ্যক্ষ। তোমার বৈঠকখানায় সবাই এসে বসল, শুনল, করল,---এইভাবে শিখল। ভরদ্বাজেরও ইউনিভার্সিটি ছিল। ভরদ্বাজের বিমানশাস্ত্র সম্বন্ধে কত কথা আজকাল কাগজপত্রে বেরোচ্ছে। ওরকম scientist (বৈজ্ঞানিক) আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ। সেকালে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ ক'রে সমাবর্ত্তন নিয়ে ছাত্ররা বেরোত। সমাবর্ত্তন মানে সম্যকভাবে আবর্ত্তিত থাকা, অধ্যক্ষের personality (ব্যক্তিত্ব) তোমার মধ্যে যেন সম্যকভাবে adjusted (বিনায়িত) হ'য়ে ওঠে। সমাবর্ত্তন যার হ'য়ে যায়, সে হয় স্নাতক। সে যখন রাস্তা দিয়ে যেত তখন রাজা পর্য্যন্ত তাকে সম্মান দিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াত। এই ছিল তোমাদের আদর্শ। সমাবর্ত্তন নিয়ে বেরিয়ে গেলে তখন সে গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করবার অধিকারী হ'ত। আশ্রম মানে শ্রম করে যেখানে বাস করা হয়। গার্হস্থ্যের পরে হ'ল বানপ্রস্থ আশ্রম। বানপ্রস্থে বহু পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে চলা লাগে। তারপরে হ'ল সন্ন্যাস, মানে নিজের সবটা দিয়ে সম্যকপ্রকারে গুরুর কাজে নিজেকে লাগানো। এই ছিল আদর্শ। চেষ্টা কর তো দেখি এইভাবে। দেখি কী হয়। প্রাচীনকালে custom (প্রথা) ছিল, আচার্য্যের কাছ থেকে অগ্নি নিয়ে যাওয়া লাগত। সেই অগ্নি দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ নির্ব্বাহ করা হত। শেষ পর্য্যন্ত চিতায়ও ঐ অগ্নি লাগানো হ'ত। তার মানে আচার্য্য অতখানি শ্রদ্ধার পাত্র। অগ্নি কথাটা এসেছে অগ্-ধাতু ও নী-ধাতু থেকে, মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেইজন্যে জীবনপথে যিনি এগিয়ে নিয়ে যান সেই আচার্য্যকেও অগ্নি বলত।

অধ্যাপক—গুরুর কাছে বা আচার্য্যের কাছে প্রথমে যা' শেখা হ'ত, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থে সেই জিনিষটাকেই চালানো হ'তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যা' শিখে এলে, তোমার গার্হস্থ্য জীবনে পরিবারের মধ্যে সকলকে সেই শিক্ষায় habituated (অভ্যস্ত) ক'রে তুলবে। এই করতে-করতে তোমার

বোধ ও capacity (দক্ষতা) বেড়ে যাবে। বানপ্রস্থে যেয়ে আরো বহু লোককে তুমি এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করাতে পারবে। এই চলনে চলতে-চলতে যখন সন্ন্যাস আসে তখন তোমার আর কোন বিষয়ে বন্ধন থাকে না। তোমার এই এতদিনকার experience (অভিজ্ঞতা) তখন meaningful (সার্থক) হ'য়ে ওঠে তোমার ইষ্টে। অবশ্য কেউ-কেউ ছিল যারা সমাবর্ত্তন নেওয়ার পরে কলেজেই থাকত, সেখানেই পড়াত। তারা আর বিয়ে-থাওয়া করে সংসারাশ্রমী হ'ত না। তাদের বলত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

অধ্যাপক—কিন্তু এতকিছু করতে হ'লে নিজেদের curriculum (নির্দ্ধারিত পাঠক্রম) থাকাই দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করবে তোমরা। আমার কাছে শোনা তো থাকলই।

এই ব'লে তাকিয়াটা ডান হাতের কনুইয়ের তলায় টেনে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু কাত হ'লেন। শরীর তাঁর ভাল নেই। এখন আবার অনেকক্ষণ কথা বললেন। তাই, এবারে ঐ অধ্যাপক দাদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ২২। ১১। ১৯৫৫)

সকালে কারখানার দিক থেকে ঘুরে আবার জামতলার ঘরে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। হাউজারম্যানদা, প্রভাতদা (দে), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি আছেন। কিছুদিন ধ'রে সত্যানুসরণের কথার মত ছোট-ছোট অনেকগুলি বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রফুল্লদা (দাস) সেগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে খাতায় লিখে রাখছেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হ'লে এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বুঝে নিচ্ছেন।

ঋত্বিক্, যাজক, clergyman (ধর্ম্মযাজক) ইত্যাদি শব্দের অর্থ নিয়ে কথা চ'লছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রিয়পরমের প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়ে যে character (চরিত্র) ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে, ঋত্বিকের character (চরিত্র) হ'ল তাই। ঋত্বিকের character (চরিত্র) নিয়ে সতি-সত্যি ঋত্বিক্ হওয়া মহাভাগ্যের কথা। (হাউজারম্যানদাকে বললেন) clergy (ধর্ম্মযাজক) কথাটার root-meaning (ধাতুগত অর্থ) কী দেখ্ তো!

হাউজারম্যানদা দেখে এসে বললেন—Portion of the Lord (প্রভুর অংশ) যার মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, glimpse of the Lord (প্রভুর দ্যোতনা) মানে Lord-এর character (প্রভুর চরিত্র) যার ভিতর actively (সক্রিয়ভাবে) থাকে, তাকেই বলা যেতে পারে ঋত্বিক্ বা clergyman (ধর্ম্মযাজক)।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এরপরে বিবাহ ও প্রতিলোম সম্বন্ধ নিয়ে কথা উঠল। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

কোন মেয়ে যদি অশ্রেয় পুরুষকে বিয়ে করতে যায় তা'হলে তাকে ওখান থেকে হরণ ক'রে এনে শ্রেয়পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। শাস্ত্রে এমনতর কথা আছে—"দত্তামপি হরেৎ কন্যাং শ্রেয়াংশ্চেদ্ বর আব্রজেৎ।" শ্রেয়পুরুষের সাথে বিয়ে হ'লে মেয়েদের যতখানি ভাল হয় ততখানি ভাল এক্ষেত্রে না হ'লেও ঐ মেয়েটা অন্ততঃ bad breeding (কুজাতক সৃষ্টি) করবে না। এমন-কি কোন বেশ্যাও যদি শ্রেয়পুরুষে addicted (আসক্ত) হয় তবে সেও আর খারাপ breed করে (জন্ম দেয়) না। যে ভালটা আশা করা যেত তা' হয়তো হয় না। কিন্তু এই case-গুলি (বিষয়গুলি) আভিঘাতিক হ'লেও সাংঘাতিক হয় না। এগুলি মন্দের ভাল। (একটু পরে বলছেন) বিবাহপদ্ধতি আমাদের মধ্যে এত ভাল যে তেমনটি আর দেখি না। এতে বোঝা যায় genetics (প্রজননবিজ্ঞান)-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা কতখানি অভিজ্ঞ ছিলেন। এত অত্যাচারেও সব ঠিক আছে। তবে এখন দেশে যে হাওয়া চলেছে তাতে এবারে কী হয় তা' কওয়া যায় না।

দুপুরের পরে একটু বিশ্রাম ক'রে উঠে ব'সেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মায়েরা অনেকে কাছে আছেন। তা'ছাড়া হরিপদদা, প্যারীদা প্রভৃতি ডাক্তাররাও আছেন। হাউ-জারম্যানদা এসে একপাশে বসলেন। ডাক্তারের বিধানমত শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল রোজ বিকালে পেটে ঢেউ খেলিয়ে পেটের ব্যায়াম করেন। আজও করলেন। ব্যায়ামের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সুপারি ও লবঙ্গ মুখে দিলেন। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। গড়গড়ার নলটি ধ'রে মৃদু-মৃদু টান দিতে থাকেন তাতে।

মঙ্গলা-মা বললেন—

—মানুষের স্বামী বা বাবার 'পরে অভিমান আসে। কিন্তু আমার তো সে-সব নেই। তাই আমার অভিমান আসে আপনার উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিমান বা দুঃখ আসে যখন, তার মানে হ'ল, আমি ভাবি—আমি না হ'লে তার চলে না। কিংবা মনে ভাবি, আমিই বা কম কিসে? অথবা ভাবি আমার কোন দোষ নেই, যত দোষ অমুকের। এই জাতীয় বহুরকমে অভিমানের সৃষ্টি হয়।

মঙ্গলা-মা—বুঝি যে অভিমান আসা খারাপ, তাতে আমার দুঃখই বাড়বে। কিন্তু তবুও অভিমান আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নরক কী মূল অভিমান। নরকের আদি জিনিষই হ'ল অভিমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর মঙ্গলা-মাকে একখানা ইণ্ডিপেড়ে শাড়ী, হার, চুড়ি ও আংটি দিয়েছেন এবং সব সময় প'রে থাকতে বলেছেন সেগুলি। এখন সেই কাপড় পরণে নেই দেখে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর সে ইণ্ডিপাড় কাপড়খানা কোথায় ?

মঙ্গলা-মা—খুলে রেখেছি। মাঝে-মাঝে পরি।

শ্রীশ্রীঠাকুর —চুড়িগুলি এখন তোর হাতে বেশ মানিয়ে গেছে।

মঙ্গলা-মা—মোটেই মানায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'হলে খুলে রাখ।

মঙ্গলা-মা—না, তা' রাখছি না। তবে খুকি (পূজনীয়া পিসিমা, গুরুপ্রসাদী দেবী) বলেছিল, মোটেই মানায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যথার সুরে)—তা' বেশ তো, খুলে রাখ্। তুই যারে ভালবাসিস্ সে যদি এই চুড়ি দিত তবে খুব ভাল লাগত।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে থাকেন চুপ ক'রে। শেষ সুখটানটি দেবার পরে গড়গড়ার নলটি রাখার সময় মঙ্গলা-মা এগিয়ে এসে হাত থেকে নল নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে মুখ মোছার জন্য গামছা দিলেন। মুখটা মুছে ফেলে মঙ্গলামার দিকে তাকিয়ে পরম স্নেহভরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—তুই চুড়ি পরিছিস্, হার গলায় দিছিস্, আংটিও আছে। তোর মহা ভাগ্যি।

একটু পরে হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—কারও ego (অহং) কি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রীতিতে adhered (যুক্ত) হ'লে হ'তে পারে। তোমারি গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমারই রূপে— একেবারে ঐরকম হ'য়ে ওঠা চাই। It is my pride that I am for my Love (আমার গর্ব এই যে আমি আমার প্রিয়ের জন্যই আছি)। হয়তো একটা মেয়ে তোমাকে ভালবাসে। তোমার জন্য সে India-য় (ভারতে) আসতে এবং সবরকম কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। তার মানে ওখানে true love (প্রকৃত ভালবাসা) আছে। আবার, যার কাছে আমরা ভালবাসা পাই, তার জন্য suffer (কষ্ট) করার বুদ্ধি যখন থাকে না, তখনই তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি আসে।

হাউজারম্যানদা—এখন মানুষ এখানে কাজ করতে এসে আগে allowance (ভাতা) ঠিক করার ব্যবস্থা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যে আগেকার দিনে স্কুলে fees (বেতন) নেবার ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্ররা teacher-এর family member (শিক্ষকের পরিবারের মানুষ) হ'য়ে থাকত। এখন education sale (বিদ্যা-বিক্রয়) করা হয়। কিন্তু হিন্দুদের এই education sale (বিদ্যা-বিক্রয়) করা মহাপাপের ছিল। এখন একজন এসে

allowance-এর (ভাতার) কথা কয়, তার পেছনে তার দেখাদেখি আবার আর একজন। এইভাবে চলছে। এ আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ওরকম ১০০ জন লোকের চাইতে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার ২৫ জন লোকও ভাল। আবার, মানুষ যদি চায় আর আমি যদি না দিতে পারি, তাতে আমার কষ্ট হয়। ঋত্বিকীটা যদি সবাই ঠিক ক'রে তোলে তবে এর একটা প্রতিষেধ হ'তে পারে। ঋত্বিকীই একমাত্র saviour (রক্ষক)। তোমার যদি পাঁচটা যজমান থাকে, তাদের বল—ঠাকুরের সাথে আমাদের যেন পয়সার সম্পর্ক না থাকে। আমরা যেন আমাদের মত ক'রে চলতে পারি। এইভাবে তাদের ঋত্বিকী নিয়মিত করার জন্য প্রবন্ধ ক'রে তোল। Allowance-এর (ভাতার) টাকা নিতে থাকলে মানুষের energy (শক্তি) down হ'য়ে (ক'মে) যায়।

সরোজিনীমা—মাথার বিকৃতি যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকৃতি করলে বিকৃতি যায়।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে একটু কাঠের কারখানা থেকে ঘুরে এলেন। এই সন্ধ্যার সময় রোজই একবার ওখানে যেয়ে কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। এখন সন্ধ্যা হ'তেই শীত প'ড়ে যায়। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হ'ল। গায়ে একটু গরম কাপড় রাখতে হয়।

২৬শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬২ (ইং ১২।১২।১৯৫৫)

সকালে কারখানা থেকে ঘুরে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার পশ্চিম প্রাঙ্গণে। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চারুদা (করণ), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা, কার্ত্তিকদা (পাল), কালিদাসীমা প্রভৃতি আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কেষ্টদা 'মন' সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন মানে চিত্ত, স্মৃতিচেতনা,—যা' হয়েছে সেগুলি মনে করা, মনন। যে-বোধগুলি আমার মধ্যে আছে সেগুলি চেতন ক'রে নিই। তাই মন মানে মনন, গুণন। মন মানে চিত্তেরই মনন। মনের কোন আলাদা body (শরীর) নেই! মনের root-meaning (ধাতুগত অর্থ) কী দেখ্ তো।

আমি দেখে এসে বললাম—জ্ঞান, জাগরণ, সংবেদন, সচেতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো ঠিক আছে।

হাউজারম্যানদা—Great man (মহাপুরুষ) আর riches (ধনসম্পদ)-এর সম্বন্ধ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা great man (মহাপুরুষ) হয়, riches (ধনসম্পদ) তাদের সেবা করে।

হাউজারম্যানদা—Riches store-up (ধনসম্পদ সঞ্চয়) করা তো ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Great man-রা (মহাপুরুষরা) তা' করে না। Great man (মহাপুরুষ) হয় great fulfiller (মহান পূরণকারী)। Great (মহান) যারা নয় তাদের টাকার 'পরে টান থাকে। তারা আদর্শনিষ্ঠ হয় না ব'লেই people-এর (মানুষের) উপরে দরদীও হ'য়ে ওঠে না। তারা ভগবানকে ভালবাসে টাকারই জন্যে।

স্পেন্সারদা—In this situation, what message could Christ have for America (বর্ত্তমান অবস্থায় যীশুখৃষ্ট আমেরিকার জন্য কেমন বাণী দান করতেন)?

একটা অদ্ভুত দিব্য ভঙ্গিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Dwell in the dome of love, peace and happiness and have freedom (প্রীতি, শান্তি ও সুখের নিকেতনে বাস কর,—স্বাধীনতা উপভোগ কর)।

তারপর বলছেন—

—কতকগুলি মানুষ সত্যি সত্যি freedom (স্বাধীনতা) চায়। আবার কতকগুলি মানুষ চায় superiority (প্রভুত্ব)। তারা Lord-এর (প্রভুর) কথা কয় না, Lord-এর life follow (প্রভুর জীবন অনুসরণ) করে না।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু এখন সবাই দেখি superiority (প্রভুত্ব) চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Superiority (প্রভুত্ব) যারা চায়, তারা তা' চায় inferiority-র (নীচতার) সাহায্য নিয়ে। সত্যিকারের যে superior man (শ্রেষ্ঠ মানুষ) সে good man-ও (ভাল মানুষও) বটে। আবার দেখো, একটা মানুষ good (ভাল) কিনা তার প্রমাণ সে good breed (ভাল সন্তান উৎপাদন) করতে পারে কিনা! কারণ, এমনিতে সে যত বড়ই হোক, সে-সব গুণ তার সত্তাসঙ্গত নাও হ'তে পারে।

কথায়-কথায় ক্ষিতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি যখন নৈহাটি ছিলেন তখন কোথায় থাকতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফেরীঘাট রোডে।

ক্ষিতীশদা—আপনি কি ভাটপাড়ায় কখনও গেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রামের ভিতর যাইনি, কাছাকাছি গিছি।

হাউজারম্যানদার হাতে একখানা বই। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানা কী বই রে?

হাউজারম্যানদা—Man, the verdict of science.

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথা থেকে পেলি?

হাউজারম্যানদা—জনার্দ্দনের কাছে ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প'ড়ে ফেল্। দেখ্ কী আছে ওর মধ্যে।

বেলা ১১টা বেজে গেছে। দু'একজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেকথা মনে করিয়ে স্নান করতে উঠতে বলছেন। কিন্তু সেই আনন্দরসিক সবাইকে যে রসসাগরে ডুবুডুবু ক'রে রেখেছেন। তিনি নিজে এ আনন্দের হাট না ভাঙ্গলে কে ভাঙ্গাতে পারে! তাঁর চোখ-হাত-পা নাড়ার অপূর্ব্ব ভঙ্গী, কথার সরস শৌর্য্য সবাইকে তন্ময় ক'রে রেখেছে।

চারুদার শরীর বেশ কয়েকদিন খারাপ ছিল। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই প'ড়ে থাকায় কাজ-কাম ঠিক-মতন হ'য়ে ওঠে না। তোর দাঁতে আর পুঁজ নেই তো।

চারুদা—প্যারীদা বলেন তো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার দাঁত যে ক'টা প'ড়ে গেছে তা' গেছে। তারপর থেকে প্যারী আমাকে মাঝে-মাঝে টেরামাইসিন্ দেয়। তার দরুন আমার দাঁত ঠিক থাকে। কোথা থেকে কখন যে infection (ছোঁয়াচ) আসবে তা' তো বলা যায় না। টেরামাইসিন্ খাওয়া ভাল। আমার দাঁত কয়েকটা প'ড়ে গেছে বটে। তবুও মনে হয়, ভগবানের যা' দেওয়া তার অনেকখানি দাম আছে।

কার্ত্তিকদা রোজ তাঁর দলবল নিয়ে রমণদার মায়ের সাথে নানারকম হাসিঠাট্টা, রঙ্গরস করেন। সবটাই হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে। তিনি সব দেখেন এবং যেখানে যেটুকু করলে সুন্দর ও জীবনীয় হয় তা' ব'লে দেন। মানুষ কেমনভাবে তার প্রবৃত্তির দ্বারা অসহায়ভাবে চালিত হয় বা কোন্ প্রবৃত্তির ঝোঁকে কী করে, ঐ রঙ্গরসের ভিতর-দিয়ে দয়াল ঠাকুর তাও উদ্ঘাটিত ক'রে দেন সবার চোখে। এই রঙ্গরস, তৎসহ খাওয়া-দাওয়ার বিপুল আয়োজন যেন তাঁর লোকশিক্ষার একটি বিশেষ পন্থা। মর্ম্মার্থ-অনুধাবনী দৃষ্টি নিয়ে সে-সব দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন তার প্রয়োজনীয়তা ও গভীরতা কতখানি! কারণ, পুরুষোত্তম বৃথা কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করেন না।

তাই, এখন আবার মেন্টুদাকে (বোস) বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা যে play (অভিনয়) করিস্, তার মধ্যে একজনের আবার একটু বীররস না হ'লে হয় না। একজন মধুর, একজন করুণ আর একজন বীররস লাগানো লাগে। তা' না হ'লে যুত হয় না।

তারপর ও'দের অভিনয়নৈপুণ্য নিয়ে সবাই বলতে লাগলেন। এই ফাঁকে কালিদাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের চটিজোড়া চৌকির সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—১১টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীচরণ দু'খানি বাড়িয়ে চটি পরতে-পরতে মৃদুহাস্যে বললেন—চল।

৭ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ২৩। ১২। ১৯৫৫)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে সমাসীন। সরোজিনীমা তাঁর দুই করের অঙ্গুলিগুলি ধ'রে ধ'রে 'ম্যাসাজ্' ক'রে দিচ্ছেন। সামনের রাস্তা দিয়ে সতীশদা (দাস) কিছু গাছগাছড়া নিয়ে চলেছেন রসৈষণা-মন্দিরের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে সতীশদা নানারকম ভেষজগাছ, গাছের মূল, পাতা, ইত্যাদি জোগাড় ক'রে আনেন রসৈষণার ওষুধ তৈরীর জন্য।

সকালে সতীশদাকে এরকম কিছু লতা ও শিকড় নিয়ে যেতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে বলছিলেন—ও এইসব কাম এত পারে যে তা' আর কওয়ার না। কোন্ কোন্ জিনিস লাগবে শুনে প্রথমে কিছু চিন্তা করে না, বেরিয়ে যায়। তারপর রাস্তায় যেতে যেতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চিন্তা করে কোন্‌দিকে যাই, কিভাবে জোগাড় করি। ভাবতে ভাবতে চ'লে যায় জায়গামত এবং ঠিক জোগাড় ক'রে আনে।

সেবাদি—কালও দশসের গন্ধপাতালির শিকড় জোগাড় ক'রে রাত বারোটায় ফিরেছে।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Insane আর nonsense মানে কী ?

আমি উত্তর করলাম—Insane মানে পাগল, আর nonsense হ'ল—

এই পর্য্যন্ত বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরই অর্থ ব'লে দিলেন—নির্ব্বোধ ? তারপর বললেন—Insane (পাগল)-গুলি নির্ব্বোধ হয়। ওদের অহঙ্কার থাকে, তাই নিজেদের analyse (নিরখ-পরখ) ক'রে দোষ বের করতে পারে না। যদি কখনও পারে তাহলে আবার সেই দোষ করে।

আমি—ওদের এরকম obsession (অভিভূতি) থাকেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(মাথা নেড়ে) হ্যাঁ।

বাড়ীর ভেতরে সুধাপাণিমার সাথে হেমপ্রভামা'র গণ্ডগোল হয়েছিল। আজ সুধাপাণিমা নানারকম খাবার এনে হেমপ্রভামাকে খাইয়ে ও মিষ্টি কথাবার্ত্তা ব'লে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলেছেন।

এ সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পেঁছাতে তিনি বললেন—এরই নাম অবৈরিতা।

বিকালে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) একটি ছেলের কথা জানতে চাইলেন। ডাক্তার ছেলেটির টন্‌সিল্ অপারেশন করার কথা বলেছে। সে কী করবে জানতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখে দাও, unavoidable case (অপরিহার্য্য ক্ষেত্র) ছাড়া ঠাকুর নিজে টন্‌সিল্ অপারেশন পছন্দ করেন না। তিনি Abdex খাওয়ার কথা বলেন। Abdex খাওয়াতে খাওয়াতে ঠিক হয়ে যায়। আর, unavoidable case (অপরিহার্য্য ক্ষেত্র) হলে তখন আলাদা কথা।

কিরণদার (মুখোপাধ্যায়) স্ত্রী কলকাতা থেকে এসে প্রণাম করলেন। কোলে তাঁর নবজাত শিশুপুত্র। প্রণাম ক'রে চ'লে যাওয়ার পর ঐ মায়ের গমনপথের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Antiquitted মানে কী?

বলা হ'ল—পুরাতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ মা ঠিক পুরাতনের মতন। বড় একটা সিন্দুরের ফোঁটা, রঙ্গীন কাপড়, পুরাতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

নগেন হালদারদার পুত্র মারা গেছে। নগেনদার স্ত্রী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ঠাকুর! ওর আয়ু কি এতটুকুই ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছিল না তো কি!

উক্ত মা—তাহলে আমাদের ভুলের জন্য যে গেল তা' নয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল!

উক্ত মা—আমার এখনো মনে হয়, সে আমার পাশে আছে, বেঁচে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে নামধ্যান কর, ভাল হ'য়ে থাক। ও চিন্তা ক'রো না।

১১ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ২৭। ১২। ১৯৫৫)

প্রাতে জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদাকে (সরকার) ডেকে বললেন—সেই টেবিলটা হয়েছে।

একটা বড় কাঠের টেবিল তৈরী ক'রে দিতে বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মনোহরদা বললেন—এখনও শেষ হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল যা' করবে মনে করেছ তা' এখনই ক'রে রাখ, পার তো কিছু বেশী ক'রেই ক'রে রাখ।

গত পরশু (রবিবার) সন্ধ্যায় অশ্বথতলায় আলোছায়ার প্রোজেক্শন্ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোটবেলার জীবনীর কিছু অংশ দেখানো হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সেই অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন। ভাষাপ্রদানে ছিলেন জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায়। এখন সেই অনুষ্ঠান নিয়ে মায়েরা বলাবলি করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কথা যেন উপভোগ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা, আশ্রমে সবাই সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হ'য়ে উঠুক। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাণিনি-ব্যাকরণে অভিজ্ঞ পণ্ডিত মশাইকে আনিয়ে তাঁর কাছে ব্যাকরণটা ভালভাবে আয়ত্ত ক'রে নিতে অনেকদিন থেকেই বলছেন। ইদানীং ঐরকম একজন ব্যাকরণবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি নিয়মিত সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে পড়ান। এখানকার অনেকেই তাঁর কাছে পড়ছেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিত আসছে তো ?

আমি—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লালের (রামনন্দন প্রসাদ) কেমন হচ্ছে ?

আমি—ভালই ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আর লাল ঠিক ক'রে নে। ভাল ক'রে সংস্কৃত শিখে তারপর অন্যান্য কাম করবি ।

এর পর হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন—War (যুদ্ধ) হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—War (যুদ্ধ) বাধে তখনই যখন আমি কারো interest-এ interested (স্বার্থে স্বার্থান্বিত) হই না। যেমন, money-তে (অর্থে) যদি কারো interest (অন্তরাস) থাকে, সেখানে আসে exploiting attitude (শোষণী মনোভাব)। আবার, fulfilling attitude (পরিপূরণী মনোভাব) যেখানে থাকে, সেখানে কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্রাধান্য পায় না। সত্তা যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি অসৎ-নিরোধী। একটা পোকার কাছে লাঠি নিয়ে গেলে হয় সে কামড়াতে আসবে, নতুবা দৌড়ে পালাবে। কারণ, সে তার সত্তাকে রক্ষা করতে চায়, আর রক্ষাকে যা' খতম করতে আসছে তাকে সে নিরোধ করতে চায়। এই হ'ল অসৎ-নিরোধ। অসৎ দুনিয়ায় সর্ব্বত্রই আছে। অসৎটা যদি মানুষ cordially (হৃদ্যভাবে) নিরোধ করতে পারে তাহলে আর war (যুদ্ধ) হয় না।

প্রশ্ন—Human psychology-তে (মনুষ্য-মনস্তত্ত্বে) এটা কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Human psychology develop করে (মনুষ্য-মনস্তত্ত্ব উন্নত হয়) proper nurture-এর (যথাযথ পোষণের) ভিতর দিয়ে।

প্রশ্ন—কত সময় লাগবে developed (উন্নত) হ'তে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমাদের করার উপর নির্ভর করে। এজন্য সব থেকে বেশী জোর দেওয়া লাগবে সুজননের উপরে।

প্রশ্ন—সুজনন কিভাবে সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যথোপযুক্ত সুমিলন হলেই সুজনন হয়।

ভদ্রলোকটি একটু চিন্তিতভাবে বলছেন—দু'হাজার বছর আগে প্লেটো এই কথা বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আমরা তা' ছেড়ে দিলাম। প্লেটোকে realize (হৃদয়ঙ্গম) করলাম না।

প্রশ্ন—মিলনের যথাযোগ্যতা নির্দ্ধারণ ক'রে দেবে কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে বাংলায় একদল লোক ছিল। তারা বায়োলজি, জেনেটিক্সে expert (দক্ষ) ছিল। তাদের বলত ঘটক। তারা ব'লে দিতে পারত কোন্ ছেলের সাথে কোন্ মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন ধরনের ছেলে বা মেয়ে হবে। তারাই decide (নির্ধারণ) ক'রে দিত কোন্‌টা proper matching (উপযুক্ত মিলন) হবে।

প্রশ্ন—এ ব্যাপারে state-এর (রাষ্ট্রের) কি কিছু করণীয় নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তোমাদের state (রাষ্ট্র) ছিল বর্ণাশ্রমের সংরক্ষক। এখন আবার যদি তোমরা এগিয়ে যাও, ধর, কর, হ'য়ে ওঠ, তবে তো তেমন হওয়াটা সম্ভব হবে ! ফাঁকি দিয়ে তো কিছু হয় না !

প্রশ্ন—আপনার তো অনেক disciple (শিষ্য) আছে, তাদের দিয়ে এরকম কাজের পরিকল্পনা করছেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু disciple (শিষ্য) থাকলেই তো হয় না।

ঐ যে বাইবেলে আছে 'cultivators are few' (কৃষকসংখ্যা খুব কম), তেমন হ'লে তো কাজ হয় না।

প্রশ্ন—কিভাবে এটা বাস্তবায়িত হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত কাজের লোক যারা তারা few (খুব কমসংখ্যক) আসে। ঐ মনোভাবাপন্ন যদি কেউ এসে এখানে থাকে, অনুশীলন করে, তাহ'লে হ'তে পারে। অনুশীলন যদি না করে, বুঝতে হবে তার ওদিকে urge (আগ্রহ) নেই। আমি কই, my yoke is kindly and my burden light (আমার যোয়াল সহজ-বহনীয় এবং বোঝাও হালকা)। Yoke (যোয়াল) kindly (সহজ-বহনীয়) তখনই হয় যখন ভালবাসা থাকে। Love for Christ (খ্রীষ্টের উপর ভালবাসা) থাকলে burden-ও (বোঝাও) হালকা হ'য়ে যায়। যারা weak (দুর্বল) তারা যদি রাস্তার দূরত্বের কথা ভাবে তবে হাঁটতে পারে না। ভাবে, ওরে বাবা ! এতদূর যাব ? আবার তারাই যদি দূরত্বকে আমল না দিয়ে আনমনে হাঁটতে থাকে তাহলে অনায়াসে সেই দূরত্বকে cross (অতিক্রম) ক'রে চ'লে যায়।

১২ই পৌষ, বুধবার, ১৩৬২ (ইং ২৮। ১২। ১৯৫৫)

প্রাতে জামতলার ঘরে। আজ শুক্লা চতুর্দশী। সকাল ৭-৩০ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দুই পৌত্র শ্রীযুত অশোক কুমার চক্রবর্তী ও শ্রীযুত অলখ কুমার চক্রবর্তী (সুনুদা)-কে স্বহস্তে ঋত্বিক-বই প্রদান করে দীক্ষাদানের অধিকারে অভিষিক্ত করলেন। বইতে নিজ হাতে ওঁদের নাম লিখে দিলেন।

দুই ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে গ্রহণ করলেন প্রভু-প্রদত্ত মহান

আশীর্ব্বাদ। হাতে দেবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণভরা আবেগে ব'লে উঠলেন—জয় পরমপিতা! জয় দয়াল!

তারপর দু'জনেই আভূমি প্রণাম করলেন তাঁদের ইষ্টদেবতাকে। ঋত্বিক-বই দেওয়া হ'ল। প্রফুল্লদা (দাস) বললেন—পাঞ্জাও তো লিখে দিতে হবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের পাঞ্জা লাগে না। ওদের শরীরই ওদের পাঞ্জা। (তারপর ও'দেরকে বললেন) এখন লেগে যাও। আমি যা' ক'রে গেলাম, সারা জীবন এই ক'রে যাবা। লোকপালী হ'য়ে ওঠ।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় অশোকদার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন। সুশীলদাকে (বসু) বললেন—ওর শরীর যদি ভাল থাকে তবে আমার ইচ্ছা এক ঠেলায় বি. এস. সি., আর এক ঠেলায় এম. এস. সি. যদি হয়ে যায়! (দু'ভাইকে লক্ষ্য ক'রে) এখন তাড়াতাড়ি পাশ ক'রে আস। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আসতে পারলে তো হয়! (ক্ষণেক নীরবতার পর) জেসাস্-এর বারো জন apostle ছিল। তোমরা হ'চ্ছ তাই। Apostle মানে কী?

আমি বললাম—দেবদূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(অশোকদাকে) দ্যাখ্ তো apostle মানে কী? ওখানে ডিক্শনারি আছে।

অশোকদা ঘরের কোণে-রাখা বইয়ের র‍্যাক থেকে ডিক্শনারি দেখে এসে বললেন—One who is sent (যাকে পাঠানো হয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ, তোমরা হ'চ্ছ তাই। দু'জনেই কিন্তু শরীর ভাল রেখো।

এর পর ও'রা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বাথরুমে গেলেন। তারপর বাইরে প্রাঙ্গণের চৌকিতে এসে বসলেন। ইতিমধ্যে ভক্তবৃন্দ অনেকে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) বললেন—জমি করতে না পারলে তো হয় না হরিনন্দন! একসাথে থাকতে না পারলে আমার ভাল লাগে না। জমি জোগাড় কর। বুঝলি ছোটন (জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি)! জমি জোগাড় ক'রে একসাথে থাকতে পারলে তোদের জোর বেড়ে যাবে অনেক। (বৈকুন্ঠ সিংদাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন)—তোর লেপ আছে?

বৈকুন্ঠদা—হামারা পাশ হ্যায় (আমার আছে)।

উপস্থিত কয়েকজন বিহারী ভাইকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওদের নেই?

বৈকুন্ঠদা—(নিরুত্তর)।

হরিনন্দনদা—না, আর কারো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(উদ্বিগ্ন স্বরে) দেখ তো দেখি। পাগল নাকি ? ওরে তুই লেপের কথা কোস্ নে কেন ? (হরিদাস সিংহদাকে) যাও, ভাল দেখে লেপ তৈরী ক'রে দাও। কত হ'লে ভাল হয়—৩×৫ হাত না ৪×৬ হাত ?

হরিদাসদা—৪×৬ হাত তো ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি সাড়ে তিন×সাড়ে পাঁচ হাত ক'রে দাও। রেডিমেড্ রেজাই এখানে কিনতে পাওয়া যায় না ?

হরিদাসদা—যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তুমি বানায়েই দেও গে। রেডিমেড্ কেমন হয় কি না হয়! তিনখানা বানাও। যাও, এখনই ব্যবস্থা কর গে'।

হরিদাসদা—আজ্ঞে যাই।

ব'লে চ'লে গেলেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রণাম করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ননী! আমারে খুব ভাল চারখানা রেজাই কিনে দিবি ?

ননীদা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল হওয়া চাই।

ননীদা—হ্যাঁ, দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lord মানে কী ? Giver of loaf না কি ? দ্যাখ্ তো Lord মানে কী ? যেমন যদি বলা যায় Lord Nani.

আমি তাড়াতাড়ি ডিক্শনারি দেখে এসে বললাম—Lord মানে loaf-keeper.

শ্রীশ্রীঠাকুর—(ননীদাকে) ঐ ঠিক। Loaf-keeper যদি না হ'তে পার তবে Lord হবে কি ক'রে ?

কেষ্ট সাউদা এসে প্রণাম করতে করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহভরা ডাক দিলেন—কেষ্ট, এই কেষ্ট।

কেষ্টদা—(মাথা তুলে) আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে সাড়ে তিন × সাড়ে পাঁচ হাত মাপের ছয়খানা খুব ভাল লেপ দিবি ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ দেব। কখন ?

দক্ষিণ করখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত ক'রে মোহন ভঙ্গিমায় দয়াল ঠাকুর বললেন—আমার তো এখনই পেলে ভাল হয়।

তাঁর বলার রকমে সকলেই হাসছেন। ধীরে ধীরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমি ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। Born (জন্ম)-ভিক্ষুক আমি।

পরে কথা প্রসঙ্গে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে বামুনদের পয়সা ছিল না, ছিল মানুষ। আর তাদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তি মানে আমি বুঝি, তোমার খেয়ে যা' বেয়ে পড়ে সেটা প্রীতি-প্রণোদনায় দেওয়া। মানুষের এইরকম প্রীতি-অবদানই ছিল বামুনের সম্বল। আগে India-কে (ভারতকে) বলত দেবভূমি। এখানকার অধিবাসীদের বলত দেবজাতি। প্রত্যেককে বলত angel। Angel মানে দেবদূত। তোমরা হ'চ্ছ তাই।

এরপর উপস্থিত এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন মানুষের will (ইচ্ছাশক্তি) environment-কে influence (পারিপার্শ্বিককে প্রভাবিত) করতে পারে কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—Will (ইচ্ছাশক্তি) controlled (নিয়মিত) হয় through love (ভালবাসার ভিতর দিয়ে)। যেমন একটা individual-কে (ব্যক্তিকে) environment influence (পারিপার্শ্বিক প্রভাবিত) করতে পারে, তেমনি একটি individual (ব্যক্তি) যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, সে-ও পারে environment-কে influence (পারিপার্শ্বিককে প্রভাবিত) করতে। Will-এর (ইচ্ছাশক্তির) গোড়ায় আছে যোগাবেগ, যাকে ইংরাজীতে কওয়া যায় affinity। আমাদের শরীরে cell to cell (কোষে কোষে) যোগাবেগ আছে। তা' যদি না থাকত তবে শরীর build করত (গঠিত হ'ত) না। Will-এর (ইচ্ছাশক্তির) basis-ই (ভিত্তিই) হ'ল যোগাবেগ। Affinity (যোগাবেগ) নষ্ট ক'রে দাও, will (ইচ্ছাশক্তি) নষ্ট হ'য়ে যাবে।

এরপর religion ও prophet নিয়ে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেসব prophet (প্রেরিত) আসেন, তাঁরা সবাই এক। আমাদের Hindu conception-এ (হিন্দু মতবাদে) আছে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। আচার্য্যের মধ্যে সবাইকেই দেখতে হবে। আচার্য্যের প্রতি যে unrepelling adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা), তাই হ'ল religion (দ্বিজীকরণ)। আর, আচার্য্য তিনি যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন।

একজন বললেন—আজকাল তো মানুষ আমার religion, ওর religion ব'লে আলাদা ক'রে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Religion মানে কয় ধর্ম্ম। কিন্তু ধর্ম্ম কখনও দুই হয় না। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ—এই হ'ল ধর্ম্মের definition (সংজ্ঞা)। ধর্ম্ম being (সত্তা)-কে uphold (ধারণ) ক'রে becoming-এর (বর্দ্ধনার) দিকে goad (চালনা) ক'রে নিয়ে যায়।

প্রভাতদার (দে) মা গত কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একখানা রেজাই, একটি থালা ও একজোড়া কাপড় চেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে আমি এগুলি গত কালই

এনে রেখেছি। এখন ঐ মা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন—পাইছাও মা?

উক্ত মা—না বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবু!

আমি—আজ্ঞে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ মাকে সব দিয়ে দেও। লেখায়ে দিও। (উক্ত মাকে) যাও, নিয়ে এসো।

আমি মাকে এনে খাতায় লিখিয়ে সব দিয়ে দিলাম। উনিও সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সব দেখিয়ে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

বিকালে, জামতলার প্রাঙ্গণে, তাম্বুতে। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) গতকালকার শর্ম্মাজী নামক ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে এসে প্রণাম করলেন।

শর্ম্মাজী—Indian culture-এর (ভারতীয় কৃষ্টির) পক্ষে কোন্ গবর্ণমেন্ট suitable (উপযুক্ত)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার idea (মত) হ'ল, ইংরেজদের রকমটা ভাল। King-ও (রাজাও) আছে, আবার পার্লামেন্টও আছে। অবশ্য আমার এই idea (মত) হয়তো সবার সাথে মিলবে না। আমি একটু antiquitted (প্রাচীনপন্থী) কিনা! আমি দেখি, মানুষের একটা pivot (কীলক) না থাকলে সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, এক-একটা complex (বৃত্তি) এক এক সময় prevail করে (প্রভাবশালী হয়)। যদি কোন guide (চালক) না থাকে তাহলে complex (বৃত্তি)-গুলি uncontrollable (অসংযমনীয়) হ'য়ে যায়। আমাদের রামরাজ্যের conception (ধারণা) ঐরকম। সেখানে king (রাজা) ছিল, কিন্তু ক্যাবিনেট-চীফ ছিলেন বশিষ্ঠ। তিনি তাঁর ক্যাবিনেট নিয়ে whole India rule (সারা ভারত শাসন) করতেন। Politics (রাজনীতি) মানেই হ'ল মানুষের সত্তাকে যা' রঞ্জিত করে, nurture (পোষণ) দেয়, পালন ও পূরণ করে।

পরে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দি, বাংলা, মৈথিলী, তামিল, এ সবেরই পিতৃপুরুষ সংস্কৃত। আমরা সবাই people of sanskrit tongue (সংস্কৃত-ভাষাভাষী লোক)।

এই সময় শরৎদা (হালদার) আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে বললেন—শরৎদার সাথে শর্ম্মাজীর আলাপ করিয়ে দিলে হয়।

হরিনন্দনদা দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ও'দের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

১৭ই পৌষ, সোমবার, ১৩৬২ (ইং ২। ১। ১৯৫৬)

গতকাল শীতকালীন ঋত্বিক-অধিবেশন শেষ হয়েছে। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জাম-তলার প্রাঙ্গণে চৌকিতে দক্ষিণাস্য হ'য়ে সমাসীন। কর্ম্মীগণ একে-একে এসে প্রণাম ক'রে চারিপাশ দিয়ে বসলেন। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহগণের সমাবেশের অনুরূপ শোভায় ভ'রে উঠল সমগ্র প্রাঙ্গণখানি। চারিদিকে শুভ্রতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কর্ম্মী-দের মধ্যে উপস্থিত আছেন জিতেনদা (মিত্র), মহাদেবদা (পোদ্দার), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), দেবেনদা (রায়), হেমকেশদা (চৌধুরী), রবিদা (রায়), চন্দ্রকান্তদা (মেটা), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জী), শরৎদা (হালদার), বিহারের হরিনন্দনদা (প্রসাদ), কামেশ্বরদা (প্রসাদ), শর্ম্মাজী, প্রভৃতি।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

একেবারে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখা লাগবে, তোমাদের একটা যজমানও যেন pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) না থাকে। Christ (খৃষ্ট) বলতেন, shepherd-এর (মেষ-পালকের) একটা sheep-ও (মেষও) দুর্ব্বল থাকবে না।

তারপর এক দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

তোর যজমান কত হইছে রে ?

উক্ত দাদা—ঠিক বলতে পারছি না। চাকরীই আমার সর্ব্বনাশ করল। যতখানি বেরোনো দরকার তা' এই চাকরীর জন্যই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-সব ঋত্বিকদের যজমান অলঙ্কার হ'য়ে ওঠেনি ভিতরে-বাইরে সব দিক দিয়ে, তারা বিধবা মেয়ের মত। শিবসুন্দরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেনি তারা। যজমানদের ঠিক ক'রে ফেলা। তারপর চাকরী-টাকরী ছেড়ে দিয়ে পরমপিতার চাকরী করিস্, যজমানের সেবা করিস্। অমনতর মিষ্টি ভাতই নেই। জিতেনের কত যজ-মান আছে ?

জিতেনদা—পাঁচ-ছয়শ' হবে হয়তো। কিন্তু সবাই active (সক্রিয়) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকী ঠিক ক'রে ফেলে চাকরী ছেড়ে দে। পাঁচশ' যজমান যার সে চাকরী করে, এ বড় অপমানের কথা। মনে রাখিস্, ঋত্বিকরা মানুষের বাগান করে। লক্ষ্য রাখে কোন্ গাছটায় পোকা ধরে, কোন্‌টা ভাল থাকে। তারপর সুবিধামত ঐ বাগান থেকে শাকসব্জী, ফল-টল তুলে খায়। আলু খায়। বেগুন খায়। ঐ হ'ল প্রসাদ। কিন্তু আগে বাগান ঠিক রাখে।

অনেকে আজ বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অগত্যা। যেতে হ'লে যাবে। (একটু থেমে বলছেন) যাওয়ার সময় বড় কষ্ট হয়। এ একেবারে আমার ছোটবেলা থেকেই। ইচ্ছে হয়, সবাই মিলে দঙ্গল

বেঁধে ব'সে থাকি।

মহাদেবদা—আমার ঋত্বিকের পাঞ্জা আছে। কিন্তু কাজ ঠিকমত করতে পারছি নে। বাড়ীতেও নানারকম গণ্ডগোল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্। তুই না চালালে গাড়ী চলবে না। ইঞ্জিন না চললে কী গাড়ী চলে? চল্, চলা লাগে দক্ষ কারিগরের মত।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

না-পারার কৈফিয়ত যার যেমনতর,
অন্তঃস্থ স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতায়ও
সে তেমনি বাঁধনবন্ধ, অবসন্ন।

তারপর আবার কথাপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—হয়তো বেলা একটা পর্য্যন্ত ব'সে থাকলাম, চা-ই জোগাড় করতে পারলাম না। তার মানে চা-ই প্রধান। আবার একজন, দেখ হয়তো, ৪টার সময় চা খেয়ে ৫টার মধ্যেই ready (প্রস্তুত) হ'য়ে আছে কাজ করবে ব'লে। সে ভাবে, চা-র জন্যে আমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে! তা' হ'তে দেব না। আর, চা-র জন্য যদি তার কাজের অসুবিধা হত তো চা-ই ছেড়ে দেয়। ভাবে, 'দূর শালার শালা, চা-র জন্য এত গণ্ডগোল! দেও ছেড়ে।' এই যে আমি তামুক টানছি, এই তামুক টানার জন্য যদি আমার অন্য কাজ নষ্ট হয় তাহ'লে কিন্তু ভাল হ'ল না।

বেলা ১০-টা বেজে গেল কথা বলতে-বলতে। এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে হাঁটতে-হাঁটতে শ্রীশ্রীবড়মার দালানের বারান্দায় একখানা চেয়ারে এসে বসলেন। কর্ম্মীরা অনেকে চ'লে গেছেন। ৫।৭ জন কাছে আছেন। কালিষষ্ঠীমা এসে বসলেন। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর মোহনভঙ্গীতে নয়নযুগলে বিজলী খেলিয়ে সুর ক'রে গেয়ে উঠলেন—

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি যে তোর সঙ্গে যাব।

তারপর বলছেন—আচ্ছা, কুল হইছে গাছে?

কালিষষ্ঠীমা—হ্যাঁ, বেশ বড়-বড় হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন নদী সব জলে ভরা, ঝম্‌ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, তখন কুল ধরে। আবার যখন ভরা বসন্ত, ফুল ফোটে, কোকিল ডাকে, তখন কুল পাকে। ভগবানের কী অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

বিহারের শর্ম্মাজী নামে যে নতুন দাদাটি এসেছেন তার সম্বন্ধে হরিনন্দনদা বললেন—শর্ম্মাজী বলছেন, জীবনে অনেক কিছুই করেছি, সংসারও করলাম, এবার কাজে নামব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, এবার কৃতি ডাকছে। হওয়া লাগবে একেবারে—

ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশী
চুকিয়ে এলাম কান্না-হাসি।

শিরদার তো সর্দ্দার। দুই কামেশ্বর আর এক শর্ম্মা, এরা যদি লেগে যায়, মানুষ হাতে নেয়, তবে কাম করা যায় খুব। দুনিয়া কাঁপায়ে দেওয়া যায়। আদর্শ যতক্ষণ পর্য্যন্ত out and out (সম্পূর্ণরূপে) আমাদের স্বার্থ না হ'য়ে ওঠে, ততক্ষণ আমাদের ভেতরে না-পারা থাকে, না-পারার কৈফিয়ত থাকে। আবার, তাঁর স্বার্থই যখন আমার একমাত্র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে তখন পারাটা অঢেল হ'য়ে ওঠে।

কথার মাঝে বাধা দিয়ে সরোজিনীমা বললেন—১১টা বাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তামুক সাজ।

হরিনন্দনদা—আদর্শকে কেমন ক'রে ভালবাসা যায়, তাঁকে খুশী করা যায় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে ভালবাসা মানে তাঁর পছন্দমাফিক চলা ও করা। তখন সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ আমাদের কানায়-কানায় ভ'রে থাকে। সত্য মানে সত্তের ভাব, অস্তিত্বের ভাব। শিব মানে মঙ্গল। আর সুন্দর হ'ল সোহাগের, আদরের।

শর্ম্মাজী—Love (প্রেম) আর অহিংসায় পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (প্রেম) না থাকলে তো অহিংসা হয় না। হিংসা মানে হননবুদ্ধি, extinct (ধ্বংস) করার বুদ্ধি। তার মানে শয়তানের শিষ্য হওয়া—disciple of Satan হওয়া। আবার, চোরের চৌর্য্যবৃত্তিকে হনন করব, কিন্তু চোরকে স্বস্থ ক'রে তুলব। ঈশ্বর যেমন ধাতা তেমনি অসৎ-নিরোধী। অসৎ তাই যা' আমাদের existence-কে (অস্তিত্বকে) নষ্ট করে। এই ধারণপালনী সম্বেগ যার ভিতর যত সুবিনায়িত, সক্রিয়, ঈশিত্বও তার ভিতর তত ফুটে ওঠে। অসৎ-নিরোধীও হয় সে তত। আমরা ধর্ম্মচর্য্যা করতে যাই বনে-জঙ্গলে, ভিক্ষে ক'রে খেয়ে। তা' নয় কিন্তু। ধর্ম্মচর্য্যা করতে হবে প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি footstep-এ (পদক্ষেপে)। আর, প্রতিটি করা যত নিখুঁত হবে, আমার ধর্ম্মচর্য্যাও তত নিখুঁত হবে। এখানে সবাই সাধু নয়। আবার, বদ্‌মায়েসও নয় সবাই। ধাপ্পাবাজি যে কেউ করে না তাও নয়। কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা, ও-সব যাতে না করতে হয়। হয়তো কেউ চুরি বা খুনখারাপি ক'রে আসল; এসে তোমার কাছে ক'বে—শর্ম্মাজী! আমি তো এই ক'রে আইছি। আমাকে ঘৃণা করো না। ও-রকম না ক'রে চলা যায় কেমন ক'রে তাই আমারে ক'য়ে দেও।

শর্ম্মাজী—আচ্ছা, আমি যদি চ'লে আসি তাহ'লে আমার ছেলেমেয়েদের মানুষ

করবে কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে হবে যেমন ক'রে পারি। উপায় করে আমার যোগ্যতা। তাই দিয়ে ঐভাবেই চেষ্টা কর। লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন চোর-বদমায়েস না থাকে। এমন কি, government-ও (শাসনতন্ত্রও) যদি না থাকে তাহলেও যেন আমার people (লোকজন) ঠিক থাকে। একটা পুলিশ নেই, ম্যাজিস্ট্রেট নেই, অথচ কেউ অন্যায় করবে না, এইরকম ক'রে তোলা চাই। এর জন্য মানুষের পিছনে খাটতে হবে। অলস হ'য়ে ব'সে থাকলে হবে না। আমার পরিবেশ আগে ঠিক ক'রে না তুললে এসব সম্ভব হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি কথা সবার অন্তরের মর্ম্মমূলে স্পর্শ ক'রে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন তাঁকে গ্রহণ করছেন। কথাগুলির সাথে-সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত-মুখ-চোখের উদ্দীপনী ভঙ্গিমা এক বিস্ময়কর সুষম ব্যঞ্জনায় বিকশিত হ'য়ে উঠছে।

শর্ম্মাজী প্রশ্ন করলেন—

—আচ্ছা, Bengal-এর (বাংলার) last famine-এ (গত দুর্ভিক্ষে) সবাই কিরকম suffer (কষ্টভোগ) করেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তখন পাকিস্থানে ছিলাম। তখনও পাকিস্থান নাম হয়নি। সেটা পূর্ব্ববঙ্গ। কিন্তু পরমপিতার দয়ায় ঐ famine (দুর্ভিক্ষ) আমাদের কাউকে দুর্ব্বল করতে পারেনি। কারণ, তখন পারস্পরিকতা ছিল। হুঁকো টানতে-টানতে হিন্দু-মুসলমান সবাই সবার বাড়ীতে চ'লে আসত, খোঁজখবর নিত, দেখাশুনা করত। এই যে আমরা এখানে চ'লে এলাম। কোন সম্পত্তি নিয়ে আসিনি। প্রায় দেড় কোটি কি কিছু বেশী টাকার সম্পত্তি পাবনায় ফেলে আসি। কিন্তু সম্পত্তি গেলেও মানুষ ছিল। তারাই আবার এইসব গ'ড়ে তুলেছে। তাই বলি, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস্ মানুষ ধর্। Christ-এর (খ্রীষ্টের) যেন কী একটা কথা আছে —Come to me, I shall make you fishers of men (আমার কাছে এস, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব)। অমনতর জেলে হ'তে হবে আমাদের। পারব না, একথা ভাবব না। কেমন ক'রে পারি তাই ভাবতে হবে। আবার, হয়তো তোমার ওকালতি কাজের জন্য বোম্বে, দিল্লী যাওয়া লাগবে। পাকিস্থানেও যাওয়া লাগে নাকি কওয়া যায় না। এই সবের জন্যে প্রস্তুত থাকা লাগবে। তা' ছাড়া নিজের home (বাড়ী) সৎসঙ্গকে এমনভাবে ঠিক রাখা লাগবে যাতে কোন blow (আঘাত) না লাগে। আবার হয়তো তোমাদেরই একজন একটা বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের against-এ (বিরুদ্ধে) ব'লে ফেলেছে। তাকে কেমন করে defence দেবে (রক্ষা

করবে) বা adjust (নিয়ন্ত্রণ) করবে তাও ভাবতে হবে। এই সবে রাজী থেকে যদি তুমি তোমাকে আমার কাছে দান করতে চাও তাহলে যত তাড়াতাড়ি পার আমার কাছে চ'লে আস।

শর্ম্মাজী—Yes, I dedicate myself to you (হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে আমাকে উৎসর্গ করলাম)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কও কুমার! (মুখে তৃপ্তির হাসি)।

কুমারজী—Yes, I also dedicate myself (হ্যাঁ, আমিও আমাকে উৎসর্গ করলাম)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, bull-কে (ষাঁড়কে) আমরা এখনও পূজা করি। কারণ, সে শিবকে অর্থাৎ কল্যাণকে বহন করে। আবার, সে বলদ, মানে বল দান করে। ঐ bull (ষাঁড়) হওয়া ভাল। Five bulls can pull many things (পাঁচটা ষাঁড় বহু জিনিস টেনে নিতে পারে)। Bull (ষাঁড়) আমাদের daily friend (প্রতিদিনের বন্ধু)। সে চাষ করে। তাকে দিয়ে গাড়ী টানাই। কত কাজ করি। আগেকার দিনে যার bull (ষাঁড়) বেশী থাকত সেই হ'ত বড়লোক। Bull (ষাঁড়) হ'ল শিবের বাহন, মানে কল্যাণের বাহন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে আলবোলায় মৃদু টান দিচ্ছিলেন। মিষ্টি তামাকের মধুর সুবাস তাঁর শ্রীঅঙ্গ-গন্ধের সাথে মিশ্রিত হ'য়ে চারিদিক এক দিব্যপুলকে ও চেতনায় ভরপুর ক'রে রেখেছে। সাড়ে এগারোটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাকে শেষ সুখটান দিয়ে গামছা দিয়ে ওষ্ঠাধরযুগল মুছে নিয়ে আস্তে-আস্তে স্নানে উঠলেন। সবাই প্রণাম ক'রে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

২রা মাঘ, সোমবার, ১৩৬২ (ইং ১৬।১।১৯৫৬)

বেশ হাড়কাঁপানো শীত পড়েছে। সকালে এখনো ভাল ক'রে জোরালো রোদ ওঠেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই চৌকির উপরে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। তাঁর গায়ে একখানা পাতলা সাদা রেজাই জড়ানো। তাঁর নয়নযুগল থেকে প্রেম, করুণা, ক্ষমা যেন ঝ'রে-ঝ'রে ক্ষ'রে পড়ছে। এই শান্ত শীতের সকালে বহু কর্ম্মীই এসে বসেছেন প্রিয়পরম-দর্শন লাভের আশায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), এঁরাও আছেন।

জনৈক দাদা—আমাদের একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আমার ভরা আছেই। তোমরা successful (কৃতকার্য্য) হ'য়ে ওঠ। করায় ফাঁকি দিও না। আর, চলায় ধর্ম্ম পরিপালন কর।

সুশীলদা (দাস)—দীক্ষা দেওয়ার সময় কোন্-কোন্ বিষয়ের উপরে বেশী জোর দেওয়ার দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা দেওয়ার সময় সঙ্কল্পগুলি ঠিক ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া লাগে। আসল জিনিষই হ'ল determination (সঙ্কল্প)। দীক্ষাঘরে ব'সেই ও-গুলি করাতে হয় কয়েক মিনিট। Practice (অভ্যাস) করাতে হয়। দীক্ষাপ্রণামী যেটা সেটা গুরুর। আর ঋত্বিক্-প্রণামীটা তোমার।

সুশীলদা—অনেকে বলে, দীক্ষার সময় যজমানের দোষগুলি ঋত্বিকের ভেতরে চ'লে আসে, সত্যি নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় এসে পড়ে। তাই নিজেকে ঠিক রেখে চলা লাগে।

শরৎদা আচার্য্য শব্দের অর্থ নিয়ে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সব চাওয়া, সব পাওয়া, সব প্রয়োজন transcend (অতিক্রম) ক'রে যখন ইষ্টের জন্য আমার লালসা উদগ্র হ'য়ে ওঠে তখন আমি আচার্য্য হওয়ার পথে দাঁড়াই।

নানা বিষয়ে টুকিটাকি কথা চলছে। অশৌচবাড়ী খাওয়া নিয়ে কথা উঠল। শৈলেশ ব্যানার্জি'দা জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়া নিষেধ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অন্নে একটা sad impression (শোকের ছাপ) থাকে। অন্নের ভিতর-দিয়ে সেটা সঞ্চারিত হয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—কোন বাড়ীতে জন্মাশৌচ থাকলে সেখানে খাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছে করলে খাবি। অশৌচ চ'লে গেলে খাওয়াই ভাল।

সুরেনদা—অশৌচ বাড়ী থেকে কি চাল-ডাল নেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিতে যদি ইচ্ছা না করে তবে দোকান থেকে কিনে নিবি। Hygenic purity (স্বাস্থ্যবিধির পবিত্রতা) থাকলেই হ'ল। Hygene (স্বাস্থ্য) যেমন শরীরের আছে, মনের আছে, তেমনি আধ্যাত্মিক hygene (স্বাস্থ্য)-ও আছে। সেগুলো বুঝে হিসাব ক'রে চলবি।

সুরেনদা—কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূক্ষ্ম ব্যাপার সবই মনে ধরা পড়ে।

এই সময় উড়িষ্যার বটকৃষ্ণ শতপথীদা বললেন—আমি এখন কী করি ঠাকুর। সামান্য ডাক্তারী করি। আমাদের ওষুধপত্রও কিছু-কিছু রাখি। কিন্তু টাকা-পয়সার বড় টানাটানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সাথে যত পরিচয় হয় তত ভাল। তোমার উপরে তাদের conviction (বিশ্বাস) যাতে বাড়ে এমনতর service (সেবা) দিয়ে চলতে হয়।

হিসেব কর্, হিসেব ক'রে দাঁড়া।

বটকৃষ্ণদা—তাহ'লে চাকরী আর করব না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরী করলেই অন্যরকম বুদ্ধি গজায়। মানুষের সাথে ব্যবহার এমন করা লাগে যে তোকে না হ'লে যেন তাদের চলেই না। ছোটখাট ওষুধ stock (সঞ্চয়) ক'রে রাখা লাগে। আবার, কতকগুলি ওষুধ রাখা লাগে যার দাম লাগে না। মানুষকে এমনিই দেওয়া যায়। তাতে মানুষের সাথে পরিচয়ের ক্ষেত্র বাড়ে, পসার বাড়ে। টাকাপয়সার দিকে লোভ না ক'রে মানুষের দিকে লোভ বাড়ানো লাগে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের character determine (লক্ষণ নির্দ্ধারণ) করতে হয়। Character (লক্ষণ) অনুযায়ী দিলেই রোগ সেরে যায়। ঐ যে ঘোষের লেখা একখানা ছোট্ট মেটিরিয়া মেডিকা আছে। সেখানা কাছে রাখা ভাল।

সাড়ে আটটার পরে রোদে একটু তেজ হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে নিয়ে বাইরে এসে বসলেন।

১৭ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ৩১।১।১৯৫৬)

প্রাতে জামতলার ঘরে। পূজনীয় কাজলদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাঁর পড়াশুনা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পরে বললেন—

একটা ভুল হ'য়ে গেলে তাকে ৩ বার ক'রে ঠিক করতে হয়। আর practically (হাতেকলমে) ক'রে-ক'রে তারপর theory-র (সিদ্ধান্তের) উপর দাঁড়াবে। তা' না হলে সব পুঁথিপড়া বিদ্যে হ'য়ে যায়। কেমন ক'রে কী হ'ল ভাবতে-ভাবতে theory (সিদ্ধান্ত) বেরিয়ে পড়ে। ফিজিক্সটা ভাল ক'রে ঠিক করে নে। ফিজিক্সের inner mechanism (ভেতরের গঠনকৌশল) হ'ল কেমিস্ট্রী। পদার্থ দাঁড়ায় রসায়নের উপর। আর রসায়নই কেমিস্ট্রি। ভগবান হলেন 'রসো বৈ সঃ'—রস-স্বরূপ। রসেরই evolution (বিবর্ত্তন) হ'ল ফিজিক্স, আর যেমন ক'রে তা' হয় তাই হ'ল কেমিস্ট্রি।

এই সময় সুশীলদা (বসু) ও অতুলদা (বসু) এসে বসলেন। গুরু ও গুরু-বাদ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচরণের ভিতর-দিয়ে যাঁরা ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন আমরা তাঁদের কথা বলি, তাঁদেরই যাজন করি।

অতুলদা—কিন্তু ঈশ্বরত্বের কথা না ব'লে গুরুর কথাই তো বলা উচিত। গুরুই তো প্রধান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা এইরকম। কেমিস্ট্রি বড় না অতুলদা বড় ? কেমিস্ট্রি

যে বড় তা' অতুলদা কয়। আবার, অতুলদার কাছে গেলে কেমিস্ট্রি বড় তা' বোঝা যায়। গুরুকে ঈশ্বর কই, তার মানে গুরুর কাছে গেলে ঈশ্বরত্ব বোঝা যায়। আবার গুরু নিজেকে ঈশ্বর ব'লে প্রচার করেন না। যেমন চৈতন্যদেব। তিনি শুধু বলেছেন—এই হ'লে এই হয়।

সুশীলদা—আচার্য্যকে জানার কথা উপনিষদেও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুকে কেমন ক'রে সেবা করা লাগবে, কেমন ক'রে তাঁর কথা অনুশীলন করা লাগবে, কেমন ক'রে কী করা লাগবে; এ সবই আমাদের শাস্ত্রে আছে। Teacher (শিক্ষক) ছাড়া শেখা যায় না, গুরু ছাড়া চলা যায় না, এই বোধ যাদের আছে তারাই তো গুরুবাদী। শঙ্করাচার্য্যে'রও ঐরকম কী একটা কথা আছে—'অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ'। গুরুর সাথে আর অদ্বৈত হয় না, সেখানে তিনি আর আমি। (শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কী যেন ভাবলেন, পরে বলছেন) গুরুবাদী যে কে নয় তাই আমি ভেবে পাচ্ছি নে। কবীর, নানক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ ঠাকুর, কে যে গুরুবাদী নন তাই তো ভেবে ঠিক পাই নে। Teacher (শিক্ষক) বাদ দিয়ে লেখাপড়া শেখা যায় না, এ-কথা বললে যদি গুরুবাদী হয় তাহ'লে সবাই তো গুরুবাদী। যত বাদের অবতারণা হয়, সমাজের সংহতি তত ভেঙ্গে যায়, পারস্পরিকতা তত নষ্ট হ'য়ে যায়। বাদ সাধারণতঃ একটাকে discard (পরিত্যাগ) ক'রে অন্য একটাকে introduce (প্রবর্ত্তন) করে। কিন্তু সেই বাদটা যদি পাবক-বাদ হয় তবেই সমাজের কল্যাণ হয়।

আজ দেবেনদার (রায়) মেয়ের বিয়ে। বাড়ীর মেয়েরা ক'নে নিয়ে এসে শঙ্খধ্বনি-হুলুধ্বনি সহকারে প্রণাম ক'রে গেলেন। সেই দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—

বিয়েতে মেয়েদেরই বোধ হয় বেশী আনন্দ। বোধ হয় ওরা ভাবে, এটাই তো জীবনের একমাত্র stand (আধার)।

একটু পরে জনার্দ্দনদা (মুখার্জী) এসে আগামীকাল কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল যাবি? আচ্ছা, সদাচার মেনে চলিস্। মনে রেখো, যেখানে যেমনভাবে তুমি থাকলে বা যাকে রাখলে ভাল হয়—বিধিমাফিক, তাই হ'ল সুবিধা।

জনার্দ্দনদা—আমার বাসায় যে ছেলেটি ছিল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে রাখলে তোর কাজের সুবিধা হয়?

জনার্দ্দনদা—তা' হয়, ভাল ছেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তোর সাথে থাকাই তো ভাল।

জনার্দ্দনদা—আর কাপুরদা লিখেছে, তার নামধ্যান ভালভাবে হ'চ্ছে না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না, নামধ্যান ভাল ক'রে করুক। আর, সদাচার যেন পালন করে।

জনার্দ্দনদা—শুনতে পাই কেউ কেউ বলে, জনার্দ্দনটা একটা বড় পাণ্ডা। ওকে গুলি ক'রে মারতে পারলে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেকথা ক'য়ে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু ওকথা বলতে পারা মানেই তোমার আচরণ-ব্যবহার-ব্যক্তিত্ব এখনও strong (শক্ত) নয়। সেইজন্যে ওকথা বলতে সাহস পায় মানুষ। আলোর সামনে অন্ধকার যেমন হ'য়ে যায়, তোমার সামনে ওসব তেমনি হ'য়ে যায় না কেন? (একটু চুপ ক'রে থেকে) একথা বলছি তার মানে, তোমার এখনও আরও কত sharp (তীক্ষ্ণ) কতখানি effulgent (দীপ্তিমান) হওয়া লাগবে ভেবে দেখ।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের প্রাঙ্গণে এসে বসলেন। নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে। ইতিমধ্যে রমণের মা এসে বসলেন। হঠাৎ আসর যেন অন্য রসে সরগরম হ'য়ে উঠল। কাল রাতে রমণের মা পায়েস যেমন খেয়েছিলেন তা' নিয়ে নানা জনে নানা রঙ্গরস করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল কী পায়েস হইছিল, ও রমণের মা!

উনি উত্তর দেবার আগেই একজন তাড়াতাড়ি বললেন—চাল গুঁড়ো ক'রে ঘি দিয়ে ভেজে, ভাল ক'রে সর ও মাখন দিয়ে মেখে, পাঁচ সের দুধ দিয়ে ঘন পায়েস করতে বলেছিলেন আপনি। সেইভাবেই ক'রে ও'কে খাওয়ান হ'য়েছে।

রমণের মা আসন ক'রে ব'সে আছেন একদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। কোন কথাই যেন তাঁর কানে ঢুকছে না। উপস্থিত মায়েরা তাঁর ঐভাবে বসাটা ভক্তির ভণ্ডামি ব'লে খুব ঠাট্টা করছেন। কেউ বলছেন, 'আজ আবার কী খাওয়ার ফন্দী আঁটছেন?' এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর চপলা-মা নামে একটি মাকে বললেন—এই চপলা, রমণের মাকে গাছবেলে খাওয়াতে পারিস্?

চপলামা—বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কাঁচকলা, কাঁচকলা, বেলে মাছের মতন দেখতে না? ঐ-ই গাছবেলে। ভাল ক'রে অল্প ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে রান্না ক'রে দিতে পারিস্?

চপলা মা—আজ্ঞে দেব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

২৭শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ১০।২।১৯৫৬)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে সমাসীন। কাছে লোকজন কমই। সুশীলামা (হালদার) মাঝে-মাঝে তামাক ও সুপারি দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। কিছু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরেরামদা (মুখার্জী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি এসে বসলেন। একজন এসে তাঁর নবজাত পুত্রসন্তানের জন্য একটি নাম প্রার্থনা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তার ঊর্ধ্বতন ৪ পুরুষের নাম শুনলেন এবং কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে একটি নাম ব'লে দিলেন। দাদাটি খুশী মনে প্রণাম ক'রে চ'লে যাওয়ার পর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—নাম রাখতে হ'লে আপনি ৪।৫ পুরুষের নাম চান কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিলায়ে দেখি। ঐ ৪ পুরুষের নামের মধ্যে একটা সার্থক সঙ্গতি খুঁজে তাই দিই।

কেষ্টদা—সেদিন বেদের মধ্যে একজায়গায় দেখছিলাম, নামকরণ করতে হ'লে ৪ পুরুষের নামের প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (পুলকিতচিত্তে)—না কি!

কেষ্টদা—আমি মনে করেছিলাম, আপনি বুঝি ঐ নিয়মানুযায়ী করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর— ওরকম নিয়ম যে আছে তা' আমি জানিই নে।

সুশীলামা—মেয়ের নামকরণের বেলায় তার পূর্ব্ব ৪ পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলের বেলায় লাগে। কারণ, তার ভিতর-দিয়ে তার বংশরক্ষা হবে কিনা! আর মেয়ে তো পরের ঘরের জন্য। সে বাবার বংশ রক্ষা করে না।

কথাবার্ত্তা বিশেষ হ'চ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস নয়নে যেন অন্য জগতে বিরাজ করছেন। একটু পরে হরেরামদা বললেন—মানুষ যে অমরত্বের কথা বলে, সেটা কি prolongment of life (জীবনের দৈর্ঘ্যীকরণ) না আর কিছু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ওটাই goal (লক্ষ্য)। কত মানুষ মরেছে, এখনও মরছে, তবুও মানুষ অমরত্ব ব'লে চীৎকার করতে ছাড়েনি। আমরা হিন্দুরা জন্মান্তর মানি। আমি যে এই জন্মেই নিঃশেষ হ'য়ে গেলাম তা' নয়কো। এরও পর আছে। আবার জন্মাব, জন্মায়ে আবার proceed করব (এগিয়ে যাব)। জন্মান্তরেও যদি আমার স্মৃতিবাহী চেতনা intact (অব্যাহত) থাকে, তাহলে অমরত্ব লাভ হ'ল। ম'রে গেলেও যদি পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি পরজন্মে continue করে (সচল থাকে) তখন পূর্ব্বের সবই চেনা সম্ভব হয়। আমি হয়তো আগের জন্মে কলকাতায় ছিলাম, পরের বারে লণ্ডনে জন্ম হ'লেও স্মৃতিবাহী চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকলে আমি কলকাতার লোকদের চিনতে পারব। চেতনা নষ্ট হয় না। কবিরাজরা সে চেষ্টা করেছেন। অনেক

কবিরাজী বইয়ের মধ্যে জরামৃত্যুরোধক অনেক জিনিষের কথা দেখা যায়। তার মানে, এই রবটা যে চলেছে তা' বোঝা যায়। আর্য্যদের একটা সব সময়কার চেষ্টা ছিল জরা-মরণ রোধ ক'রে অমৃতকে উপভোগ করার। এটাকে achieve করার (পাওয়ার) জন্য ওরা একেবারে determined (স্থিরসঙ্কল্প) ছিল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। প্রাঙ্গণটায় পড়ন্ত রোদ কিছুক্ষণ ছিল। এখন তাও মিলিয়ে যাচ্ছে। মায়েরা অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চারপাশে ঘিরে ব'সে আছেন। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামিভক্তির মত জিনিষই নেই। একজন খাঁটি সন্ন্যাসী আর একজন স্বামিপরায়ণা স্ত্রী একই category-র (শ্রেণীর)। সতী-স্ত্রী বাক্‌সিদ্ধও হ'য়ে ওঠে। একবার একটা লোক ১২ বছর তপস্যা করেছিল, তারপর তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে একটা বককে ভস্ম করেছিল। ক'রে ভাবল, আমার তো বড় ক্ষমতা। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে যেয়ে বাড়ীর বৌ-এর কাছে ভিক্ষা চাইল। বৌ বলে, একটু দেরী কর, আমার ঘরের কাজ সেরে আসি। মানে, ও যেয়ে স্বামিসেবা ক'রে আসবে আর কি। এখন এই লোকটা ও-কথা শুনে চ'টে উঠে বলে—কী, অতিথিকে অবমাননা করা? ভস্ম হ'য়ে যাবি, এ হবি, তা' হবি। তখন ঐ বৌ বলে—ঠাকুর, চটলে হবে কী? সবাই কাকও না, বকও না যে ভস্ম হ'য়ে যাবে। লোকটা চমকে উঠে ভাবল—ওরে বাবারে বাবা, আমি এ-কথা তো আর কারো কাছে কইনি, ও জানল কী ক'রে! তখন বলে—মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি অন্যায় করেছি।

ঠিক ঠিক স্বামিভক্তি থাকলে এইরকম হয়। আর ভক্তির মধ্যে আছে তাঁর মনোজ্ঞ চলনে চলা। প্রিয়ের মনোজ্ঞ হ'য়ে না উঠলে তাঁকে হাতে ক'রে খেতেই দিই আর যত সেবাই করি, আমার তাতে কিছুই লাভ হবে না।

ইতিমধ্যে রমণের মা আরো ২।৩ জনকে নিয়ে বেশ সোরগোল ক'রে এসে পেঁছালেন। কাছে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন?

—রমণের মা, কেমন আছাও (আছ)?

রমণের মা—ভাল না ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী খাবে নে?

রমণের মা—আজ আর কিছু না ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট কেমন আছে?

রমণের মা—খুব ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ননী চক্রবর্ত্তীদাকে)—আজ তাহ'লে একটু ঝালে-ঝোলে কর।

অল্প ঘি দিয়ে ঘি-ভাত, একটু বাঁধাকপির চপ, আর একটা তরকারী কর ঝালটাল কম দিয়ে।

ননীদা তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন। তারপর অতুল বোসদাকে রমণের মায়ের সম্বন্ধে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—করিছে একেবারে সুখের চরম। দুধ দিয়ে আঁচাইছে, ঘোল দিয়ে ছুচিছে, আবার সন্দেশ দিয়ে হাতেমাটি করিছে। (তারপর রমণের মাকে বলছেন) রমণের মা! তুমি এক কাম করলি পার। আজকাল অনেকেই science (বিজ্ঞান) পড়তিছে। Science (বিজ্ঞান) না পড়লে নাকি হয়ই না। ঐ যে দিল্লীর অতুল আছে, তুমি ওর কাছে ফাঁকমত ব'সে-ব'সে science (বিজ্ঞান) পড়।

সবাই মুখ টিপে-টিপে হাসছেন। অতুলদা রমণের মাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিজ্ঞানের নানারকম তথ্য বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রমণের মা তাঁর নিজের কথাই ব'লে চলেছেন। বলছেন তাঁর সাধন-ভজনের কথা, কার্ত্তিকদা (পাল) কিভাবে তাঁকে 'হাঁড়ির হাল' করে, সেই সব কথা। এরই ফাঁকে-ফাঁকে অতুলদা তাঁকে বিজ্ঞান বোঝাবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে চলেছেন। ব্যাপার দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরসহ আমরা সকলেই হেসে অস্থির।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আকাশে তারা দেখা যায়।

২।১টি তারকা সন্ধ্যাকাশে দৃশ্যমান হ'য়ে উঠেছে। 'তারা দেখা যাচ্ছে' বলা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহ'লে সন্ধ্যা গড়াইছে। চল্ ঘরে যেয়ে বসি।

২রা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৬২ (ইং ১৫।২।১৯৫৬)

শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সাথে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। কথায়-কথায় ক্ষিতীশ রায়দা বললেন—আমাদের একটা basic language (মৌলিক ভাষা) না হ'লে তো শিক্ষা ভাল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের basic language (মৌলিক ভাষা) যার যেটা আছে সেটা ছাড়া ভাল না। কারণ, আমরা ঐ language-এই (ভাষাতেই) চিন্তা করতে অভ্যস্ত। সেইজন্য basic (মূল) রাখা লাগে mother tongue (মাতৃভাষা)। ওটাতে যদি developed (উন্নত) না হই তবে অন্যগুলিও ফোটানো যাবে না। যেমন রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি। বাংলায় ওটা অমনভাবে ফুটন্ত না হ'লে ইংরাজীতেও ওভাবে express (প্রকাশ) করতে পারতেন না।

ক্ষিতীশদা—তাহ'লে bi-lingual (দ্বিভাষাভাষী) state (রাজ্য) কি ভাল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Bi-lingual (দ্বিভাষাভাষী) হোক, কি যত lingual (ভাষাভাষী) হোক, কিছু আসে যায় না। বাঙ্গালী যদি বাংলা শেখে ভাল ক'রে, আসামী যদি আসামী শেখে ভাল ক'রে তাহ'লেই হয়। তার পরে যত ভাষা পারে শিখল। অনেক বাঙ্গালী আছে যারা অনেক ইংরেজের চাইতেও ভাল ইংরাজী জানে। আবার, অনেক বাঙ্গালী আছে, তারা যেসব কথা কয় তার মানেও জানে না। ঐ যে চন্দ্রেশ্বর (শর্ম্মা) আছে, ও বাংলা খুব ভালই জানে, বাংলায় বক্তৃতাও দিতে পারে। তার মানে, হিন্দীভাষা যদি ভাল করে feel (বোধ) না করত তাহ'লে বাংলা আর অমন ক'রে বলতে পারত না।

এরপরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফ্যামিলি প্লানিং নিয়ে কথা উঠল। ক্ষিতীশদা জিজ্ঞাসা করলেন—এইভাবে family planned (পরিবার পরিকল্পিত) হওয়া কি ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মোটে ওদিক দিয়ে চিন্তাই করি না। ভাল হয় তো হোক, মা-ষণ্ঠীর কোল ভ'রে যাক। কিন্তু আমি দেখছি, ঐভাবে প্রতিলোমগুলিকে নিরোধ করা যায় কিনা ! (একটু থেমে বলছেন) Unfit (অযোগ্য) যারা তারা এমনিতেই বাড়ে। কারণ, ওর ভিতর-দিয়ে তারা নিজেদের continued (অবস্থিত) করাতে চায়। সেজন্য হতদরিদ্র যারা তাদের সন্তান-সন্ততি বেশী হয়। Unfit majority (অযোগ্যের আধিক্য) যেখানে, সেখানে democratic government (গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা) ভাল না।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বংশ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো দেখেন গা আপনার বংশে কোন প্রবর বা কেউ ডাক্তার ছিলেন, সেই instinct-ই (সংস্কারই) ঠেলে ওঠে। আবার, কেউ হয়তো পাণিনির পণ্ডিত ছিলেন, ঐ গুণই ঠেলে উঠবে। কয়েকটা জিনিষ আছে ২।৩ generation (পুরুষ) পরেও ঠেলে ওঠে। সেইজন্য কুলাচার অতি অবশ্য পালনীয়। তার মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ-টজ্ঞ সবকিছু পড়ে। ওগুলি পালনের ভিতর-দিয়ে আমাদের কুলাচার ঠিক থাকে।

হরেরামদা (মুখার্জী)—পঞ্চমহাযজ্ঞটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। যজ্ঞ বলতে বোঝাবে এদের সেবা করা। আগেকার দিনে কাকবলি, শিবাবলি এসব হ'ত। রান্নার জন্য চা'ল নেবার সময় ওদেরও চা'ল নিত।

ক্ষিতীশদা—যার মাতাপিতা গত হয়েছেন, সে কিভাবে তাঁর সেবা করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে তর্পণ করার বিধি আছে। তাঁরা যাতে তৃপ্ত হন, তেমনতর কর্ম্ম করতে হয়। আমি যখন ভাত নিবেদন করি তখন পিতামাতার নামে উৎসর্গ

করি। তারপর সংসঙ্গীরা যে যেখানে আছে, তারপর যারা কষ্টে থাকে, খেতে পায় না, তাদেরও নামে উৎসর্গ করি।

কেষ্টদা—নিজে অন্ন মুখে দেবার আগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কতকগুলি নাম ক'রে করি। তারপর general ভাবে (সাধারণভাবে) অমনি করি।

আজ কয়েকদিন হ'ল শ্রীশ্রীবড়মাকে steam-bath (গরম জলের ভাপে স্নান) দেওয়া হ'চ্ছে। এতে তাঁর শরীর অনেকটা ভাল। Fat-ও (চর্বি'ও) কমেছে এবং পায়ের যে-ব্যথাটির জন্য তাঁর হাঁটা-চলা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল সে ব্যথাটিও কম। এখন অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই পা ফেলতে পারেন। পরমপূজ্যপাদ বড়দা নিত্য নিয়মিত উপস্থিত থেকে তাঁর জননীদেবীর এই পরিচর্য্যা স্বহস্তে করেন। আজও ঐ কাজ সেরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার খবর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন রে?

বড়দা—আজ্ঞে ভাল। এই চিকিৎসা খুব সাবধানে করা লাগে। মাত্রা বেশী বা কম হ'লে হঠাৎ হার্টফেল হ'য়ে যেতে পারে। সেইজন্য যাদের কমবুদ্ধি তাদের দিয়ে এসব করানো মুশকিল। একবার কল্যাণীকে এই জলচিকিৎসাই করছিলাম। দুইদিন দেবার পরে ও আমাকে বলল—'বাবা, তুমি যাও, আমি ঠিক ক'রে নেবানে সব। আমি বেরিয়ে আসতে-আসতেই শুনি ডাকছে—'বাবা—বাবা'। তাড়াতাড়ি যেয়ে দেখি, প্রায় faint (অজ্ঞান) হবার অবস্থা। মাথায় জল-টল দিয়ে নানারকম ক'রে তারপর আমি সুস্থ ক'রে তুলি। কম্বল গায়ের থেকে খোলামাত্রই লেবুর রস বা ঐজাতীয় কিছু খাওয়া লাগে। যারা চিকিৎসা করবে তাদের এগুলি জানা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে এই চিকিৎসা করতে বললেন। বললেন, এটা করলে তোরও উপকার হবে।

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬২ (ইং ২৬।২।১৯৫৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরে উপবিষ্ট। প্রভাতী সূর্য্যের বালকিরণচ্ছটার কিছু অংশ ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। তার প্রতিফলন লেগে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভুবন-ভোলান রূপ যেন আরো সুন্দর, আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কাছে অন্নদা (গাঙ্গুলী), নগেনদা (দে), প্যারীদা (নন্দী), হেমপ্রভামা, সুধাপাণিমা প্রভৃতি আছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—ছোটকালে একদিন গাঁয়ের বারোয়ারী কালীবাড়ীতে যাত্রা শুনতে গেছি।

হঠাৎ বিনোদ ঘোষ এসে আমার কান ধ'রে বলে "ওঠ্"। আমি তো অবাক। আমার কান ধরে কেন? পরে শুনলাম, তাদের বাড়ীর কে-কে নাকি বসতে পারেনি। আগে আমি ব'সে পড়েছি। তাই আমার অপরাধ। তারপরে উঠে গেলাম সেখান থেকে। দূরে, উ-ই অতটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম যাত্রা।

অজয়দা—মন তখন revolt (বিদ্রোহ) করে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Revolt (বিদ্রোহ) ক'রে লাভ কী? বরং ঐ করার volt (ঝোঁক) কোন্‌দিকে সেটা বোঝা লাগে। আর, তখন শক্তিও ছিল না; সেইজন্য revolt (বিদ্রোহ) ক'রে লাভও হ'ত না। মানুষ আমাকে যখন পছন্দ করত না তখন দেখতাম আর ভাবতাম, আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে পারি না তাই আমাকে মারে, কান মলে। তখন ঐ এব্রাহাম লিঙ্কনের মত কইতে লাগলাম, "বাঃ, কী সুন্দর রজনীগন্ধা ফুল। এমন ফুলগাছ, লাগাবারই জায়গা হয় না।" এক-একজনের কাছে যেয়ে এই জাতীয় কথা বলতে বলতে শেষকালে কথাই উঠে গেল, "বোঝনেওয়ালা যদি কেউ থাকে তো অনুকূলই আছে।" চাকা এইভাবে ঘুরিয়ে দিলাম। সকলের কাছে উচিত কথা কইতাম। কিন্তু তাতে দেখি সকলের সাথে গণ্ডগোল বাধে। একদিন দেখলাম, উচ্-ধাতু মানে মিলন। তখন বুঝলাম, উচিত কথা মানে মিলনের কথা। আমার ভেতর যদি কিছু দোষ থাকে তবে তা' সারাতে হবে। আমার মনে হয়, আমি যে-সব কথা বলেছি তার মধ্যে language-এর (ভাষার) কাঠিন্য থাকতে পারে, কিন্তু করার কাঠিন্য নেই। সবাই সেগুলি করতে পারে।

অজয়দা—মাঝে-মাঝে মনে হয়, আপনার কথা বলতে গিয়ে মানুষের দোষের প্রশ্রয় না দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এমন কথাই ক'বে না যাতে তার দোষগুলি প্রশ্রয় পায়। মানুষের মধ্যে কতকগুলি ভাল আছে, কতকগুলি মন্দও আছে। ভালগুলি সব সময় eulogise (প্রশংসা) করা লাগে, যাতে সে ভাল করার মনোবৃত্তি নিয়েই চলতে থাকে, ভাল গুণগুলি তার বেড়ে যায়। তোমার প্রতি কারো ভালবাসা কম নেই। যদি ঐ ভালবাসাকে তার সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পার তাহ'লেই কাম ফতে। একটা কথা বললেই কি একটা কাশি দিলেই যেন তার ভিতরে ঐ জিনিষ জেগে ওঠে। আবার, একটু-একটু service (সেবা) দিয়ে তাকে তোমার ক'রে নেওয়া লাগে। কাউকে হয়তো কোন কাজ ক'রে দিলে। দিয়ে বললে—'দেখ, আমি তোমার কাজ আজ ক'রে দিলাম, কাল ক'রে দিলাম, কিন্তু তাতে তোমার কী হ'ল? তুমি নিজে একটু শিখে নাও না কেন, তাহ'লে নিজেই করতে পারবে।' এমনিভাবে কত রকমে কওয়া যায়।

যে-চলন নিয়ে তুমি মানুষের সাথে বেড়াও, মানুষ তোমার সেগুলি পছন্দ করে কিনা দেখা লাগে। তোমার চলার ত্রুটির দরুন যদি পছন্দ না করে তবে টক্ ক'রে সেগুলি বদলে ফেলে দেবে। এইটুকু ঠিক রাখা চাই, আর কিছু না। Sweep up all botherations (বাধাগুলিকে উড়িয়ে দাও)।

ইতিমধ্যে হাউজারম্যানদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ইংরাজী বাণী দিলেন। হাউজারম্যানদাকে বাণীটি পংক্তি ভাগ ক'রে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে লিখতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। হাউজারম্যানদা বললেন—ঘরে যেয়ে করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমাকে ওটা এখনই করতে বললাম। কিন্তু তুমি এখানে না ক'রে ঘরে যেয়ে করবে বললে। তার মানে তোমার অতখানি loophole (ছিদ্র) র'য়ে গেল। তোমার energetic volition (উদ্যমী কর্ম্মপ্রবণতা) অনেকখানি stammered (স্খলনযুক্ত) হ'য়ে গেল। আবার, এটা যে এখানেই finished (শেষ) হ'ল তা' নয়, অনেক কাজে এটা ঢুকবে।

হাউজারম্যানদা সলজ্জ হেসে নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে তাড়াতাড়ি বাণীটি নিয়ে একপাশে ব'সে লিখতে লাগলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্লদা (দাস), নিখিলদা (ঘোষ) প্রভৃতি কাছে আছেন। আশ্রমের মায়েরা অনেকে এসে বসেছেন। হরিপদদা (সাহা) ও প্যারীদা (নন্দী) মাঝে-মাঝে তামাক-সুপারি দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। জনৈক বহিরাগত দাদা বললেন—

—নাম করার পরে কিছুদিন ধ'রে আমার খারাপ কাজ করতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ কিছু করবে না। নাম করতে হয়। খারাপ কাজ করতে ইচ্ছা করে মানে তল্‌ছামারা বুদ্ধি আছে। ও ভাল না। কারণ, খারাপটা যদি নিজের 'পরে চালাও তা' কিন্তু আর ভাল লাগবে নানে। নাম করবে, আর খারাপ কাজ করবে না। যখনই ঐ-জাতীয় চিন্তা আসবে তখন ভাল কাজই করবে।

উক্ত দাদা—আমি নিজে তো ভাল না। ভাল কাজ করব কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি পরের ভাল ক'রে চল। করতে-করতে অভ্যাস হ'য়ে যাবে। আবার পথ পাবে। লক্ষ্য রাখতে হয়, কোন ভাই যেন কোনরকমে দরিদ্র হ'য়ে না পড়ে। এই করাতে শরীর ভাল থাকবে, মন ভাল থাকবে, স্ফূর্ত্তি আসবে। ঠকবে হয়তো কতবার। কিন্তু ঠকলে যদি বল, যাঃ শালা, গেল, তাহ'লে আর হ'ল না। ঠকা-জেতা থাকবে। ঠকা-জেতা মানে উন্নতি আর অবনতি। ঐ যে বেগার দেওয়া অভ্যাস ছিল আমাদের দেশে, সেটা খুব ভাল। তুমি একজনের তা' ক'রে দিলে, সে আবার তোমার তা' ক'রে দিল। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের

তরে।' এইভাবে এগোয়। করতে গেলে প্রথমে হয়তো ঠকবে, আবার নাও ঠকতে পারে।

উক্ত দাদা—ঠকলে তো লোকে বোকা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোকা তো ক'বেই। কিন্তু ঠকিতে-ঠকিতে জিতিয়া যাইব, এই ভাবটা থাকা চাই।

উক্ত দাদা—ঠকলে মন ভেঙ্গে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেঙ্গে যায় মানে তোমার tenacity (লেগে থাকার বুদ্ধি) কম। মানুষ মদ খাওয়া, মাগী বাড়ী যাওয়া অভ্যাস করে কি ক'রে?

উক্ত দাদা—করতে-করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কাজও ঐ রকমের।

উক্ত দাদা—একটা জিনিষ brain-এ (মস্তিষ্কে) অনেকক্ষণ ধ'রে রাখার কী উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে পাগল, আসল কথাই হ'ল ইষ্টার্থপরায়ণতা। যা করছি তা' করছি আমার ইষ্টের জন্য—এই হওয়া চাই। সে আমার নাও হ'তে পারে, কিন্তু 'আমি তাঁ'র' এই মনোবৃত্তি নিয়ে চলা চাই। এখন থেকেই লক্ষ্য রেখো যাতে শীঘ্রই আমরা এমন একটা Uuiversity (বিশ্ববিদ্যালয়) করতে পারি যা' কোথাও নেই। কামার-কুমোর সবাইকে educated (শিক্ষিত) ক'রে তুলতে হবে। University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মধ্যে-দিয়ে একটা পাক দিয়ে গেলে যে-কোন মানুষ যেন educated (শিক্ষিত) হ'য়ে ওঠে।

উক্ত দাদা—এ-সবের জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক নতুন-নতুন scheme (পদ্ধতি) স্থির করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গবর্ণমেণ্টের scheme (পদ্ধতি) আর তোমাদের scheme-এ (পদ্ধতিতে) অনেক পার্থক্য। তোমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাও, কার জন্য কী করতে পার সেটা চিন্তা কর। এই পারস্পরিকতাবোধ না থাকলে সত্যিকারের মহান কিছু গ'ড়ে ওঠা মুশকিল। University (বিশ্ববিদ্যালয়) out and out (সর্বতোভাবে) autonomous (স্বায়ত্তশাসিত) হওয়া লাগে। কারণ, education (শিক্ষা) তার people-কে (মানুষগুলিকে) educated (শিক্ষিত) করতে চায়। আর, state-এর (রাষ্ট্রের) হাতে থাকলে সে তার মত ক'রেই গড়ে।

জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, কথা শুনছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যে ল'কলেজ থাকবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ল'কলেজ থাকবেই। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হ'ল character

(চরিত্র)। Character (চরিত্র) ছাড়া কোন পাশ ক'রে কিছু লাভ হবে না।

জ্ঞানদা—এখানে বিভিন্ন ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, তামিল, তেলেগু, হিন্দী, ইংরাজী, সবই শেখার ব্যবস্থা থাকবে। আবার, subject (বিষয়)-গুলির এক-একটা পাড়া করতে হয়। যেমন ফিজিক্‌স্‌-এর একটা পাড়া, কেমিস্ট্রীর একটা পাড়া, এইরকম।

জ্ঞানদা—এর জন্য প্রফেসারও তো লাগবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, প্রফেসরদের একেবারে পাড়া হ'য়ে যাবে। পাড়াগুলি এমন-ভাবে সাজানো লাগবে যে একজন লোক যদি তিন মাস পাড়াগুলির মধ্যে-দিয়ে শুধু বেড়িয়ে যায় তা'হলে দারুণভাবে educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠবে।

১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ৩। ৩। ১৯৫৬)

ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। পাশে একখানা বড় চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্ট। বাইরের অন্ধকার কেটে গেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে একটু পাতলা অন্ধকার তখনও রয়েছে। তারই মধ্যে দু'একটা মশা উড়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার কাছের মশাগুলি বড় রুমাল দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। ধীরেনদা (ভুক্ত), সুধাপাণিমা, সেবাদি ঘরের ভেতরে ও বাইরে টুকিটাকি কাজ সেরে চলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একজন তামাক সেজে এনে দিলেন। গড়গড়ায় টান দিতে-দিতে মশার এই উৎপাত সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যভরে বললেন—

—গরম প'ড়ে গেছে। মশারও উপদ্রব বেড়েছে। মশারা ভাবে যে এই গরম পড়লেই আমাদের সুবিধা। মানুষ কাপড় গায়ে দিতে পারবে না, আমাদের কামড়াতেও যুত হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই সশব্দে হেসে উঠলেন। শ্রীশ্রীবড়মাও মুচকি হাসছেন। বেলা বেড়ে উঠতেই শ্রীশ্রীবড়মা রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন কাজে। অন্যান্য সকলেও আস্তে-আস্তে উঠলেন। একটু পরে পূজনীয় কাজলদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—

বাবা ! দেবুদা অনেকদিন আগে আমাদের ঘরে একটা গুটিপোকা এনে রেখেছিল। আজ সেটা ফেটে এত বড় এক প্রজাপতি বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইজন্যে ওদের কয় দ্বিজ, দুইবার জন্ম হয়। আমরাও দ্বিজ। আমাদের একবার জন্ম হয় মায়ের পেটে, বাবার ঔরসে, আর একবার আচার্য্যের কাছে উপনীত হ'য়ে। প্রজা মানে প্রকৃষ্টরূপে জাত হওয়া ; আর পতি পা-ধাতু থেকে, মানে পালন-পোষণ। প্রজাপতি কথার মানেই হ'ল, যিনি সমস্ত জীবের পালক-

পোষক। যে সত্যিকারের প্রজাপতি হয়, তার চেহারাই অমনতর সুন্দর হ'য়ে যায়। আর, মানুষ যখন গুরুর অনুশাসন মেনে চলে তখন ঐ প্রজাপতির মত সুন্দর হ'য়ে ওঠে।

কাজলদা—এইরকম সাদৃশ্যের জন্যই কি প্রজাপতি নাম হ'য়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি তাই। শ্রদ্ধা চাই। যাকে ভালবাসি আমরা, তার মত হ'তে চাই। শ্রদ্ধা থাকলে সেখানে অনুশীলন থাকে। আর, অনুশীলন করতে-করতেই যা' চাই তা' পাওয়া যায়। যদি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে অমনতর অনুশীলন-তৎপর হই তবে ভগবত্তা আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে।

কাজলদা খুশী মনে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে পড়াশুনা করতে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে এসে বসেছেন। হাত-মুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছতে-মুছতে হরিদাসদাকে (সিংহ) জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে কলামধু পাওয়া যায় না রে?

হরিদাসদা—না বোধ হয়।

সরোজিনীমা—কলামধু কারে কয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে, কলা চুণ দিয়ে মাখে। তারপর ছানা যেমন ক'রে রাখে ঐরকম ক'রে ঝুলিয়ে রাখে। তার থেকে যে রস পড়ে তাকে বলে কলামধু।

কথা চলছে। ইতিমধ্যে একটি নবাগত ভাই হঠাৎ এসে বললেন—আপনাকে কিভাবে ধরতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে কেন, তোমাকে তুমি ধর।

উক্ত ভাই—তা' আমি পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না পারলে তোমার নিস্তারও নেই।

উক্ত ভাই—আমি আপনার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে দীক্ষা নেব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা যদি শোন তাহ'লে আমি যদি ঐ কুকুরটার কাছে দীক্ষা নিতে বলি, তাই নিতে হবে।

উক্ত ভাই—আপনার কথা আমি শুনব আপনাকে গুরু ব'লে মানার পরে। আগে আপনি আমাকে দীক্ষা দিন, পরে শুনব আপনার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, তাহ'লে আর হ'ল না। তোমার গোঁ র'য়ে গেল।

উক্ত ভাই—গোঁ থাকা তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব জায়গায় ভাল না।

একটু চিন্তা ক'রে ভাইটি বললেন—তাহ'লে এখন যাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আস।

উক্ত ভাই—আপনাকে সহজে ছাড়ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ছাড়লে তো আমার ভালই লাগে। কিন্তু করা চাই।

একটু পরে ভাইটি এসে দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চক্রবর্তীদাকে আদেশ করলেন ওঁকে নিয়ে পূজ্যপাদ বড়দার কাছে যাওয়ার জন্য।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬২ (ইং ৯। ৩। ১৯৫৬)

সকালে জামতলার ঘরে কিছুক্ষণ ব'সে বাইরের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কাছে আছেন সেবাদি, প্রফুল্লদা (দাস), অতুলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রাধারমণদা (জোয়ারদার), প্যারীদা (নন্দী), কুমিল্লার মা প্রভৃতি। শবরীর জীবন-সম্বন্ধে বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—শবরীর জীবন একেবারে অসম্ভব কাণ্ড। ঋষি বলেছিলেন, তুই আশ্রমে থাক, এখানে রামচন্দ্র আসবেন। রামচন্দ্র তখনও জন্মাননি। কিন্তু শবরী ঋষির আদেশ মাথায় নিয়ে অমনি থাকে। ভোরে উঠে ঘরদোর লেপে অন্যান্য কাজকর্ম শেষ ক'রে রাখ্‌তে। ভাল যে-সব ফল তা' তুলে এনে রাখত রামচন্দ্রের ভোগের জন্য। ফুল দিয়ে ঘর সাজায়ে রাখ্‌তে। রোজ প্রতীক্ষা ক'রে থাকত, কখন তিনি আসবেন। শেষে তার জীবন-সায়াহ্নে যেয়ে সে রামচন্দ্রের দেখা পায়।

এরপর অনুলোম-প্রতিলোম নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা নিজেকে হীন বিবেচনা করে তারা অন্যকেও হীন করতে চায়। যেমন অনেক টি, বি, রোগী মানুষের মধ্যে বেশী যেতে চায়, মিশতে চায়। ভাবটা এমন যেন 'আমার কিছু হয়নি'।

অতুলদা—Lower culture (নিকৃষ্ট কৃষ্টি)-ওয়ালারা মনে করে, higher culture-এর (উৎকৃষ্ট-কৃষ্টির) মেয়ে নিলে তারা জাতে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতে ওঠা কী ক'ন! ওরকম ক'রে কি জাতে ওঠে? (একটু থেমে) কুলীন ঢোকেনি এমনতর ঘরের মৌলিক আনতে পারেন নাকি? নতুন কায়েত সৃষ্টি করি তাহ'লে।

অতুলদা – সি, আর, দাশ তো বামুনের ঘরে বিয়ে করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যের সাথে সি, আর, দাশের প্রভেদ এই দেখলাম যে যখনই বুঝল প্রতিলোম খারাপ তখনই অত লোকের মধ্যে স্বীকার করল যে সে ভুল করেছে।

অতুলদা—অনেকে বলে, higher culture-এর contribution (উন্নত কৃষ্টির

অবদান) তো মেয়েদেরও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই যদি হয় তবে তোমার গরুটাকে নিয়ে একটা ভাল bull-এর (বলদের) কাছে যাও কেন ? যে-কোন একটা বলদ দিয়ে পাল দেওয়ালেই তো হয়। যাও তার মানে ভাল seed (বীজ) চাও। (রাধারমণদাকে দেখিয়ে) ও আগে বুঝত না। তারপর একটা বই ছিল, সেটা দেখত, পড়ত, বুঝত। এখন ওর গায়ের মাংস কেটে ফেললেও আর উল্টো বুঝবে না। ওর উপর দাঁড়িয়ে ও এখন বহু মানুষকে যুক্তিও দেয়।

রাধারমণদা—যাদের বংশে প্রতিলোম ঢুকেছে তারাও অনেকে কয়, আমাদের প্রতিলোম হয়ইনি। বোঝেই না এরা প্রতিলোম কাকে কয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিলোম যেখানে বেশী হয় সেখানে ও-সব বোঝার বুদ্ধিই ক'মে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসেছেন জামতলার ঘরের ভিতরের চৌকিতে। বেলা তিনটা বাজে। ঘরের ভেতরে-বাইরে একটা না-গরম না-ঠাণ্ডা ভাবের আমেজ। মায়েরা অনেকে কাছে আছেন। বার দু'য়েক তামাক সেজে দেওয়া হ'ল। শেষবারের তামাক খাওয়ার পরে গামছায় মুখ মুছলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ইতিমধ্যে হরিনন্দনদার (প্রসাদ) বাড়ীর মা একটি নতুন ডালায় ক'রে রকমারি খাজা ও নাড়ু নিয়ে এলেন।

মা-টি জানালেন, এগুলি ও'র ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। তাই প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এগিয়ে এসে মা ডালার ঢাকনাটি সরালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ঝুঁকে প'ড়ে সবটা দেখলেন। তারপর মধুর হেসে বললেন মাকে—একটো-একটো কর্‌কে সব কোইকো দাও।

হঠাৎ ডালাটা ধ'রে সামনে টেনে নিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, 'দেখি' ব'লে দু'হাতে মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে উপস্থিত সকলের হাতেই একটি ক'রে খাজা ও একটি ক'রে নাড়ু দিতে লাগলেন। আহা, কী অপূর্ব্ব সে দেবার ভঙ্গিমা ! ঐ দ্রব্যটুকুর সাথে তিনি যেন প্রদান করছেন তাঁর অমিয় স্নেহ, অসীম দরদ, সর্ব্বোপরি অজস্র আশীর্ব্বাদ। আমরা সবাই ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করলাম দয়ালের শ্রীহস্তে প্রদত্ত ঐ প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণ ক'রে হাত ধুয়ে সকলে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদার বাড়ীর মায়ের দিকে তাকিয়ে যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। তারপর একবার তামাক খেয়ে উঠে পায়খানায় গেলেন।

পায়খানা থেকে আসার পরে ঘরের মধ্যেই বসলেন। লক্ষ্মৌর মা তিলের বড়ি তৈরী ক'রে এনেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য। দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, দিয়ে আয় বড়বৌয়ের কাছে। ওর মধ্যে কত ভাগ তিল আছে?

উক্ত মা—যতটুকু তিল ততটুকু ডাল। এক সের তিলে এক সের ডাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ। মাঝে-মাঝে কোন-কোন জিনিষের রকমারি খাওয়া ভাল।

মা-টি বড়ি নিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মার কাছে।

২৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬২ (ইং ১৩। ৩। ১৯৫৬)

ভোর থেকেই মেঘ ক'রে এল, সাথে প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া। ঘরের পাটগুলি বন্ধ ক'রে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। হাউজারম্যানদা ও রামেশ্বরদা (সিং) এসে প্রণাম করলেন। ও'রা কার্য্যব্যপদেশে কিছুদিন পাটনায় ছিলেন। পাটনার কাজ-কর্ম্মের খবর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ্ আর এক কথা। তোরা দু'জনেই আছিস্, কই। আমার ১২।১৪ জন এম, এস-সি চাই। এখানকার ল্যাবরেটরীতে research (গবেষণা) করবে। হয়তো ওখানে আমতলায় প'ড়ে থাকল। জুটল খেল, না জুটল একবেলা বা যেমন জোটে তাই খাবে। এরা হবে initiated (দীক্ষিত)। এই ১২।১৪ জন plus (যোগে) কেষ্টদা থাকল। ল্যাবরেটরী হওয়ার আগেই এদের জোগাড় করা লাগে। এদের কোন রকম প্রত্যাশা থাকবে না। পারবি নি তো এমন মানুষ জোগাড় করতে?

রামেশ্বরদা—এবার কয়েকজন এম-এর সাথে আলাপ হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এম-এ না, আমার এম, এস-সি চাই।

বাইরের আবহাওয়া ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে আসছে। বৃষ্টিও বাড়ছে ধীরে-ধীরে। অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে এল। বাইরে যাকে চলতে-ফিরতে দেখছেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাকেই চেঁচিয়ে বলছেন—এই, ভিজিস্ নে কিন্তু।

একটু পরে বীরেন পাণ্ডাদা এসে প্রণাম করে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝলি বীরেন, ভাল-ভাল ১২।১৪ জন এম, এস-সি জোগাড় করতে না পারলে সাহস ক'রে ল্যাবরেটরী করতেই পারছি না। গোপাল গেল আর ল্যাবরে-টরীও ভেঙ্গে গেল। কত লোক আনলাম। যন্ত্রপাতি সব চুরি ক'রে নিয়ে গেল। পয়সা দিয়ে কেনা মানুষ হ'লে এসব কাজ হয় না। ও-সম্বন্ধে আমার bitter experience (তিক্ত অভিজ্ঞতা) আছে।

এই সময় শরৎ কর্ম্মকারদা এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কাজের সাথে-সাথে ১২।১৪ জন ভাল এম, এস-সি student

(ছাত্র) খোঁজা লাগে। তাদের এখানে এনে কেষ্টদার সাথে মিলিয়ে দেওয়া লাগে। সৎসঙ্গী ক'রে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হয়। কারণ, সৎসঙ্গী হ'লে আমাদের cult-টা (কৃষ্টিটা) বুঝতে পারে, লক্ষ্য থাকে এইদিকে।

শরৎদা এইরকম এম, এস-সি জোগাড় করবেন বললেন। একটু পরে ষণ্ডা স্থরেনদার বাড়ীর মা একজোড়া জুতো শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে রেখে প্রণাম করে বললেন—বাবা, এটা আপনার জন্যে এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে জুতাজোড়া রেখে দিতে ব'লে বললেন—ওটা এখন রেখে দে। বাইরে পায়ে দিতে দিস্। ঘরের মধ্যে পায়ে দিলে প'ড়ে যেতে পারি।

৩০শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৬২ (ইং ১৪।৩।১৯৫৬)

প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। দু'টি দাদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা কখন এলে ?

একটি দাদা—এই ভোরেই এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথা থেকে এসেছ ?

উক্ত দাদা—গড়িয়া থেকে। ঠাকুর! আমাদের ওখানে আমরা একটা মন্দির করতে চাই। কিন্তু আপনি বলেছেন, আগামী বৈশাখের উৎসবটাকে বড় ক'রে তুলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আগে out and out (সম্পূর্ণভাবে) এটাকে successful (সার্থক) ক'রে তুলবে। এবার সবাই মিলে বত্রিশ খানা ট্রেণের চেষ্টা করছে। পারলে ছত্রিশ খানা আনবে। কিন্তু নীচে নামবে না।

আগামী উৎসবের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ কালীদাকে (সেন) আশ্রমের কাছেই এক-খানা বাড়ী ভাড়া করতে বলেছেন। কালীদা প্রণাম করতে এলেন এই সময়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝলে তো, যেভাবে পার ঐ বাড়ী নেওয়াই লাগে।

কালীদা—ওরা ২৫০ টাকা চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশপাশের বাড়ী ২৫০ টাকায় ভাড়া আছে ব'লে ও-ও ২৫০ টাকা চায়। তখন বলতে হয়, ওরা আর আপনি কি সমান ? আপনি ইচ্ছা করলে বাড়ী-খানা দিয়েও দিতে পারেন। আর তা'ছাড়া আপনার পূর্বপুরুষের ধারাও অমনি ছিল। ওরা সব ফাঁক বুঝে ঠাকুরের 'পরে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করছে। আপনিও কি তাই করবেন ?—এইভাবে মানুষকে ভজানো লাগে, ভজিয়ে কাজ বাগাতে হয়।

কোন একটি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ১০,০০০ টাকা সংগ্রহের

ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকের কাছে ২৫০ টাকা ক'রে চেয়েছেন। কেউ-কেউ এনে দিয়েছেন। কেউ বা এখনও সংগ্রহ করছেন। নগেনদাকে (দে) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন—এই নগেন, আনিছিস্ ?

নগেনদা—না, এখনও হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে নিয়ে আয়। (হরিদাস সিংহদাকে দেখে) হরিদাস, মাল নিয়ে আয়।

হরিদাসদা—হ্যাঁ, এই হ'য়ে যাবে নে শীগগীরই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগাও লাগাও, রুপেয়া লাও।

ইতিমধ্যে ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), ভগীরথদা (সরকার), বনবিহারীদা (ঘোষ), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকে এসে বসলেন। ফিলানথ্রফি ও প্রেসের কয়েকজন কর্ম্মীও এসেছেন। প্রত্যেককেই তাড়াতাড়ি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

মণি ঘোষদা শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির কাছে এগিয়ে এসে হাত জোড় ক'রে বললেন—আপনি আমাকেও ২৫০ টাকা জোগাড় করতে বলেছেন। কিন্তু ভিক্ষা ক'রে তো হয় না। তা' আমার যে টাকা আছে তা' থেকে দিয়ে দিই। পরে পূরণ ক'রে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(অত্যন্ত দরদী সুরে) লক্ষ্মী আমার! সোনা আমার! তা' ক'রো না। তাহ'লে আমার কথাটা মাঠে মারা যাবেনে। আজ যদি এটা ক'রে তুলতে পার তাহ'লে ২৫০ টাকার মত field (ক্ষেত্র) তোমার বেড়ে যাবেনে। এরপর যদি ৫০০ টাকাও চাই, তাও জোগাড় ক'রে দিতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। (তারপর উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বলছেন) দেখ, আমি সকলকেই ক'চ্ছি। টাকা আমাকে দেবে। কিন্তু মানুষকে bluff (ধাপ্পা) দিয়ে নিতে পারবে না, তাকে বিধ্বস্ত ক'রে নিতে পারবে না। নিজের খোরাকী থেকে দিতে পারবে না। জামা-কাপড় বিক্রী ক'রে দিতে পারবে না। বাইরে চিঠি লিখতে পারবে না। শিকারী মানুষের মত থেকে উপার্জ্জন কর।

সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনছেন আর ভাবছেন তাঁর এই অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব-সংগঠনী পরিকল্পনার কথা। মানুষের সৃজনী প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত ক'রে তুলবার জন্য তাঁর কতই না অভিনব প্রয়াস!

বীরেন সরকারদা এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তোর ছেলে কী করে?

বীরেনদা—অজয়দার সাথে ইলেক্ট্রিকের কাজ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ঘড়ি সারাতে পারে নাকি?

বীরেনদা—পারে একটু-একটু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল পারে নাকি ?

বৈকুণ্ঠদা (সিং)—হাঁ জী, বহুৎ আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তুই তো ইচ্ছে করলে আমাকে ২৫০ টাকা দিতে পারিস্।

বীরেনদা—আমি কোথায় থেকে দেব ? বহুদিন যাবৎ রোগেই শুয়ে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর শালা, তোর অসাধ্য কামই নেই। তোর ছেলেকেও কত লোকে ভালবাসে আজকাল।

বীরেনদা—বাবা, আমার বড় দুরবস্থা এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, আচ্ছা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে আর কোন কথা বললেন না। একটু আনমনা হ'য়ে ব'সে তামাক খেতে লাগলেন। তারপর অন্যপ্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

১৬ই বৈশাখ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৯।৪।১৯৫৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার পশ্চিম প্রাঙ্গণে একখানা চৌকিতে পশ্চিমাস্য হ'য়ে সমাসীন। পূজনীয় কাজলদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিং), পরমেশ্বরদা (পাল) প্রভৃতি চারপাশে ব'সে বা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বংশধারা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদার পুত্র লালদাকে ডেকে বললেন—এই, তোর বংশের genealogical table-টা (বংশতালিকাটা) ঠিক করে রাখিস্। এটা হ'ল essence of life (জীবনের সারবস্তু)। ওটাকে ignore (অবহেলা) করিস্ না। অন্ততঃ ৭ পুরুষ, যদি পারিস্ তো ১৪ পুরুষের নাম ঠিক রাখবি।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) এসে দাঁড়ালেন এই সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শৈলেন একটা নতুন গান তৈরী করিছে, শুনিছেন নাকি ?

সুশীলদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(শৈলেনদাকে) শোনাবি ?

শৈলেনদা হারমোনিয়াম আনার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে দেখিয়ে বলছেন—ওর কয়েকটা জিনিষ আছে। গান জানে, বক্তৃতাও ভাল দেয়, আবার চরিত্রও ভাল। ঋত্বিকের মোটামুটি যে গুণগুলি থাকা দরকার তা' ওর আছে।

ইতিমধ্যে যতি-আশ্রম থেকে হারমোনিয়াম এসে গেল। একপাশে ব'সে শৈলেনদা

তম্ময় হ'য়ে গাইলেন সেই নবরচিত গানটি—"বল গুরুজীর জয়, বল ধর্ম্মের জয়...।" যতক্ষণ গান হ'ল, শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে ব'সে গান শুনলেন। তারপর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখিছেন, কী সুন্দর হইছে!

শৈলেনদার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টির জয় তো ক'সুনি। আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি এই তিনের সঙ্গীত চাই।

শৈলেনদা—আজ্ঞে দিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলাও খুব ভাল গান গায়।

সুশীলদা—হ্যাঁ, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গানটা বড় সুন্দর গায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, ওইদিকে যেয়ে বয়।

কাজলদা উঠে শৈলেনদার কাছে যেয়ে ব'সে ঐ গানটাই গাইলেন। শৈলেনদা সাথে-সাথে হারমোনিয়াম বাজালেন। গান শেষ হবার পরে সবাই বলছেন—"অতি সুন্দর, অপূর্ব্ব!" শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশান্ত বদনে তৃপ্তির প্রসন্ন হাসি।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—আমার গলার সুরও ভাল ছিল। শুয়ে-শুয়ে গান গাইতাম আর মনে করতাম, দুনিয়া বুঝি আমার গানে মোহিত হ'য়ে গেল। একদিন ঐরকম শুয়ে-শুয়ে সুর ভাঁজছি, হঠাৎ দেখি বাবা এক লাঠি হাতে ক'রে তাড়া ক'রে এসেছেন—হারামজাদা, বেরোও।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে সবাই হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—বাবা আপনাকে এসে বলতেন 'কেষ্ট, তুমি একটা গান গাও,' তাই না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা বড়বৌকে বলতেন—দেখ, অনুকূলকে ভালবাসবা, শ্রদ্ধা করবা। কিন্তু সব কথা শোনবা না। ঐ ছেলে আর মায়ের সব কথা শুনো না। ওদের সংসারী বুদ্ধি বড় কম।

এর মধ্যে আমেরিকান গুরুভ্রাতা স্পেন্সারদা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পেন্সার! একটা গান গাইবা নাকি—American song (আমেরিকার গান)?

স্পেন্সারদা—"Yes" (হাঁ) ব'লে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই গাইলেন আমেরিকার একটি জাতীয় সঙ্গীত। তাঁর গলাও বেশ মিষ্টি। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিতে স্পেন্সারদার দিকে তাকিয়ে রইলেন গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। গানের শেষে ভুবনভোলানো হাসি হেসে বললেন—"ভাল"।

২৩শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ৬।৫।১৯৫৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই আছেন। আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গরমের মধ্যে এই ঠাণ্ডা ভাবটা ভালই লাগছে। বেলা নয়টার পরে সূর্য্য দেখা গেল। গরমও বাড়তে লাগল একটু-একটু ক'রে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার শ্রীশ্রীবড়মার ঘর থেকে ঘুরে এসে বসলেন।

একটি ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কিছুক্ষণ 'প্রাইভেট' কথা বললেন, কথা শেষ হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ্, প্রায়শ্চিত্তের কয়টা অধ্যায় আছে। (১) খ্যাপন, (২) মার্জ্জন, (৩) স্খালন, (৪) অঘমর্ষণ, (৫) ঐকান্তিকতার সহিত শ্রেয়ানুশীলন। খ্যাপন হ'ল নিজের পাপের কথা উপযুক্ত দরদী ব্যক্তিত্বের কাছে খুলে বলা। মার্জ্জন হ'ল নিজেকে মেজে ফেলা। স্খালন—devoid of dirties (ময়লাবিমুক্ত) হওয়া। অঘমর্ষণ হ'চ্ছে পাপের চিন্তা একেবারে নাশ ক'রে ফেলা, পাপে একদম নির্লোভ হওয়া, আসক্তিবিহীন হওয়া। যে যে-কোনরকম প্রায়শ্চিত্ত করুক না কেন তাকে এই কয়টার মধ্য-দিয়ে যেতেই হবে। এইভাবে ক্রমে আস্তে-আস্তে নির্লোভ হ'য়ে তাকে পাপের প্রতি আসক্তিবিহীন হ'তেই হবে। তার পরে লাগবে ঐকান্তিকতার সহিত শ্রেয়ানুশীলন। এই ধাপগুলি পর-পর পালন ও অতিক্রম ক'রে গেলেই একজনের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্পূর্ণ হ'তে পারে।

কথা শেষ হ'তে হ'তেই শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), বৈকুণ্ঠদা (সিং), মণিদা (ঘোষ), মহেন্দ্রদা (হালদার), রাধারমণদা (জোয়ারদার) ও আরো অনেকে এসে বসলেন। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট বা আদর্শের 'পরে tenacious adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা) না থাকলে মানুষ প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে না। ঐ যে কথা আছে—পরশপাথর দিয়ে যা' ছোঁওয়া যায় তাই-ই সোনা হ'য়ে ওঠে। ইষ্টের প্রতি অটুট টানে মানুষও অমনি পরশপাথর হ'য়ে ওঠে। এই যে রাধারমণের কিরকম হ'ত! পাবনার interior-এ (ভেতরের দিকে) ও টিউবওয়েল বসাতে যেত। কাজ সেরে যখন ফিরে আসত তখন সেখানকার মানুষ গাড়ী ভ'রে নানারকম জিনিষপত্র তো দিতই, তা'ছাড়া সেইসব জায়গার ৫০।৬০ জন মেয়ে পুরুষ গাড়ীর পেছনে কাঁদতে কাঁদতে আসত। ওদের আবার যাওয়ার জন্য অনুরোধ করত। দুটো জিনিষ আছে—একটা induction (অন্য থেকে গৃহীত শক্তি), আর একটা generator (উৎপাদক শক্তি)। ইষ্টের প্রতি tenacious adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা)-ওয়ালা মানুষ আর induction (অন্য থেকে গৃহীত শক্তি) হ'য়ে থাকে না, সে হ'য়ে ওঠে generator (উৎপাদক শক্তি)। Induction (অন্য থেকে গৃহীত শক্তি)-এর উদাহরণ হ'ল মোটরকার। অন্য একজনের power-এ (শক্তিতে) সে চলে। আর, genera-

tor (উৎপাদক শক্তি) নিজেই শক্তি তৈরী করে, নিজের ক্ষমতায় চলে। বাইবেলে আছে "Single eye" (একদৃষ্টি)-এর কথা। ঐ রকম "Single eye" (একদৃষ্টি) যে হয়, সে হয় একলক্ষ্য, আর সে-ই হ'য়ে ওঠে generator (উৎপাদক শক্তি)। তার interest (স্বার্থ) থাকে একটাই। তাকে দেখে feel (বোধ) করা যায়, আমার কোন্‌টা কিভাবে কেমন সামঞ্জস্য নিয়ে গেঁথে তোলা লাগবে। ঐ যে কী একটা কথা আছে—

"এক ভাতার যার,
বুদ্ধি বাড়ে তার।"

আর "বারো ভাতারী বাইশ ঘাঁটা।" এইরকমই কী যেন কথা। আমি ভাল ক'রে কইতে পারলাম না। যার many husbands (বহু স্বামী) তার বুদ্ধি scattered (বিচ্ছিন্ন) হয়। আর, যার one husband (এক স্বামী) তার বুদ্ধি ঠিক থাকে। তখন মূকও বাচাল হ'য়ে ওঠে, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে। মুখ দিয়ে তখন ঠিক কথাই বেরোয়। অনেকের ঠাকুরকে বিক্রী ক'রে কত পয়সা নেওয়া লাগে, কত জালজুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি করা লাগে। কিন্তু অমনি হ'য়ে উঠলে এমন হয় যে আমার তখনকার সম্পদ বিক্রী ক'রে যা' হয় তা' দিয়ে আমার ঠাকুরকে আমি ক্ষীরোদসায়রে শোয়ায়ে রাখতে পারি। আসল কথা হ'ল, master complex (নায়ক প্রবৃত্তি) যদি tenacious adherence (অচ্যুত নিষ্ঠা) নিয়ে ইষ্টে adhered (যুক্ত) হয় তখন অন্যান্য complex-ও adjusted (বৃত্তিও নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে বসেছেন। তাম্বুর আলো যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের উপর না পড়ে এমনভাবে রাখা আছে। আবছা আলোতেও তাঁর দিব্য বরবপু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চৌকির সামনে রয়েছে ঝকঝকে-করে-মাজা গড়গড়া, পিকদানী, গাড়ু প্রভৃতি। সেগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোক প'ড়ে ঠিকরে উঠছে। প্রফুল্লদা (দাস) একটা টেবল্‌ ল্যাম্প নিয়ে একপাশে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবপ্রদত্ত বাণীগুলি গুছিয়ে পরিষ্কার খাতায় লিখে রাখছেন। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। একটি মা পাখা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছেন।

এই সময় এলেন তপোবন-বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত) ও নিতাইদা (ভাওয়াল)। কিছুদিন যাবৎ ওঁদের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি চলছে। ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পরস্পরের কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের আরো কাছে ডেকে নিয়ে বলতে লাগলেন—

—মানুষ যখন fault-finding attitude (দোষ-দর্শনের মনোভাব) নিয়ে না

চলে তখনই correct (সংশোধন) হওয়ার পথ পায়। একজনকে হজম করতে পারি না মানে আমার মতের সঙ্গে তারটা মিলিয়ে নিতে পারি না। সেইজন্য আমার ideal-কেও (আদর্শকেও) সে মানে না। কাউকে কিছু বোঝাতে হ'লে rationally friendly way-তে (যুক্তিসহকারে বন্ধুভাব নিয়ে) বোঝাতে হয়। কারো সাথে যদি মতের difference (পার্থক্য) হয় তাহ'লে বুঝতে হবে গোড়াতেই difference (পার্থক্য) আছে। কারো হয়তো থাকে inferiority (হীনমন্যতা), কারো থাকে sluggishness (ঢিলেমি)। এখন আমি যদি তোমার এইসব দোষের কথা বলতে থাকি তাহ'লে তুমি আমার কাছ থেকে repelled (প্রতিহত) হ'য়ে যাবে নে। তাতে তো কাম হ'ল না। দোষ হয় কেন সেটা খুঁজে বের করা লাগবে, তারপর সেটা দূর ক'রে ফেল। কাউকে সংশোধিত করতে গেলে চাই love (ভালবাসা)। আইনের বাঁধন দিয়ে তা' সম্ভব হয় না। সব সময় চার আল দেখে চলতে হয়। আর, চার আল দেখে চলাই হ'ল চৌকষ চলনে চলা।

একজন বয়স্ক লোক বললেন—ক্ষিতীশেরও দোষ আছে। একটা কথা ফস্ ক'রে ক'য়ে ফেলায়। পরে অন্যায় বুঝতে পেরে বলে—আমার ভুল হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরকম ভুল হয়ে যায় মানে ও short-tempered (ক্রোধপ্রবণ),…… নিজের কথার উপরে control (সংযম) নেই।

এই সময় ক্ষিতীশদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই সর্ সর্, তোরা সর্। আমি নিতাইয়ের সাথে একলা কথা কই।

সবাই উঠে গেলেন! শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকির কিনারে আর একটু এগিয়ে এসে ঝুঁকে ব'সে নিতাইদাকে বলছেন—

—দেখ, তোমরা ইষ্টের মর্য্যাদাকেই যদি নিজেদের মর্য্যাদা ভাব তবে তো ভাল হয়। "তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারই রূপে"—এমনতর হ'য়ে ওঠা চাই। কোন মানুষই একেবারে faultless (দোষহীন) হয় না। তবে তার fault-টা (দোষটা) কেন হয় তার কারণ খুঁজে বের করা লাগবে। আমিই যেন তোমার interest (স্বার্থ) থাকি। পড়াবার সময়ে কতকটা ঠাকুরের কথামত করলে, কতকটা করলে না, তা'তে হবে না। পাঠ্য বিষয়গুলি হাবে-ভাবে-ভঙ্গীতে এমনভাবে ছাত্রের কাছে উপস্থাপিত করবে যে তার মনে যেন ওগুলি ঠিক লেগে যায়। তুমি পড়াচ্ছ না থিয়েটার করছ তা' সে বুঝতেই পারবে না; তার মনে হবে যেন সে কোন 'ফিল্‌ম্' দেখছে। যাত্রা দেখে এসে একটা ছেলে তার গল্প কেমনভাবে বলতে পারে। কিন্তু Geography (ভূগোল) প'ড়ে আর বলতে পারে না। তা' কেন? তার মানে ঐ বিষয় তুমি তার মনে লাগাতে পারনি। Mathematics (অঙ্ক)-টা রসালো করে

তুলতে পার কিনা দেখতে হয়। একটা ছেলে পালায়ে 'টকি' দেখে আসে। কিন্তু তা'কে এমনতর interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলতে পারনি যাতে সে তোমার 'টকি' দেখে। স্কুলের ছুটি হ'ল। তখন মাষ্টারের কাছা ধ'রে ছেলেরা কাঁদতে লাগবে—(কান্নার-সুরে) 'না, আমি কিছুতেই বাড়ী যাব না। না, যাব না।' তুমি আবার তখন বুঝিয়ে বল—'না বাবা, যাও, বাড়ীতে তোমার মা-বাবা আছেন।' এমনতর যদি ক'রে না তুলতে পার তাহ'লে আর কী হ'ল। আমি কইছি তো অনেক। Materialised (বাস্তবায়িত) না করলে কী হবে?

কথার শেষে আবার সবাই কাছাকাছি এসে বসলেন। তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

—নিতাইকে আমি যা' ক'লেম সেগুলি যদি সাধে, অনুশীলন যদি করে, তবে ছয় মাসের মধ্যে কী হ'য়ে যাবে তা' কওয়া যায় না।

এরপর ঐ দু'জন শিক্ষক প্রণাম ক'রে উঠে চ'লে গেলেন।

২৬শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ৯।৫।১৯৫৬)

কাল বিকালে বেশ বড় রকমের একটা ধুলোর ঝড় ওঠে। রাতে প্রবল মেঘগর্জ্জন হ'য়ে বর্ষা হয়। তাতে আজ গরমটা অনেকখানি কম লাগছে।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার ঘরেই সমাসীন। একে-একে এসে বসলেন বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুশীলদা (বসু), রবীনদা (রায়), গোকুলদা (নন্দী), দীনদা (শর্ম্মা) প্রভৃতি। নারী-পুরুষের চরিত্র নিয়ে কথা চলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারী হ'ল চর, চরিষ্ণু। আর, পুরুষ হ'ল স্থির, স্থাস্নু। যারা weak (দুর্ব্বল) চর, সেইসব মেয়েগুলি টক ক'রে বেটা ছাওয়ালের পোঁদে লাগে, আবার টক ক'রে ছেড়েও দেয়। কিন্তু strong (শক্ত) চর যারা, সেইসব মেয়ে শক্ত ক'রে শক্ত positive (স্থির শক্তি)-কে ধরে। আবার, যারা weak (দুর্ব্বল) পুরুষ, তারাও ঐরকম ভেড়ার মত মেয়েমানুষের পোঁদে-পোঁদে ঘোরে। আমাদের ওখানে একজন লেডী ডাক্তার ছিল। তার স্বামী যেন কেমন একটা! বৌ বলল, 'খবরদার এখন বেরিও না। ছেলে রাখ।' আর সে বেরোয় না। ছেলে কোলে ক'রে নিয়ে বাড়ীতে থাকল। Strong positive (সবল স্থিরশক্তি) যে, তার কাছে weak negative (দুর্ব্বল চরশক্তি) দাঁড়াতেই পারে না। যেমন একটা মেয়েকে যদি নেপোলিয়নের বৌ ক'রে দেওয়া যায় তবে সে একেবারে হেগে-মুতে দেবে নে।

রবীনদা—Weak positive (দুর্ব্বল স্থিরশক্তি, পুরুষ) কখনও strong negative-এর (সবল চরশক্তির, নারীর) দিকে যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যায়, গেলে ঐ ভেড়ার মত থাকে। আবার, weak negative গুলো চর কিনা! তাই কখনও এর সাথে প্রেম করে, কখনও ওর সাথে প্রেম করে।

সুশীলদা—তারা কখনও stable (স্থির) নয়। অতএব তাদের issue (সন্তান)-গুলিও তো unstable nature-এর (অস্থির প্রকৃতির) হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝতেই তো পারছেন। তাদের পেটে যদি strong (সবল) বীজও পড়ে তাহ'লেও সেগুলিকে nurture (পোষণ) দিতে পারে না। ঐসব মানুষের একখানা পা ফেলানো দেখলেই তার রকমগুলি সব infer (অনুমান) করা যায়।

ননীদা—আচ্ছা, বিয়ে করাটা কি পূর্ণ মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য essential (প্রয়োজনীয়)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Helpful (সাহায্যকারী)। ঐ যে আছে—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!" বিবাহটা ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হওয়া চাই।

এই সময় হরিনন্দনদা (প্রসাদ) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিনন্দন strong (শক্ত) আছে। মদ খেত। কিন্তু একদিনেই মদ ছেড়ে দিয়েছিল। তাই না?

হরিনন্দনদা—হাঁ, একদিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যে এখন কত লোকের মদ ছাড়াতে পারে তার ঠিক নেই। কারণ, মদ খেতে কেমন লাগে, ছাড়লে কেমন লাগে তা' সবই ওর জানা আছে। Beloved (প্রিয়পরম) যাদের interest (স্বার্থ), সেইসব মানুষ হয় rational (বিচারবান), রোখালো। আর, ওখানে যারা weak (দুর্ব্বল) তাদের এক ঠোকা দিলে কোথার থেকে কখন কী বেরিয়ে পড়ে ঠিক নেই। Passion (প্রবৃত্তি)-গুলি repressed (অবদমিত) হবে না, control-এ (অধীন) থাকবে like tame bear (পোষা ভালুকের মতন)।

হাত দিয়ে ভালুকের দড়ি ধ'রে নাচাবার মত ভঙ্গী ক'রে মুখে ঐরকম সুর করে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালুক নাচায় যেমন ক'রে, এই কম্বর ডোলে, কম্বর ডোলে, কম্বর ডোলে, এইরকম ক'রে passion-কে (প্রবৃত্তিকে) নাচানো চাই। আবার নাচাতে নাচাতে ভালুক কখনও-কখনও নাক লক্ষ্য ক'রে থাবা তোলে। তখন হাতে যে ছড়িটা থাকে সেটা ভালুকের সামনে ধ'রে তাড়া দিয়ে বলে—হেই অপ। ঐরকম passion-ও (প্রবৃত্তিও) যখন ধরতে আসে তখন তাকে ধমক দিয়ে বলা লাগে—হেই অপ। Passion-কে (প্রবৃত্তিকে) যতক্ষণ ঐভাবে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভালুকনাচ করাতে না পারছ ততক্ষণ তোমার হ'ল না।

কথাবার্ত্তা চলছে। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর থেকে চারুদা (ঘোষ) তাঁর এক মেয়ে সাথে ক'রে এসে প্রণাম করলেন। ও'দের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চারুর মেয়ের মুখ ঠিক চারুর মতন। মেয়ের মুখ যদি বাবার মত হয় তাহ'লে নাকি মেয়ে সুখী হয়। আবার ছেলের মুখ যদি তার মায়ের মুখের মত হয় তাহ'লে সেই ছেলে নাকি সুখী হয়। লোকে বলে, অনেক জায়গায় নাকি এটা ঠিকও হয়। আমার মুখ না আমার মায়ের মতন, না আমার বাবার মত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে সবাই জোরে হেসে উঠলেন।

২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১১।৫।১৯৫৬)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার পশ্চিম প্রাঙ্গণের চৌকিখানিতে উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কাছে দাদা ও মায়েরা অনেকে আছেন। সামনের দিকে দুই জোড়া শালিক ঝগড়া করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন। মাঝে-মাঝে বলছেন—"ঐ দেখ্, ঐ দেখ্।" একজোড়া পাখী এক জায়গায় বাসা তৈরী করবে, অন্য জোড়াটি তা' করতে দেবে না। দু'জোড়াই ক্রমশঃ রেগে যাচ্ছে, শরীর ফোলাচ্ছে। দেখতে-দেখতে হঠাৎ এক পক্ষের মেয়ে পাখীটা অপর পক্ষের মেয়েটাকে আক্রমণ ক'রে বসল, পুরুষটা ক'রল পুরুষটাকে। ঝগড়া ও মারামারি একটু জ'মে উঠতেই কোথা থেকে আর দু'জোড়া শালিক উড়ে এসে তাদের মাঝখানে ব'সে উভয়-পক্ষকে কী বলল। তখন উভয়পক্ষই চুপ ক'রে গেল, একটু পরে দুইদিকে উড়ে চ'লে গেল। এই কাণ্ড দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দিকে তাকিয়ে রহস্যভরে বললেন—

—ওরা দু'জন এসে ওদের গণ্ডগোল থামিয়ে দিল। বলল,—দুর, শালার বেটা শালা! গণ্ডগোল করিস্ ক্যা? এখানে এতগুলো ভদ্রলোক রইছে। যা, পালা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

কিছু পরে একটি বহিরাগত দাদা বললেন—আগে কন্ট্র্যাক্টরী করতাম। এখন তো তাতে আর চলে না। কী করি? আবার ঋণও হয়ে গেছে অনেক। ঋণেরই বা কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরী আর-একটা ধরা লাগে। আর ঋণ করিস্ ক্যা? ঋণ করা ভাল না। ঋণ যা'তে না হয় তার চেষ্টা করতে হয়। যেটুকু হ'য়ে গেছে তা' তাড়াতাড়ি ক'রে শোধ দেবার চেষ্টা করতে হয়।

উক্ত দাদা—এবার তো গরু বা মোষ কিছুই কিনতে পারলাম না। কিনতে পারলে কোন্টা কিনব—গরু না মোষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোষ ঠাণ্ডায় কাজ করে ভাল। গরু ঠাণ্ডাতেও করে, গরমেও করে। আবার খুব গরমে কেউই পারে না।

তারপর তপোবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পাবনায় পুরানো দিনের তপোবনের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনকার তপোবনের ছাত্ররা পরিশ্রম করত কি! রাস্তা পরিষ্কার করত, ঘরবাড়ী তৈরী করত। সপ্তাহে একবার কাপড় কাচত। নিজেদের সব কাজ নিজেরাই ক'রে নিত। খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। আবার, এই সব ক'রে-ট'রে cent percent (শতকরা একশ' জন) পাশ করত। Labour (পরিশ্রম) না থাকলে পরে brain-ও (মস্তিষ্কও) ভাল work (কাজ) করে না। খাবারও ছিল খুব normal (স্বাভাবিক)। চাষারা যে খাদ্য খায় তার একটু reformed edition (শুদ্ধ সংস্করণ), সেটাই ছিল আমাদের পক্ষে minimum (সব থেকে কম)। তখন মাষ্টার-মশাইরা খুব sympathetic (সহানুভূতিসম্পন্ন) হ'তে লাগল। বলল—পরের ছেলেগুলো এখানে থাকে। তাদের একটু ভাল খাওয়াতে পারা যায় না! তখন থেকে ওরা ভাল খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে লাগল। খাওয়ার সময় ঘণ্টা বাজানো ধরল।

কথায়-কথায় বেলা হ'য়ে আসে। চারুদা (ঘোষ), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), ভগীরথদা (সরকার) প্রভৃতি এলেন। চারুদা তাঁর নিজের চলনার কয়েকটি ত্রুটির কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিকমত চললেই হয়। স্বভাব যেন কোমল হয়, cordial (হৃদ্য) হয়। আদর্শ normal (স্বাভাবিক) ঋত্বিক হওয়া চাই। সশ্রিৎসু চলন থাকা চাই। এই আমার মনে হয়। সার্কাস পার্টিতে যেমন ring master (প্রধান শিক্ষক) থাকে, ঐরকম হ'য়ে উঠতে হয়। তার চরিত্রের প্রধান গুণ থাকবে love (ভালবাসা)। ও থাকলে বাঘ-ভালুক সব সামাল দেওয়া যায়। Love (ভালবাসা) শুধু কথায় থাকলে হবে না। Behaviour (ব্যবহার), বাক্য, অনুচর্য্যার মধ্য-দিয়ে love (ভালবাসা) ফুটে ওঠা চাই। বেদের মন্ত্রের আগে-আগে থাকে—অমুক ঋষি অমুক দেবতা অমুককর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। তার মানে, কোন্ জিনিষটা কতটুকু advantage (সুবিধা) নিয়ে ব্যবহার করলে human life-এর (মানবজীবনের) পক্ষে beneficial (মঙ্গলজনক) হবে এবং disadvantage (অসুবিধা) কিসে হয় তাও জেনে সেটাকে যাতে beneficial (মঙ্গলজনক) ক'রে তুলতে পারি তারও চেষ্টা করতে হবে।

শরৎদা (হালদার)—ঐ যে কথা আছে "প্রশ্ন আমার অস্তে যাউক রহুক যুক্তি স'রে……", তার মানে কি প্রশ্ন বা যুক্তি কিছুই থাকবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আমার কী হবে না হবে আমি জানি না, let Thy will be fulfilled (তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক)। আর, প্রশ্ন আমার অন্তে যাউক মানে আমার সব প্রশ্ন solved (সমাধানপ্রাপ্ত)। তোমার যা' ইচ্ছা তাই হবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১৬।৫।১৯৫৬)

বিহারের অধিবাসী গুরুভ্রাতা রাজ্যেশ্বরদা অসুস্থ হ'য়ে কয়েকদিন যাবৎ সপরিবারে এখানে এসেছেন। চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু আজ দু'দিন যাবৎ রাজ্যেশ্বরদার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে। ৪৮ ঘণ্টা যাবৎ প্রস্রাব হয় না। কিড্নী মোটেই কাজ করছে না। ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) এবং ডাঃ ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রায় সব সময়েই রাজ্যেশ্বরদার কাছে থেকে নানারকম ওষুধ ও প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলার চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পরে-পরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে রাজ্যেশ্বরদার অবস্থা ও তাঁদের প্রদত্ত ঔষধাদির কথা ব'লে যাচ্ছেন। তাঁরা যে ক্রমশঃ আশাহীন হ'য়ে পড়েছেন সে-কথাও জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার প্রাঙ্গণে বেশ চিন্তাকুল আননে ব'সে আছেন। রাজ্যেশ্বরদার মেয়ে এসে এই সময় কেঁদে পড়ল—ঠাকুর, বাবার কি আর প্রস্রাব হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ডাক্তাররা তো চেষ্টা করছে। দেখ্ কী হয়!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের অনেককেই রাজ্যেশ্বরদাকে দেখে আসতে বললেন। একটু পরে শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), বীরেনদা (মিত্র) এবং আরো অনেকে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটু অন্যমনস্ক করা যায় কিনা এই ভেবে শরৎদা Call of the Vedas নামক বইখানা এনে তা' থেকে কিছু বাছা-বাছা অংশ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়িয়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের বই শোনার দিকে মন নেই। একটু শোনার পরেই বলছেন—এই রাজ্যেশ্বরের কথা ভেবে আমার এমন লাগছে যে তা' আর বলার না। কেমন যেন choked (শ্বাসরুদ্ধ) মত হ'য়ে আসছে।

এই শুনে শরৎদা থেমে গেলেন, বই বন্ধ করলেন। ধীরে-ধীরে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Sexual perversion (যৌনবিকৃতি) বড় dangerous (বিপজ্জনক) জিনিষ। বহু ভাল গুণ থাকলেও ঐ perversion (বিকৃতি) যদি থাকে তাহ'লে ভাল গুণগুলিও ওতেই yield করে (আনত হয়)। এটা হয়ও অত্যন্ত subtle (সূক্ষ্ম) রকমে। টেরই পাওয়া যায় না। যেমন go-between (দ্বন্দ্বী-বৃত্তি) যে কতরকমে আসে তার হদিসই পাওয়া

যায় না। ঐ যে একজন ডাক্তার ছিল সুরেশ ভট্টাচার্য, ভাল সার্জন। সে বেশ্যা-বাড়ী যেয়ে প'ড়ে থাকত, কিন্তু কোন perversion (বিকৃতি) ছিল না। তার রোগীর বাড়ীতে যেয়ে যে কতবার খোঁজ নিত—এত beautiful (সুন্দর)। Perversion (বিকৃতি) থাকলে আর অমন করতে পারত না।

সুশীলদা—বেশ্যাবাড়ী যেয়ে প'ড়ে থাকত, ওটা perversion (বিকৃতি) না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ওটা damaged (ক্ষতিযুক্ত) রকমের। ঠিকমত চললে ও make up করা যায় (সংশোধন করা যায়)। আর একজন ছিল গণেন মিত্র। সে field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) নাকি একেবারে দেবতা। মানুষের একটা বিশ্বাস হ'য়ে গিয়েছিল যে, সে হাত দিলেই রোগ সেরে যাবে। দরদীও ছিল খুব রোগীর 'পরে। আমার সোনার (পূজ্যপাদ বড়দার মধ্যম পুত্র) attitude (মনোভাব) দেখেন ঐরকম—sympathetic sober (সহানুভূতিসম্পন্ন উদার); কম কথা কয়। ও যদি ঠিকমত successful (কৃতকার্য্য) হতে পারে, তবে ভালই হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করতে উঠলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে স'রে দাঁড়ালেন। প্রস্রাব ক'রে এসে বসার পরে দীক্ষার দক্ষিণা নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বল্প দক্ষিণা দেওয়া ভাল না। সাধ্যকে সঙ্কুচিত করাই হ'ল স্বল্প দক্ষিণা দেওয়া। যেমন আমার হয়তো ১০ টাকা দেবার সাধ্য আছে। ভাবলাম, ১০ টাকা দেব? ৮টা টাকাই দিই। তারপর (কিছুক্ষণ যেন চিন্তা ক'রে) ভাবলাম, ৮টা টাকা দিলে আমার তো উদ্বৃত্ত আর কিছুই থাকে না, তা' ৩টি টাকাই দিই। এই করতে-করতে শেষে আট আনায় এসে ঠেকবে আর কি।

অশৌচ অবস্থায় দীক্ষা দেওয়া নিয়ে কথা উঠল—

দেবী—মৃতাশৌচ হ'লে দীক্ষা দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কার, ঋত্বিকের না যজমানের?

দেবী—ঋত্বিকের যদি মৃতাশৌচ হ'য়ে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে impart (সঞ্চারণা) করা ভাল না। যজমানের মৃতাশৌচ হ'লে দীক্ষা দেওয়া যায়।

দেবী—মৃতাশৌচ অবস্থায় কোন লোক দীক্ষা নিতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। দীক্ষা নেবার তো কোন দিনক্ষণ নেই, কালবিচার নেই। তবে যে দেবে অশৌচ অবস্থায় তার impart (সঞ্চারণা) করা ভাল না।

দেবী—মৃতাশৌচ অবস্থাতে তো ঋত্বিক্ দীক্ষা দিতে পারেন না, কিন্তু জন্মাশৌচ হ'লে কি পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকের সব অবস্থাতেই সাবধান থাকা ভাল। দীক্ষাটা imparted

(সঞ্চারিত) হয় কিনা। সেইজন্য যে দীক্ষা দেয় তার ঐ সব অবস্থায় না দেওয়াই উচিত।

একটি দাদা এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন, গলায় ধড়া ও চাদর। তাঁর বাবা মারা গেছেন সম্প্রতি। জিজ্ঞাসা করলেন—আমার ক'দিন অশৌচ পালন করা লাগবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই পৈতে নিছিস্?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে এক মাস করা লাগবে।

উক্ত দাদা—কম করলে হয় না ১৩ দিনে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কার না হ'লে এক মাসই করা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ পেয়ে দাদাটি একমাসই অশৌচ পালন করবেন ঠিক করলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আজ যদি এখানে থাকি তবে তো হবিষ্য করা লাগবে। কোথায় করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দবাজারে খেলেই হবিষ্য করা হবে।

উক্ত দাদা—দুধকলা কোথায় পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুধকলা লাগবে না। আনন্দবাজারের খাওয়া খেলেই হবিষ্য করা হবে। ওটা প্রসাদ কিনা।

দয়াল ঠাকুরের এই সুসমাধানী নির্দ্দেশ পেয়ে দাদাটি হৃষ্টচিত্তে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। বেলা ৯টা বাজে। এরমধ্যে আরো কয়েকজন এসে রাজ্যেশ্বরদার সংবাদ দিলেন। অবস্থা কিছুই আশাপ্রদ নয়।

বাইরের গরম বাড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করছেন। কিছু পরে প্রফুল্লদা জিজ্ঞাসা করলেন—যদি কারো অশৌচের মধ্যেই ইষ্টভৃতি পাঠাবার দিন প'ড়ে যায় তবে সে কি ঐদিনে পাঠাতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। ঐ যাকে দিয়ে ইষ্টভৃতি করাবে তাকে দিয়েই পাঠাবে।

প্রফুল্লদা—আবার আর একরকম আছে। ইষ্টভৃতির পয়সা তুলে রেখে দিয়ে অশৌচান্তে সেটা নিবেদন করল মন্ত্রপাঠ করে। কিন্তু অশৌচের মধ্যেই ইষ্টভৃতি পাঠাবার দিন প'ড়ে গেলে তো তার পক্ষে ঐ অনিবেদিত অর্ঘ্য পাঠানো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য অন্য কাউকে দিয়ে রোজ নিয়মিতভাবে করানোই ভাল। তাহ'লে আর ঐ পাঠাবার দিনে পাঠাবার অসুবিধায় পড়তে হয় না।

প্রফুল্লদা—কোন নন্-সৎসঙ্গীকে দিয়ে ইষ্টভৃতির মন্ত্র বলিয়ে তাকে দিয়েও তো ইষ্টভৃতি করানো যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পুরুতকে দিয়ে যেমনভাবে কাজ করায় তেমন রকমেই হয়।

কথাবার্ত্তার শেষে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষণ্ণ ভাব। স্নানের বেলা হল। এবার স্নানে উঠবেন। বলছেন—আমার এখন যে কী হইছে। বুকের মধ্যে কেমন করে, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে। কোন কথা আর মনে রাখতে পারি না। আগে দু'শ কথা শুনলেও কিছু হ'ত না। কিন্তু এখন আর পাঁচ কথা শুনলেও মনে রাখতে পারি না।

দুপুরের পরে ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে রাজ্যেশ্বরদা পরপারের পথে যাত্রা করলেন। সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনার্ত্ত মুখে অস্ফুট কাতর ধ্বনি ক'রে উঠলেন—"আঃ"।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২০। ৫। ১৯৫৬)

এখনকার জ্বলে-যাওয়া প্রচণ্ড গরমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় কষ্ট হয়। তাই তাঁর থাকার ঘরটি ঠাণ্ডা করার জন্য আজ সকালে কলকাতা থেকে এসে পেঁছাল একটি 'হিউমিডিফায়ার' ও তিনটি 'এয়ার-সারকুলেটার'। অমিতাভদা (দত্ত) এগুলি সব সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। জামতলার প্রাঙ্গণে জিনিষগুলি রাখা হয়েছে। আমাদের মিস্ত্রীরা সব খুলে সাজিয়ে ঠিক ক'রে রাখছে। অজয়দা (গাঙ্গুলী), গৌরদা (মণ্ডল), খগেনদা (তপাদার) উপস্থিত থেকে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও'দের সবাইকে সাথে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখিয়ে দিলেন ঘরের কোন জায়গায় কোন্ যন্ত্রটি স্থাপন করলে ভাল হয়, কিভাবে কোন্ দিকে মুখ ক'রে সেটি রাখতে হবে, ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছামত যন্ত্রগুলি সব সেইভাবে স্থাপিত হল। সারাদিন ধ'রে সব ঠিক ক'রে যন্ত্র চালিয়ে দেখা গেল—সব ঠিকমতই কাজ করছে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২১। ৫। ১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর জামতলার পশ্চিম প্রাঙ্গণে ব'সে ভালভাবে কথাবার্ত্তা বলেছেন। দুপুরে যথারীতি সময়মতই শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগ হয়েছে। তারপর তিনি জামতলার ঘরেই বিশ্রাম করেছেন। প্রচণ্ড গরম থাকায় ঘরের মধ্যে নতুন-আনা হিউমিডিফায়ার, এয়ার-সারকুলেটর, ফ্যান সবই একসাথে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে বেশ ঠাণ্ডাও হয়েছে। হিউমিডিফায়ারের আদ্র্র বায়ু শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার উপর দিয়ে প্রবলভাবে ব'য়ে চলেছে।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার আগেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। সুরু হ'ল ঘন-ঘন মেঘ গর্জ্জন, জোর বাতাস ও বর্ষা। জামতলার ঘরের ভেতরেও যে এই সাথে

কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে তা' কেউই কল্পনা করতে পারে নি। ঘরের ভেতরটা শীতল করার বিপুল আয়োজন। বাইরে প্রবল বর্ষণ, আবার ঘরের সাথে টাঙ্গানো আছে খসখস, তাতেও বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তির জন্য শীতলতার এত আয়োজন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি রক্তের চাপাধিক্যে কষ্ট পাচ্ছেন। রক্তচাপ অধিক থাকলে বেশী ঠাণ্ডা লাগানোই নিষেধ। তাই সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ-থেকে যাওয়ার সময় পূজ্যপাদ বড়দা বলেছিলেন -হিউমিডিফায়ার যেন এখন ব্যবহার করা না হয়। কতটা কেমন আর্দ্রতা হয় দেখে বুঝে তারপর চালালে হবে।

যাহোক ইতিমধ্যে ঘর শীতল করার সবরকম ব্যবস্থা একসাথে চালু করা হ'য়ে যাওয়ার ফল ভাল হ'ল না। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। বেলা প্রায় ৩টায় তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। শরীর খারাপ বোধ করছেন। বললেন—চোখের কাছটায় রি-রি করছে।

উঠে পায়খানায় গেলেন। ভালভাবে হাঁটতেই পারছেন না, টলছেন। কোন-রকমে পায়খানায় একটু ব'সে শৌচ ক'রে ধ'রে-ধ'রে ঘরে এসে চৌকিতে শুয়ে পড়লেন। ডাঃ প্যারীদা তাড়াতাড়ি ব্লাড প্রেসার দেখলেন, দেখা গেল রক্তের চাপ—২৫০।২০০।

শ্রীশ্রীবড়মাকে ও পূজ্যপাদ বড়দাকে তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হ'ল! তাঁরা এসে গেলেন। খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের আরো সবাই কাছে এলেন। সূর্য্যদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ), ননীদা (মণ্ডল), গোকুলদা (মণ্ডল) প্রভৃতি ডাক্তারগণ এসে পেঁছালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। ডান অঙ্গটি প্যারা-লিসিস্-মত হ'য়ে অবশ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীবড়মা কাছে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের গা-হাত-পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ডাক্তারদের সাথে আলোচনা ক'রে বড়দা বর্ত্তমানে করণীয় সম্বন্ধে স্থির করছেন ও যাকে যা-যা' করতে হবে তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্দেশাদি দান করছেন। ফিস্‌ফিস্ ক'রে সব কথা হচ্ছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), হরিপদদা (সাহা), চুনীদা (রায়-চৌধুরী) প্রভৃতি অনেকেই এসে পেঁছেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের হঠাৎ এইরকম 'ষ্ট্রোক' হওয়া দেখে প্রত্যেকেই অত্যন্ত চিন্তিত ও ভয়ব্যাকুল। জামতলার ঘরে ও প্রাঙ্গণে যাতে অপ্রয়োজনীয় লোকের ভীড় না হয় সেজন্য জামতলার সবগুলি প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে সতর্ক প্রহরা বসানো হ'ল। প্রাঙ্গণের মধ্যেই উত্তরদিকে আরেকটি কাঠের ঘর তৈরী হচ্ছিল, তার কাজও বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। চারিদিকে সবাই উৎকণ্ঠ, তটস্থ।

কলকাতার ডাঃ অমল রায়চৌধুরীকে ফোন ক'রে তাড়াতাড়ি আসতে বলা হ'ল।

তা' ছাড়া ডাঃ হৃষীকেশ বোস ও তাপস বোসকেও আনাবার ব্যবস্থা হ'ল যাতে সকলে একত্র হ'য়ে পরামর্শ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অসুস্থতা শীঘ্র নিরাময় করতে পারেন।

বিকালের দিকে বর্ষা থেমে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অসুস্থতার খবর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে সর্ব্বত্র। দলে দলে আশ্রমবাসিগণ এসে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে জামতলার পাঁচিলের বাইরে দাঁড়াচ্ছেন। খবর পেয়ে সহরের ও আশপাশেরও বহু লোক জড় হয়েছেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। আস্তে-আস্তে দু'একটি মৃদু বাতি জ্বালানো হ'ল। সমস্ত আশ্রম জনাকীর্ণ ; কিন্তু নিঃসাড়। ধীর-পদবিক্ষেপে সবাই চলাফেরা করছেন, চুপিসাড়ে কথা বলছেন। মনে অজানা ভয়। জামতলায় ডাক্তারগণ কর্ম্ম-ব্যস্ত। কেউ-কেউ বেরিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ-ইন্‌জেকসন্ নিয়ে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তির সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখছেন বড়দা। বড়মা ও ছোটমা শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'পাশেই আছেন। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চেতনা ফিরে এল একটু। বেশ ছটফট করছেন। ব্যবস্থামত ওষুধ ও ইন্‌জেকসন্ দেওয়া হ'চ্ছে। রাত্রে সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই রইলেন। একখানা চৌকি প্রাঙ্গণে পেতে বড়দা তাতেই একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেন। কারোই প্রায় ঘুম হ'ল না। এইভাবে রাত্রি কেটে গেল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ২২।৫।১৯৫৬)

সকালে কলকাতা থেকে ডাঃ হৃষীকেশ বসু এসে পৌঁছেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড-প্রেসার দেখলেন—১৮৪/১২০। তারপর তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন—এই অসুস্থতার কারণ হাই ব্লাডপ্রেসারের উপর অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগানো। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। চিন্তা-ভাবনা বহুদিনের জন্যই না করা ভাল। আর, লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসিক উত্তেজনার যেন কোন কারণ না ঘটে।......

বিকালে এলেন ডাঃ তাপস বোস। তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেশুনে ডাঃ হৃষীকেশ-বাবুর মতেই মত দিলেন। বললেন—আপনারা তাঁর মনকে নিরুদ্বেগ রাখতে পারলেই তিনি সুস্থ থাকবেন।......এর পর ডাক্তাররা এখানকার ডাক্তারদের সাথে একত্র ব'সে সুচিন্তিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ওষুধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা ঠিক করলেন। একখানা খাতায় সব লিখে রাখা হ'ল। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে হৃষীকেশবাবু ও তাপসবাবু কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেলেন।

সারাদিনই ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করতে আসছেন তাঁরা প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে ঘরের খোলা জানালার মধ্য-দিয়ে একবার তাঁর বরবপু দর্শন ক'রে ফিরে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে ঘুমাচ্ছেন, মাঝে-মাঝে জাগছেন। দু'একবার ডান হাত ওঠাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মাঝে-মাঝে অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বরে বড়মার খোঁজ করছেন—"ও বড়বৌ।" বড়মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে ও হাতে হাত রেখে বলছেন—"এই যে, এই যে আমি। শোও।" শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায় কথাই অস্পষ্ট, ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। যেন বড় অসহায়ের মত শুয়ে আছেন। কাপড়খানি কোন-রকমে গায়ের উপর ফেলা আছে। শরীরে আঁটসাট ভাব কিছুই নেই। ডাক্তার ব'লে গেছেন, দিন চারেক একেবারে শুয়ে থাকতে হবে। উঠে বসাও নিষেধ।

ঘরের ফ্যান, এয়ার-সারকুলেটর সবই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। রাতে পালা ক'রে তালপাতার পাখার হাওয়া দেওয়া হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে। সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু যবের ক্বাথ খেলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২৩। ৫। ১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব জোর কাশি হয়েছিল। তখন বেশ কষ্ট পেয়েছেন।

তাঁর সেবার জন্য সদাসর্ব্বদা পর্য্যায়ক্রমে কাছে ছিলেন বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), ধীরেনদা (ভুক্ত), বনবিহারীদা (ঘোষ), সূর্য্যদা (বোস), সরোজিনীমা, সুধাপাণিমা, রেণুমা, সেবাদি, মঙ্গলামা, কালিদাসীমা, তরুমা, ছোট কাকিমা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি। সকলে মিলে নিজেদের মধ্যে দল ভাগ ক'রে নিয়ে কাজ করছেন। একদল স্নান-খাওয়া সেরে এসে অন্য দলকে ছুটি দিচ্ছেন। এইভাবে সময় ভাগ ক'রে কাজ সুনিষ্পন্ন করার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। যখন যা' প্রয়োজন তা' এনে দেবার জন্য কিছু মানুষ জামতলার প্রবেশ-পথের পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন সর্ব্বক্ষণই।

সকাল ৯টার পরেই ঘরের চারপাশে খসখসগুলি ফেলে দিয়ে মাঝে-মাঝে জল দিয়ে ভেজানো হ'তে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের ভাব এলে ঘরের চারধারের নীল ও সবুজ রঙের পর্দ্দাগুলি টাঙিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে যাতে জোরালো আলো তাঁর চোখে না লাগে। পায়খানা-প্রস্রাব তাঁকে শুয়ে-শুয়েই করানো হচ্ছে ডাক্তারদের নির্দ্দেশে। কারণ, উঠে বসা ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁর বড় কষ্ট হয়।

সকাল ৮-১৫ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর শরীরে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। বার-বার

এপাশ-ওপাশ করছেন। কাতরস্বরে বলছেন মাঝে-মাঝে—"কী করি! আর তো পারি নে।" বড়মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"কী করবে? অসুখ হ'লে মানুষ শুয়ে থাকে। পেটে একটু কিছু গেলেই ঠিক হ'য়ে যাবে নে।"

আবার কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ডেকে বলছেন—"ও প্যারী! শুয়ে থাকতে যে আর ইচ্ছে করে না। বসতে ইচ্ছে করছে।" প্যারীদা তাড়াতাড়ি কাছে যেয়ে বসলেন। বললেন—"হ্যাঁ, উঠতে যখন ইচ্ছে করছে, উঠবেন বৈ কি! আর তো মাত্র ২৪ ঘণ্টা। ৪৮ ঘণ্টা তো হ'য়েই গেল। ৭২ ঘণ্টা মাত্র শুয়ে থাকতে হবে।" এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে শুলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা ধোওয়ানো হ'য়ে গিয়েছিল। ৯টার পরে ভোগ এল। আজ ব্যবস্থা হয়েছে শুধু পেঁপে ও কাঁচকলার ঝোল এবং পুরানো সরু চালের ভাত। শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় একটু কিনারার দিকে এগিয়ে উপুড় হ'য়ে শুলেন। বড়মা ভাত মেখে চামচে ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিতে লাগলেন। দুবার মুখ এগিয়ে নিয়ে খাবার মুখের মধ্যে নিতে যেয়ে বিষম লাগল, কাশিও এল। তখন বড়মা বললেন—"তুমি নড়াচড়া না ক'রে চুপ করে থাক। আমি দিয়ে দিই। তুমি শুধু চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।"......

ভোগ হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ ধুয়ে পিকদানীতে ফেললেন। পরে পাশ ফিরে শুলেন। বালিশগুলি তাঁর কোলে ও পায়ের তলায় টেনে দেওয়া হ'ল। ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল মাথার বালিশটা। তাঁর ঘুমের মত আসতেই বড়মা ও ছোটমা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে আসার জন্য উঠে গেলেন।......

রাতের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের তাপ ও রক্তের চাপ দুটিই বৃদ্ধি পায়। ডাক্তাররা সকলেই একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। রাতে ঝোল-ভাত খেলেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৪।৫।১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ খানিকটা পায়খানা হয়। তারপরে শরীরটা ভাল বোধ করেন, দেখা গেল আজ টেম্পারেচারও—৯৬·৮। রক্তের চাপ—১৫৮/১০৫। খুব অসহায়ভাবে বালিশের কোলে মাথাটি হেলিয়ে শুয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে আধো-বোজা অবস্থায় চোখ মেলে চাইছেন। বড় কষ্টকর কাতর দৃষ্টি।

আজ সকাল থেকে গেষ্ট-হাউসে মন্দিরগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুস্থতা-কামনায় অষ্ট-প্রহরান্তিক নামকীর্ত্তন সুরু হয়েছে। ফিলানথ্রফি, প্রেস, পাবলিশিং, তপোবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এক-এক দল মানুষ এক-এক সময়ে কীর্ত্তন করছেন।

বিকাল ৩ টায় ৭২ ঘণ্টা পার হ'য়ে গেল। পেছনে গোটাকয়েক বালিশ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আস্তে-আস্তে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। বালিসে ঠেস দিয়ে বসলেন তিনি। কেমন যেন শিশুর মত হ'য়ে গেছেন। কোন কথা বলতে ইচ্ছা হ'লে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বলছেন। তাঁর রক্তের চাপ এ-বেলায় ১৬৪/১১৪ এবং দেহের তাপ ৯৭.৮। প্রস্রাব ও পায়খানা ভালই হয়েছে। ডান হাতের অবশ ভাবটা কিছুটা কম। মাঝে-মাঝে ডান হাতে করে দু'একটি পান মুখে ফেলে দিচ্ছেন। কিন্তু একটু এপাশ-ওপাশ করার দরকার হ'লেই সাবধানে হাত দু'খানি ধ'রে পাশ ফিরিয়ে দিতে হ'চ্ছে। চোখ দুটিতে ক্লান্তির ছায়া।

টেম্পারেচার একটু বেড়েছে শুনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বললেন—"আমার এ অবস্থা হ'ল কেন বুঝতে পারছিনে তো! আমার পা ঠাণ্ডা আছে নাকি?" বড়দা, কেষ্টদা এবং আর সবাই পায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—না, পা ঠাণ্ডা নেই। বিশ্বাস হচ্ছে না শ্রীশ্রীঠকুরের, সন্দেহ যাচ্ছে না কিছুতেই। নিজের হাত দিয়ে দেখা চাই। অনেক কষ্ট ক'রে পায়ে একটু হাত দিয়ে দেখলেন। হাত পায়ের পাতা পর্য্যন্ত পেঁছিাল না। পেটটাও বড় দেখাচ্ছে। পা দেখার পরে পাখানি যে ভেঙ্গে গুটিয়ে নেবেন তাও পারলেন না, এত দুর্ব্বলতা। তাঁর মাথায় অনবরতই হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করা হ'চ্ছে।

আজ থেকে জামতলার প্রাচীরের বাইরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টির সম্মুখে কাউকেই দাঁড়াতে দেওয়া হ'চ্ছে না—ডাক্তারের নির্দ্দেশ-মত। কারণ, কোন মানুষ সামনে এলেই তার সম্বন্ধীয় চিন্তায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভারাক্রান্ত হ'তে পারেন। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতার সাথে।

আজ রাতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। সন্ধ্যার পর থেকেই গ্রহণ লাগবে ৭.১৯ মিনিটে। বেলা থাকতেই রান্না চেপেছিল শ্রীশ্রীবড়মার রান্নাঘরে। সূর্য্যাস্তের পরেই বড়মা আমাকে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার প্রস্তুত হয়েছে কিনা জেনে আসবার জন্য। জেনে এসে মায়ের কানের কাছে আস্তে-আস্তে মুখ নিয়ে বললাম—খাবার তৈরী হ'য়ে গেছে। এই বলাটুকু লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়মাকে জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী? কী কয় ও?" বড়মা বললেন—"খাবার তৈরী হ'য়ে গেছে তাই জানাচ্ছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। এইবার পায়খানা সেরে নিয়ে খেয়ে নেবেন।"……

খাওয়ার পর শুয়ে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাড়াতাড়ি ঘুম আসার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের শায়িত দেহখানিকে বড় ক্লান্ত ও শক্তিহীন দেখাচ্ছে। ঘরের সমস্ত আলো ও বাইরের মার্কারি ভেপার ল্যাম্প দুটিও নিভিয়ে দেওয়া হ'ল।

সন্ধ্যার সময়েই সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। সবাই এখন চন্দ্রগ্রহণ দেখছেন বাইরে। রাত্রি ৯টা বাজতে বাজতেই চারিদিক অন্ধকার। চাঁদ প্রায় পূর্ণগ্রস্ত। বেশ খানিকক্ষণ এই অবস্থা চলার পরে রাত ১০ ৪৪ মিনিটে মোক্ষ আরম্ভ হ'ল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২৫। ৫। ১৯৫৬)

গত রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়েও শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম আসেনি। মাথা বেশ উত্তপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। ৩টার পরে একটু ঘুম এসেছিল। তাই আজ সকালে অনেকক্ষণ ঘুমালেন। পূজ্যপাদ বড়দা সারারাত্রিই এখানে থাকেন। সকালে একটু বাড়ীতে যেয়ে কাজকর্ম সেরে আবার আসেন। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে পড়লে তখন বাড়ীতে যেয়ে স্নানাহার করেন। আবার বিকালেই চ'লে এসে, থাকেন। এইভাবে পিতৃসেবায় তিনি নিরন্তর অতন্দ্র হ'য়ে আছেন।

ঘুম থেকে ওঠার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ীর গতি দেখা হ'ল—৯০, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি—২০, রক্তের চাপ—১৫৪/১১২, এবং দেহের তাপ—৯৭'৩। পায়খানা-প্রস্রাব সবই ভাল। হাতমুখ ধোবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর যবের মণ্ড খেলেন। আজকাল সকালে-বিকালে জল খাওয়ার সময় এইই গ্রহণ করছেন।

মাঝে-মাঝে বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসছেন, আবার একটু পরেই শুয়ে পড়ছেন। থেকে-থেকে বড় আক্ষেপের সুরে বলছেন—"আমার জীবনে কখনও এমনতর হয়নি। কেন এমন হ'ল ?" তাঁর এমনতর অবস্থা দেখে ও ঐ করুণ আক্ষেপবাণী শুনে অনেকেরই চোখে জল এসে যাচ্ছে। তাঁরা লুকিয়ে চোখ মুছে ফেলছেন।

বড়মা দিবারাত্রি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই আছেন। এক ফাঁকে কোনরকমে দৌড়াতে-দৌড়াতে এসে বাথরুমে কাপড়-চোপড় বদলে যাচ্ছেন। খাওয়া তাঁর জামতলার ঘরে ব'সেই চলছে। খাওয়ার জন্য অন্য কোথাও যান না। আর খাদ্যও তাঁর পূজ্যপাদ বড়দার গৃহ থেকে প্রস্তুত ক'রে আনা ফলের রস ও একটু ছানা। এইটুকু খেয়ে একটি পান মুখে দিয়ে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেয়ে বসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে বড়মা আর অন্ন মুখে তোলেন নি এবং বলেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর আরোগ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি অন্নগ্রহণ করবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর যতবার নিজেকে দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করছেন, ততবারই বড়মা তাঁকে রকমারিভাবে সাহস দিচ্ছেন, বলছেন ভরসার কথা। ছোটমাও প্রায় সর্ব্বক্ষণই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে থেকে তাঁর সুখস্বস্তি বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখছেন।

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঝোল-ভাত ও ছানা পথ্য করলেন। বিকালের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য প্রায় একই রকম। আজ সন্ধ্যায় বড়মা নানারকম হাসির কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাসাতে চেষ্টা করলেন।

অসুখ হবার পরে আজ বিকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম তামাক খেলেন।

রাতে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর রাত আড়াইটা পর্যন্ত ঘুম আসে না আর, ছটফট করতে থাকেন। আড়াইটার পর আস্তে-আস্তে আবার ঘুম আসে এবং ভোর পর্যন্ত ভালমতই ঘুমিয়েছেন।

নামকীর্ত্তন মন্দিরগৃহে অষ্টপ্রহর চালাবার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের আরোগ্য-কামনায় আরো অনেক দিন ধ'রে চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অহোরাত্র নাম-কীর্ত্তন চলেছে। জামতলায় বসেই শোনা যাচ্ছে কীর্ত্তনের সুর ও খোল-করতালের ধ্বনি।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৭। ৫। ১৯৫৬)

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভালভাবে ঘুমাতে পারেন নি। শরীরে বেশ অস্থিরতা ছিল। রাত ৩টার পরে মাথায় বরফ দেওয়া হয়। তারপর ৩-৫০ মিনিটে আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালে যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল তখন ঘড়িতে ৬-১৫ মিনিট। পায়খানা খানিকটা হ'য়ে যাওয়ার পর শরীর অনেক ভাল বোধ করছেন। হাতমুখ ধোয়ার পরে একটু যবের মণ্ড খেলেন। ডাঃ প্যারীদা ব্লাডপ্রেসার দেখলেন—১৫৪/৯৫, পালস—৮৫ এবং টেম্পারেচার—৯৭·১। এইসব দেখা হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙ্গল বেলা ১০টায়।

দুপুরে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ শুতে পারলেন না। ১॥টার সময়েই ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ পরই জোর বাতাস দিয়ে মেঘ ক'রে এল। একটু বৃষ্টিও পড়ল। বাইরের খসখসগুলি সব খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই খোলা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিকাল ৪টার পর ডাক্তারের নির্দ্দেশমত একটু বার্লির জল গ্রহণ করলেন। এখন একটা বড় উপসর্গ দাঁড়িয়েছে যে, হজম হ'চ্ছে না। যা' খান তাই-ই অম্বল হ'য়ে যাচ্ছে। দুপুরে অল্প ঝোল-ভাত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাও হজম হয় না। এরকম হয় ব'লে ডাক্তাররা ছানা দেওয়াও বন্ধ করেছেন।

শারীরিক অস্বস্তির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্থির হ'য়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারছেন না। কখনও উঠে বসছেন, আবার একটু পরেই কাত হ'য়ে হাতের 'পরে মাথাটি রেখে শুয়ে পড়ছেন। যখন উঠে বসেন তখন পেছনে ৩।৪টি বালিশ এবং দু'পাশে আরো গোটা চারেক বালিশ দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বসতে কোনরকম অসুবিধা না হয়। পেছনে বালিশের সাথে একজনকে ঠেসান দিয়ে ব'সে থাকতে হয় যাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পেছন দিকে হেলে না পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ হাতে ক'রেই পান মুখে দিচ্ছেন। একটু-একটু ক'রে সব স্বাভাবিক হ'য়ে আসছে। তবে কথা এখনও অস্পষ্ট। যদি একটু মৃদুস্বরে বলেন তা'হলে আর কিছুই বোঝা যায় না। হাত-পা বারে-বারে নেড়ে-চেড়ে দেখছেন—জোর ঠিক-মত এল কিনা! ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা মাঝে-মাঝে নাড়ছেন। তা' আবার কতখানি ঠিক হ'ল সেটা পরীক্ষা করছেন বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ঐভাবে নেড়ে। ডান পা মাঝে-মাঝে তুলে দেখছেন, কতটা শক্তি এসেছে।

বিকাল ৫টায় ডাক্তাররা সবাই এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড় একটু স'রে গিয়েছিল। তাই দেখে পরমপূজ্যপাদ বড়দা প্যারীদাকে ডেকে বলছেন—"কাপড় ঠিক করে দেন।" শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হতাশাভরা কণ্ঠস্বরে বলছেন—"আর ল্যাংটাই হ'য়ে গিছি একেবারে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐভাবে হাত-পা নাড়া দেখে প্যারীদা বললেন—ঠিক আছে, আর একটু controlled (নিয়মিত) হ'লেই একেবারে all right (সব ঠিক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে টেনে-টেনে বললেন—বাঃ, খুব কথা ক'লে। এই controlled (নিয়মিত) হওয়াটাই তো আসল কথা।

রাতে ডাক্তারের নির্দেশমত চি'ড়ের ক্বাথ ও তরকারীর ঝোল গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই সাথে সামান্য সন্দেশও দেওয়া হয়েছে। ভোগের পরে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়েছিলেন। তারপর ছটফট ক'রে ওঠেন। সারা শরীরে ঝাঁকুনি হ'চ্ছে থেকে-থেকে। গলা জ্বলতে আরম্ভ করেছে। সাথে আছে ভয়াবহ হিক্কা। হিক্কা যখন খুব বেশী বেড়ে উঠল তখন বড়মাকে ডেকে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড়বৌ! আবার যে হিক্কা উঠতে সুরু করল। মানুষের একটা ছাড়ে আর একটা ধরে। কিন্তু আমার একটার 'পরেই আর একটা চাপছে।

শেষরাত্রি প্রায় ৩টার পর থেকে সব রকম উপসর্গই একটু-একটু ক'রে কমে এল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একটু শান্ত হ'য়ে শুতে পারলেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ২৯।৫।১৯৫৬)

আজ ভোরবেলায় ডাঃ অমল রায়চৌধুরী কলকাতা থেকে এসে পেঁছেছেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে সকাল ৬-৪৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গেলেন এবং তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর সমস্ত অসুবিধার কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। সকাল সাড়ে সাতটায় ডাক্তারবাবুর পরীক্ষা শেষ হ'ল। পরীক্ষা শেষে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে যেয়ে বসলেন ডাঃ রায়চৌধুরী। এখানকার ডাক্তাররা এবং আরো অনেকে কাছে আছেন। ডাঃ রায়চৌধুরী ঘোষণা করলেন—আমার দৃঢ় ধারণা, শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অসুখের একমাত্র কারণই হ'ল হিউমিডিফায়ার। Temperature (তাপমাত্রা) খুব বেশী vary (পরিবর্ত্তন) করার জন্যই এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে ডাক্তারবাবুর এই মন্তব্যটি জানানো হ'ল। শুনেই তিনি বললেন—আমার একেবারে মনের কথা এই। ওগুলো যেদিন আনল, সেইদিন থেকেই ব্যবহার করতে আমার অনিচ্ছা। কিন্তু কী করব!

বড়মা—ওরা এত কষ্ট করে আনল, তুমি যদি ব্যবহার না কর তবে ওরা মনে কষ্ট পাবে। এইজন্যে সব লাগিয়ে নিয়ে ব্যবহার করলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর (মৃদু হেসে)—ঠিক তাই।

ওদিকে ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে ব্যবস্থাপত্র সব লিখে দিয়ে বললেন—এখন থেকে ৪ সপ্তাহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে। এই ৪ সপ্তাহের এক-এক সপ্তাহে এক-এক রকম 'ম্যাসাজ' করাতে হবে। ম্যাসাজের নিয়মাবলীও সব লেখা রইল। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন কোনরকম নড়াচড়া করতে পারবেন না। কেবল পায়খানায় বসতে যতটুকু পরিশ্রম তাই করতে পারেন। কোন অঙ্গের বেশী শ্রম করা যাবে না।

ডাক্তারের এই নির্দ্দেশাবলী শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার পক্ষে এ তো খুব মুশকিলের কথা।

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ডাক্তারের কথা হ'ল—আম আর কলা একেবারেই নিষেধ। ফলের মধ্যে শুধু আপেলসিদ্ধ ও সরবতী লেবু খেতে পারবেন। আর কোন ফল নয়। দুধভাত খেতে পারবেন। আজ খাবেন পিঁপুল-তেজপাতা দিয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে সেই দুধ ও ভাত। দুধ জ্বাল দিলে উপরে যে সর পড়ে সেই সরটা সরিয়ে নিয়ে দুধ দেওয়া যাবে। হজমের পক্ষে ওটা উপকারী। পাতলা ছানাও দেওয়া যায়।.........দইটা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় এ কথা শুনে ডাক্তারবাবু বললেন—দই খাওয়া ভালই ও'র পক্ষে। দইতে সামান্য এ্যাসিড হয় বটে, কিন্তু ওতে অন্যান্য এ্যাসিড বা

germ (বীজাণু) সব নষ্ট করবে।

এখন থেকে ৪ সপ্তাহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ বিশ্রাম। তবে এর মধ্যে যদি বাইরে যেয়ে বসতে ইচ্ছা হয় তবে আরাম-কেদারায় ক'রে সাবধানে নিয়ে যেয়ে বসানো যেতে পারে। মানসিক উদ্বেগ যেন কোনক্রমেই না হয়, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে বিশেষ-ভাবে। নিজের থেকে অল্পস্বল্প কথা যদি বলেন তো বলতে পারেন। কিন্তু কেউ যেন কথা জিজ্ঞাসা না করেন। জিজ্ঞাসিত হ'লেও বেশী কথা বলবেন না। অপ্রিয় কথা শুনবেনও না, বলবেনও না।

ঈষদুষ্ণ জলে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতমুখ ধোওয়া, পায়খানা, প্রস্রাব, স্নান সব-কিছুই সারতে হবে। Variation of temperature (তাপমাত্রার পরিবর্ত্তন) তাঁর body-র (শরীরের) উপর যেন কখনও আপতিত না হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা বা হঠাৎ গরম যেন কখনই তাঁর না লাগে। বেশী ঘেমে গেলে যেন জোর হাওয়া করা না হয়।

ডাক্তার রায়চৌধুরী খুব ভরসা দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অসুখ সম্পূর্ণভাবেই সেরে যাবে। তবে একটু সময় লাগবে। আর, শ্রীশ্রীঠাকুর যদি বেশী নড়াচড়া করেন বা কোন কারণে তাঁর মানসিক উত্তেজনা বেশী হয়, তাহ'লে সারতেও দেরী হবে। এই নিয়ম ঠিকমত অনুসরণ ক'রে চললে শ্রীশ্রীঠাকুর ৩ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।...

দুপুরে ডাক্তারের বিধানমত দুধভাত খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল আছেন। অম্বল হয়নি। তবে বেশ দুর্ব্বলতা। বারংবার বাইরে যেয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। বেশীক্ষণ শুয়েও থাকতে পারছেন না, আবার উঠে বসছেন।

রাতের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে আবার সেইরকম ঝাঁকুনি সুরু হয়। বেশ কষ্ট পেতে থাকেন। রাত ২টা পর্য্যন্ত একটুও ঘুমাতে পারেন না। প্রস্রাবের পরিমাণও ক'মে গেছে। অনেক কথা বলছেন। সব ভাল ক'রে বোঝাও যাচ্ছে না। রাত আড়াইটার পর আস্তে-আস্তে তাঁর তন্দ্রার মত আসে। এর পর ঘুমিয়ে পড়েন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১।৬।১৯৫৬)

কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু-একটু কষ্ট হ'লেও ঘুম মোটামুটি ভালই হয়েছিল। সকালের দিকে খানিকটা বৃষ্টি হয়। গরম কম। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস) প্রভৃতি অনেকে এসে কাছে বসেছিলেন। বেশ হাসিখুশী রকমেই কথাবার্ত্তা বলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ, নবীন সেন প্রমুখ

কবিগণের লেখা কিছু-কিছু উদ্ধৃত ক'রেও বললেন। দেখে-শুনে সবারই মন বেশ প্রফুল্ল।

দুপুরে ভাতই খেয়েছেন। বিকালে তাঁর টেম্পারেচার একটু বেড়ে হয় ৯৮'১। অন্যান্য দিকে মোটামুটি ভাল। একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। কথাবার্ত্তা কমই বলছেন। মাঝে-মাঝে তামাক সেজে দেওয়া হ'চ্ছে। উঠে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। আজকাল রোগের প্রাবল্য একটু কম দেখে শ্রীশ্রীবড়মা মাঝে-মাঝে ঘরের দিকে যাচ্ছেন কাজকর্ম্ম কিছু সেরে আসতে। সেরেই আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসছেন।

বিকাল ৬-১০ মিনিট। ডাঃ বনবিহারীদা (ঘোষ) এসে বসলেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই ঘাড়ের ডান পাশটা ব্যথা। কেমন যেন অবশ-অবশ লাগে। (মাথা উঁচু ক'রে দেখিয়ে) এইরকম করলে বেশী টের পাই। আর, মাঝে-মাঝে মনে হ'চ্ছে নিঃশ্বাসটা কেমন যেন short (কম) হ'য়ে আসছে। Weather (আবহাওয়া)-টাও আজ ভাল না।

বনবিহারীদা—হ্যাঁ, কলকাতায় নাকি cyclonic weather (ঘূর্ণিঝড়ের মত আবহাওয়া)।

বাইরে ঝির-ঝির ক'রে বর্ষা হ'চ্ছে। সেই সাথে বেশ জোর ঠাণ্ডা বাতাস চলছে। জামতলার ঘরের দরজা-জানলার পাটগুলি কিছুটা ক'রে টেনে দেওয়া হয়েছে যাতে হাওয়া বেশী না লাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করতে থকেন। প্যারীদা (নন্দী) এলে সে-কথা জানানো হ'ল। শুনে প্যারীদা বললেন—ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য এরকমটা হ'চ্ছে। তারপর স্টেথিসকোপ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। ডাঃ সূর্য্যদাও (বোস) দেখলেন। তাঁরও ঐমত। বললেন—শ্লেষ্মা একটু আছে। তবে লাংস-এ কোন দোষ নেই।

সন্ধ্যা হ'ল। ঘরের মধ্যে উত্তর-পূব কোণে স্থাপিত নির্দ্দিষ্ট বড় চেয়ারটিতে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীবড়মা। উত্তরের বারান্দায় একজন তাঁর বিছানা ক'রে রাখছেন। সন্ধ্যা উতরে যায় দেখে বললেন—"সন্ধ্যে হ'ল, একটা আলো জ্বালায়ে দে।" ঘরের মধ্যেকার নীল বাল্‌বটি ও দক্ষিণের বারান্দার আলোটি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল।

ঠাণ্ডা বাতাস অনেকটা কমে এসেছে। দক্ষিণের বারান্দায় ডাক্তাররা ব'সে নিজে-

দের মধ্যে আলোচনা করছেন। বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য, তদনুযায়ী ওষুধ ও তার প্রয়োগবিধি।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পরে ৭টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ছানা ও বিস্কুট খেলেন। ডাক্তারেরা নিজেদের মধ্যে ঠিক ক'রে বললেন—"আজ রাতে খইয়ের মণ্ড অথবা মুড়ির ছাতু খাবেন।" শুনে শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—রোজ তো একজিনিষ ভাল লাগে না। আজ ওর সাথে একটু কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে সাঁতলায়ে দেব?

সূর্য্যদা বললেন—তা' দেবেন। রোজ এক জিনিষ না হওয়া ভালই। রকমারি মুখের পক্ষেও ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা পান মুখে ফেলে ধীরে-ধীরে চিবোচ্ছেন। সরোজিনীমা তামাক সাজতে গেলেন। বারান্দার আলোগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার শোব?

প্যারীদা—ওষুধ খেলেন, ছানা খেলেন। কিছুক্ষণ ব'সে তারপর শোওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শোওয়ার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। শ্রীশ্রীবড়মা দেরী ক'রে শোওয়ার জন্য কোন যুক্তি না দেখিয়ে তামাক সাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—"তা' তামাকটা খেতে হবে তো! সরোজিনী তোমার জন্য তামাক সাজছে। তামাকটা খেয়ে নাও।" একথাটা শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সহজভাবে বুঝলেন। শিশুর মত বললেন—আচ্ছা।

তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে-খেতে ডাক্তারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এরকম ঠেকছে কেন?

বড়মা—শোন তোমরা, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্ছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ওদের কইছি।

সূর্য্যদা—ও কিছু না, weakness (দুর্ব্বলতা), আজকের দিন গেলেই ঠিক হ'য়ে যাবে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হ'চ্ছে যেন আর বাঁচব নানে। শোওয়ার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না। মন চা'চ্ছে, কিন্তু ভয় করছে। মনে হচ্ছে, যদি কিছু হয়। এতো আর সারার পথ দেখিনে। (একটু পরে) 'সিডেটিভ্'এর জন্যে কি এমনটা হ'চ্ছে?

সূর্য্যদা—হ্যাঁ, 'সিডেটিভ্' ছাড়া আর কী?

বড়মা—সিডেটিভ্ কী?

সূর্য্যদা—ঐ যে ঘুম পাড়াবার জন্য যে ওষুধ দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে—

বনবিহারীদা—এখন শোবেন নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ভয়ও করছে।

বনবিহারীদা—না, ওতে ভয়ের কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি, একটু দেরী ক'রেই শুই।

শ্রীশ্রীবড়মা সূর্য্যদাকে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করতে বললেন। সূর্য্যদা দেখে বললেন, এখন ৯৮, বিকালে ছিল ৯৫। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোব ?

ডাক্তারগণ—হ্যাঁ শোন্।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে পড়তে চাইলে বালিশগুলি তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল। হাতের নীচে একটি বালিশ প'ড়ে ছিল। সেদিকে দেখিয়ে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—বালিশগুলো আমার জংলা।...বড়মা ও ছোটমা দু'পাশে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কখনও মাথায় হাওয়া করছেন। গায়ে হাত বুলাতে-বুলাতে বড়মা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন একটু কমেনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম কিছু বুঝতে পারছি না। যখন কথাবার্ত্তা বলব তখন বোঝা যাবে নে।

চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিষ্টু আইছে রে ?

চন্দ্রেশ্বরদা—খবর পাঠিয়েছি, এখনই আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা। আমার শরীর বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে।

বড়মা—ওবেলায় তো ভালই ছিল। এবেলায় একটুখানি খারাপ হ'য়ে পড়েছে।

চন্দ্রেশ্বরদা আস্তে-আস্তে স'রে গেলেন সামনে থেকে। একটু পরে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। তাঁর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের শারীরিক অস্বস্তির কথা বলা হ'ল। বড়দা হাতের ঘড়ি খুলে সামনে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাল্‌স্ দেখলেন—১১৫।

বড়দা—pulse-ই (নাড়ীর গতিই) ব'লে দিচ্ছে যে শরীরের মধ্যে uneasiness (অস্বস্তি) আছে। Temperature (তাপ) দেখেন তো !

প্যারীদা থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখলেন, শরীরের তাপ ৯৮। গা-টাও একটু গরম। পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন পূজ্যপাদ বড়দা। পা অবশ্য ঠাণ্ডা নয়। তারপর ব্লাড-প্রেসারও নেওয়া হ'ল। প্রেসার উঠল—১৭৮/৯৮। বিকাল বেলাতেও প্রেসার ছিল ১৪৫। এখন হঠাৎ এতটা বেড়ে যাওয়াতে হয়তো শরীরের অস্বস্তি সুরু হয়েছে। পূজ্যপাদ বড়দা ডাক্তারদের বারান্দায় নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ত্তমান শরীরের অবস্থা ও কী ওষুধ দেওয়া যায় তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। বললেন—দরকার

হলেই ডাঃ অমল রায়চৌধুরীকে ফোনে সব খবর জানাতে হবে।

রাতের দিকে প্রেসার আরো বেড়ে ১৭১-এ দাঁড়ায়। খাওয়ার পুরোপুরি ইচ্ছা না হওয়ায় রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুই খেলেন না। রাত্রি প্রায় ২টার সময় আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ২। ৬। ১৯৫৬)

আজ সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু দুপুরে ভাল ঘুম না হওয়ার জন্য বিকালের দিকে শরীর খারাপ বোধ করছেন। বলছেন—"আমার যেন কেমন কথা বন্ধ হ'য়ে আসছে।" খুব কাতরাচ্ছেন।

বিকালের দিকে ব্লাড প্রেসার ১৬৪/১০৪, পাল্‌স্—১০৮, টেম্পারেচার ৯৮। সবই একটু ক'রে বেড়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বেজে গেল। পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা এসে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের বারান্দায় পূজ্যপাদ বড়দার সাথে কথাবার্তা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খোঁজখবর নিচ্ছেন। বিনোদাবাবুর আসার সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"বিনোদাবাবুকে ব'লে আয়, কোন কথা নেই, আমি একটু ওঁকে দেখতে চাই।"

বিনোদাবাবুকে এ-কথা জানাতেই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলেন। জামতলার ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় চেয়ার দেওয়া হ'ল। প্রণাম ক'রে চেয়ারে বসলেন বিনোদাবাবু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা সব ভাল তো?

বিনোদাবাবু—হ্যাঁ, আমরা ভাল। কিন্তু আপনি অসুস্থ, মন ভাল লাগে না। কেন্দ্র গোলমাল হ'য়ে গেলে আর কিছু কি ঠিক থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা সকলে সুস্থ থাকেন—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আসবেন মাঝে-মাঝে।

বিনোদাবাবু—আমি আসি তো! এখানে এসে ঐদিকে ব'সে বড়দার সাথে কথাবার্তা বলি। নড়াল-বাংলোতে যেয়েও গল্প করি। রোজ সকালে ফোন ক'রে আপনার খবরও নেই। এদিকে আর আসি না। কারণ, অসুস্থ অবস্থায় আপনাকে দেখতে ভাল লাগে না।

এর পরে বিনোদাবাবু আস্তে-আস্তে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আননে প্রশান্ত মৃদু হাসি।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ৩। ৬। ১৯৫৬)

কাল রাতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে বেশ কষ্ট গেছে। অনেক দেরীতে ঘুম এসেছে।

সকাল ৬-১০ মিনিটে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। পায়খানা-প্রস্রাব ভালই হ'ল। সকালে শরীর অনেকটা হালকা বোধ করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সকাল ৯টা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি এসে বসলেন। ও'দের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকটা সোজা হ'য়ে বসলেন। তাঁর চোখমুখের চেহারাও আজ অনেকটা ভাল। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কথা চলতে-চলতে চিকিৎসা-সম্বন্ধেকথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটুকু জানবে, thoroughly (সম্পূর্ণভাবে) জানবে। এ শুধু ডাক্তারীতে নয়, সর্ব্বত্র—তোমার চলা, বলা, এমনি যা'-কিছুতে। আর দেখা লাগে, তোমার প্রতি মানুষের তৃপ্তি আছে কিনা বাস্তবে।

কেষ্টদা—অনেক ডাক্তার আছে রোগীর feeling ignore (বোধকে অগ্রাহ্য) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একেবারে মাঠে মেরে দেয় সব কাজ। এই যে আমি বালিশ ঠিক করতে কই, তাই-ই অনেকে পারে না। কিন্তু পাকা গিন্নী একজন—ঐ পণ্ডিতের মাকে এ-কাম করতে দেন, সব ঠিক ক'রে সুন্দর ক'রে দেবে নে। সে হয়তো বিজ্ঞ লোকের মত অত theory (মতবাদ) দিতে পারবে নানে।

কেষ্টদা—জানা মানে সব জিনিষটার first hand knowledge (প্রত্যক্ষ উপলব্ধ জ্ঞান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, practically (বাস্তবে) ক'রে জানা প্রয়োগের ভিতর-দিয়ে। অনেক সময় এমন হয়, জিনিষ হয়তো খারাপ দেওয়া হ'চ্ছে না, কিন্তু প্রয়োগের দোষেই অসুখ সারে না। হয়তো এমন ওষুধ দেওয়া হ'ল যা' আমার অসুখে প্রযোজ্যই নয়।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাতে আমি কখন ঘুমাইছি?

চুনীদা—রাত আড়াইটার সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুম আমার হয়নি। ঘুম-ঘুম লাগছিল। এখনও সেইরকম লাগছে।

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানাহার সমাপন করলেন। দুপুরে ভালই কাটল। বিকাল ৩টায় ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালভাবে 'ম্যাসাজ্' করেন ননীদা (চক্রবর্ত্তী)। কাছে ডাক্তারবৃন্দও উপস্থিত থাকেন। আজ 'ম্যাসাজ্' করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিকালে তুফান এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে ডাঃ হৃষীকেশ বোস এসে পৌঁছালেন। আশ্রমের গাড়ীতে ক'রেই তাঁকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসা হ'ল। এখানে এসে একটু

বিশ্রাম ক'রে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন। প্রথমে তিনি নানাভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের জোর, হাতের জোর পরীক্ষা করলেন। তারপর পরীক্ষা করলেন হার্ট, লাংস্, ইত্যাদি। পরে কার্ডিওগ্রাফিও করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে চোখ বন্ধ ক'রে বাম হাত দিয়ে নাক ধরতে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' অনায়াসেই পারলেন। কিন্তু ঐভাবে ডান হাত দিয়ে যখন ধরতে বললেন তখন আর টক ক'রে পারলেন না। দু'চার বার এদিক-ওদিক হয়ে গেল। তারপরে ঠিকমত ধরতে পারলেন। আরো কিছু পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার চ'লে গেলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে। এখানকার ডাক্তাররা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরো অনেকে সেই সাথে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ওষুধ-পথ্য সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা চলতে থাকল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের বিছানার উপরে চুপ করে ব'সে আছেন। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। ঘরের ভেতরে আলো না জেলে বারান্দার আলোগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দিকে ২।৩ খানা হাতপাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করা হ'চ্ছে। ডাক্তারের ওখান থেকে যে আসছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন—ডাক্তার কী বলছে?

বড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশেই এসে ব'সে আছেন। শরীরটা ক্লান্ত বোধ করলে ঐ চৌকিরই একপাশে প'ড়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন।

ডাক্তার অমলবাবুর নির্দ্দেশ-অনুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের আম খাওয়া নিষেধ। এখন আমের সময়। ঠাকুর-বাড়ীতে অনেকে আম-দুধ নিবেদন ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে আম খাবেন না ব'লে বড়মাও আম খাবেন না।···

রাত ৮টা বাজে। ওয়েষ্ট-এণ্ডের মন্দিরগৃহে খোলা-করতালের ধ্বনিসহ হরিসঙ্কীর্ত্তন সমানে চলেছে। জামতলার প্রাঙ্গণে ব'সেই সে-শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তভাবে কাত হ'য়ে শুয়ে আছেন। বালিশের উপর হাত এবং হাতের উপর মাথাটি রেখেছেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণও প্রায় নীরব।

রাতে একটু মুড়ির ছাতু খেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। খাওয়ার পরেই একটু তন্দ্রা এসেছিল তাঁর। কিন্তু তারপরেই তন্দ্রা ছুটে গেল। আর ঘুম এল না। শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে একটু ঘুমাতে পারেন তার জন্য বহুরকম ব্যবস্থা করা হ'তে লাগল। কিন্তু সব বৃথা! রাত ৩টা পর্য্যন্ত একেবারে প্রায় ব'সে রইলেন। সাড়ে তিনটার পর আর সহ্য করতে না পেরে মাথা ধুইয়ে দিতে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভাল ক'রে মাথা ধোয়ানো হ'ল। মাথা ধোয়ার পর পরিমাণমত কিছুটা পিপুলচূর্ণ ও গুড় খেলেন। এতে মাথা ঠাণ্ডা হয়। তারপর একটু স্বস্তি বোধ করতে থাকেন। শুয়ে আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ৪।৬।১৯৫৬)

রাতে ঐরকম কষ্ট যাওয়া সত্ত্বেও ভোরে বেশীক্ষণ ঘুমাতে পারেন নি শ্রীশ্রীঠাকুর। শরীরের মধ্যে খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। একবার উঠে বসছেন, আবার শুয়ে পড়ছেন।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত হওয়ার পরে ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের চাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল রক্তের চাপ—১৫০/১১০, নাড়ীর গতি—৮৪, শরীরের তাপ—৯৭'৪। সবদিকেই মোটামুটি ভাল। অথচ সারা শরীরে নিদারুণ অস্বস্তি। বার বার বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পাগল হ'য়ে যাই কিনা বলতে পারি নে। মনে হ'চ্ছে হয় পাগল হ'য়ে যাব, নয়তো অজ্ঞান হ'য়ে যাব। রাতে ঘুমই হয় না, মাথায় যেন কিছু নেই। চিন্তা করতে পারছি না কিছু। শরীর এত খারাপ লাগছে যে তা' আর ক'বার নয়।

একটু পরে শ্রীশ্রীবড়মা উঠলেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কয়েকটি পান সেজে আনবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—তাহলে আমি একটু আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যাবা ? তাড়াতাড়ি ক'রে এসো। আমার একা থাকতে কেমন ভয় করছে।

বড়মা—তা' পানটা সেজে আসা লাগবে তো ! মিনিটে-মিনিটে তো পান লাগছে আজকাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, তাড়াতাড়ি ক'রে এসো।

বড়মা—আচ্ছা। তুমি দু'খানা বিস্কুট খেয়ে নাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, বিস্কুট খাব না, ভাল লাগছে না।

বড়মা—তাহ'লে মশলা-দেওয়া একটু ছানা খাও। কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দিতে পার।

মশলা-দেওয়া ছানা কিছুটা আনিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইয়ে সুস্থ ক'রে রেখে তারপর বড়মা নিজের কাজে গেলেন। এইসময় পূজ্যপাদ বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নীচে মেঝেতে একখানা আসন টেনে নিয়ে বসলেন। পূজনীয় কাজলদাও এসে বসেছেন।

কাল বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অম্বল হয়। গলা জ্বালা করে। আজ সকালেও সে-রকমটা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে সেকথা জানালেন। বড়দা নিকটে দণ্ডায়মান ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এরকম হ'চ্ছে কেন ?

সূর্য্যদা (বোস) – Diet (পথ্য) ঠিকমত দিতে পারা যায়নি।

বড়দা—তাহলে diet (পথ্য) যাতে ঠিকমত দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেন।

উপর্য্যুপরি ৬।৭ রাত্রি ভাল ঘুম না হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন।

বলছেন—এরকম আমার কেন হ'চ্ছে বুঝতেই পারছি না। কয়দিন পর-পর ভাল ক'রে চান না করার জন্য শরীর গরম হ'য়ে এমনতর হ'চ্ছে—না কি!

বড়দা—শীতকালে তো শরীর আরো ক'ষে যায়। তখন একটু জ্বর-টর হ'লে তো অনেকদিন যাবৎ চান করেন না। তখন তো এমনটা হয় না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে স্নান ক'রে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লেন। আজ সব তাড়াতাড়িই হ'য়ে গেল। শুয়ে ভালই ঘুমালেন।

বেলা দু'টার পরে ঘুম থেকে উঠলেন। শরীর মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু বিকাল পর্য্যন্ত আবার শরীর খারাপ বোধ করতে থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখা হ'ল ব্লাড্ প্রেসার ১৮৬ / ১১৬, পাল্‌স্—১১২।

সন্ধ্যা ৭টা। বড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে ব'সে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ছোটমা একপাশে ব'সে হাওয়া করছেন মৃদুভাবে। একটু পরে বড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত ধ'রে নাড়ীর গতি পরীক্ষা ক'রে সূর্য্যদাকে ডেকে বললেন—আমার মনে হ'চ্ছে, বেশ ক'মে গেছে। দেখ্ তো সূর্য্যি।

সূর্য্যদা উঠে এসে দেখে বললেন—হ্যাঁ ১০৬, হঠাৎ এতটা কমেছে, বড় আশার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর (মৃদু হাস্যে)—বড় বৌ দেখতে পারে তাহ'লে একটু-একটু। একটু পারে, তাই না?

শুনে সবাই শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

আজ বিকালে সানুদি (শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী) ও ছোট জামাইবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন। সানুদি এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর শ্বশুরের আর একটা মেয়ে আছে না?

সানুদি– হ্যাঁ আছেন একজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যে চ'লে এলি, সে দেখাশুনা করে তো?

বড়মা—সে তো বুড়ি, আমার মতন। দেখাশুনা করে বৈকি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর মেয়ে ক'নে?

সানুদি—আছে ঐদিকে, খেলছে।

বড়মা—খেতে দিয়েছিস্?

সানুদি—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, দেখে আয়।

সানুদি উঠে চ'লে গেলেন। সেদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—মেয়ে হ'লেও মানুষের ভালই হয়।

বড়মা—হ্যাঁ মেয়ে তো ভালই। বড় হ'ল, বিয়ে দিলাম, পরের ঘরে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু হাতপাখার শব্দ হ'চ্ছে। একটু পরে পরমপূজনীয়া বড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছেন—মানুষের অসুখ হ'লে তোমার কাছে আসে। বলে, ঠাকুর! আমার মেয়ের অসুখ সেরে দাও। আমার ছেলে বেয়াড়া, আমার মনে শান্তি নেই। এইরকম সব কয়। কিন্তু আমরা আর কার কাছে যাব? ভগবান ব'লে যদি কিছু থাকে, তার কাছে জানাই—তুমি সুস্থ হ'য়ে ওঠ।

কথাগুলি সবার অন্তর স্পর্শ ক'রে গেল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ১১। ৬। ১৯৫৬)

আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর কখনও ভাল, কখনও খারাপ, এইভাবে চলছে। মাঝে একদিন রক্তের চাপ খুবই নেমে গিয়েছিল। তা' ছাড়া পেটও খারাপ হয়েছিল। বাইরে বাদলা-আবহাওয়া খুব চলছে।

আজও সকালে ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ। সকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই আছে। তবে আজ কয়েকদিন ধ'রে তাঁর মলদ্বারে একটা গুটি মত হয়েছে। তার জন্য বেশ ব্যথা অনুভব করছেন মাঝে-মাঝে। নড়তে-চড়তে গেলেই লাগে। ঐ জন্যে প্যারীদা একটা ইন্‌জেক্‌সন দিলেন। ইন্‌জেক্‌সন দিতে বেশ কষ্ট পেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চোখমুখ তাঁর বেদনার্ত্ত হ'য়ে উঠল। "ও রে বাবা রে" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন। পরে কাতরাতে-কাতরাতে বললেন—এ আমার কী হ'ল! আমার এ কবে সারবে?

ডান হাতে অবশ ভাবটা এখনও তাঁর আছে। হাতখানা তুলে অসহায়ভাবে শিশুর মত জিজ্ঞাসা করছেন—আমি হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারব কবে? শ্রীশ্রীবড়মাকে জিজ্ঞাসা করছেন—আমি বাইরে বেরোব কবে?

বড়মা—বাইরে বেরোতে হবে তো ট্রলি ক'রে। এখন একটু এদিকে-ওদিকে বসা যেত। তাও তো হবে না। বর্ষা এসে পড়ল।

সকাল সাড়ে সাতটা। ডান হাতখানিতে কতখানি জোর এসেছে পরীক্ষা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পূজনীয়া সানুদির হাতের পাঞ্জার উপরে নিজের হাতের পাঞ্জা রেখে ধাক্কা প্রতিরোধ করতে বলছেন। সানুদি দেখলেন হাতে বেশ জোর আছে। এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়মাকে ডেকে ঐভাবে হাতের জোর পরীক্ষা করতে বললেন। বড়মা চৌকি থেকে নেমে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ঐভাবে ধাক্কা প্রতিরোধ করলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন—আমি কি পারি? তুমি দেবীর সাথে একবার ধর। ও পুরুষ মানুষ। তাহলে বোঝা যাবে নে।

দেবীকে (মুখোপাধ্যায়) চোখের ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে যেয়ে হাতে হাত দিয়ে দাঁড়াতে বললেন বড়মা। দেবী সামনে যেয়ে তার ডান হাতের পাঞ্জা শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান হাতের পাঞ্জার উপরে রাখল। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে ঠেলা দিতে লাগলেন। দেখা গেল, হাতের জোর অনেকখানি ফিরে এসেছে।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান হাতের আঙ্গুলগুলি এখনও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি। ঐ হাতখানি ডান হাঁটুর উপরে রাখলেন। কয়েক সেকেণ্ড ঠিক থাকল। ধীরে-ধীরে আঙ্গুলগুলি কুঁচকে এল এবং একটু পরে যেন ভারী হ'য়ে হাতখানা পাশে প'ড়ে গেল।

সানুদি সামনে মেঝেতে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডান হাঁটুর উপর আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে ডান হাতখানি রাখতে বললেন। সানুদি সেইভাবে হাত রাখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বলছেন—দেখি কতক্ষণ পারিস্ ?

শিশুর সরলতা তাঁর চোখেমুখে। তিনি হাঁটুর উপর হাত বেশীক্ষণ রাখতে পারেন নি, অতএব অন্য কেউই বা পারবে কেন ? সানুদির হাত ঠিকভাবে এক জায়গাতেই আছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে আবার চেষ্টা করতে লাগলেন ঐভাবে। কয়েকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনবারেই হাত বেশীক্ষণ থাকল না, প'ড়ে-প'ড়ে যেতে লাগল।······

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম একরকম ভালই হ'ল। ঘুম থেকে উঠে বলছেন—জাগ্রত কি স্বপ্ন-অবস্থায় বলতে পারব না, আমার কানের কাছে কে যেন বলল যে এ-ঘরে থাকলে জীবনীশক্তি ক'মে যাবে। তাই আমার এ-ঘর পালটাতে ইচ্ছা করছে।

সঙ্গে-সঙ্গে ডাকা হ'ল গিরিশ পণ্ডিত-মশাইকে। তিনি এসে পঞ্জিকা থেকে দিন দেখে বললেন—এ-ঘর থেকে নতুন ঘরে যাওয়ার প্রশস্ত দিন হ'ল আগামী পরশু বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো আগে হয় কিনা দেখেন।

পণ্ডিত-মশাই—এর আগে আর সম্ভবই নয়। আজ রাতে কষ্ট ক'রে হয় বটে, কিন্তু সময়টা খুব ভাল না।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসের ব্যবস্থা কোন্ ঘরে করলে ভাল হবে তাই নিয়ে কথা-বার্ত্তা চলতে থাকল।······বিকালের দিকে হঠাৎ তাঁর টেম্পারেচার বেশ বেড়ে যায়। সাড়ে চারটায় দেখা যায় শরীরের তাপ—১০০·৬ ; সাড়ে ছ'টার পরে ১০১·৬। সন্ধ্যার পরে ব্লাড প্রেসার বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৪/১০৮ এবং পাল্স্—১১০। রাত ১০টার পর থেকে সব অবস্থারই আস্তে-আস্তে উপশম হ'তে থাকে। টেম্পারেচারও কমে। ঘুমিয়ে পড়েন শ্রীশ্রীঠাকুর। সাড়ে দশটা থেকে রাত ২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত একটানা

ভাল ঘুম হয়। ২-৪৫ থেকে ৩-২০ মিনিট পর্য্যন্ত বেশ অসোয়াস্তিতে কাটে। তার পর আবার ভোর ৫টা পর্য্যন্ত সুনিদ্রা হ'ল।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১৩। ৬। ১৯৫৬)

গতকালও শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার কিছুটা ছিল। তার সাথে ছিল বমি-বমি ভাব। আজ সকালেও ঐরকম খানিকটা আছে।

আজই ঘর বদল ক'রে অন্য ঘরে যাওয়ার শুভদিন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালান-ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তদনুযায়ী দালানের ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ কাল থেকেই সুরু হয়েছে। ভেতরে, বাইরে, দেওয়ালে, ছাদে সর্ব্বত্র ভালভাবে চুণকাম করা হ'ল। চৌকি, বিছানা সব নতুন ক'রে ঝেড়ে-ঝুড়ে পাতা হ'ল। অনাবশ্যক জিনিষ সব ঘর থেকে বের ক'রে ফেলা হ'ল। ঘরের আশপাশে যাতে অবাঞ্ছিত ভিড় না বাড়তে পারে তারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূজ্যপাদ বড়দা সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বস্তির জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করালেন।

দুপুরের মধ্যেই ঘর সাজানো-গোছানো হ'য়ে গেল। ধুপধুনা দেওয়া হ'ল ঘরে। ফুল তুলে সাজানো হ'ল। বিকাল ৪-১০ মিনিট। আকাশ মেঘলা ক'রে রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আসার সময় হ'ল। জামতলায় বহু লোক উপস্থিত। ঘরের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির পাশে একখানা ছোট চৌকি লাগানো হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর সরে এসে তাতে বসলেন। ব'সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডাকলেন—বড় খোকা, তুই কোথায় ? এদিকে কাছে আয়।

বড়দা তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এগিয়ে এলেন, তাঁকে ধ'রে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিলেন চৌকির উপরে। ছোড়দা ধরলেন মাথার দিকে, বড়দা পায়ের দিকে। আরো কয়েকজন দুই পাশে ধ'রে চৌকিখানা হাতের উপর ঝুলিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতি সাবধানে বের ক'রে নিয়ে এলেন জামতলার প্রাঙ্গণ থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকির দুই কিনারা দুই হাতে ধ'রে আছেন। চৌকি দালানে এনে বড় চৌকির পাশে রাখা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে বড় চৌকির উপরে উঠে বসলেন। ছোট চৌকিটা সরিয়ে নেওয়া হ'ল। লোকজন সকলেই এবার স'রে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে এখন একটু স্বস্তিতে বিশ্রাম করতে পারেন।

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের টেম্পারেচার আবার একটু বাড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক'মে যায়।

রাতের দিকে বার-বার প্রস্রাব হ'তে থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদ্রা বিঘ্নিত হয়। রাত

২টার পর থেকে আর কোন অসুবিধা হয় না, ভালভাবে ঘুমাতে পারেন ভোর ৫টা পর্য্যন্ত।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৪।৬।১৯৫৬)

গতকাল বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জামতলা-প্রাঙ্গণ থেকে বড়াল-বাংলোর হলঘরসংলগ্ন পূবের ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ ভোর ৫টাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বসেছেন। সকাল ৭টায় টেম্পারেচার দেখা হ'ল—৯৮, ব্লাড প্রেসার—১৩০/৯০ এবং পালস্—৮৮। পাছার ফোঁড়াটির জন্য স্বাভাবিকভাবে বসতে বেশ কষ্ট হ'চ্ছে তাঁর। ডাক্তাররা বললেন—এই সামান্য জ্বর ঐ ফোঁড়ার জন্যেই হয়েছে। যাই হোক, তাঁর আহারাদি স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হ'ল। দুপুর পর্য্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি।

বিকাল ৩টার পর একখানা ছোট চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসিয়ে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে আসা হ'ল। সামনের উঠানে খানিকটা তফাতে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যাতে তার বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করতে পারেন। ঐ সময়ে শরীরের তাপ ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় আবার তাপমাত্রা বাড়ে।

রাত্রে মুখে বেশ অরুচি। ভাল ক'রে খেতে পারলেন না। রাত্রে ঘুমটাও ভাল ক'রে হ'ল না।

৬ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২০।৬।১৯৫৬)

আজ কয়েকদিন যাবৎ বেশ বর্ষা চলেছে। কখনও জোরমত হ'চ্ছে, কখনও বা ঝির-ঝির ক'রে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভালমন্দে মিশে চলছে। কোনদিন অস্বস্তি বাড়ে, কোনদিন বা কম থাকে। রাতের দিকে প্রায়ই ঘুমের ব্যাঘাত হ'চ্ছে। ঘুম আসতেই চায় না ভালমত। বেশী ওষুধের জন্য শরীর গরম হ'য়ে এমনটা হ'তে পারে ভেবে ডাক্তাররা কয়েকটা ওষুধ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। এর মাঝে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটুতে ভর দিয়ে খানিকটা উঠতে চেষ্টা করেছিলেন, পেরেছিলেনও। পরে ব'সে প'ড়ে বলেছেন—আমি শক্তি পেলে কী হবে, আমার সোয়াস্তি নেই।

আজ সকালে তাঁর শরীর মোটামুটি ভাল। সকাল সাড়ে দশটায় পূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) হাত ধ'রে-ধ'রে মিনিট দু'য়েক হাঁটলেন। অসুখের পরে আজই প্রথম হাঁটা। হাঁটা হ'ল ২৮ পা।······

এ কয়দিনের নিরন্তর পরিশ্রমে শ্রীশ্রীবড়মার শরীর বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে। উঠতে বসতে কষ্ট হয়।

বিকালের দিকে শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু) প্রভৃতি এসে বসেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলে। বিকালেও শ্রীশ্রীঠাকুর সকালের মত ক'রে ৩২ পা হাঁটলেন।

কিন্তু বিকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি দুটিই বৃদ্ধি পায়। এদিকে কাশি খুব বেড়ে যাওয়ায় গলার স্বরও একটু ব'সে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হ'চ্ছে।

আজ রাতে ঘুম একরকম ভালই হয়েছে। অসুবিধা বিশেষ হয়নি।

৮ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২২।৬।১৯৫৬)

সকাল ছটা। শ্রীশ্রীঠাকুর শুভ্র শয্যায় সমাসীন। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ব'সে আছেন একখানা জলচৌকিতে। ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"আয়, দেখি একটু হাঁটার চেষ্টা করি।" বড়দা তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরলেন। কেষ্টদা আর একপাশে যেয়ে আর একখানা হাত ধরলেন। দু'জনের হাত ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকি থেকে নেমে কয়েক পা সামনে হেঁটে গেলেন, আবার চৌকি পর্য্যন্ত ফিরে গেলেন। মোট ৩২ পা হাঁটা হ'ল।

বড়দা মাঝে-মাঝেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসছেন। অনেকক্ষণ ধ'রে থাকেন এবং নানারকমের কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে আনন্দ দান ক'রে তাঁকে অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও মাঝে-মাঝে হাসিমুখে কথা বলেন ও গল্প শোনেন।

আজও বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার বেশ বেড়ে যায়, দেখা হ'ল—১৭৫/১০৫ এবং পাল্‌স্‌ ১১২।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লান্ত স্বরে ডাকছেন—আসেন কেষ্টদা, বসেন। অসোয়াস্তির আর শেষ নেই।

কেষ্টদা আসন গ্রহণ করার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দার পশ্চিম দিক দেখিয়ে বলছেন—

আজ হাঁটতে-হাঁটতে ঐ অতদূর চ'লে গিছিলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, নতুন লাগল। যতি-আশ্রমের দিকে তাকালাম, যেন লাফ দিয়ে যেয়ে পড়তে ইচ্ছা করল।

কেষ্টদা—শুধুই তো ব'সে থাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে একটু খোলা জায়গায় ঘুরেফিরে বেড়াতে পারেন সেই জন্য

পূজ্যপাদ বড়দা গৌর মণ্ডলদার তত্ত্বাবধানে আমাদেরই 'দারুগৃহে' (কারখানায়) সুন্দর ক'রে একখানা কাঠের ট্রলি তৈরী করাচ্ছেন। ট্রলিটার দুইপাশে কাঠের পাল্লা থাকবে এবং চাকায় থাকবে মোটরের টায়ার। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেককেই ট্রলিখানা দেখে আসতে বলছেন বার-বার। চুনীদা একবার দেখে আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন – কেমন হ'চ্ছে ?

চুনীদা—অসুস্থ অবস্থায় কেন, সুস্থ অবস্থাতেও ওটাতে ক'রে বেশ আরামে ঘোরা যাবে।

এর পরে আস্তে-আস্তে কলকাতার গল্প উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যখন কলকাতায় থাকতাম, তখন শীতের সময় একখানা বঙ্গবাণী কাগজ গায়ে দিয়ে ফুটপাথে শুয়ে থাকতাম। কিন্তু আমার ঘাড়ের 'পরে কোন দিন গাড়ীঘোড়া ওঠেনি। প্রথম আমাকে কে যেন কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। আগেকার কলকাতা যেন ভাল ছিল।

কেষ্টদা—এখনকার মত অত accident (দুর্ঘটনা) তখন হ'ত না। লোকসংখ্যাও কম ছিল। আমি কলকাতায় আসি ১৯০১ সালে, তখন ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। আর ১৯০৬ সালে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রাম হয়। তখন বস্তি ছিল মেলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। বস্তি ছিল অনেক।

এই ধরণের টুকিটাকি কথাবার্ত্তা অনেক রাত অবধি চলতে থাকে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে কাত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন।

১১ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২৫।৬।১৯৫৬)

কয়েকদিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার খুব বাড়তে থাকায় ডাক্তাররা পরামর্শ ক'রে ডাঃ হৃষীকেশ বোসকে নিয়ে আসা স্থির করেন। গতকাল ডাঃ বোস এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে গেছেন। ব'লে গেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের fully cured হ'তে (সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করতে) ৩ মাস time (সময়) লাগবেই। ডানদিককার nerve (স্নায়ু)-গুলি যদি শুকিয়ে না গিয়ে থাকে তবে তা' ঠিক হয়ে যাবে।

আজ সকালে প্রেসার একটু কমই আছে—১৫৫/৯৪।

মন্দির-গৃহে মাসাধিকালব্যাপী কীর্ত্তন চলছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের আরোগ্য-কামনায়। আজ তার পরিসমাপ্তি হ'ল। পরমশ্রদ্ধেয় গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) কীর্ত্তনের দল নিয়ে পূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীতে গেলেন প্রথম। সেখান থেকে ঘুরে এসে জামতলার প্রাঙ্গণ দিয়ে ঘুরে আবার মন্দিরে যেয়ে কীর্ত্তন শেষ করলেন। পরম দয়ালের জয়ধ্বনি-সহকারে আভূমি প্রণাম করলেন সবাই।

বিকেলের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর পেটে জ্বালা বোধ করতে থাকেন। শরীরেও অস্বস্তি। কাশির বেগও বাড়ে। রাতের দিকে এইসব কারণে বেশ কষ্ট পান।

আজ সন্ধ্যায় মন্দির-গৃহে বিরাটভাবে সৎসঙ্গ অধিবেশন করা হল।

১২ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ২৬।৬।১৯৫৬)

সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কয়েকদিন ধ'রে ভাল ক'রে সূর্য্যদেবের মুখ দেখাই যাচ্ছে না। বর্ষাও প্রায় লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ ভাল নেই। সকালে কয়েকবার বেশ কাশি হল। চুপচাপ শুয়ে আছেন। ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে খুব। শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দার চৌকিতে আছেন। যেদিক দিয়ে হাওয়া আসছে সেদিকের পর্দ্দাগুলি বেশ শক্ত ক'রে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দার পশ্চিমের দিকটায় ফাঁকা আছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্লান্ত চোখ-মুখ। আজ সকালে ব্লাড প্রেসার ১৩৫/৮০, পাল্‌স্ ৮৬ এবং টেম্পারেচার ৯৮। আজ প্রাতেও মন্দিরগৃহে সৎসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি হয়েছে।

দুপুরে আহার-গ্রহণের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দার চৌকিতেই বিশ্রাম করেন আজ-কাল। আজও শুয়েছেন। শরীর এখন একটু ভাল বোধ করছেন। ঘুমের ভাব এলে পর্দ্দাগুলি টেনে দেওয়া হ'ল যাতে চোখে আলো লেগে ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

ঘুম থেকে ওঠার পর পূজ্যপাদ বড়দা কাছে এসে দাঁড়ালেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী) এঁরাও এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দা ও কেষ্টদাকে দু'হাতে ধ'রে হাঁটতে লাগলেন। প্রায় ৪ মিনিটে ৫৯ পা হাঁটা হ'ল আজ। চলতে চলতে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক জায়গায়। তারপর শয্যায় এসে বসলেন। কেমন যেন একটা বিষাদগ্রস্ত ভাব তাঁর।

লবণে প্রেসার বাড়ে ব'লে ডাক্তাররা ঠিক করেছেন, এখন থেকে দিনে-রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মোট ১৫ গ্রেন লবণ খাওয়ার সাথে দেওয়া হবে—সকালে সাড়ে সাত গ্রেন এবং রাতে সাড়ে সাত গ্রেন। অন্যান্য পথ্যও ঠিকমত সহ্য হ'চ্ছে না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমার মনে হয়, বেশী তরকারী না খেয়ে যদি শুধু দুধভাত খাই তাহ'লে বোধহয় ভালই হয়। আর, সাগুও বোধহয় আমার পক্ষে ভাল।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলছেন—আমার শরীরটা আজ বেশ enjoy (উপভোগ) করার মত ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এই খাওয়ার গণ্ডগোলে অবসন্ন-মত মনে হয়। Enjoy (উপভোগ) করার ইচ্ছে থাকলেও তা আর করতে পারি নে।

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা ভার-ভার বোধ করছেন বললেন। আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়লেন। মাথায় পাখা দিয়ে হাওয়া করা হ'তে লাগল। ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

১৪ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮। ৬। ১৯৫৬)

গতকাল সারাদিন ঘুম-ঘুম ভাব থাকলেও রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের বেশ ব্যাঘাত হয়। আজ বেশ ভোরেই উঠে পড়েছেন। হাতমুখ ধোয়ার পরে একটু ওট্‌স্‌ খেলেন। দুধের সাথে একটু মিষ্টি দিয়ে জ্বাল দিয়ে ওট্‌স্‌ই তাঁকে দু'বেলা জল-খাবার হিসাবে দেওয়া হ'চ্ছে।

খাওয়ার পরে প্যারীদা (নন্দী) ও সুর্য্যদা (বোস) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর পরীক্ষা করলেন। কালকের ওষুধের জন্য ব্লাড প্রেসার অনেকটা নেমে গেছে আজ। দেখা হ'ল প্রেসার ১২৫/৭৫, পাল্‌স্‌ ৮১ এবং টেম্পারেচার ৯৭·৪।

এই সব দেখার পরে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমালেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর উঠে পায়খানায় গেলেন। সকাল সাড়ে আটটায় একবার সাগু ও বরফি গ্রহণ করলেন।

বেলা ১১টায় ভাত, তরকারী ও দই-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরভোগ সমাপ্ত হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন। কিন্তু ভালভাবে ঘুম আসার আগেই পায়খানা চেপে যাওয়ায় উঠে পড়লেন। সকাল থেকে এই নিয়ে বার পাঁচেক পায়খানা হ'ল।

পায়খানা থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে শয্যায় ব'সে তামাক খেলেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা বেশ ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে। পূজ্যপাদ বড়দা দুপুরের আহার গ্রহণ ক'রে একটু আগেই এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। বড়দা যখনই আসেন, পূজনীয় কাজলদার প্রিয় কুকুরটি তাঁর সাথে-সাথেই আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরই ঐ কুকুরটির নাম রেখেছেন টাবু। এখানে এসে একটু দূরে বারান্দার উপরেই চুপ-চাপ শুয়ে থাকে।

একটু পরে শরৎদা (হালদার), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং আরো কয়েকজন এসে কাছে দাঁড়ালেন। ও'দের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—কেমন যেন আথাম্বা (বেথাম্পা) বোধ করতিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলিও বেশ অস্পষ্ট। দুর্ব্বল স্বরেই বোঝা যায়, তাঁর ভেতরে কতখানি কষ্ট হচ্ছে। কিছু পরে আবার বলছেন—আগে এক-রকম ছিলাম। কিন্তু যেদিন থেকে চিকিৎসা সুরু হয়েছে, সেদিন থেকে আমার এই অস্বস্তি বেড়েছে। এরাও যে কী করে, ওরাও বা কী করে, কিছুই বুঝিনে। এত অবসাদ যে তা' আর কওয়ার না।

যাহোক, একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কাত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। পর্দ্দা টেনে দেওয়া

হ'ল। ঘুমাবার চেষ্টা করছেন।

বেলা আড়াইটায় উঠে পড়লেন। ঘুম ভাল হ'ল না। প্রেসার পরীক্ষা করা হ'ল। দেখা গেল সকাল থেকে একটু বেড়েছে—১৪৫/৮৫। পাল্‌স্‌ ১০০ এবং টেম্পারেচার ৯৭'৮। এই সময় দুধের সাথে একটু ওট্‌স্‌ খেলেন।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ছানা ও একটু আপেল-সেদ্ধ দেওয়া হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে। সন্ধ্যার সময় নিকটে উপবিষ্ট কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বলছেন – বড় অস্বস্তি, বড় দুরবস্থা আমার। শরীরে এবং মনে এত অবসাদ যে তা আর ক'রে পারি নে।

কেষ্টদা—আগে 'ভেলল্‌' দিলে অস্বস্তি কমত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন সে-রকমই নেই। ঐ salt (লবণ) যদি ৪ দিন আগের থেকে দেওয়া হ'ত তাহ'লে ভাল হ'ত।

এখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাদ্যের সাথে সোডিয়াম সল্ট দেওয়া হ'চ্ছে। প্রেসার আজ ক'মে যাওয়াতে এবং পায়খানা বেশী হওয়ার জন্য তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নাক্সভমু দেওয়া হ'চ্ছে। দিনে-রাতে মোট ১২ বার পায়খানা হ'ল।

হাতের সাড়াটা ভালভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আজ কয়েকদিন যাবৎ একটু-একটু ক'রে লেখার অভ্যাস করছেন। নীল রঙের একটা পেন্সিল দিয়ে বাঁধানো একখানা খাতায় লিখছেন। "অজয়, শাক্যসিংহ, সোজা দাঁড়াও" ইত্যাদি ধরণের ছোট-ছোট কথা লিখছেন। হাত অনেক কেঁপে যাচ্ছে। লেখাগুলিও খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে না।

সন্ধ্যার পরে একটি বাণী দিলেন আজ। তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। ডান হাতখানা অসহায়ভাবে এদিক-ওদিকে রাখছেন। রাত্রি ৮·১০ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার খোঁজ করলেন—বড় খোকা চ'লে গেছে?

বড়দা এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্‌, সন্ধ্যার থেকেই আমার পেটটা ভরা-ভরা লাগছে।

শুনে বড়দা এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আহার্য্যাদি যাতে বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বিস্কুট এবং অন্যান্য খাদ্য যাতে বিহিত পরীক্ষা ক'রে দেওয়া হয় তারও ব্যবস্থা করলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁচকলা-সিদ্ধ দিয়ে ভাত গ্রহণ করলেন।

১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২৯।৬।১৯৫৬)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানা থেকে আসার পরে বেশ বিশৃংখলা হয়। থুতু ফেলবেন—পিকদানি নেই, জল চাইলেন—গাড়ুতে জল নেই, কাপড় ছাড়বেন—

কাপড় দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এই ব্যাপারটি পরে বারংবার উল্লেখ করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সুশীলদা (বসু) এলে তাঁকে সব ব'লে বলছেন—'প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর'—না কি একটা কথা আছে ?

সুশীলদা—হ্যাঁ, "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইজন্যই আমি ভাল খবরটা কাউকে দিতে পারলাম না।

ভাল খবরটা হ'চ্ছে এই যে, আজ শ্রীশ্রীঠাকুর উবু হ'য়ে ব'সে প্যারীদাকে ধ'রে অতি সামান্য জোর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে হাত দু'খানি উপরে তুলে ব'লে উঠলেন—'জয় দয়াল'। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর আবার একটু ধ'রেই বসলেন। উবু হ'য়ে একটু ব'সে থেকে তারপর জাবড়ে বসেছেন। মানে, পায়ে বেশ খানিকটা জোর এসেছে।

সকাল বেলাকার ঐ সব বিশৃঙ্খল কাণ্ড নিয়ে একটা বাণী দিয়েছেন। বাণীটি এই :—

"অন্যের স্বস্তিসম্পাদন
যারা করতে পারে না—
আচারে-ব্যবহারে
চালচলনে
কথায়-কায়দায়,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,—
তা'রা জীবনে হৃদ্য হ'তে পারে না,
ব্যবস্থও হ'তে পারে না ;
ব্যবস্থ হ'তে হ'লেই
সঙ্গতিশীল প্রস্তুতি-তৎপরতা নিয়ে
নিজেকে
সার্থক সুধী-অনুচর্য্যায়
ব্যাপৃত রাখতে হয় ;
ইচ্ছামত চাহিদার আওতায়
নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হ'য়ে চললে
কিন্তু ব্যবস্থ হওয়া যায় না ;
তোমার ব্যবস্থ চলন
অন্যের স্বস্তিসম্পাদনী হওয়া চাই—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে

প্রেয়কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণায়,
উপচয়ী সমন্বয়ে,—
তবে তো ব্যবস্থ জীবন পাবে ?
তা' তোমাকেও তেমনি
ব্যবস্থ-তৎপর ক'রে তুলবে,
আর, অন্যকেও তদনুরূপ ;
শুভ ব্যবস্থ জীবন
শুভেরই মঙ্গলঘট।”

বার-বার বাণীটি শুনছেন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং সাজিয়ে লেখাচ্ছেন। দেবী (মুখোপাধ্যায়) সামনে খাতা নিয়ে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত সব লিখে নিচ্ছে, কাছে একখানি জলচৌকিতে বসে আছেন মায়া মাসীমা। হঠাৎ চ'টে উঠে তিনি বললেন—সব কথা লিখে রাখলেই হ'য়ে যাবে। আর চাই কী! খাতা ভ'রে ভ'রে লিখলেই হবে সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (শান্ত স্বরে)—যারা অন্যের স্বস্তিবিধান করতে জানে না, তারা নিজেরও স্বস্তি করতে পারে না।

মায়া মাসীমা (দেবীর দিকে তাকিয়ে উষ্মা প্রকাশ ক'রে শ্লেষাত্মকভাবে বললেন) —লিখে রেখে সব উদ্ধার করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (গম্ভীর স্বরে)—এই খাতায় লিখে রেখে যে আমি খুব অপরাধ করছি, তা' আমার মনে হয় না।

মায়া মাসীমা—লিখে দিলে তো কতই, আমাদের কীই বা হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তোমার জন্য নয়। যারা চায় তাদেরই জন্য লেখা থাকল। যারা চায় না—তাদের জন্য নয়।

মায়া মাসীমা—আমরা যারা এখানে থাকি, তাদের ও দিয়ে কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা চায় না, তাই হয় না। যারা চায়—তাদের হয়।

এই কথাবার্ত্তার পরে মায়া মাসীমা চুপ ক'রে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে আবার লেখার কাজ সুরু করলেন।

আজ সকালের খাদ্য হিসাবে চিড়ার মণ্ড গ্রহণ করেছেন। বেলা সাড়ে আটটার সময় বলছেন—আমার বুকের সেই অস্বস্তিটা এখনও গেল না।

বেলা প্রায় গোটা নয়েকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন কলকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাসশর্ম্মা। শান্তভাবে ষ্টেথেস্‌কোপ দিয়ে নাড়ী ধ'রে অনেকক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে কবিরাজ মশাই

বললেন— নাঃ, খারাপ কিছুই তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখা শেষ ক'রে কবিরাজ মশাই পরমপূজনীয়া বড়মার ঘরের উত্তরের বারান্দায় এসে বসলেন। আশ্রমের চিকিৎসকগণ এবং আরও অনেকে কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তামাক খাওয়ার ব্যাপারে কবিরাজ মশাই বললেন—প্রতিবারেই জলটা যেন পালটে দেওয়া হয়।

স্নান-সম্বন্ধে বললেন—স্নান শ্রীশ্রীঠাকুর করবেন। কিন্তু মাথায় যেন গরম জল দেওয়া না হয়। অল্প টেম্পারেচার থাকলে গা স্পঞ্জ করিয়ে দিতে হবে।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন—'এমনতর অবস্থা কেন চলছে এবং কবে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যাবে।' কবিরাজ মশাই উত্তর দিলেন—আমরা যা' শুনেছিলাম, সে তুলনায় তো দেখছি অনেক ভাল।

এরপর ওষুধপথ্যাদি সম্বন্ধে বললেন—এখনই কোন ওষুধ দেব না। আজকাল যেমন চলছে চলতে থাকুক। পরে দেখা যাবে। তবে পথ্যের ব্যাপারে তেল দিয়ে যা' রান্না করতেন সেখানে তেল মোটে দেবেন না। সব জিনিসগুলি ঘৃতপক্ক ক'রে দেবেন। খাঁটি গব্য ঘৃত ব্যবহার করতে হবে। ডাল বেশী খাওয়া ঠিক নয়, তবে রুচির জন্য কিছু দেওয়া চলবে। সহজপাচ্য ডাল, যথা—মাষ, মুগ, এইগুলিই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যতটা ইচ্ছা হয় ছানার তরকারী নিঃসন্দেহে চলতে পারে। কিন্তু নেয়াপাতি ছানা দিতে হবে। তার প্রস্তুতি এইভাবে হবে—দুধের মধ্যে এ্যাসিড দিয়ে দানা বেঁধে আসতে-আসতে যে ছানা হবে তাই।

তরকারীর মধ্যে পটল, ঝিঙ্গে, কাঁচকলা, কাঁচা পেঁপে, ঢ্যাঁড়স, লাউ, বেগুন চলবে; আলু নয়। চালকুমড়োও খেতে পারেন। তরকারীগুলি সিদ্ধ বা ভাজা যেমন চান তাই দেওয়া যেতে পারে। তবে সবটাই ঘিয়ে ভেজে বা সাঁতলে দিতে হবে। মুখে যদি ভাল লাগে তাহ'লে তিতা দেওয়া যাবে।

লেবুর রস বা লেবুর চাটনি খেতে পারেন। আর একটা ভাল মুখরোচক খাবার আছে, সেটাও দেওয়া যেতে পারে। ৮।১০টি পুদিনা, ৮।১০টি জোয়ানদানা আর একটু আদা (২ আনা পরিমাণ) একটু লবণ দিয়ে পিষে লেবুর রস মিশিয়ে খাবেন। ওর সাথে মিষ্টি দেওয়া যেতে পারে। কারণ, মধুর রস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ....দু'বেলা হরলিক্স্ খেতে দেওয়া যায়।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কবিরাজ আবার এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। নাড়ী ধ'রে দেখলেন অনেকক্ষণ। নানাভাবে ভরসা দিলেন। দেখা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কবিরাজ মশায়ের সামনে চাল তুলব! দেখি পারি কিনা!

কতকগুলি চাল এনে বিছানার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর অঙ্গুষ্ঠ ও

তর্জ্জনীর সাহায্যে তুললেন কয়েকবার। মাঝে-মাঝে আঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছে। চালগুলি তুলে পাশে রাখা একটা রুমালের উপর রাখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাল তো পারলাম, ডাল তুলতে পারব ?

বড়দা—কায়দা ক'রে ধ'রে নিশ্চয়ই পারবেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কবিরাজ মশাইকে একটু হেঁটে দেখাতে চাইলেন। বড়দা ও কেষ্টদা তাঁর দু'হাত ধ'রে উঠিয়ে নিয়ে পাশে-পাশে হাঁটতে লাগলেন। বারান্দার মাঝামাঝি রাখা চৌকিখানির উপর এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ওখানে বালিশ এনে দেওয়া হ'ল। স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে এসে তাঁর যেন ভাল লাগছে। বললেন—এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে বাইরে ওখানে খোলা জায়গায় যেয়ে বসি।

একটু পরে বলছেন—আমার খিদে লেগেছে। খিদে যেন লেগেই থাকে। কিন্তু ভয় হয়, খেলেই অস্বস্তি হবে।

কবিরাজ-মশাই—যা' সহ্য হয় এমনতর হালকা কিছু নিয়ে এলে হয়।

খবর পেয়ে শ্রীশ্রীবড়মা সামান্য নুন ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে একটু নেয়াপাতি ছানা নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় কবিরাজ-মশাই সামনে থাকলেন না, স'রে গেলেন। ভোগ হ'য়ে গেলে তারপর আবার এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বড়মার ঘরের বারান্দায় ডাক্তারদের নিয়ে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের অরুচির জন্য বললেন—ঘোল ভাল ক'রে মন্থন করে ঐ মাখন-শূন্ধ ঘোলটা মুখে পুরে কুলকুচি ক'রে ফেলবেন। এতে অরুচি দূর হবে। আর ঠাকুরকে একটু-একটু 'ম্যাসাজ' করা ভাল। কিন্তু সেটা শুকনো না হ'য়ে স্নেহপদার্থ-যুক্ত হওয়া লাগবে। সেইজন্য ২ আউন্স তেলের সাথে ২৫ গ্রেন কপূর মিশিয়ে সেটা দিয়ে ভাল ক'রে মালিশ ক'রে দেবেন। আর, ধূমবিহীন কয়লার আগুনে হাত ভাল ক'রে তাতিয়ে ঠাকুরের দক্ষিণ অঙ্গে সেঁক দেবেন। যতটা গরম সহ্য হয় তাই দেওয়া ভাল।

এইসব ব্যবস্থাপত্র দিতে-দিতে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। এইবার কবিরাজ মশাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

১৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৩০। ৬। ১৯৫৬)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বারান্দা থেকে হেঁটে দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে গিয়েছেন। যে আসছে তাকেই শ্রীশ্রীঠাকুর এই সাফল্যের কথাটি আনন্দের সাথে বলছেন। সকালে তাঁর চোখমুখের অবস্থাও ভাল দেখাচ্ছে।

সকালে ব্লাড প্রেসার ১৩৮/৯০, পাল্‌স্‌ ৮১ এবং টেম্পারেচার ৯৭·৮। সকালের দিকে ওষুধ হিসাবে তাঁকে "লিভার ৫২", শঙ্খপুষ্পী ১ ডোজ এবং এক ক্যাপসুল "বিকোটিন" দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে।

আজ সকালে শ্রীহস্তে লিখেছেন কয়টি কথা—"বুদ্ধ হও, দীপ্ত হও, মুক্ত হও"। লেখা অনেকটা পরিষ্কার।

একটু বেলায় ওট্‌স্‌ দিয়ে বানানো সরুচাকলি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য এনে দেওয়া হ'ল। এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুর ওট্‌স্‌-এর বাংলা দেখতে বললেন। দেখা গেল, ওট্‌স্‌-এর বাংলা জই। তারপর ঐ সরুচাকলি নিজে গ্রহণ করার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মুখে উপবিষ্ট বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও শরৎদাকে (হালদার) একখানা ক'রে দিতে বললেন। ও'রা তিনজনে হাত পেতে নিলেন ঐ সরুচাকলি এবং মহাপ্রসাদ জ্ঞানে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিলেন। ওঁদের একটু খাওয়া হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগে ?

সকলেই বললেন—খুব ভাল। শরৎদা পরে বললেন—হালুয়ার মধ্যে মিষ্টি না দিয়ে একটু নোনতা-নোনতা ভাব করলে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি আর কি !

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালের দিকে বাইরের প্রাঙ্গণে যেয়ে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সারাদিন ধ'রে প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার করা, চৌকি পাতা, চাঁদোয়া খাটানো ইত্যাদি কাজ চলতে লাগল।

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভাল হ'ল না। মাঝে-মাঝেই ভেঙ্গে যেতে লাগল।

বিকালে উঠে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসেছেন। নিজের ডান হাতের উপরে জনৈকা মায়ের হাত রাখতে বলছেন। মা-টি হাত রাখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্পর্শ অনুভব করার জন্য ভালভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। পরে বললেন—নাঃ, বিশেষ টের পাই নে।

এরপর হাতের উল্টা পিঠে হাত রাখতে বললেন। তখন বেশ সহজেই সাড়া বোধ করতে পারলেন। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলি নানাভাবে ধ'রে ও নেড়েচেড়ে পরীক্ষা ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেন স্পর্শবোধ কতখানি তীক্ষ্ণ হয়েছে।

বিকাল প্রায় ৬টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) হাত ধ'রে হেঁটে এসে বারান্দার মাঝামাঝি রাখা চৌকিখানির উপরে বসলেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণে তাঁর বসবার জায়গা ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখন বাইরে যাবেন। সেবাদির মা সিঁড়ি ও বারান্দা ভাল ক'রে পুঁছে দিলেন। সিঁড়ি থেকে

আরম্ভ ক'রে প্রাঙ্গণের চৌকি পর্য্যন্ত একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সতরঞ্চির উপর দিয়ে খালি পায়ে হে'টে যাবেন।

বারান্দায় একটু বসার পরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ আর কেমন সাহস হ'চ্ছে না। আজ না হয় থাক্।

সকলেই বললেন—সাহস না হ'লে আজ না-যাওয়াই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরে বেরোনোর দিন আর কবে আছে ?

পণ্ডিত মশাই (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) পঞ্জিকা দেখে বললেন—'আগামী সোমবার।' ঐ দিনই যাওয়া স্থির হ'ল।

১৭ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ১।৭।১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর অনেকগুলি বাণী দিলেন। বেশ সহজভাবেই এগুলি নেমে এসেছে।

আজ ভোরে কলকাতা থেকে এসেছেন ডাঃ হৃষীকেশ বসু, তাঁর ভগ্নী ও একজন প্যাথলজিষ্ট। সকালে চা-জল-খাবার খেয়ে ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন—সব দিক দিয়েই তো উন্নতির দিকে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—কতদিনের মধ্যে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন ?

হৃষীকেশবাবু—গত দু'সপ্তাহের মধ্যে তো আমি যথেষ্ট improvement (উন্নতি) দেখতে পাচ্ছি। আরো দু'সপ্তাহ দেখুন। আশা করা যায়, অনেক ঠিক হ'য়ে যাবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) হাত ধ'রে কিছু-কিছু হাঁটলেন। হাঁটাটা ভাল ক'রে লক্ষ্য করলেন হৃষীকেশবাবু। লক্ষ্য ক'রে বললেন—হাঁটাটা অনেকখানি normal (স্বাভাবিক) মনে হ'চ্ছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে একবার তামাক খেলেন। ডাক্তারবাবুর সাথে ভগবান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। কথা-প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখুন, আমরা অনেকেই আছি doctor of theory (মতবাদ প্রকাশের ডাক্তার), doctor of practice (হাতে-কলমে ক'রে জানা ডাক্তার) নয়। রোগীর চাইতে আমাদের পয়সার দিকে নজর বেশী। কিন্তু রোগীতে যে ডাক্তার interested (অন্তরাসী), সে পা দিয়ে সরিয়ে দিলেও টাকা-পয়সা তার কাছে আসেই। এরকমভাবে চললে ডাক্তারীতে বড় হ'য়ে ওঠা কিছুই না।

ডাঃ বোস শ্রীশ্রীঠাকুরের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করবেন আজ। বেলা ৮টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর চিৎ হ'য়ে শুলেন শয্যার উপরে। প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান

হাতের একটি জায়গায় স্পিরিট দিয়ে ঘ'সে পরিষ্কার ক'রে নিলেন। তারপর সেখানে সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত বের ক'রে নিলেন প্রায় ১৮ সি-সি। রক্ত নেবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বারংবার সাবধান করছিলেন—সাবধান! এক ফোঁটা রক্তও যেন বাইরে না পড়ে। রক্ত মানে কিন্তু মা-বাবা। খুব সাবধান!

ডাক্তারগণ খুব সতর্কতার সাথে রক্ত নিয়ে চ'লে গেলেন পরীক্ষা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে ও সর্ব্বশরীরে বেশ দুর্ব্বলতা বোধ করছেন রক্ত নেবার পরে। বলছেন—হাতখানা একেই দুর্ব্বল, এখন একেবারে অবশের মত লাগছে।

হৃষীকেশবাবু এখন উঠে যাবেন ডাক্তারদের সাথে কথা বলার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর শরীরের কথা জানালেন—রাত্রে ঘুম হয় না। কখনই ভাল ঘুম হয় না আমার। এই যেমন কাল দুপুরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'তে লাগল নানা কথা। তেমন কেউ কাছে ছিলও না। কা'রে কই! আবার, যারা অপারগ তাদের কথাই বেশী মনে আসে। যে-ছেলেটা সক্ষম, তার জন্য বাবার চিন্তা কম হয়। কিন্তু যারা অক্ষম, চলতে পারে না, তাদের সম্বন্ধেই চিন্তা বেশী হয়। ভাবি, কী ক'রে তাদের ভাল করা যায়। আপনি আমার একটু ঘুমাবার ব্যবস্থা করবেন। কী ওষুধ দেন, আমার সামনে বলবেন না। ওদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে যান।

হৃষীকেশবাবু সব-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে গেলেন জামতলার কাছে তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে। সেখানে ব'সে প্যারীদা (নন্দী), সূর্য্যদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ), ননীদা (মণ্ডল), গোকুলদা (নন্দী) প্রমুখ আশ্রমের ডাক্তারবৃন্দের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্য ও ওষুধপত্র নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনার শেষে আহারাদি ক'রে ডাক্তারবাবু তুফান এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

আজ দুপুরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হ'ল না। ৩টার আগেই উঠে বসেছেন। তখন ব্লাড প্রেসার দেখা হ'ল ১৬০/১০০ এবং টেম্পারেচার ৯৮'৩। একটু পরে বারান্দার মাঝের চৌকিটাতে এসে বসলের। সামনের খোলা জায়গাগুলিতে সানন্দে তাকাচ্ছেন। মনে হ'চ্ছে, তাঁর বেশ ভাল লাগছে।

সন্ধ্যার সময় জনৈকা মা তাঁর ছেলের দুষ্ট স্বভাব-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দু'একবার অন্যমনস্ক ভাব প্রকাশ ক'রে ওসব শুনতে চাইলেন না। তবুও মা-টি জোর করেই সেই অপ্রীতিকর কথাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে ঢালতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন। মা-টির কথা শেষ হওয়ার পরে বললেন—তুমি যদি আমার হ'তে তাহলে এসব কথা এখন বলতে না।

ঐ-সব কথা রাতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের মনের উপরে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। খাওয়ার পরে ঘুম তাঁর আসতেই চায় না। বার-বার পায়খানায় যেতে লাগলেন। শেষ রাত্রি সাড়ে তিনটার পরে একটু ঘুমাতে পারলেন।

১৮ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২।৭।১৯৫৬)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বপ্রথম কাউকে না ধ'রে বেশ খানিকটা হাঁটলেন। এক-একজন আসছেন, আর এক-একবার হেঁটে তাঁকে দেখাচ্ছেন। এই ভাবে ৫।৬ বার হাঁটা হ'য়ে গেল। প্রতিবারে চৌকি থেকে নেমে ৭।৮ পা এগিয়ে যাচ্ছেন, আবার পেছিয়ে হেঁটে আসছেন। পেছনে চৌকি ঠেকে যাওয়া মাত্রই চৌকির উপরে ব'সে পড়ছেন। দু'জনে সব সময় দু'পাশে থাকছেন বটে, কিন্তু কাউকে ধরার প্রয়োজন হ'চ্ছে না।

সকালের দিকে এইসব ক'রে ভালই কাটল। একটু পরে শরৎদা (হালদার), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস) প্রভৃতি এলেন। তাঁদের সাথে সানন্দে কথাবার্ত্তা কইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মুখেচোখে ক্লান্তি বা অবসাদের কোন ছায়া নেই। তারপর সকাল-সকাল চান ক'রে খেয়ে নিয়ে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় শুয়ে পড়লেন।

ঘুম থেকে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এখন দুপুর পৌনে দু'টা। বিকাল হ'তে-হ'তে আবার কেষ্টদা, পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা প্রভৃতি দাদারা এসে কাছে বসলেন। কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাঁদরের ব্যাকুলতা হ'ল energetic volition (উদ্যমী এষণা)। আর বিড়ালের ব্যাকুলতা হ'ল, যেদিকে তোমার যাওয়া প্রয়োজন তাঁর ইচ্ছায় যাও। এই উপমাগুলি আপনাদের right channel-এ (ঠিক পথে) চালানো লাগবে। মানুষ যেন ভুল না করে। আবার "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যে যাতে যেমন শ্রদ্ধাবান, সে তেমনি মানুষই হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য আসল কথা হ'ল সদ্‌গুরু গ্রহণ। তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়া লাগবে।

শরৎদা—অনেকে বলে, তাঁর কিছু অলৌকিক বিভব দেখতে পাই তবেই দীক্ষা নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, অলৌকিক দেখার যে স্পৃহা ওটা most unreligious (অত্যন্ত ধর্ম্মবিরোধী)।

কেষ্টদা—পুণ্যপুঁথিতেও আছে, miracle (অলৌকিক) দেখার ইচ্ছা যতদিন থাকবে, ততদিন initiate (দীক্ষিত) করবি না। কারণ, সদ্‌গুরু কোন miracle (অলৌকিক) নন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন মানুষ ধর্ম বলতেই বোঝে ঐ।

বিকাল সাড়ে তিনটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসার দেখা হ'ল ১৫০/৯৫, পাল্‌স্‌ ৯৬ এবং টেম্পারেচার ৯৮। বাইরে বেশ বৃষ্টি হ'চ্ছে। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূবের দিককার চৌকি থেকে হেঁটে এসে বারান্দার মাঝের চৌকিতে বসলেন। বারান্দার উপরের ফাঁকগুলি দিয়ে বেশ জোলো হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট আসছে। পূজ্যপাদ বড়দা তাড়াতাড়ি খগেনদাকে (তফাদার) ডাকিয়ে সেই ফাঁকগুলিতে তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এবার একটু স্বস্তিতে বসতে পারলেন।

আজ তাঁর বাইরে প্রাঙ্গণে যেয়ে বসবার দিন। কিন্তু বর্ষার জন্য ফাঁকই পাওয়া যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর বর্ষা থামল। আকাশ একটু পরিষ্কার হ'ল। তাড়াতাড়ি বাইরের চৌকি ভাল ক'রে মুছে নিয়ে পুরু করে বিছানা পেতে দেওয়া হল। আর, দালানের সিঁড়ি থেকে ঐ চৌকি পর্যন্তও পুরু ক'রে সতরঞ্চি পাতা হল।

বেলা প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। পূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদা দুইপাশে এসে দাঁড়ালেন। ওঁদের দু'জনকে দু'হাতে ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন উঠানে। সমান জায়গায় এসে হাত ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন। চৌকির কাছে এসে আবার হাত ধরলেন। পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বেশ আরাম ক'রে বসিয়ে দিলেন চৌকির উপরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে একটা স্ফূর্ত্তির ভাব। উপস্থিত সকলেই তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুব খুশী। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে বসবেন এই সংবাদ পেয়ে আশ্রমবাসিগণ অনেকেই এসেছেন। দূরে বাঁশের বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে সবাই আকুল নয়নে দর্শন করছেন তাঁদের প্রাণপ্রিয়কে। পড়ন্ত বেলার মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের আলোকছটা সেই মদনবিমোহন মূর্ত্তির উপর প্রতিফলিত হ'য়ে এক নয়নজুড়ানো বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করেছে। সেই এক শোভা যেন সমগ্র প্রাঙ্গণ ও বাড়ীখানি রূপে, বর্ণে, সৌরভে মধু-মধু ক'রে তুলেছে। চোখ ভ'রে শুধু দেখি আর দেখি। এ দুর্লভ নরজন্ম সফল ক'রে নিই।

মিনিট দশেক ওখানে বসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন, তারপর উঠলেন। না ধ'রে কিছুটা এগিয়ে এসে তারপর হাতে ধরলেন পূর্ব্বের মত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একবার ডান পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। অল্প আয়াসে কৃতকার্য্যও হলেন।

উপরে উঠে মাঝের চৌকিতে কিছুক্ষণ বসলেন। রাত হ'লে তাঁর শয়নস্থানে, বারান্দার পূব প্রান্তে রাখা চৌকিখানিতে গিয়ে বসলেন।

১৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ৩। ৭। ১৯৫৬)

গতকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ক'রে রয়েছে। থেকে-থেকে বৃষ্টি পড়ছে, কখনও জোরে, কখনও আস্তে। সাথে আছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ ভোর সাড়ে চারটায় শয্যাত্যাগ করেছেন। মন তাঁর প্রফুল্ল। পায়খানাও ভাল হয়েছে। তবে বলছেন, খিদে লাগছে না। কাছে রয়েছেন শরৎদা (হালদার), হাউজারম্যানদা, প্যারীদা (নন্দী), বিমলদা (ঘোষ), সরোজিনীমা, রেণুমা প্রভৃতি। শরৎদার সাথে শ্রীশ্রীঠাকুর টুকরো-টুকরো অনেক আলোচনা করছেন। এর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার থুতু ফেলতে চাইলেন। বিমলদা তাড়াতাড়ি পিকদানী এগিয়ে দিলেন। পরে পিকদানী রেখে হাত ধুতে গিয়ে গাড়ুর সাথে পিকদানী ঠেকিয়ে ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে ডেকে বিমলদার হাতে জল দিয়ে গাড়ু, পিকদানী সব ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতে বললেন।

বিমলদা হাত ধুয়ে এসে বসলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছেন—আমি যে এতখানি করতে বলি, আপাতদৃষ্টিতে এটা হয়তো meaningless (অর্থহীন), মনে হতে পারে এর কোন মানে নেই। কিন্তু এর প্রয়োজন far-fetched (দূরপ্রসারী)। ঐ অতটুকু যদি না কর তবে একদিন হয়তো পেচ্ছাপটুকু লাগল, আর একদিন হয়তো এঁটো লাগল, তার জন্য কিছুই করলাম না। এইরকম ক'রে আস্তে-আস্তে আমরা সদাচার-পরায়ণতা হারাতে থাকি।

তারপর মায়েদের দিকে তাকিয়ে ঐ সদাচার-সম্বন্ধেই বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদাচার মানে সাত্ত্বিক আচরণ, বাঁচাবাড়ার আচরণ। হয়তো ছাওয়াল মুতলো, মেয়েলোক তাকিয়ে দেখে, ছাওয়াল হয়তো সেই মুত খাচ্ছে। কিন্তু কিছু কয় না। বনেদী ঘরের মেয়েরা কিন্তু তা' কখনও করতে দেয় না।

এরপর শরৎদা Time (সময়) প্রসঙ্গে কথা তুললেন। বললেন—বিলাতে Time-এর কল্পনা—এক বৃদ্ধ, লম্বা দাড়ি, ডান হাতে কাস্তে; বাম হাতে hourglass (বালির ঘড়ি), মাথায় সবটাই bald (টাক), কেবল সামনের দিকে এক গোছা চুল। সেইজন্য প্রবাদ আছে to catch time by the forlock (সামনের চুলের গোছা ধ'রে সময়কে পাকড়ানো)। কারণ, অন্য কোথাও তো ধরার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার time (সময়)-কে বৃদ্ধ ভাবতে ইচ্ছা হয় না। আমার ভাবতে ইচ্ছা হয় সে প্রাচীন বালক—প্রাচীন নবীন।

তারপর হাউজারম্যানদা যাজন সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজন chaste (বিশুদ্ধ) হওয়া চাই। যাজনে brothel-ও (বেশ্যালয়ও) সৃষ্টি হ'তে পারে! খারাপ হ'ল কথা?

হাউজারম্যানদা—না, ঠিক আছে।

এইসব কথা চলতে চলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমি কি গান করতে পারি এখন?

এই ব'লে বাইরের দিকে চাইলেন। খুব ঝোড়ো হাওয়া চলছে। গাছপালা দুলছে। সেই দিকে তাকিয়ে সুর ক'রে গাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—"পাগল হাওয়া যায় ব'য়ে······।"

এর পর মেজকাকা ও ছোটকাকা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা) এলেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল। ও*রা বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও*দের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) বাইরে গিয়েছিলেন, আজ সকালে ফিরে এসেছেন। প্রণাম ক'রে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি রে, আইছিস্?

শৈলেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বেঘোরেই যে প'ড়ে গেলাম। আমার হ'ল ঐ "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" না কি, তাই।

তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে বললেন—যখনই যা' কর, তা' যেন সর্ব্বদা শুভ-সংস্থিতি নিয়ে চলে। এই ওষুধপত্রের ব্যাপারেও তাই। আর, তা' যত হয় ততই ভাল।

কথাগুলি ব'লেই বললেন—এগুলি দিয়ে একটা dictation (বাণী) হয় না? ধর্ তো দেখি?

তাড়াতাড়ি কলম ও খাতা নিয়ে তৈরী হ'য়ে বসলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বাণীর আকারে সাজিয়ে ব'লে চললেন কথা কয়টি—

"যখনই যা' কর,—
স্বাদু ও শুভসংস্থিতিপ্রসূ ক'রেই ক'রো,
ওষুধপত্রের ব্যাপারেও তা'ই,
আর, তা' যত হয় ততই ভাল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর আজকাল বড়াল-বাংলোর দালান-ঘরেই অবস্থান করছেন। সকালে-বিকালে বারান্দার চৌকিখানিতে এসে বসেন। কোন-কোনদিন দুপুরে ঐ বারান্দার চৌকিতেই বিশ্রাম করেন। শরীরে তাঁর ধীরে-ধীরে সুস্থতার ভাব ফিরে আসছে।

কিন্তু সাধারণ দুর্ব্বলতাটুকু র'য়েই যাচ্ছে। তার জন্য যথাবিহিত ওষুধ দেওয়া হ'চ্ছে।

আজকাল প্রায়ই একটু একটু ক'রে লিখছেন খাতায়। গত ১লা জুলাই লিখেছেন —"রিক্ত হও। সু-তে ভ'রে ওঠ।" এই লেখার ভিতর দিয়ে আঙ্গুলের সাড় আস্তে-আস্তে ফিরে আসছে।

আজ বিকালের দিকে শরীর খারাপ বোধ করছেন। থেকে-থেকে কাতরাচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আকাশটাও বেশ মেঘলা। জোলো হাওয়া বইছে। মাঝে-মাঝে কাশিও হ'চ্ছে তাঁর। কাশিটা বেশী বেড়ে উঠলে গলায় "টেরামাইসিন্ স্প্রে" দেওয়া হ'চ্ছে।

বিকেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার দেখা হয়েছে ১৪২/৯৫, পাল্স্ ১০১ এবং টেম্পারেচার ৯৮'৩।

জোরে বৃষ্টি এলে বারান্দার পর্দ্দাগুলি টেনে দেওয়া হয়। বৃষ্টি বন্ধ হ'লে আবার খুলে দেওয়া হয়। সেই ফাঁক দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন।

কাশির বেশ জোর থাকায় রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমেরও বেশ ব্যাঘাত হ'ল। রাত ১২টার পরে একটু স্বস্তিতে ঘুমাতে পারেন।

২১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ৫। ৭। ১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ভাল আছেন। সকালে কিছু জলযোগ ক'রে ব'সে একটু তামাক খেলেন। তামাক আজকাল ২ মিনিটের বেশী খান না। এই তামাক খাওয়ার জন্য তাঁর নাড়ীর গতি কতটা পরিবর্ত্তিত হয় লক্ষ্য করার জন্য তামাক খাওয়ার আগে ও পরে তাঁর নাড়ীর গতির বেগ পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক বারেই ঐ গতিবেগ কিছুটা বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হ'য়ে আসে।

রোজই একটু-একটু হাঁটেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আজকালকার হাঁটা দেখে অনেকখানি স্বাভাবিক মনে হয়। কাউকে না ধ'রেই খানিকটা এগোতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে পথ্য দেওয়া হয় অবস্থা-অনুপাতিক। দুপুরে ভাত-তরকারিই দেওয়া হ'চ্ছে, আর দু'বেলার খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় ঘন সাগু, ওট্স্-এর সরু-চাকলি, ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের আহার্য্য-প্রস্তুতের সময় পূজ্যপাদ বড়দা স্বয়ং উপস্থিত থেকে সবটার তত্ত্বাবধান করেন। ঠিক পরিমাণমত লবণ, মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়া হ'ল কিনা তা' নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখেন। সবটা ঠিকমত হ'লে পরেই তা' শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের জন্য অনুমোদন করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বলেন—"বড় খোকা যদি এখানে থাকে তা'হলে আমার সাহস

হয়।” তাই, বড়দা আজকাল প্রায় সংরক্ষণের জন্যই বড়াল-বাংলোয় থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে পূজনীয়া বড়মার দালানের পূবের ঘরখানিতে থাকার কথা বললেন। ব'লে পরে বললেন—“ওখানেও থাকতে পারিস্, ইচ্ছা হ'লে বাইরেও বসতে পারিস্।”

রাত্রি প্রায় ১॥/২টার সময় পূজ্যপাদ বড়দা বড়াল-বাংলোয় চ'লে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের খোঁজ-খবর নিয়ে চারিদিকে সব-কিছু লক্ষ্য করেন। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়েন। আবার ভোর হওয়ার আগেই স্বগৃহে ফিরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পূজাদি সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠতে-উঠতেই বা ওঠার আগেই এসে উপস্থিত হন।

আবার দুপুরে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শুয়ে পড়লে মরিস্ অক্সফোর্ড গাড়ীখানিতে ক'রে বড়দা ফিরে যান নড়াল-বাংলোয়। স্নানাহার শেষ ক'রে দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার আগেই চ'লে আসেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে ওঠার আগেই এসে তাঁর কাছে বসেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্যাদি ঠিক ক'রে দেন। —এইভাবে চলছে তাঁর নিত্য দিনপঞ্জী।

বিকাল ৩-৩০ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসার দেখা হ'ল ১৬০/১০০। একটু বেড়েছে। পালস্ ৮৬ এবং টেম্পারেচার ৯৮°। শরৎদা (হালদার) এসে কাছে বসেছিলেন। তাঁকে আস্তে-আস্তে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, কয়রকমের মানুষ আছে, educated (প্রকৃত শিক্ষিত), literate (তথাকথিত শিক্ষিত), studious (অনুশীলনপরায়ণ) এবং wild variety (বন্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন)।

২৩শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৭।৭।১৯৫৬)

গত দু'রাত্রিই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হয়নি। তা' ছাড়া গতকাল তাঁর প্রেসার সারাদিনই ১৬০ থাকলেও দুপুরের দিকে হঠাৎ বেড়ে ১৮০তে দাঁড়ায়। এইসব কারণে আজ সকাল থেকেই তাঁর ঘুম-ঘুম ভাব লেগেই আছে। বলছেন—“মাতালের মতন করতে ইচ্ছে করছে।” ঘুমাতে চেষ্টাও করলেন একটু। কিন্তু ঘুম হ'ল না। সকালেই প্রেসার ১৬০/৯৮, পালস্ ৮২ এবং টেম্পরেচার ৯৭.৮। সকালে জলখাবার তাঁকে দেওয়া হয়েছে সাগু এবং 'ভেজিটেব্‌ল্ স্যুপ্'।

একটু পরে, বেলা প্রায় ৮টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে লিখলেন—

“করবে না, পাবে—
মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নেবে,
মানেই
বিধির খাতায়
বঞ্চনাই তোমার পাওনা।”

একটু পরেই আবার লিখলেন—

"উপচয়ী অনুচর্য্যানিরত থাক,
প্রাপ্তিও উপচয়ী হ'য়ে চলুক।"

আজকাল কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), হাউজারম্যানদা প্রভৃতি সময়ে-সময়ে এসে বসেন। তাঁদিগকে মাঝে-মাঝে লিখে হাতের লেখা দেখান শ্রীশ্রীঠাকুর। জিজ্ঞাসা করেন—"কেমন হয়েছে?" আজ বেলা ৯টার সময় কেষ্টদা এসে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবার লিখে দেখালেন—

"তোমার সকলই ভাল,
আমার যা'-কিছু তুমিই।"

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভালই হ'ল। কিন্তু ঘুমের পরেও সেই মাথা টলা ভাবটা আছেই। বেলা ২টায় প্রেসার দেখা হ'ল ১৪৫/৯৫, পাল্‌স্‌ ৮২, টেম্পারেচার ৯৭·৫। সবটা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন একটু স্বস্তিবোধ করলেন, বললেন—আমার শরীরটা এই অবস্থায় কিছুদিন রাখতে পারলে ভালই হবে নে।

৮ই জুলাই, ১৯৫৬ঃ—কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে এলেন ডাঃ হৃষীকেশ বোস এবং ডাঃ জে, সি, ব্যানার্জি। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা ক'রে খুব ভরসা দিয়ে গেলেন। বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুর ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারেন, কথাবার্ত্তাও কইতে পারেন।

১১ই জুলাই, ৫৬ঃ—আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি দাঁত খুব নড়ছিল। প্যারীদা (নন্দী) অতি অল্প আয়াসেই সাঁড়াশী দিয়ে দাঁতটি তুলে দিলেন। দাঁত তোলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্তিবোধ করতে থাকেন।

১২ই জুলাই, ৫৬ঃ—আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার বেশী হ'লে কখনও ১৬০-এর উপরে যাচ্ছে না এবং কমপক্ষে ১৪০-এর নীচে আর নামছে না।…আজ আকাশ মেঘলা ক'রে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়।

১৫ই জুলাই, ৫৬, রবিবারঃ—আজ সকাল ৭টা ৮ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম ট্রলিতে ক'রে বেড়াতে বেরোলেন। ঐ ট্রলিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে বসেছিলেন শ্রীশ্রীবড়মা। একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি আরম্ভ হওয়ায় বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হ'ল না। ফিরে আসতে হ'ল। ট্রলি ছাড়ার সময় সমবেত মায়েরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করলেন। এই সময় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই জুলাই, ৫৬ঃ—আজ শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে অন্নগ্রহণ করার সময় হেলেঞ্চা-সিদ্ধ, পেঁপে-সিদ্ধ, আলু-সিদ্ধ, থানকুনি ও তেলাকুচা-পাতার শুক্ত, মুসুড়ির ডাল, ফুল-

কফি ও আলুর ডালনা, চাটুনি, আপেল-সিদ্ধ, ছানা ও ½ খানা সন্দেশও গ্রহণ করেন। দুধ পেটে সহ্য হ'চ্ছে না। ডাক্তাররা বলছেন দুধ খেতে পারলে দুর্বলতা তাড়াতাড়ি কাটত।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মাকে সাথে নিয়ে ট্রলিতে উঠলেন। ট্রলির সামনের দিককার হাতল ধ'রে টেনে নিয়ে চললেন ধীরেনদা (ভুক্ত) ও ননীদা (চক্রবর্ত্তী)। সাথে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী) এবং আরো দাদা ও মায়েরা। পূজ্যপাদ বড়দা ট্রলি-চলাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে-পাশেই হাঁটতে থাকেন ও চারিদিক দেখিয়ে নানারকম গল্প করতে থাকেন। বড়াল-বাংলোর প্রধান ফটক পেরিয়ে ট্রলি রাস্তায় রোহিণী রোডের উপরে এসে দাঁড়াল। শ্রীশ্রীঠাকুর পশ্চিম দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তার পারে ডিগরিয়া পাহাড়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। কিছু পরে ট্রলি ভেতরে ফিরিয়ে আনা হ'ল।

আজ রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভালই হ'ল।

১৯শে জুলাই, ৫৬ ঃ—আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রস্রাবের রং ঘোলাটে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল প্রস্রাবে traces of albumine (এ্যালবুমিনের ভগ্নাংশ) আছে। রাতের দিকে তাঁর খুব ঘাম হয়।

২১শে জুলাই, ৫৬ ঃ—গতকাল শিউড়ি থেকে ডাঃ কালীগতি ব্যানার্জি এসেছেন। কাল রাতেও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখেছেন। আজ সকালে আবার কার্ডিওগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললেন—'শরীরের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতির দিকে।' যাওয়ার সময় ডাঃ ব্যানার্জিকে ফি-বাবদ পাঁচশত টাকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে একশত টাকা দিয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও'কে এখানে থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি থাকলে তাঁর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হ'তই। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জি কিছুতেই সম্মত হলেন না। সংক্ষেপে শুধু বললেন—'আমরা বিষয়ী লোক!'

২৩শে জুলাই, ৫৬ ঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরের দুর্বলতা কিছুতেই কাটছে না। বিকালে বর্ষা-বাদল না থাকলে বাইরে প্রাঙ্গণের চৌকিখানিতে যেয়ে বসেন। রাতের দিকে প্রায়ই কাশির বেগটা বাড়ছে। আজ রাতে ভোগের পরে তাঁর ৪ বার পায়খানা হ'ল। তাতে শরীর আরো দুর্বল বোধ করছেন। এইসব কারণে আজকাল রাতের ঘুম প্রায়ই বিঘ্নিত হ'চ্ছে।

১০ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৬।৭।১৯৫৬)

সকাল বেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় চৌকিতে উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন।

সামনের মেঝেতে একখানা সতরঞ্চির উপর ব'সে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা। শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দ্রেশ্বরদার (শর্ম্মা) সাথে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভীষণ রামের পক্ষে ছিল। রামকে ভালবাসত। সেজন্য সে তার নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও বড় ব'লে মনে করেনি। রাবণ তার নিজের ভাই। আবার, তরণীসেন নিজের ছাওয়াল। তার জন্যও ব্যস্ত হ'ল না। বাইবেলে ঐ যে কথা আছে—"He who is not with me is against me" (যে আমার সাথে চলে না, সে আমার বিপক্ষে), ঐরকম হয়েছিল বিভীষণের। আবার, হনুমানের চরিত্র দেখ। সে কী না করেছিল রামচন্দ্রের জন্য। লক্ষ্মণ তাকে 'বনের পশু' ব'লেও গাল দেছে। কিন্তু সে তা'তে বিচলিত হয়নি। আবার, লক্ষ্মণ শক্তিশেল-বিদ্ধ হ'লে রামচন্দ্রের জন্য কী না করেছে! তার জন্য কিন্তু তাঁর কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। ঠিক পথে চলার কতকগুলি traits (লক্ষণ) আছে। সেগুলি observe (পর্য্যবেক্ষণ) করা লাগে। সব সময় সবকিছু ব'লে দেওয়া যায় না। বুঝে-সুঝে করা লাগে। ভুল মানুষের হয়ই। কিন্তু ভুলের সাথে প্রেম ভাল না। ভুলকে যে তুমি support (সমর্থন) ক'রে চলতে চাও, সেটা ভাল না। যে নিজের দোষকে support (সমর্থন) ক'রে চলে, নিজের ভুল বুঝতে চায় না, সে মুখ্যু।

চন্দ্রেশ্বরদার সাথে কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের খোঁজখবর নিলেন। তারপর বললেন—ইসলাম হ'ল স্লাম থেকে। সেলাম ব'লে নমস্কার করে। ইসলাম কথার মানে হ'ল আত্মনিবেদন। ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক, প্রেরিতগণ একই বার্ত্তাবাহী। খোদা যেমন বহু হয় না, তেমনি ধর্ম্মও বহু হয় না। কোরানে আছে, জীবের রক্তমাংস খোদার কাছে পেঁছায় না। সেইজন্য মাছমাংস খাওয়াই ঠিক না। এখন দেখি, ইসলামপন্থী ব'লে যারা পরিচয় দেয় তাদের অনেকেই ঠিক-ঠিক ইসলামের বিধিগুলি অনুসরণ করে না। আমাদের এটা সৎসঙ্গ, সৎ মানে অস্তিত্বের সঙ্গ। সৎ বোধ হয় অস্-ধাতু থেকে। দেখ্ না!

চন্দ্রেশ্বরদা অভিধান দেখে বললেন—হ্যাঁ অস্-ধাতু থেকে, মানে অস্তিত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐজন্যে সৎসঙ্গ নাম,—the company of the lovers of existence (সত্তাপ্রেমীদের সংঘ)। এই পথে চ'লে মুক্তি আসে। মুক্তি মানে to be free from the bondage of our passions (প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া)। আমার যা'-কিছু করা সবই ইষ্টের জন্য হওয়া চাই। তিনিই আমার একমাত্র passion (প্রবৃত্তি), একমাত্র source of enjoyment (উপভোগের উৎস) হওয়া লাগবে।

চন্দ্রেশ্বরদা—ঐ মুসলমানদের মধ্যে একজন দীক্ষা নিতে চান। বলছিলেন, দীক্ষা

নিলে কি এখানেই থাকতে হবে, না বাইরেও কাজ করা যায় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরেও থাকা লাগতে পারে, এখানেও থাকতে হ'তে পারে। যেমন কাজ আসে আর কি ! ত্যাগ-ভোগ কিছু নেই, আছে সত্তা-পরিপোষণার কথা। আমি ত্যাগ করি তাই যা' নাকি আমার existence-এর (অস্তিত্বের) পূরণপোষণার প্রতিকূল। মাছ-মাংস খাই না কেন, তার কৈফিয়ত আছে। ওগুলি আমাকে পোষণই করে না, hot-tempered (গরম মেজাজী) ক'রে দেয়। পরিবেশের প্রতি যদি loving attitude (দরদী মনোভাব) নিয়ে চলতে না পারি তাহ'লে আর কী হ'ল ! এমনি কত কথা আছে। কথা হওয়া চাই—factual (বাস্তবানুগ), appropriate (যথোপযুক্ত), সত্তাসঙ্গত, meaningful (অর্থপূর্ণ) এবং cordial (হৃদ্য)। আমি যে এত কথা বলেছি, এর মধ্যে কোন-কিছুর adulteration (মিশ্রণ) নেই। Politics (রাজনীতি), diplomacy (কূটনীতি)—সব কিছুতেই এক কথা। তাই না ?

চন্দ্রেশ্বরদা—হাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দেবীকে)—সব এক কথা না ?

দেবী (মুখোপাধ্যায়)—আজ্ঞে হ্যাঁ, আগাগোড়া একই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা ক'বি, তাতেই এই কথাই যোগ করবি। কয়টা জিনিষ আছে, যেমন পঞ্চবর্হি। এ যারা না মানে, আমি মনে করি, তারা religion-এর (ধর্মের) বালাই স্বীকার করে না। আমি ঠাকুরদাদাকে মানি অথচ প্রপিতামহকে স্বীকার করি না, তার কোন মানে হয় না। আমি ইসলামপন্থী, অথচ হজরত রসুলকে মানি না, তার কী মানে হয় বুঝি না।

কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাঁটার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারপর চৌকি থেকে নেমে একেবারে কাউকে না ধ'রেই বারান্দার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটলেন। পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান পাশে-পাশে হাঁটছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পেছন-পেছন হাঁটছেন প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রভৃতি ডাক্তারগণ। প্রত্যেকেই সদাসতর্ক আছেন যদি কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের অবলম্বন প্রয়োজন হয়। নাঃ, তা' আর হ'ল না। প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেলেন তিনি। হাঁটতে-হাঁটতে একটু দাঁড়িয়ে বললেন—এখন যেন বড় খোকা হ'য়ে গেছে বাবা, আর আমি ছেলে।

হাঁটার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে বসলেন। পায়ের তলা মুছিয়ে দেবার পর পা তুলে নিলেন। এই সময় অজয়দা (গাঙ্গুলী) অনেক কিছু জিনিষপত্র নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন। বললেন—বাবা আজ কাশী থেকে এসেছেন। আপনার জন্য এইসব নিয়ে এসেছেন। মোরব্বা এনেছেন।

উৎসাহের আতিশয্যে ব'লে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এ মোরব্বা দিয়ে কী হবে ? তোর বাবা-মোরব্বারে আগে নিয়ে আয়।

অজয়দা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন—ঐ যে বাবা আসছেন!

অজয়দার বাবা শ্রীশচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চোখেমুখে এক আগ্রহদীপ্ত ভঙ্গী ফুটিয়ে বললেন—শোনেন, আপনারে আগে থাকতে একটা private (গোপন) কথা ক'য়ে রাখি। ওরা এখানে কাউকে আসতে দেয় না। সবাইকে আটকায়। আমার শরীর তো ভাল না, সেইজন্য। আপনি কিন্তু ফাঁকমত টুক ক'রে চ'লে আসবেন। বেশীক্ষণ না থাকতে পারেন, অন্ততঃ একটুখানি ব'সে চ'লে যাবেন। মাঝে-মাঝে আপনার সাথে ব'সে মোরব্বা করা যাবে।

শচীনদা—মানুষ আসতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু এসে যে আপনাকে কথা বলায়। সেইজন্যই আসতে বারণ করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কাল কেমন লিখেছি দেখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে খাতা এনে শচীনদাকে গতকালের লেখা দেখানো হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখেছেন—

"হৃদ্য হও, তৃপ্তি দাও,
তৃপ্তি পাবে অনেক।"

অক্ষরগুলি আঁকাবাঁকা হ'লেও লেখা অনেক পরিষ্কার।

১১ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২৭।৭।১৯৫৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় সমাসীন। প্রশান্ত বদন। শান্ত আবহাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে নলটা সরোজিনীমার হাতে দিয়ে গামছা দিয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর ঠোঁট দু'খানি মুছে ফেললেন। সরোজিনীমা গামছাটা গাড়ুর উপর রাখলেন। নলটি গড়গড়ার গায়ে পেঁচিয়ে ঠিক করে রাখলেন। তারপর কলকেটি তুলে নিয়ে তামাক রাখার জায়গায় রেখে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে বললেন—আমার কেমন মাথাই খারাপ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুখ্য মানুষের 'পরে শ্রদ্ধা নষ্ট হ'লে মাথা খারাপ হয়। আর সেই 'মাথা'কে ঠিক রাখলে মাথাও ঠিক থাকে।

সরোজিনীমা—কী করব! আজ আর পূজাও করতে পারিনি, পেটেও কিছু দিতে পারিনি। বাড়ীর ঝামেলা আমার আর সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে ক'লেম তোরে।

এর পর একটু ব'সে থেকে সরোজিনীমা আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তামাক সেজে

আনতে গেলেন। কলকে এনে গড়গড়ার উপর বসিয়ে গড়গড়াটি এগিয়ে দেবার সময় সরোজিনীমার মাথায় পাখীতে হেগে দিল। উনি বেশ অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে লক্ষ্য ক'রে মিষ্টি হেসে বললেন—ঐ, তোর মনের মাথায় পাখীতে হাগে। এখন সেটা বাইরে হাগছে আর কি! যা, কাপড় ছেড়ে ভাল ক'রে হাতমাথা ধুয়ে আয়।

সরোজিনীমা চ'লে গেলেন। প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

প্যারীদা—সরোজিনীমা এসে যদি আমারে কয়, 'প্যারী! রাস্তায় একজন তোমাকে বদমায়েস ক'ল।' আমি কি সে-সম্বন্ধে সরোজিনীমার কাছে জিজ্ঞাসা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিজ্ঞাসা করবা কী? সরোজিনী যদি তোমাকে ভালই বাসে তো একেবারে সে-কথার নিকেশ ক'রে দিয়ে আসবে।

প্যারীদা—কিন্তু বহু মানুষ নিয়ে চলতে গেলে misunderstanding (ভুল বোঝাবুঝি)-এর মাঝে পড়তে হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে আমি misunderstanding (ভুল বোঝাবুঝি)-এর আওতায় না আসি তেমন ক'রে চলতে হবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানা থেকে উঠে ঘরে ও বারান্দায় অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁটলেন। হাঁটার পরে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটা শ্রীশ্রীঠাকুর মেপে দেখতে বললেন। দেখা হ'ল—১৬৪ ফুট ২ ইঞ্চি।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দা থেকে কাউকে না ধ'রেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন উঠানে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত তাম্বুটির ভিতর চৌকিতে এসে বসলেন—চৌকির চারপাশে নীচে সতরঞ্চি বিছানো রয়েছে। পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা ও ডাক্তারবৃন্দ সেখানে বসলেন। নানারকম কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। বর্ষাবাদলা না থাকলে আজকাল রোজই বিকালে এমনভাবে বসা হয়।

১২ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮।৭।১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসার ১৬০/৯৫ এবং পাল্স্ ৭১। আজ তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। আজও অনেকটা হাঁটলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে শ্রীশ্রীবড়মার দালান-ঘরের সিঁড়ির রাণার উপরে বসলেন। একটু পরে সেখান থেকে উঠে শ্রীশ্রীবড়মার রান্নাঘরের বারান্দায় কোণটিতে যেয়ে একখানা টুলে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা ঘরের ভিতর পানিফলের গুঁড়ার রুটি তৈরী করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঁকি মেরে তা' দেখে বললেন—ও বাবা, তোমার ঐ দেখে আমার যে খিদে লেগে গেল।

বড়মা—এই যে তৈরী ক'রে নিই। ক'রেই দিচ্ছি।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এসে রাণার উপরে সেই পূর্বস্থানে বসলেন। পিরীতি সম্বন্ধে বললেন—পিরীত মানে সাধারণে খারাপই বোঝে। কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, তা' ছাড়া আরো কত কবি আছেন, এই সম্বন্ধে কী সুন্দর ক'রে লিখে গেছেন। সে সোজা জিনিষ না। পিরীত হ'ল upheaving pure sexuality (ঊর্ধ্বগামী পবিত্র যোগ-আকৃতি)।

কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এসে বড়ালের বারান্দায় চৌকিতে বসলেন। একটু পরেই শ্রীশ্রীবড়মা পানিফলের আটার রুটি প্রস্তুত করে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' গ্রহণ ক'রে জল খেয়ে বসলেন। তারপর প্যারীদাকে (নন্দী) পানিফলের গুণ দেখতে বললেন। প্যারীদা ভারত ভৈষজ্য-তত্ত্ব গ্রন্থ থেকে পানিফলের গুণ প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। দেখা গেল, বহু গুণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ইংরাজী কী রে ?

প্যারীদা—Water chest-nut.

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের রোজ পানিফল খেলে ভাল হয়। ওতে সন্তানস্নেহ বাড়ে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সবই বাড়ে পানিফল খাওয়ায়। সবারই খেতে পারলে ভাল হয়।

পরে ডান হাতের মনিবন্ধ থেকে আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত প্যারীদাকে দেখিয়ে বলছেন—আমার হাতের এইটুকু এখনও মনে হয় যেন পাথরচাপা।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি ইংরাজী-বাণী দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হ'ল—

"He who has no Lord
has nothing,
has no love,
but is scattered with passionate feats ,
he can never adjust himself
and always lives
like a vacant vagabond
—a lazy worshipper
of worthless godhood ;
Be thou with the Lord
and gather with Him
and do serve Him
with every ardour
of thy eager heart."

—(যার প্রিয়পরম নেই তার কিছুই নেই, প্রেমও নেই। সে প্রবৃত্তিমুখী কার্য্যাবলীর মাঝে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে। সে নিজেকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না এবং নিষ্ফল ঈশ্বর-ভাবনার অলস উপাসক হ'য়ে এক লক্ষ্যহীন ভবঘুরের মত সর্ব্বদা থাকে। তুমি প্রিয়পরমের সাথে থাক, তাঁরই জন্য সব-কিছু সংগ্রহ ক'রে চল এবং তোমার আগ্রহী অন্তরের সবটুকু অনুরাগ দিয়ে তাঁকে সেবা কর।)

বাণীটির তাৎপর্য্য নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ যাবৎ চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) ও হাউজারম্যানদার সাথে কথাবার্ত্তা বলেন। প্রিয়পরমের প্রতি অনুরাগ বোঝাতে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মেয়ে সানু যখন ছোট ছিল, এই এতটুকু, তখন ওকে কে যেন আদর ক'রে কোলে নিয়ে চুমু খাইছিল। সেটা ওর ভাল লাগেনি। তারপর থেকে যখনই কেউ ওকে কোলে নিতে চাইত, তার সাথে আগে থাকতে contract (চুক্তি) ক'রে নিত—'চুমু খাবে নানে তো? বাবা চুমু খান আমারে'। মানে, যে-গালে বাবা চুমু খান সেখানে আর কেউ চুমু খাবে তা' ওর ভাল লাগে না। ঐরকম বাবার চুমুর কথা মনে থাকলে আর কারো চুমু ভাল লাগে না।

কথা বলতে বলতে বেশ রাত হ'য়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় হ'য়ে এল। ভোগের পরে শুলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম আসতে দেরী হয়। রাত ১২টার পর থেকে একটু শান্ত হয়ে ঘুমাতে পারেন।

১৬ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১।৯।১৯৫৬)

আজকাল রোজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ট্রলিতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রলির ভেতর বিছানা করা থাকে। একপাশে বসেন শ্রীশ্রীঠাকুর, একপাশে শ্রীশ্রীবড়মা। সামনে পেছনে ধ'রে আস্তে আস্তে ট্রলি টেনে নিয়ে যাওয়া হয় রোহিনী-রোড ধ'রে নড়াল-বাংলোর পাশে নব-নির্ম্মীয়মান ফিলানথ্রুফি অফিসের প্রাঙ্গণে। গাড়ু, পিকদানী, জল, সুপারি সবই সঙ্গে নেওয়া হয়। বহু দাদা ও মা সঙ্গে থাকেন। ঐখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন। বিশেষ কোন নির্দ্দেশ দেবার প্রয়োজন বোধ করলে দেন। খগেনদা (তপাদার) ও রাধারমণদা (জোয়ারদার) ঘুরে-ঘুরে শ্রমিকদের নিয়ে নানারকম কাজ করাচ্ছেন। দেখতে-দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় খুশী মনে হেসে ব'লে উঠেন—ঠিক যেন সিনেমার মত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত কোন্ জায়গায় কী করা হ'চ্ছে সব তাঁকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন পূজ্যপাদ বড়দা। তা' ছাড়া নানারকম গল্পও করেন। একটু পরে, বেলা প্রায় ৯টা নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে ট্রলি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় বড়ালে। তারপর যে যার কাজে যান। কথাবার্ত্তা সুরু হয়।

আজ সকালে হাউজারম্যানদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটি বাণী দিলেন—

"Verse without love-pathos
and its characteristics
with concentric zeal
is a dummy
of Satanic enticement ;
Beware !"

—(কেন্দ্রানুগ আগ্রহের সাথে প্রেমরস ও কারুণ্যরস ও তার লক্ষণ ব্যতিরেকে কোন কবিতা হ'ল শয়তানী প্রলোভনের বোবা সাক্ষীস্বরূপ। সাবধান !)

বাণীটি লিখে নিয়ে হাউজারম্যানদা love-pathos (প্রেমরস ও কারুণ্যরস)-এর স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর তুমি আমাকে ভালবাস। তোমার love-pathos (প্রেম ও কারুণ্যরস) যদি থাকে তাহ'লে আমার অসুস্থ অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে তুমি কিছুতেই অন্যত্র যেতে পার না। আমার অসুখ। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, তাঁর আবার অসুখ কি ! তিনি তো প্রভু ! তাহ'লে আর হ'ল না। প্রভু হ'লেও তাঁর উপর প্রীতি থাকলে যা' হবার তা' হবেই। হজরতের মৃত্যু সংবাদ শুনে আলী একেবারে তরোয়াল খুলে নিয়ে উঠেছিল। হজরতের মৃত্যু-সংবাদ সে সহ্য করতে পারে না।

কয়েকদিন হ'ল আমেরিকান গুরুভ্রাতা ডন লুটম্যান এখানে এসেছেন। উনি সম্প্রতি দীক্ষা নিয়েছেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে পূর্ব্বোক্ত বাণীটি পড়িয়ে শোনাতে বললেন। শোনানো হ'ল।

লুটম্যানদা—Last night I dreamt a dream. I saw you and you were sexually inclined to me (কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। আপনাকে দেখলাম। আপনি যেন আমার প্রতি কামজ আকৃতি নিয়ে আছেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ওসব sexual (কামজ) রকমে দেখো না। তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য everything (সব-কিছু) Lord-এ concentric (প্রভুতে সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে উঠুক। তোমার কাম তোমার Lord-এর (প্রভুর) ভাল করুক। তোমার ক্রোধ Lord-এর (প্রভুর) ভাল করুক। তোমার লোভ Lord-এর (প্রভুর) ভাল করুক। ভাল dream (স্বপ্ন) দেখেছ। ওতেই রকম বোঝা যায়। আসল কথাই হ'ল—

Be thou adhered to thy Lord
with all thou hast
for His welling uphold.

—(তোমার প্রভুর মাঙ্গলিক বিধৃতির জন্য তোমার যা'-কিছু আছে সব নিয়ে তাঁতে যুক্ত হও)।

কথা কয়টি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে থাকেন। হাউজারম্যানদা ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে লুটম্যানদাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। শুনে বোঝার পরে লুটম্যানদাও হাসতে লাগলেন।

৪ঠা জুলাই, ১৯৫৬ঃ—আজ বিকাল ৫টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালপ্রাঙ্গণস্থিত তাম্বুটির মধ্য থেকে বেরিয়ে হেঁটে-হেঁটে প্রধান ফটকের কাছে ডিস্পেনসারির সামনে পর্য্যন্ত গেলেন। একটি চেয়ার এনে দেওয়া হ'ল। তাতে কয়েক সেকেণ্ড ব'সে নিভৃত-কেতনের পশ্চিমদিককার রাস্তা দিয়ে হেঁটে আবার তাম্বুতে ফিরে এলেন। অসুস্থ হবার পরে আজই শ্রীশ্রীঠাকুর সব চাইতে বেশী এতখানি হাঁটলেন। আজকের চলাটাও অনেকখানি স্বচ্ছন্দ।

২০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ৫।৯।১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাড প্রেসার ১৬৫/১০০ এবং পাল্স্ ৬২। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। তাই আজ আর ট্রলিতে ক'রে বেড়াতে গেলেন না।

সকাল ৬টার পরে চৌকি থেকে উঠে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে নীচে নামলেন। তাঁর পাশে-পাশে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা। শেষ সিঁড়িটিতে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর এক জোড়া সাদা স্লিপার পায়ে দিলেন। এই স্লিপার জোড়া অজয়দা (গাঙ্গুলী) তাঁর জন্য তৈরী ক'রে দিয়েছেন। বেশ নরম। আজকাল এটা পায়ে দিয়েই চলাফেরা করেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

চটি পায়ে দিয়ে উঠানে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুর শিশুর মত জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কোন্‌দিকে যাব ?

বড়দা—সামনের দিকে গেলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মুখস্থ তাম্বুর দিকে হেঁটে গেলেন। বাঁশের বেড়ার মধ্যে তাম্বুর ভেতরে একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যেয়ে ঐখানেই বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারখানা থেকে তাঁর বড় বেঞ্চিটা তাড়াতাড়ি এনে দেওয়া হ'ল। তাতে পা ছড়িয়ে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কিছুক্ষণ পর ডান গালে হাত দিয়ে বলছেন—আমার এই দিকটা ফোলা-ফোলা

লাগে। ফ্ুলেছে নাকি?

সরোজিনীমা—মোটেই না। আমি এখন আমার এই চোখে আপনার অসুখের কিছ্ুই দেখতে পাই না। এখন আপনার যা' আছে সেটুকু মনের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুখ হ'লে প্রথমে মনেই হয়।

সরোজিনীমা—তাহ'লে মন থেকে সেটা এই ব'লে ঝেড়ে ফেলে দিলে হয় যে আমার কিছ্ুই হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তেমনি হ'লে সেটা করা যায়।

তপোবন-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনগ্ুপ্ত এসে প্রণাম করলেন। তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। আসার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ত্রিশজন সাধ্ুর সম্মিলিত একখানি বড় ছবি এনেছেন। সেটি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী?

বড়দা—ত্রিশজন সাধ্ুর ছবি। আনতে বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি জানালে চিত্রখানি কাছে নিয়ে আসা হ'ল। প্ূজ্যপাদ বড়দা হাতে ধ'রে অনেকক্ষণ দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষৌরী হওয়ার দিন। চুলও কাটা হবে। প্রমথ পরামাণিকদা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে উঠে পড়লেন। তাস্বুর মধ্যে চৌকির উপর বিছানা ক'রে দেওয়া হ'ল। তাকিয়ার উপরে একটি প্লাস্টিকের চাদর পেতে তার উপর উপ্ুর হ'য়ে শ্ুলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রমথদা প্রথমে চুল কাটলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বসলেন। ক্ষৌরী করা হ'ল।

সকাল ৭টায় ক্ষৌরী সারা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এলেন বড়ালের বারান্দায়। একটু ব'সে বলছেন—আমার আরো একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

ব'লে উঠে দাঁড়ালেন। প্ূজ্যপাদ বড়দা পাশে এগিয়ে এলেন। আর একপাশে দাঁড়ালেন বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী) ও বনবিহারীদা (ঘোষ)। সেই সাদা স্লিপার জোড়া পায়ে গলিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে এলেন। উঠানে দ্ু'চার পা হেঁটে আবার কাউকে না ধ'রেই সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন। বেশ সহজভাবে তাড়াতাড়ি ক'রেই উঠলেন এই সময়। চৌকিতে ব'সে চটি খ্ুললেন। সবাই বলছিলেন—এমন সহজভাবে তো আমরাও উঠতে পারি না।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দা থেকে নেমে সোজা হেঁটে বড়ালের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আমগাছটার তলায় যেয়ে দাঁড়ালেন। ওখানে আগে থাকতেই তাঁর বেঞ্চিটা আনা ছিল। বসলেন তার উপরে। দ্ু'এক মিনিট ব'সে আবার হেঁটে প্রাঙ্গণে তাস্বুর মধ্যে

এসে বসলেন। এতখানি হ্‌'টার মধ্যে তিনি কারোই সাহায্য গ্রহণ করেননি।

আজকাল প্রতিদিন বিকালে এখানে সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁরই প্রদত্ত ফর্ম্মুলা-অনুযায়ী এই জলখাবার প্রস্তুত হয়। দু'একজন সহকারী নিয়ে এই খাদ্য প্রস্তুত করেন সুধাপাণিমা। বেশ মোটা রুটি ঘি দিয়ে ভাজা হয়, সাথে থাকে একটা তরকারী। তরকারীর মধ্যে বিভিন্ন দিনে আলু, কুমড়ো, পেঁপে, ডাল ইত্যাদি উপকরণ থাকে। সবটা মিলে আহার্য্যটা অত্যন্ত সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়। আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ নির্দ্দেশ-অনুযায়ী প্রতিদিনই এরই মধ্যে কিছু-কিছু রকমারি করা হয়। সবটা প্রস্তুত হ'য়ে গেলে সুধাপাণিমা সব এক-সাথে বড় বড় পাত্রে ক'রে এনে দেখান শ্রীশ্রীঠাকুরকে। এইভাবে দৃষ্টিভোগ হ'য়ে গেলে সব ধ'রে দিয়ে আসেন শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ তাই। এই-বার সকলের ডাক পড়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে। তিনি প্রত্যেকের হাতে-হাতে একখানা ক'রে রুটি ও একটু তরকারী দিয়ে দেন। সবাই পরমানন্দে গ্রহণ করেন সেই মহাপ্রসাদ। এখানকার সমস্ত কর্ম্মী, ডাক্তাররা, হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা, লুট-ম্যানদা প্রভৃতিকে নিয়ে প্রত্যহ প্রায় চল্লিশ জনের মত ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন-দিন সংখ্যা বাড়ে ছাড়া কমে না।

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ৭। ৯। ১৯৫৬)

কাল রাতের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বার সাতেক পায়খানা হয়। রাতে ঘুমও ভাল হয়নি। তার জন্য সকালে শরীর বেশ খারাপ লাগার কথা বলছিলেন।

আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল ক'রে তেল মেখে স্নান করছেন। তেল মেখে একটি কাঠের চেয়ারে বসেন তিনি। বালতি থেকে ঘটি-ঘটি জল তুলে তাঁর মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। স্নানের শেষে গা মুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

দুপুরে আজকাল ভাল ঘুম হয় না তাঁর। শোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে ব'সে মুখ ধুয়ে জল পান করেন। তারপর একটি পান মুখে ফেলে তামাক খান। একটু পরে বারান্দার মাঝের চৌকিটিতে এসে শুয়ে পড়েন। একটু ঘুমাতে চেষ্টা করেন। আজও তাই-ই হ'ল। প্যারীদা চৌকির উপর উঠে ব'সে সেই বরবপু ধীরে-ধীরে কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে শ্রীশ্রীঠাকুরের।

২৩শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৮। ৯। ১৯৫৬)

আজকাল রোজ সকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর ট্রলিতে উঠে বেড়াতে যান। নব-নির্ম্মীয়মাণ

ফিলানথ্রফি অফিস-প্রাঙ্গণে রোজই যান এবং কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা ক'রে আবার ফিরে আসেন। আজও যাবেন। ট্রলি এসে গেছে। কাছে দাদা ও মায়েদের অনেকে আছেন। ওঠার আগে পূজ্যপাদ বড়দার দিকে তাকিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—নারীর বিবাহ-সংস্কারই একমাত্র সংস্কার। আর তো সংস্কার নেই। তাই ওদের sexual tenacity-টা (যৌনজ প্রবণতা) যদি ঠিকমত adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয় তাহ'লে মুশকিল।

তারপর ট্রলিতে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ট্রলি টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল নতুন বাড়ী পর্যন্ত। কিন্তু আজ আর শ্রীশ্রীঠাকুর নামতে চাইলেন না। তাই আবার বড়াল-বাংলোয় ফিরিয়ে আনা হ'ল। নেমে বড়ালের বারান্দায় ব'সে বলছেন—এখন খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই দুর্বল বোধ হয় কিনা বুঝি না।

প্যারীদা—সকালে মাত্র জল-বার্লি খান। তাও তো খাওয়ার মত হয় না।

সকাল ৯টা ১০ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবলদেব সহায়। সামনে চেয়ার দেওয়া হল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রদ্ধা-নিবেদন ক'রে চেয়ারে বসলেন শ্রীসহায়। কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

মুখ ধোবার সময় চোখে জল দিলে eye-sight (চোখের দৃষ্টি) খুব ভাল থাকে। আমি রোজ দিই। আমার এত বয়স, কিন্তু এখনও ঐ কার্তিক বোসের দেওয়া চশমাই চোখে দিই। সে আমাকে চশমা দিয়েছিল। পয়সাকড়ি কিছু নেয়নি। (একটু পরে) আমার ইচ্ছা করে, বলদেববাবু বহুদিন সুস্থ হ'য়ে বেঁচে থাকেন নীরোগ দেহ নিয়ে।

বলদেববাবু—শুধু বেঁচে থেকে কী লাভ। কিছু কাজ করতে পারলে তো হয়।

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু মৃদু হাসলেন।

বলদেববাবু—তপোবন-বিদ্যালয়ের result (ফল) তো ভাল হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' হ'চ্ছে না। (হাউজারম্যানদাকে) মাষ্টারদের কাছে বলদেববাবুর কথা বলিস্। (বলদেববাবুকে) আমার এই অসুখ হ'য়ে আবার সব দিক দিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে।

বলদেববাবু—চন্দ্রেশ্বর (শর্ম্মা) তো politician (রাজনীতিজ্ঞ) হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে politician (রাজনীতিজ্ঞ) হ'তে চায়, সে politician (রাজনীতিজ্ঞ) হ'তে পারে না।

রাজনীতিজ্ঞ হ'তে গেলে দেহ ও মনের সমঞ্জসা সংহতির দরকার হয় সেই কথায় বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—চোখ, মুখ, নাক, pulse (নাড়ীর গতি), hand (হাত), এই সব-কিছুর

একটা common adjustment (সাধারণ সঙ্গতি) চাই। কোন জিনিষ চোখে দেখলে, নরম না শক্ত বুঝলে না। তার জন্য hand (হাত) দরকার। মানুষ যদি সব সময় concentric (সুকেন্দ্রিক) না হয়, তাহ'লে কিছু হওয়া মুশকিল। সেইজন্য আমাদের শিক্ষার আদর্শই ছিল concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। একটা জায়গায় শ্রদ্ধা রাখতে হয়। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। আমি যা' বলি, ঐরকম হ'য়ে যদি চলে, divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) যদি তুলে দেয়, তবে এই দেশে আবার চাণক্য জন্মাতে পারে। চাণক্যের মত আর কেউ নেই, ও ইউরোপেও নেই। যেমন রান্না করতে হ'লে ভাল মশলা দিতে হয়, তেমনি মানুষ জন্মাতে হ'লে ভাল বিয়ে চাই। Divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করতে থাকলে মানুষের মধ্যে concentricity (এককেন্দ্রিকতা) আর থাকে না।

বলদেববাবু—Marriage (বিবাহ) ঠিক করা খুবই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কাজ করতে হ'লে মুশকিলের দরকার হয়। আপনার knowledge (জ্ঞান) খুব কম নেই। অনেক জিনিষ দেওয়া আছে বিবাহ নিয়ে। এইগুলি ঠিক ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিলেই হয়।

বলদেববাবু—আমার তিন ছেলের বিয়ে হ'য়ে গেছে। এখন এক ছেলের negotiation (কথাবার্ত্তা) চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা আপনি এইভাবে দেখেশুনে একটা ঠিক ক'রে দেন না। কয়েকটা তো হয়েই গেছে। এটা না হয় আমার example (উদাহরণ) থাকল। দেখা যাক।

বলদেববাবু—মেয়েটা ভাল কিনা কিভাবে ঠিক করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ের মাকে দেখলে অনেকটা টের পাওয়া যায়।

বলদেববাবু—এখন কোথায় বিয়ে দেব তাইই আসল কথা। কানপুরের মেয়ে ভাল না যশোরের মেয়ে ভাল !

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখব, দেখে যেখানকারটা উপযুক্ত মনে করব সেখানেই বিয়ে দেব—তা' কানপুরেই হোক আর যশোরেই হোক। ভাল বংশ দেখে বিয়ে দেবেন। এগুলি আমাদের রাখা উচিত ছিল, রাখিনি। রাখা দরকার কুলপঞ্জিকা with description (বিবরণীসহ)।

বলদেববাবু—এসব কাজ ছিল ব্রাহ্মণদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তারা নিজেরাই নষ্ট করেছে। তার মানে নিজেদেরই নষ্ট করেছে।

বলদেববাবু—আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা বলত তোমরা ছত্রী (ক্ষত্রিয়), মেয়ে capture ক'রে (ধ'রে) নিয়ে এসো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। নিজেদের interest (স্বার্থ) যারা বোঝে না, তারা পাগল ছাড়া আর কী!

তারপর খাদ্যাখাদ্য নিয়ে কথা উঠল। দুধ-সম্বন্ধে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোষের দুধ আর গরুর দুধ যদি মিশিয়ে খাই, তবে গরুর দুধও deteriorate করে (নেমে যায়), মোষের দুধও deteriorate করে (নেমে যায়)। আপনি কিন্তু তা' খাবেন না। গরুর দুধই খাবেন। আমাকে বাঁচতে হবে তো! যেখানে যা' ভাল হবে তাই করব। ঐ দু'রকম দুধেরও character (চরিত্র) আলাদা, ছানার character-ও (চরিত্রও) আলাদা। Similar (একরকমের), কিন্তু same (এক) নয়।

ডাঃ সুর্য্যদা (বোস)—ওদের physical and chemical character same (বস্তুগত ও রাসায়নিক লক্ষণ এক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, same (এক) নয়। After all (মোটের উপর) যাই হোক, from my experience (আমার অভিজ্ঞতা থেকে) এটুকু নিতে পারেন যে ও দু'টো কখনই মিশিয়ে খাবেন না।

বলদেববাবু—না, সে তো ঠিকই। মেশানো ভাল নয়। কিন্তু আমি science (বিজ্ঞান)-টা জানতে চাই।

বঙ্কিমদা (রায়) বই এনে গরু ও মহিষের দুধের পার্থক্য প'ড়ে শোনালেন। দেখা গেল, অনেক তফাৎ। বলদেববাবু বিস্মিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Milk injection (দুধ ইন্‌জেকসন্)-এর সময় কোন্ milk (দুধ) দেওয়া হয়—গরুর না মোষের?

বনবিহারীদা (ঘোষ)—গরুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, buffalo's milk (মোষের দুধ) দাও না কেন?

সবাই হেসে উঠলেন।

বলদেববাবু (হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে)—হাউজারম্যান! ঠাকুরের ওঠার সময় হয়েছে না? ক'টা বাজে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টক্ ক'রে সময় হ'য়ে যায়। সুখের দিন এমনিই তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

বলদেববাদু—না, তবুও 'রুটিন' মানতে হবে।

সন্ধ্যায় আরো আলোচনা করবেন ব'লে বলদেববাবু এখনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীশ্রীবড়মার পায়ে একটা নখকুনি মতন হয়েছে। নানারকম ওষুধ প্রয়োগ করা

সত্ত্বেও ওটা ভাল হ'চ্ছে না। আজ বিকালে ঐজন্য দেওয়া হ'ল পেনিসিলিন ইন্‌-জেকসন্‌। ইন্‌জেকসন্‌ দেবার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তাঁর শরীরে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হাত-পা জ্বলে যেতে থাকে। সারা গায়ে চুলকানি সুরু হয়। কয়েক-বার বমিও হয়। ডাক্তারদের নির্দ্দেশমত চারিদিকের পর্দ্দা ফেলে তাঁর গা 'স্পঞ্জ' করিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর তিনি অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন। অসুস্থতার জন্য আজ বিকালে সবাইকে খাবার দিতে পারেননি, সে-কথা বারংবার বলছেন। কিছু পরে খাবার দেবেন ব'লে একবার ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠতেই মাথা ট'লে গেল। আবার শুয়ে পড়লেন। রাতের দিকে তাঁর একটু জ্বরও উঠল।

সন্ধ্যার দিকে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে। আকাশে এখনও মেঘ জমাটবাঁধা।

২৬শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ১১। ৯। ১৯৫৬)

গত শনিবার থেকে খুব বর্ষা সুরু হয়েছে। জল কখনও ঝির-ঝির ক'রে পড়ছে, কখনও একেবারে ঝম-ঝম ক'রে নেমে আসছে শ্রবণ-যুগল স্তব্ধ ক'রে। সাথে আছে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি। বৃষ্টির ছাট এসে ঘর-বারান্দা ভিজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানের বারান্দার চৌকিতেই অধিকাংশ সময় থাকছেন। উত্তরের দিকে বারান্দার উপরের ফাঁকগুলি সব শক্ত ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাতাস খুব প্রবল হ'য়ে উঠলে তারও ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে আসে। কেবল বারান্দার পশ্চিমের দিকটা ফাঁকা আছে। সেদিক দিয়ে সবাই আসা-যাওয়া করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐদিকে তাকিয়েই বসেন এবং কথাবার্ত্তা বলেন। বর্ষা থাকায় কয়েকদিন আর বাইরে যাওয়া হচ্ছে না। কেমন একটা ম্যাজম্যাজে ভাব।

গতকাল বিকালে এই বারান্দাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে না ধ'রেই হেঁটেছেন ২ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড, দূরত্ব প্রায় ২১৮ ফুট। আজ সকাল সাড়ে সাতটার পর ঘর দিয়ে ও বারান্দা দিয়ে হাঁটলেন ২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড।

বেলা ৯টা। নবাগত আমেরিকান গুরুভ্রাতা লুটম্যানদাকে নিয়ে হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম করলেন। মধুর হেসে স্নেহমাখা স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—লুট, ভাল আছ ?

হাউজারম্যানদা ইংরাজী তর্জ্জমা ক'রে বুঝিয়ে দিতেই লুটম্যান সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে হাঁ হাঁ বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে একখানা নোটবুক দিবি ? লুটকে দিতে ইচ্ছা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু নোটবুক সুন্দর ক'রে বাঁধিয়ে প্রফুল্লদার (দাস) কাছে রাখতে

দিয়েছিলেন। এইরকম যখন যাকে দিতে চাইতেন সেখান থেকেই এনে দেওয়া হ'ত। আমিও প্রফুল্লদার কাছ থেকে একখানা নোটবুক চেয়ে আনলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানা হাতে নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে লুটম্যানদাকে দিলেন। শ্রদ্ধাভরে হাত পেতে নিলেন লুটম্যানদা।

এর পরে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলতে-বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের সময় হ'ল। প্রণাম ক'রে উঠলেন সবাই।

সন্ধ্যায় আবার মধুলোভী মৌমাছির মত মানুষ ভিড় করেছে তাঁর চারিপাশে। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। কথায়-কথায় বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—Energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) যার যেমন, materialising capacity-ও (কর্ম্ম-সম্পাদনী যোগ্যতাও) তার তেমন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনি আমাদের বলতেন যে ১৬ আনা করবে মনে ক'রে সাড়ে ১৫ আনা ক'রো না। তাতে ঐ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পারতপক্ষে তা' করি ব'লে মনে হয় না। কর্ম্ম সুসম্পাদন করতে হলে শৌর্য্য-বীর্য্য দুটিই লাগে। Virility (পৌরুষ) দেয় father (পিতা), আর sprouting urge (গজিয়ে ওঠার আবেগ) আসে mother-এর (মায়ের) কাছ থেকে। তুমি কেমন তা' দেখে বোঝা যায় তোমার mother (মাতা) তোমার father-এর (পিতার) প্রতি কতখানি concentric (সুকেন্দ্রিক)। মানুষের যা'-কিছু শৌর্য্য-বীর্য্য-পুরুষত্ব সবটাই নির্ভর করে তার পিতার প্রতি তার মায়ের concentricityর (সুকেন্দ্রিকতার) তারতম্যের উপরে। আবার, এই যে matter (বস্তু), এরও উৎপত্তি কিন্তু ঐ মা—mother থেকে। সে পরিমাপিত ক'রে দেয়। সেইজন্য material world (বস্তুজগৎ) বলতে আমি বুঝি motherial world (মাত্রিক জগৎ)। যদি বিয়ে হয় মানে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর cleaved (সংলগ্ন) হয়, তবে তাকে আর আলাদা করা যায় না। কিন্তু ধর তুমি একটা বিয়ে করলে, কিছুদিন পরে তোমার বৌ তোমাকে divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করল। তখন তোমার impression (ছাপ) তার মাথায় থাকল। তারপর আবার আর একজনকে সে বিয়ে করল। কিছুদিন পরে তাকে আবার divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করল। তারপর সে যদি আমাকে বিয়ে করে, তখন ঐ woman-এর (মেয়েলোকের) উপরে থাকবে আমার disbelief (অবিশ্বাস)। ফলে, তার পেটে আর ভাল সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে জাত নষ্ট হ'তে থাকে, দুর্ব্বল হ'তে থাকে। সেইজন্য Jesus (যীশু) ওটা করতে নিষেধ করেছেন।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু সবাই তো এইভাবে ভুল বিয়ে ক'রে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি 80 percent (শতকরা ৮০ ভাগ) ভুল করে আর 20 percent (শতকরা ২০ ভাগ) ঠিকমত করে, তাহ'লে ঐ 20 percent-ই (শতকরা ২০ ভাগই) nation-কে (জাতিকে) ঠিক ক'রে তুলতে পারে। ভুল হ'তেই পারে। কিন্তু ভুলটাও দূর হয় ঠিকমত বিয়ে-থাওয়া চালাতে পারলে—অনেক generation (পুরুষ) পরে। এখনও তোমাদের দেশে বা ইংলণ্ডে অনেক family (পরিবার) আছে যেখানে divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) নেই। এখনও যদি 20 percent (শতকরা ২০ ভাগ) এমন মেয়েলোক পাওয়া যায় যারা স্বামী যুদ্ধে গেলেও divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করে না, স্বামী বাড়ীতে থাকলেও মনে divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) চিন্তাও আনে না, শুধু জানে—আমি আর সে, তবে ঐ 20 percent-ই (শতকরা ২০ ভাগই) বাকী 80 percent-কে (শতকরা ৮০ ভাগকে) ঠিক ক'রে তুলতে পারে by and by, by and by (ক্রমে ক্রমে)।

হাউজারম্যানদা সব কথাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন লুটম্যানদাকে। লুটম্যানদা হাসিমুখে সবটা শুনছেন ও বুঝতে চেষ্টা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে বলছেন—Superior (শ্রেষ্ঠ) হ'ল তারা যারা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করে না। Next (পরের ধাপ) হ'ল তারা যারা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করে, কিন্তু inferior-কে (নিকৃষ্টকে) না ধ'রে superior-(উৎকৃষ্টকে)কে ধরে, তার সাথে coupled (সংযুক্ত) হয়ে যায়, cleaved (সংলগ্ন) হ'য়ে ওঠে। তবে তারা ঐ আগের রকমের চাইতে lesser (কমতি) হ'য়ে গেল। আর, যারা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) ক'রে-ক'রে আজ একে কাল তাকে বিয়ে ক'রে ক'রে চলে তারা third (তৃতীয়), একেবারে lower class-এর (নিম্ন শ্রেণীর)। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকরা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) করে না। ওরা out and out Christ-কে follow (সম্পূর্ণভাবে খৃষ্টকে অনুসরণ) করতে চায়। তাদের কথা, with all my faults I love you, my Lord (হে প্রভু, আমার সব দোষ নিয়েই আমি তোমাকে ভালবাসি)।

২৭শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১২। ৯। ১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নেই। থেকে থেকে কাতর ধ্বনি বেরোচ্ছে তাঁর মুখ দিয়ে। বলছেন—“কাল বিকাল থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছে।” পাল্‌স্‌ বা প্রেসার অবশ্য স্বাভাবিকই আছে। এর মধ্যে আবার জনৈকা মা একটু চেঁচামেচি করলেন। রাগ ক'রে বললেন তাঁর মাথার আর ঠিক নেই। আবার এক দাদা এসে জানালেন, তাঁর মেয়েটি আকস্মিকভাবে মরে গেছে। এই সব ঘটনায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্বস্তি আরো বাড়ে।

গতকাল থেকে কাঠের কারখানায় saw-machine (করাত কল) চালু হয়েছে। আজ সকাল ৯টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁটে-হেঁটে সেটা দেখতে গেলেন। গৌরদা (মণ্ডল) মেশিনটা চালিয়ে দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। দুই মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরে এলেন।

২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৩।৯।১৯৫৬)

আজ শুভ তালনবমী তিথি। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জেগে উঠেছে সমস্ত আশ্রম। মধুর নহবতের সুরলহরী মাইকযোগে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে-বাতাসে, ভেসে যাচ্ছে দিকে-দিগন্তরে। চারিদিকে আনন্দের সজ্জা, বিশ্বপিতার আগমনক্ষণকে বরণ ক'রে নেবার সহজ সরল ভক্তি-উপচারের আয়োজন। প্রভাত থেকেই আশ্রমবাসিগণ দলে-দলে আসছেন তাঁদের হৃদয়দেবতাকে দর্শন করতে, তাঁর চরণোপান্তে আভূমি প্রণতি জানিয়ে নিজেদের জীবন ও জনম কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলতে।

আজ ভোরে কলকাতা থেকে অনেক সৎসঙ্গী এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগাদির বহু জিনিষ নিয়ে। সেগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এনে দেখানো হ'ল, তারপর তাঁরই নির্দ্দেশে সব দিয়ে আসা হ'ল শ্রীশ্রীবড়মার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ সকাল থেকেই শরীর ভাল বোধ করছেন না। বলছেন—"বুকের মধ্যে অস্বস্তি"। ট্রলিতে ক'রে কিছুটা বেড়িয়ে এলেন। ফিরে এসেই একেবারে শুয়ে পড়লেন। বললেন—"শরীর খারাপ ঠেকছে"। তাঁর শরীর ভাল না থাকায় কোন অনুষ্ঠানই আর তাঁর সম্মুখে করা সম্ভব হ'ল না। পূজ্যপাদ বড়দার নির্দ্দেশমত প্রাতঃকালীন সমবেত প্রার্থনা হ'ল ওয়েস্ট-এণ্ডের মন্দিরগৃহে। প্রার্থনার শেষে সবাই এসে দূর থেকে প্রণাম ক'রে যেতে লাগলেন। সামনের উঠানের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে আসনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা রক্ষা ক'রে প্রণামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সকাল থেকেই যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজা ও যজ্ঞাদির আয়োজন চলেছে। শ্রীশ্রীজননীদেবীর ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ, শ্রীশ্রীজননীদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি সহ সুন্দর ক'রে সাজানো হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে সুরু হ'য়েছে গীতা, পুণ্যপুঁথি, বিরাট প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তৎসহ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আরম্ভ হ'ল মহাস্বস্ত্যয়ন যজ্ঞ। পরম শ্রদ্ধেয় গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) সব কিছু পরিচালনা করছেন।

বেলা ১০টার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানোৎসব ও ভোগরাগাদি সমাপ্ত হ'ল। তারপর তিনি শয্যায় গেলেন বিশ্রাম করার জন্য।

ইতিমধ্যে আনন্দবাজারে প্রসাদ-বিতরণের কলকোলাহলে চারিদিক মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। আশ্রমবাসিগণ ছাড়াও বহিরাগত বহু দাদা ও মা সানন্দে ভক্তিভরে গ্রহণ করছেন ঐ মহাপ্রসাদ। অনাহূত রবাহূতরাও বাদ নেই। প্রায় বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত চলল এই বিরাট যজ্ঞ।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ আলোকামালা-সুশোভিত হ'য়ে উঠল। যূঁই, রজনীগন্ধা, বেলফুলের মধুর সৌরভে শ্রীশ্রীঠাকুর-আঙ্গিনা সুরভিত। সন্ধ্যার পরে ওয়েষ্ট-এন্ডের মন্দিরগৃহে বিরাটভাবে সৎসঙ্গ-অধিবেশন হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এ-বেলাতেও ভাল নেই। তাই, তাঁর কাছে লোকজনের ভীড় অপেক্ষাকৃত কম।

২৯শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১৪। ৯। ১৯৫৬)

আজ প্রত্যূষ থেকেই মন্দিরগৃহে অষ্টপ্রহরান্তিক নামকীর্ত্তন সুরু হয়েছে। খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ অনেকটা ভাল। সকাল ৬টার পরে বড়ালের বারান্দা থেকে নেমে প্রাঙ্গণস্থ তাম্বুর মধ্যে এসে বসলেন। একটু ব'সে উঠে পড়লেন এবং নীচে বড় ক'রে পাতা সতরঞ্চির উপর উবু হয়ে বসলেন। ওঠার সময় পূজ্যপাদ বড়দার হাত ধ'রে উঠলেন। দাঁড়িয়ে উঠে সবার দিকে স্মিত-হাস্যে দৃষ্টিপাত করছেন। বলছেন—"তাহ'লে এভাবে ব'সে উঠতে পারি!"

এর পর তাম্বুর মধ্য থেকে বেরিয়ে অশথতলা দিয়ে কারখানার পাশে গেলেন স্বচ্ছন্দগতিতে হেঁটে। ওখানে না দাঁড়িয়ে আবার হেঁটে চ'লে এলেন বড়ালের বারান্দায়। হাঁটা হ'ল মোট ৩ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড। বারান্দায় এসে ব'সে বলছেন—"আজ সকালে খিদে লাগছে।" শ্রীশ্রীবড়মা একটু সাবু রেঁধে এনে খাইয়ে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। সাবু খাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার শরীর খারাপ বোধ করতে থাকেন। বললেন—"খুব anxiety (উদ্বেগ) বোধ হচ্ছে।" তারপর শুয়ে পড়লেন।......বিকালে আবার তাঁর কাশিটা খুব বাড়ে। তাই, শরীরে আরো বেশী দুর্ব্বলতা বোধ করতে থাকেন।

৩০শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৫। ৯। ১৯৫৬)

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ। রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় ঘুম থেকে উঠতেই আজ দেরী হয়েছে তাঁর। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বসেছেন বারান্দার

চৌকিতে। খাদ্য হিসাবে কিছুই গ্রহণ করেন নি। বেলা উঠলে একটু সাবু খেলেন। সকালে কাশিও হ'চ্ছিল একটু একটু। পূজ্যপাদ বড়দা কাছেই ছিলেন। বললেন—খাওয়া ঠিকমত না হওয়ার জন্যেই শরীরে এত weakness (দুর্ব্বলতা) হয়। রোজ সকালে প্রায় আধসের দুধের টাটকা ছানা খেলে বাবার ভাল হয়।

তারপর ছানা প্রস্তুত করা ও খাওয়াবার প্রকার সম্বন্ধে বললেন বড়দা—লেবুর রস বা এ্যাসিড দিয়ে যে ছানা করা হয় তাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু ছানার জল দিয়ে ছানা করলেই সেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, বায়ু হয়। সকালে বায়ুর সময় নয়। অতএব এখন ঐভাবে ছানা তৈরী ক'রে নিশ্চিন্ত মনে দেওয়া যেতে পারে। বায়ু হওয়ার time (সময়) হ'ল বিকালে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ভালভাবে তৈরী ক'রে আনা ছানা কিছুটা মুখে দিলেন। তারপর চৌকিতে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

প্রায় ৪০ মিনিট কাল ঘুমাবার পর উঠে ব'সে হাতমুখ ধুলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এই সময় দু'একজন এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। আমেরিকান গুরুভ্রাতা স্পেন্সারদা এসে খবর দিলেন—বাড়ীতে ফিরে যাবেন ব'লে মিঃ লুটম্যান গতকাল এখান থেকে কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেছেন। সাথে গেছেন হাউজারম্যানদা। কাল যাওয়ার সময় যশিডি ষ্টেশনে ট্রেণ দু'ঘণ্টা দেরীতে আসে। ক্রমশঃ দেরী হতে দেখে লুটম্যানদা নাকি বলেছিলেন—'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা হচ্ছে ফিরে যাই।'

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে সব কথা শুনলেন। পরে স্পেন্সারদাকে বললেন—"লুটকে লিখে দিলে হয় যে তোমার মনে যদি অস্বস্তি লাগে তো তুমি ফিরে চ'লে এসো।" তারপর এই কথাগুলি আবার ইংরাজীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন স্পেন্সারদাকে। স্পেন্সারদা ঘাড় নেড়ে বললেন—আচ্ছা।

স্পেন্সারদা চ'লে যাওরার পর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর সম্মুখে উপবিষ্ট কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে তাকিয়ে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এখনও যদি আর্য্য-শিক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষিত না হই, পারিবারিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, শিল্প, অনুলোম, প্রতিলোম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলিকে ভালভাবে জেনে-বুঝে, সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে, স্বার্থবুদ্ধি বাদ দিয়ে যদি না চলি, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের যে কী হবে তা' আর কওয়ার না।

১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ১৭।৯।১৯৫৬)

বড়াল-বাংলোর দালানের সামনেই উঠানে বড় ক'রে একখানা খড়ের ঘর তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কিছুদিন ধ'রেই তার প্রস্তুতি চলেছে। ঘরের

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

জন্য বাঁশ, খুঁটি, কাঠ, খড় ইত্যাদি এনে এক-এক জায়গায় স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হচ্ছে। আজ সকাল ৮টার পর ঐ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা হ'ল। শুভক্ষণ দেখে গিরীশ পণ্ডিত মশাই সব করালেন!

সকাল থেকে পর-পর অনেকগুলি লেখা দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতির সাথে। আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রণাম করতে হ'লে পরেই চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা আনে সেই প্রণম্যের স্বভাব ও গুণের চিন্তন। এইভাবে হয় তাঁর স্মরণ। তাঁকে স্মরণ ক'রে প্রণাম কর, মানে তাঁর attribute (গুণ)-গুলি চিন্তা কর। আমরা প্রণত হই মানে প্রকৃষ্টভাবে নত হই। এই প্রকৃষ্ট-ভাবে নত হ'য়ে চলার মধ্যে-দিয়ে আমরা শ্রেয়ের স্বভাব ও গুণের অধিকারী হই। তাঁর বোধি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আর, প্রয়োজনমত ক্ষেত্রবিশেষে তা' বিনিয়োগ ক'রে আমরা অনেক আপদ থেকে রেহাই পাই। শুধু যদি 'জয় মা কালী' বা 'জয় হরি' বলি, তাতে গুণচিন্তন আসে না, বোধি আসে না। আসা চাই বোধি। সেইজন্য শ্রদ্ধা না হ'লে প্রণাম ক'রে লাভ নেই। কিন্তু তাহ'লেও প্রণাম করা ভাল। 'আমি তোমার' এই বোধ নিয়ে প্রণাম করতে হয়। এর থেকে এক মিটারও যদি পার্থক্য হয় তাহ'লে সে আমি আর ঐ প্র-নত আমি না। এ আমি physiological adjustment-এরও (শারীর সঙ্গীতের)-ও আমি, spirit-এরও (আত্মিক গতিরও) আমি। মানে, আমার system-এর (বিধানের) সবটা নিয়ে যে আমিত্ব ফুটে উঠেছে সেই আমিই যেন থাকে 'আমি তোমার' এর মধ্যে, অহম্ মানে আমি হই। হওয়া আছে নাকি ওর মধ্যে? দেখেন তো!

চুনীদা অভিধান দেখে বললেন—অহম্ হ'চ্ছে অস্মদ্ থেকে। অস্মদ্-এর অস্-ধাতু মানে হওয়া, তারপর কর্ত্তরি মদ্। তাহলে অস্মদ্ মানে হ'ল 'যে হয়'।

সবটা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখখানি খুশীতে ঝলমল ক'রে উঠল, বললেন—'ঠিক আছে'। তারপর বললেন অহং ব্যাপ্ত হ'তে পারে, added (বর্দ্ধিত) হ'তে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির গণ্ডীতে থাকলে ছোট হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—অহং আজ্ঞাচক্রে থাকলে ব্যাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ্ঞাচক্রে থাকা মানে কী?

কেষ্টদা—Within the circle of Guru's commandment (গুরুর অনুশাসনের পরিধির মধ্যে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, Guru's commandment (গুরুর অনুশাসন)।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কেষ্টদা—পাতঞ্জলে যে আছে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ", "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" —এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামের অর্থভাবনা মানে নামীর প্রতি উপযুক্ত সেবা, আচার, আচরণ নিয়ে সবদিকে সঙ্গতি রেখে, সহজভাবে, সহজ ভক্তি নিয়ে নাম করা—যা' ঐ নামীর দিকেই আমাকে নিয়ে যায়। জগতের গাছপালা, পশুপক্ষী, অণুপরমাণু, সব-কিছুর অন্তরে যে স্পন্দন, সে-সবের বীজস্পন্দন হ'ল এই নাম। এই নাম সমস্ত universe-এর (বিশ্বের) মূল। আর, নামী হলেন ঐ নামের বাচক, মূর্ত্ত প্রতীক। তিনিই ইষ্ট। জপধ্যানের সময় ভাবনায় এই সঙ্গতি রক্ষা ক'রে নাম ক'রে চলতে হয়। নাম আর নামী অভেদ। নামীকে বাদ দিয়ে নাম হয় না। যেমন ফুল আর তার গন্ধ। আর ফুলের গন্ধ যেমন আলাদা হয় না, তেমনি নাম আর নামীও আলাদা হয় না।

২রা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ১৮। ৯। ১৯৫৬)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভালই। সকালে স্নান করতে ওঠার আগে শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে লিখলেন—

Lord Ramkrishna
ভগবান রামকৃষ্ণ
ভক্তি কর,
শক্তি পাবে।

প্রাঙ্গণের খড়ের ঘরের কাজ সুরু হয়েছে। মিস্ত্রী ভাইরা হাঁটাচলা করছেন এদিকে-ওদিকে। বর্ষার পরে এখানে ব্যাঙের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। উঠানে ছোট, বড়, মাঝারি বহু আকারের ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়ায়। মিস্ত্রীদের হাঁটাচলার অসাবধানতায় হয়তো কখনও-কখনও পায়ের তলায় চাপা প'ড়ে প্রাণ হারায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঘটনা একবার লক্ষ্য করে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। ডেকে ডেকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কী করা যায়! এমন ব্যবস্থা করা লাগে যে মানুষ চলাফেরা করবে, কিন্তু তার পায়ের তলায় ব্যাঙ চাপা পড়বে না।

কেউ এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্যাঙদের জন্যে দুটি ঘর বানিয়ে দিলে হয় উঠানের একপাশে। তাহলে ওরা ওদের বাচ্চা নিয়ে ওখানেই থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে, নীচের দিকে ব্যাঙদের যাতায়াতের পথ রেখে দুটি কাঠের বাক্স দিয়ে দুটি ছোট ঘর বানিয়ে দেওয়া হ'ল, বাক্সের ভেতরে ভেজারকম সৃষ্টি করে, খাদ্য

দিয়ে ব্যাঙদের থাকার উপযোগী করা হ'ল। সন্ধ্যার মধ্যেই অনেক ব্যাঙ যেয়ে ওর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল।

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২১।৯।১৯৫৬)

আলোকোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। প্রাভাতিক ক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর বসেছেন বড়ালের বারান্দায়। পূবের দিকে একটি বড় চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্ট। প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), রেণুমা, সুধাপাণিমা প্রভৃতি কাছে আছেন। লুটম্যানদার আমেরিকায় যাওয়া হয়নি। তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন আবার। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। ব'সেই বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আজকে শুক্রবার। আপনার জন্মদিন। আপনি দাড়ি কাটেননি কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাটিনি।

লুটম্যানদা (বাংলায়)—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটাই custom (প্রথা)।

লুটম্যানদা (নিজের দাড়িতে হাত দিয়ে, বাংলায়)—আজ শুক্রবার ব'লে আমিও দাড়ি কাটিনি।

লুটম্যানদার এতখানি স্পষ্ট বাংলা বলা দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুলকিত হ'য়ে বললেন—অনেকখানি বলল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অনেকখানি আয়ত্ত ক'রে নেছে। এইভাবে চললে তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা শিখে নিতে পারবে। আমি যদি একটু ভাল হ'য়ে নিতে পারি তাহ'লে তো হয়।

বিকালের দিকে মেঘ ক'রে খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ধ'রে গেল। হাউজারম্যানদা, লুটম্যানদা ও আরো দু'একজন এসে বসলেন। মিঃ লুটম্যান সকালের মত পরিষ্কার বাংলায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনি এখন থেকে যা' বলবেন তা' আমি করবই।

ঠিক আমরা যেভাবে শব্দের উপর জোর দিয়ে বলি, লুটম্যানদা 'করবই' কথাটা তেমনি জোর দিয়ে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা হেসে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বলা তো আমার আছেই। এখন করলেই হয়।

শ্রীশ্রীবড়মা—লুট এত বাংলা শিখ্‌ল কোথা থেকে ?

লুটম্যানদা বুঝতে পারেননি। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ইংরাজীতে বললেন লুটম্যানদাকে—She asks, how Lute came to learn such good Bengali (সে জানতে চাইছে, এত ভাল বাংলা লুট কিভাবে শিখল)?

লুটম্যানদা (হেসে)—হাউজারম্যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বড়মাকে)—হাউজারম্যান শেখায়।

সন্ধ্যা ৭টা বাজতেই আবার জোর বর্ষা নামল। সাথে প্রচণ্ড হাওয়া। বারান্দার পর্দাগুলি সব টেনে দেওয়া হ'ল। একটু আগে বেশ গরম-গরম বোধ হ'চ্ছিল। এখন তাপমাত্রা ভালভাবেই নেমে এল। বৃষ্টির শব্দ একটু কমলে হাউজারম্যানদা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) নিয়ে কথা তুললেন। আমেরিকায় এটা যে কত বহুল সংখ্যায় হচ্ছে তাও বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Lust (কামাসক্তি) এবং craving for passion (প্রবৃত্তিপূরণের আকাঙ্ক্ষা) হ'ল source of divorce (বিবাহবিচ্ছেদের উৎস)। সেইজন্য adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে চলা ভাল। Christ (খৃষ্ট) divorce-এর (বিবাহবিচ্ছেদের) বিরুদ্ধে কতভাবে বলেছেন। Love-ই (ভালবাসাই) হবে basis of marriage, soil of marriage (বিবাহের ভিত্তি, বিবাহের ভূমি)। আর passion (প্রবৃত্তি) হবে secondary thing (গৌণ বিষয়)। Love-এ (ভালবাসায়) আছে ভালবাসার জনের জন্য, ভালর জন্য আত্মত্যাগ। আর, passion (প্রবৃত্তি) হ'ল নিজের লোভ-পরিপূরণের জন্য তাঁকে গ্রহণ করা।

হাউজারম্যানদা—তার মানে তাঁকে suck (শোষণ) করা। কিন্তু ইষ্টকে গ্রহণ ক'রে ঠিক-ঠিক রকমে যে চলতে পারে সে তো অসাধারণ লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সাধারণই হোক আর অসাধারণই হোক, প্রত্যেকে নিজের যাতে ভাল হয় তা' চায়। আর ভালবাসা হ'ল to dwell in one's Love (প্রীতি নিয়ে প্রিয়ের মধ্যে বাস করা)।

হাউজারম্যানদা—বাংলায় প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, এ সবের মানেই তো love ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, love (ভালবাসা) হ'ল মূলতঃ সংস্কৃত লুভ্-ধাতু থেকে মানে লোভ। ভক্তিতে তাই আছে। ধরে তো ছাড়ে না, ম'রে যায় তবুও ছাড়ে না। Love-এও (ভালবাসাতেও) তাই আছে। সেইজন্য passion (প্রবৃত্তি) তার কাছে হ'টে যায়। সত্যিকারের love-এর (ভালবাসার) কাছে passionate hankering weak (প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্ব্বল) হ'য়ে যায়। Weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে যায় মানে সেটা তার control-এ (অধীনে) থাকে। Love (প্রেম) কয় love thy Lord (তোমার প্রভুকে ভালবাস), আর passion (প্রবৃত্তি) কয়, আর সব বাদ দিয়ে love the woman (মেয়েলোককে ভালবাস)। এখন ঐ love for the lord (প্রভুর জন্য ভালবাসা) যদি না থাকে, তবে হাজার রকমের প্রবৃত্তির enticement-এ (প্রলোভনে) প'ড়ে তুমি একেবারে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি কথা হাউজারম্যানদা ইংরাজী ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন লুট-ম্যানদাকে। কথায়-কথায় রাত্রি গভীর হ'য়ে আসে। বাইরে বৃষ্টি ক'মে গেছে। সাহেবরা এবার বিদায় গ্রহণ করলেন। ভোগের সময় হওয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরও উঠে পড়লেন, পায়খানায় যাবেন।

৬ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ২২।৯।১৯৫৬)

প্রাতে বড়ালের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—কামের ভিতর দিয়েই মানুষের জন্ম হয়। কিন্তু কামকে purified (পবিত্রী-কৃত) ক'রে নেওয়া লাগে। ঐ যে কী আছে—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ", ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম তাই আমি। আর ধর্ম্ম মানেই যা' ধারণ করে। এই যে কয় কুলধর্ম্ম, মানে কুলকে যা' ধারণ ক'রে রাখে।

কেষ্টদা—পাষণ্ডধর্ম্ম আছে, মানে পাষণ্ডত্ব ধরা থাকে যার দ্বারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চুরি প্রবৃত্তি যাতে বজায় থাকে তাই হ'ল চোরধর্ম্ম।

কেষ্টদা—চৌর্য্যসত্তা বজায় থাকে যাতে তাই হ'ল চোরধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা বলা ভাল না। চৌর্য্য বলা ভাল। চৌর্য্য বজায় থাকে যাতে তাই হ'ল চোরধর্ম্ম।

কেষ্টদা—আজকালকার বৈষ্ণবদের ধর্ম্ম হ'ল কীর্ত্তন করা, নাম করা আর ভাগবত পাঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগবতের মধ্যে সব আছে। আছে না ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ সব আছে। কিন্তু না করলে তো কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, তোমরা যা' জান তার প্রভু হ'য়ে ওঠ। না ক'রেও যদি পাও তাহ'লে ভগবান দিল বটে কিন্তু তোমার কিছু হ'ল না। ধর্ম্ম মানেই ধারণ-পোষণ। তুমি ধর্ম্ম করছ, কিন্তু ধারণ-পোষণ করতে শিখলে না, অথচ চাইলে, তাতে হবে না। যারা চায় অথচ কিছু করতে চায় না, তারা দিলেও পায় না। আর, যারা করে তারা কিছু না থাকলেও জোগাড় ক'রে নেয়। এই ক'রে পাওয়া ও না-ক'রে পাওয়ার মধ্যে দেখতে মনে হয় pinch of difference (সামান্য পার্থক্য), কিন্তু এর future-টা gulf of difference (ভবিষ্যৎটা বিরাট পার্থক্য)। সুহালে চলব যতটুকু, স্বস্তিও পাব ততটুকু। সুহালে চলা হয় না ব'লে স্বস্তিও পাচ্ছি না।

কেষ্টদা—আজকাল মেয়েরা বলে, পুরুষরা খারাপ ব'লে আমরা খারাপ হ'তে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, ঐ যে আপস্তম্বে না কোথায় আমাকে একটা লেখা দেখাইছিলেন, মেয়েদের এই-এই করণীয়। মেয়েরাই ধর্ম্মের ধৃতি। এই জাতীয় কথাই আছে সেখানে। তাই যদি হয় তাহ'লে তো মেয়েদের খারাপের দিকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এই সময় লুটম্যানদা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লুট আজকে চ'লে যাবে।

কেষ্টদা—হুঁ।

লুটম্যানদা হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন। তারপর বাংলায় বললেন—ঠাকুর! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ওষুধ, doctor (ডাক্তার) এবং ৪০ জন আমি যেন শীঘ্রই জোগাড় ক'রে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা করি তুমি জয়যুক্ত হও।

লুটম্যানদা (বাংলায়)—তখন আমি আবার শীঘ্রই ফিরে আসব।

এরপর লুটম্যানদা আস্তে-আস্তে উঠে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর করুণাঘন নয়নে তাকিয়ে রইলেন ঐ গমনপথের দিকে। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে কেষ্টদা বললেন—অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) আপনার কোষ্ঠী তৈরী করে বলেছেন, ৮০ থেকে ১২০ বছর পর্য্যন্ত আপনার আয়ু। সাধনার ভৃগুকোষ্ঠীতেও ছিল, পিতৃ-আয়ু ৮০ বছরের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি! আমার শুধু মনে হয়, যতদিন বাঁচি যেন সুস্থ সবল হ'য়ে বাঁচি।

৭ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৩।৯।১৯৫৬)

আজ সারাদিনের আবহাওয়া বেশ খারাপ। আকাশ মেঘলা। থেকে-থেকে ঝির-ঝির ক'রে বর্ষা পড়েই চলেছে। বাইরে প্যাচপ্যাচে কাদা। রাতের দিকে একটু ঠাণ্ডা প'ড়ে গেল। এইরকম আবহাওয়ার জন্য সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিশেষ কেউ উপস্থিত নেই। একটু পরে স্পেন্সারদা (মিঃ ই. জে. স্পেন্সার) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। হাতে তাঁর একখানা বই। বইটি লিখেছেন জনৈক ইষ্টভ্রাতা। স্পেন্সারদা বইখানি দেখালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বইখানির shape (আকার) ও size (আয়তন) ঠিকমত হয়নি।

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ, আপনি যা' চেয়েছিলেন তা' হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামও ঠিকমত হয়নি।

স্পেন্সারদা—কী নাম হ'লে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতার নাম যেমন অনেক রকম হ'তে পারে, কিন্তু সংক্ষেপে গীতাই ভাল। ঐরকম একটা নাম হ'লে হয়। Solace নাম দেওয়া যায়। Love-lore হ'লেও হয়।

স্পেন্সারদা—Love-loreই ভাল, খুব ভাল। (একটু পরে) নারীর পথের translation (অনুবাদ) তো প্রায় হ'য়ে এল। কে দেখলে ভাল হয়? কেষ্টদার তো এখন সময় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা অথবা বড়দা। বড়দা দেখলেই ভাল হয়।

১০ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২৬।৯।১৯৫৬)

কয়েকদিন ধ'রে ক্রমাগত বৃষ্টি ও বাতাস চলতে থাকায় চারিদিক খুব স্যাঁতস্যাতে হ'য়ে পড়েছে। বিশ্রী আবহাওয়া। বাতাসের ঝাপটায়, জলের ছাঁটে, আঁধার-আঁধার-ভাবে এবং বৃষ্টির তোড়ে চারিদিক একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল ঘুম হয় নি। আজ সকালে বাইরে দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। বাতাসের চোটে বারান্দার পর্দাগুলি জোর সাপটাচ্ছে। চটাপট শব্দ উঠছে। একটু ফাঁক হ'তেই খানিকটা জল ও হাওয়া ভিতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঐদিকে তাকিয়ে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—পর্দাগুলি যখন ধাপুর-ধুপুর করে, তখন আমার বুকের মধ্যেও ধাপুর-ধুপুর করে। ভাবছি নিভৃত-কেতনে যাব কিনা!

কিন্তু নিভৃত-কেতনে যাওয়ার কথা উপস্থিত কেউই সমর্থন করলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঐ বড় তাম্বুটির মধ্যে যাই।

বড়দা—ওখানে ভাল ক'রে পর্দা দেওয়া নেই। পর্দা দিতে হবে। তা' না হ'লে আবার বাতাস হ'লেই ঐরকম শব্দও হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে জামতলার ঘরেই যাই।

ডাক্তারবৃন্দ তাতে একযোগে আপত্তি জানালেন। বললেন—এই দূরের রাস্তা যাতায়াত করতে গেলেই ঠাণ্ডা লেগে যাবে। যে বাতাস-বৃষ্টি! তা' ছাড়া ঐ জামতলার ঘরেই তো অসুখের আরম্ভ।

তারপর আলোচনা করতে করতে ঠিক হ'ল শ্রীশ্রীবড়মার দালানের একেবারে পশ্চিমের ঘরখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ত্তমানে থাকার পক্ষে ভাল হবে।

বনবিহারীদা (ঘোষ)—কিন্তু ওখানে যেতে গেলেও ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে না লাগে এমন ক'রে আমাকে নিবি।

বনবিহারীদা—বৃষ্টি তো লাগবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুড়ি দিয়ে যাব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ওখানে যাওয়ার আগ্রহাতিশয্য দেখে শ্রীশ্রীবড়মা পূজ্যপাদ বড়দাকে সাথে নিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখে এলেন। সব দেখেশুনে এসে পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—তাহ'লে আমি মোটর নিয়ে আসি। মোটরে উঠে ঐটুকু গেলে আর জল লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ট্রলিতে করে যাব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা-অনুপাতিক বড়দা তাড়াতাড়ি ট্রলি আনিয়ে তার মধ্যে বিছানা করলেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একবার পায়খানায় গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানা ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়া হ'ল দালান-ঘরে। পায়খানা শেষ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে এসে একখানা বড় চাদর মুড়ি দিয়ে ট্রলিতে যেয়ে উঠলেন। ট্রলির উপরে ওপাশে বড়-বড় ত্রিপল ধ'রে কয়েকজন এগিয়ে যেতে থাকেন ট্রলির গতির সাথে তাল রেখে। সকাল ৯-৪০ মিঃ। দালানের পশ্চিমদিকের সিঁড়ির পাশে ট্রলি এনে দাঁড় করানো হ'ল। সিঁড়ির উপর দিয়ে অনেকখানি জুড়ে ত্রিপল ধরা হ'ল যাতে বৃষ্টির ছাঁট শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে লাগতে না পারে। তাঁর সাদা চটিজোড়া বের ক'রে দেওয়া হ'ল ট্রলির সামনে। পায়ে দিয়ে উঠলেন। আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে চৌকির উপরে যেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে থাকবেন, তার আশপাশটাও যাতে তাঁর স্বস্তিপ্রদ হয় তা' করা দরকার। তদনুসারে পূজ্যপাদ বড়দা বারান্দাগুলি পর্দ্দা দিয়ে ঘিরে দিলেন। বারান্দায় ডাক্তারদের বসার জন্য চৌকি পাতা হ'ল। ঘরের ভেতরে ও সামনের বারান্দায় মোটা ক'রে সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কমোড্ ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি একে-একে আনা হ'তে থাকল। চারিদিক জলে জলময়। বৃষ্টির জোরালো ছাঁটে ঘরের ভেতর পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এই দুর্য্যোগের মাঝেই এত সব কাণ্ড হ'য়ে চলেছে। বিচিত্র তাঁর লীলা!

সন্ধ্যার পর থেকেই বৃষ্টি ক্রমশঃ ধ'রে এল। বাতাস চলছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আস্তে-আস্তে বাতাসও কমে গেল। পূজনীয় কাজলদা তাঁর জননীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আজ বেনারস্ এক্স্প্রেসে রাত ৯টার সময় কলকাতা থেকে আসবেন। কিন্তু রাস্তার দুর্য্যোগের জন্য ট্রেণ সময়মত আসতে পারেনি। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন। অনেক রাত পর্য্যন্তও বেনারস এক্স্প্রেসের কোন খবর পাওয়া যায় না। শেষে রাত ৩টার সময় ওঁরা আশ্রমে এসে পেঁছালেন। শোনা গেল, প্রচণ্ড ঝড়জলের জন্য ট্রেণ একটু এগিয়েছে, আবার থেমেছে, আবার একটু চলেছে এইভাবে এসেছে। যাহোক, ওঁরা নিরাপদে এসে পেঁছিবার পরে সবাই নিশ্চিন্ত হলেন।

১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৭।৯।১৯৫৬)

আজ সকালে আকাশে মেঘ থাকলেও কালকের মত সেই বৃষ্টি-বাতাস আর নেই। মেঘ পাতলা। তাই, একটু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার দালানের পশ্চিমের বারান্দায় পাতা চৌকিখানির উপরে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ বসার পরে বললেন—"শরীর খারাপ লাগছে"। সকাল ৭-১৫ মিনিট। উঠে ঘরের মধ্যে যেয়ে শয্যায় শয়ন করলেন।

অনেকক্ষণ ঘুমাবার পরে দুপুরে উঠে আহারাদি ক'রে আরো কিছুক্ষণ ঘুমালেন। ঘুম থেকে উঠে একটু বসলেন। তারপর সোজা চ'লে এলেন বড় দালানের বারান্দায়। আরাম ক'রে বসলেন। আর যাওয়ার ইচ্ছা নেই। এখানেই থাকবেন বললেন। আবার সব পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা। বিছানা, বালিশ, গাড়ু, পিকদানী, তামাক, টিকে, সতরঞ্চি, চট্, কমোড্ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষগুলি আবার টেনে আনা হ'ল এখানে। এখানকার বারান্দার পর্দ্দা খোলা হ'য়ে গিয়েছিল। আবার তা' টাঙ্গানো হ'ল। সবটা নিয়ে এক বিরাট ব্যাপার। সেবকগণ যথাসাধ্য তৎপরতার সাথে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব ঠিক ক'রে সাজিয়ে ফেললেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর কিছুটা খারাপ বোধ করছেন। ডাঃ বনবিহারীদা বললেন—ট্রলিতে ক'রে কাছাকাছি একটু ঘুরে এলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন যেন যুতেই পাচ্ছিনে। আচ্ছা আন্ তো ট্রলি।

ট্রলি নিয়ে আসা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁটে এসে উঠলেন। ট্রলি টেনে কাঠের কারখানার কাছে আনতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তদনুসারে ট্রলি ফিরিয়ে আনা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর নেমে বারান্দার চৌকিতে এসে বসলেন। শরীর খারাপ থাকায় কাছে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। একবার তামাক খেয়ে বিছানায় কাত হ'য়ে শুলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর বলছেন—আমার এমন যদি কেউ Judicial guide (বিজ্ঞ চালক) থাকে, যে আমার স্বাস্থ্য বুঝে, temper (ধাত) বুঝে, যখন যেটুকু দরকার তা' করায়—এই একটু হাঁটায়, আবার একটু খাওয়ায়, তাহ'লে খুব ভাল হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬—প্রাঙ্গণে নতুন যে খড়ের ঘরখানা উঠছে তার চালে আজ চাটাই বাঁধা হ'ল। আগামী কাল থেকে ঐ চাটাইয়ের উপরে খড় দিয়ে ছাওয়া সুরু হবে। কর্ম্মীরা সব এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত। প্রবীণ ইঞ্জিনিয়র শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) ঘুরে ঘুরে সবটা তত্ত্বাবধান করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীশদা, ঐ চালে খড়ের উপরে পাতলা টিন দিয়ে দেবেন।

শ্রীশদা—আজ্ঞে, দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে গরম হবি নানে তো।

শ্রীশদা—না, খড় তো non-conductor (তাপসঞ্চালক নয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, উপরে টিন দিয়ে রাখা ভাল। ছেলেপেলে বাজীটাজী পোড়ায়। কখন কী হয় বলা যায় না।

শ্রীশদা—হ্যাঁ, আগুন ধ'রে যেতে পারে।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬—কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রীর পুত্র সুপণ্ডিত কুমারশঙ্কর শাস্ত্রী-মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্বর আরোগ্য কামনায় আজ সৎসঙ্গ-মন্দিরে নবগ্রহ শান্তি-যজ্ঞ করলেন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলল।

সন্ধ্যার পরে সবাই এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ওজন নেওয়া হয়েছে ১৪ স্টোন্ ৩ পাউণ্ড, আর পেটের মাপ ৪৫ ইঞ্চি।

২০শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৬। ১০। ১৯৫৬)

শরতের ঝরঝরে সকাল। ঘরের আনাচে-কানাচে সোনালী রোদের লুকোচুরি। ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণস্থ আম, অশথ ও বেল গাছে কতরকমের পাখী ডাকাডাকি করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্তবদনে বড়ালের বারান্দায় সমাসীন। অনেকে এসে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। কেউ বা একপাশে ব'সে পড়লেন প্রণাম ক'রে। আকুদা (অবিনাশচন্দ্র অধিকারী) শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে একখানা সতরঞ্চির উপর উপবিষ্ট। সামনে আর একখানা আসনে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)। তা' ছাড়া এসে বসলেন জ্ঞানদা (গোস্বামী), সুশীলদা (বসু), হাউজারম্যানদা, পণ্ডিতমশাই গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), সরোজিনীমা, সেবাদি প্রভৃতি।

কথায়-কথায় Divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজার-ম্যানদাকে দেখিয়ে বললেন—ওদের দেশে এখনও বহু ঘর আছে যারা divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করে না। রোমান ক্যাথলিকরা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) পছন্দ করে না।

এইরকম বিভিন্ন দেশে যারা divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) পছন্দ করে না, তাদের সাথে এরা মিলিত হ'য়ে একটা বিরাট গোষ্ঠী হ'য়ে উঠতে পারে। রে'র কথা শুনে আমার মনে হয়, divorce (বিবাহবিচ্ছেদ)-এর প্রতি মানুষের যে একটা normal liking (স্বাভাবিক ঝোঁক) আছে তা' নয়।

আকুদা—এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে divorce essential (বিবাহবিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক) হ'য়ে পড়ে। সংসারে এমন গণ্ডগোল হয় যে কিছুতেই মতের মিল হ'তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে বর্জ্জন নাই, ফাঁকে থাকার কথা আছে। কিন্তু তাতে ঐ মেয়েলোক যে আবার অন্যের সাথে যেয়ে বিয়ে বসবে, সে-বিধান তোমাদের শাস্ত্রে নাই।

কেষ্টদা—কিন্তু ঐ জাতীয় একটা বিধান যে আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' সমীচীন হ'লেও শুভপ্রসূ নয়। ওটা আপদ্ধর্ম্ম। আপদ্ধর্ম্মে'রও আবার category (শ্রেণী) আছে। যেমন war-এ (যুদ্ধে) যেয়ে হয়তো গোমাংস খেলে, জেলে যেয়ে কার হাতে কী খেলে, অসুস্থ হ'য়ে হয়তো ডোমের হাতে জল খেলে। তাতে তোমার জাত যায় না। কিন্তু আপদ্ধর্ম্ম'কে চিনে considerately (বিবেচনা-পূর্ব্বক) তার প্রয়োগ করা লাগবে তো! আমার মনে হয়, যে-family-তে (পরিবারে) divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) আছে, সে family-র (পরিবারের) মেয়ে বিয়ে করতে নেই।

জ্ঞানদা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এখন বললেন—ঘরে যার দুটো ভার্য্যা, সে divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) ছাড়া করবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐযে কী একটা কথা আছে "Love knows no law" (ভালবাসা আইন মানে না), দুটো ভার্য্যা ঐ রকম selection-এর (নির্ব্বাচনের) মধ্য-দিয়েই আসে। ছোটবেলায় শুনেছি ঐ সব কথা। বাংলাতেও ঐরকম কী জানি একটা কথা আছে—

সুশীলদা—যার দিকে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ। অনেকে দুষ্মন্ত শকুন্তলার গল্প তুলে ওটাকে সমর্থন করতে যায়। শকুন্তলাকে দেখামাত্রই দুষ্মন্তের মন শকুন্তলার উপরে পড়ল। তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু দুষ্মন্ত জানে, ও ব্রাহ্মণকন্যা। তবুও ওর মন ওদিকে যায় কেন? তখন নিজে মনে-মনে বিচার করতে আরম্ভ করল—আমার পিতৃ-পুরুষ শিষ্টভাবে চলেছে, আমার বংশে কখনও পাপ ঢোকেনি, আমার বংশও সদাচার-সম্পন্ন, তা' সত্ত্বেও আমার মন যখন শকুন্তলার দিকে টানছে তখন ও নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা। কিছুতেই বিপ্রকন্যা নয়। কারণ, আমি যে বংশের ছেলে তাতে আমার মন কখনও খারাপের দিকে যেতে পারে না।

সুশীলদা—হ্যাঁ, শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্তের উক্তিই আছে—

"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যমস্যাম্ অভিলাষি মে মনঃ।"

(যেহেতু আমার আর্য্য মন ইহার পরে অভিলাষী, অতএব এ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা)।

এর পর জ্যোতিষ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠলেন।

২৪শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১০। ১০। ১৯৫৬)

কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুনিদ্রা হয় নি। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। নাড়ীর গতিও মাঝে মাঝে দ্রুত হ'য়ে পড়ছে। শরীর খারাপ বোধ করছেন আজ সকালে। সকাল ৮টার পর একটু চোখ বুঁজে শুলেন। কিছুক্ষণ ঘুমোবার পরে শরীর একটু পাতলা বোধ হ'চ্ছে।

বিকালের দিকে আজ অনেকটা ভাল আছেন। আজকাল প্রায়ই বিকালে পশ্চিম-দিকে হরিনন্দনদার চৌকির কাছে আমতলায় এসে বসেন। আজও এসে বসলেন কিছুক্ষণ।

সন্ধ্যার পরে বারান্দায় এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ব'সে শ্লেট পেন্সিল চেয়ে বললেন—দে তো, একটু লিখতে পারি কিনা দেখি।

শ্লেটে পরিষ্কার ক'রে লিখলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

Ramendra Shundar Tribedi.

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

পৃথ্বীরাজ

ত্রিধারা সঙ্গম।

সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিট। একটু পরে আবার একখানা আলাদা শ্লেটে লিখলেন।

উন্নতির মূল সূত্র শ্রদ্ধাবিনায়িত
অনুশীলন-তৎপর আত্মকৃষ্টি।

তারপর—

শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম
কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন
বসুদাভিরী নারা বদনকমল স্বাদমধুপ।

২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ১১। ১০। ১৯৫৬)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভালই আছে। নিজেই একটু মোটরে ক'রে ঘুরে

আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারপর দালানের বারান্দা থেকে নেমে হেঁটে-হেঁটে কারখানার ধারে গেলেন। পূজ্যপাদ বড়দা আগেই এখানে গাড়ী এনে রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তাড়াতাড়ি তাঁর বসার জন্য একটা বেঞ্চি এনে দেওয়া হ'ল, বসলেন তাতে। কারখানার কাজ দেখতে-দেখতে একবার তামাক খেলেন। তারপর গামছা দিয়ে মুখ মুছে গাড়ীতে উঠলেন। শ্রীশ্রীবড়মা আগেই এসে বসেছেন পেছনের সীটে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পাশে বসলেন, সামনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিকদানী ও গাড়ু-গামছা নিয়ে উঠেছেন বঙ্কিমদা (রায়)। চালকের আসনে বড়দা উঠতে যাওয়ার আগে বঙ্কিমদাকে বললেন—দেবীকে ডাক দেন।

গাড়ীর আশেপাশে বহুলোক দাঁড়িয়ে। পূজ্যপাদ বড়দার মুখে ঐকথা শোনামাত্র আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। বড়দার নির্দ্দেশে গাড়ীতে ওঠার সময় গাড়ীর দরজার সাথে আমার মাথাটা ঠুকে গেল।

বড়দা—দেখিস্, ওঠার সময়েই লাগালি এক গুঁতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে চল্ নড়ালে। দূরে যেয়ে দরকার নেই।

বড়দা—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে মাথায় গুঁতো লাগাল।

বড়দা—মাথায় গুঁতো লাগলে কিছু হয় না। মস্তকে বাধা কার্য্যসিদ্ধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন শিশুর মত বুঝলেন। তারপর পূজ্যপাদ বড়দা গাড়ী নিয়ে জসিডি পর্য্যন্ত গেলেন। সেখান থেকেই আবার সকাল-সকাল ফিরে আসা হ'ল। এই ঘুরে আসার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ভালই দেখাচ্ছে।

২৭শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৩।১০।১৯৫৬)

আজ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর মোটামুটি ভালই আছে। শারদীয়া নবমীর সকাল। অনেক বালক-বালিকা ও মায়েরা নতুন কাপড় প'রে এসে ঠাকুর প্রণাম করছেন। ছোটরা ঠাকুর প্রণাম ক'রে আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনেই শারদীয় ঋত্বিক-অধিবেশন। তাই, বাইরের থেকে অনেকে আসতে সুরু করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় মাঝের চৌকিখানির উপরে ব'সে প্রশান্ত বদনে সবার আসা-যাওয়া দেখছেন।

আসামের ডাঃ সুধাংশু মজুমদার দাদা এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্, আমার heaviness-টা (ভার-ভার ভাবটা) যে কিছুতেই যাচ্ছে না। হাত-পা ভার। (ডান হাত দেখিয়ে) এই যে, বেশী মুঠ করতে পারি না। কথা কইতে পারি না। মাথার মধ্যে ভার-ভার লাগে। আর কেবলই নানা

চিন্তা মনে হয়, যা' আমার মোটেই ছিল না। কবে কোথায় কী হইছিল, সেই সব খালি মনে হয়। ওরে, এগ্‌লো সারায়ে দিয়ে যা। কীরকম একটা বিশ্রী। এরকম-ভাবে যদি প'ড়ে থাকা লাগে তাহ'লে তো মুশকিল। আমার জীবনে যেগুলো মোটেই ছিল না সেগুলো সব এসে হাজির হয়েছে।

হাউজারম্যানদা—কাল রাতে ঘুম হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হইছিল। কিন্তু ভোরে উঠে আবার ঐ সব চিন্তা হ'তে থাকে।

সুধাংশুদা সব ভালভাবে দেখবেন ব'লে জানালেন। একটু পরে বোনা-মা এসে জানালেন, আজ বিকালে তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন, ওঁদের আনার জন্য একখানা গাড়ী চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় খোকারে ক'স্।

বোনা-মা—আমি পারব না, আপনি বলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইটুকুই বলতে পারবা না। আমার বলার দিন যে এগিয়ে আসছে তা' বোঝ না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে ডাকতে বললেন। বড়দা এসে দাঁড়াতে বললেন—বোনার কোন্ আত্মীয় আসবে আজ বিকেলে। একখান ভাল গাড়ী ক'রে ওদের এনে দিস্।

বড়দা—আজ্ঞে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তোর সাথে কথা কয় না ?

বড়দা—(একটু মুচকি হেসে বললেন) না।

কিছু পরে পূজ্যপাদ বড়দা অন্যদিকে চ'লে গেলেন। ইতিমধ্যে কাছে এসে বসেছেন আকুদা (অবিনাশচন্দ্র অধিকারী), সুশীলদা (বসু), স্পেন্সারদা, প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি। আজ সকালে আকাশে মেঘ জমে আছে। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আজ এমন মেঘলা ক্যা রে ?

আকুদা—চন্দ্র জলরাশিতে কিনা, সেইজন্য একটু জল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাকি ? (একটু চুপচাপ কাটল, তারপর) আমার অসুখের একটা লক্ষণ এই যে কেবল dark side-এর কথা মনে হয়। সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পরেই ঐ সব কথা মনে হ'তে থাকে।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—

আমি আজকে ভাবতিছিলাম, রামচন্দ্র বড় রাজা, অযোধ্যার রাজা ; কিন্তু তার সাথী সব ছোট-ছোট—বাঁদর, রাক্ষস এই সব। লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব-টুগ্রীব তাঁর Parliament (রাষ্ট্রীয় সংসদ্) ছিল। তারপর কেষ্ট ঠাকুরেরও ঐ, যত গোয়াল-

মোয়াল নিয়ে কারবার। যত বড় বড় লোক সব কৌরবদের পক্ষে। আবার, বড়দের মধ্যে যারা নগণ্য তারা কৃষ্ণের পক্ষে। বুদ্ধদেবের কেমন ছিল জানি না। কিন্তু চৈতন্যদেবের তো কথাই নেই। তাঁদের সব ঐ সাধারণ লোক। মায় রামকৃষ্ণ ঠাকুর পর্য্যন্ত। নরেন দত্ত-টত্ত তখন তো কিছুই না, কে চিনত ; আবার, এমন কিছু educated-ও (শিক্ষিতও) না ; ordinary B. A. (সাধারণ বি-এ পাশ)। তারপর Christ (খ্রীষ্ট), হজরত মহম্মদ সবারই ঐ। কেষ্ট ঠাকুরের জীবনের আরম্ভই তো রাখাল বালকদের নিয়ে।

আজকাল কিছুক্ষণ পর-পরই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাল্‌স্‌ দেখা হয়। এখন একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এখন কত বাড়িছে দেখবি ?

প্যারীদা নাড়ী দেখে বললেন, ৭০।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মাথাটা কেমন চাপবাঁধা হ'য়ে আছে।

আকুদা—আপনি আবার উঠে পড়েন। যৌবনকালে যেমন ছিলেন। নতুন ধর্ম্ম স্থাপন, ধর্ম্মের নতুন interpretation (ব্যাখ্যা) দিয়ে, customary idea (চলতি ধারণা)-গুলিকে ঠিক ক'রে দেন। তাহ'লেই শরীরও ঠিক হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (একটু হেসে)—তা' কি আর হবে ?

এর পরে প্রকৃত বড়লোক ও তথাকথিত বড়লোক সম্বন্ধে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন দেশে passionate crave (প্রবৃত্তিপূরণী আকাঙ্ক্ষা) থাকে, তখন অনেকে mask of greatness (মহত্ত্বের মুখোস) প'রে চলতে থাকে। এরাই হ'ল আজকালকার তথাকথিত বড়লোক। এরা mask of the time (সময়োপযোগী মুখোস), মানে, চলতি চলন প'রেই থাকে। সেইজন্য দেখা যায়, great man-দের (মহান ব্যক্তিদের) কাছে ঐ জাতীয় বড়লোক কমই থাকে। তারা একটা honest indulgence (সাধু আশ্রয়) নিয়ে চলে। কিন্তু তার মধ্যে যারা সাত্বত ধর্ম্মের, তারা ছুটে বারায়ে পড়ে।

হাউজারম্যানদা—তার মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যি বড়লোক যারা তারা বেরোয়। যেমন কেষ্টঠাকুর সত্যি বড়লোক। তিনি বসুদেবের ছাওয়াল। কিন্তু তাঁর কাজ আরম্ভই হ'ল গোয়াল নিয়ে। কৌরবদের পক্ষে সব বড়-বড় রাজা। শ্রীকৃষ্ণ থাকলেন পাণ্ডবদের পক্ষে সব সাধারণ মানুষ নিয়ে। কৌরবরা পাণ্ডবদের আধাআধি রাজত্বও দিল না। শেষকালে পাঁচখানা গ্রাম চাইতে গেলে বলল সূচ্যগ্র ভূমিও দেবো না। তারপর বাধল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ঐ তথাকথিত বড়লোকগুলি সব smashed (ধ্বংস) হ'য়ে গেল। Christ-এর

(খ্রীষ্টের) ব্যাপারও এমনতর, সব জেলে-মালো নিয়ে কাজ সুরু। শুনেছি Christ (খ্রীষ্ট) ছোটলোক নিয়ে চলেন ব'লে প্রথমটা ম্যাগডালা তাঁকে ঘৃণাই করত। রামচন্দ্রেরও ঐ অবস্থা—বাঁদরদের নিয়ে, অনার্য্যদের নিয়ে চলতেন। রাবণ যখন সীতাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল তখন রামচন্দ্র ওদের নিয়েই দল বাঁধলেন, বেঁধে সীতা উদ্ধার করলেন। আবার, রাবণের group-এর (দলের) মধ্যে যাদের sanity (মানসিক সুস্থতা) ছিল তারা চ'লে গেল রামচন্দ্রের দলে, মাও-সে-তুং-এর soldier এর (সৈন্যের) মত। দেশের soldier (সৈন্য) সব তার অনুগত। সরকারী সৈন্য-দলকে পাঠানো হয় মাও-সে-তুং-কে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তারা বন্দুক মারে ওর উল্টো, মানে মাও-সে-তুং-এর শত্রুকেই মারে। তথাকথিত বড়লোক হ'ল wealthy rich man (সম্পন্ন ধনী ব্যক্তি)। ঐ যে Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা আছে—"It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." (ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চাইতে একটি উটের পক্ষে একটি সূচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে চ'লে যাওয়া সহজ)। ওরা Lord-এর (প্রভুর) কাছে যায় না। ভাবে যে ও ছোটলোকের সর্দ্দার। ওর কাছে আবার যাব কি! কিন্তু সেই ছোটলোক মানে common man (সাধারণ মানুষ)।

স্পেন্সারদা চুপ ক'রে ব'সে শুনছিলেন। এখন বললেন—Man's desire is to love somebody (মানুষ কাউকে ভালবাসতে চায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Is to live and grow, and that is prop of existence (বাঁচতে ও বাড়তে চায়। আর তাইই সত্তার অবলম্বন)। তা' যা'দের নেই তারা Christ-এর (খ্রীষ্টের) সব কথা নেয় না, নেয় সেইগুলি যেগুলির সাথে তাদের passionate crave-এর (প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার) মিল আছে। যেমন আজকাল Christ-এর (খ্রীষ্টের) অনেক follower (অনুকরণকারী) divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করে। তাদের Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথা ভাল লাগে না। ভাল লাগে পলু-এর কথা। পলু তো divorce-এর (বিবাহবিচ্ছেদের) কথা বলেছে?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই তো হ'ল।

সকাল সাড়ে নয়টা বাজে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন কেষ্টদা, আগে আমি মানুষের bright side-ই (উজ্জ্বল দিকই) চিন্তা করতাম। ভাবতাম dark side (খারাপ দিক) চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই নেই। ভালটা যদি ঠিক করতে পারি, যাতে মানুষের ভাল হবে তা' যদি

ক'রে দিতে পারি, তাহ'লে খারাপ আপনি চ'লে যাবে। কিন্তু এখন dark (খারাপ) কথা মনে হয়।

* * *

সন্ধ্যার পরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লোকজন কম। আদিত্য মুখার্জী এসেছেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ক'রে-ক'রে শুনছেন। তারপর কথায়-কথায় বললেন—

—গোলাপের রং লাল কেন? সূর্যের আলোর অন্যান্য রং গোলাপ absorb ক'রে (শুষে) নিতে পারে, কিন্তু লাল রংটা নিতে পারে না। এর মধ্যে কী affinity (সঙ্গতি) আছে সেটা যদি বের করতে পার তাহ'লে কাম একটা হয়। আর একটা কথা আমার মনে হয়, ক'য়ে রাখি। এটাও বের করতে পারলে একটা বড় কাম হয়। এমন কিছু করা যায় কিনা যে বোম আর মোটে ফাটবেই না। যে-কোন বোমই হোক, এমন-কি, এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমও মাটিতে পড়ামাত্রই all quiet (সব শান্ত) হ'য়ে যাবে।

কথা চলাকালীন জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও পূজনীয় অশোকদা (পূজ্যপাদ বড়দার জ্যেষ্ঠ পুত্র) এসে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য একজন ডাক্তার আনার কথা বলছেন কয়েকদিন ধ'রে। ও'রা সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতায় গিয়েছিলেন। একটু আগে ফিরে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কাছে সব খবর জানতে চাইলেন। ওঁরা জানালেন, ডাঃ হিমাংশু রায়ের সাথে কথাবার্তা ব'লে প্রায় সব ঠিক ক'রে এসেছেন। ডাঃ রায় আজ রাতে দিল্লী এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে রওনা হবেন, আগামীকাল সকালে এখানে এসে পেঁছিবেন।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬ঃ—আজ প্রাতে ডাঃ হিমাংশু রায় সপুত্রক আশ্রমে এসে পেঁছালেন। তিনি পূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীতেই উঠলেন। একটু বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলেন। দেখাশুনার পরে ডাঃ রায়ের এখানে থাকা সম্বন্ধে কথা উঠল। তিনি নানারকম আপত্তি দেখাতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁকে এখানে থাকার জন্য বার-বার অনুরোধ করতে লাগলেন, বিশেষভাবে বললেন। কিন্তু ডাঃ রায় কিছুতেই এক কথায় রাজী হ'তে পারলেন না। বহু অসুবিধার কথা বললেন।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৬ঃ—আজ সন্ধ্যায় হিমাংশুবাবু কলকাতায় ফিরে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর মোটামুটি ভালই আছে আজ।

১১ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৭।১০।১৯৫৬)

শান্ত সকাল। শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় চৌকিতে উত্তরাস্য হ'য়ে সমাসীন। স্থানীয়

সৎসঙ্গী ডেগলাল রাম ঠাকুর-প্রণাম করতে এসেছে। প্রণাম সেরে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে কালীষষ্ঠীমা এসে তাকে ওখান থেকে চ'লে যেতে বললেন। ডেগলাল চ'লে না যেয়ে একটু স'রে দাঁড়াল। কিন্তু কালীষষ্ঠীমা তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি ডেগলাল ভাইকে ওখান থেকে একেবারে চ'লে যেতে বলতে লাগলেন। ডেগলালও যাবে না, কালীষষ্ঠীমাও ছাড়বেন না। উত্তর-প্রত্যুত্তর ক্রমশঃ গরম হ'য়ে উঠতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে ব'সে তামাক খাচ্ছেন এবং সব দেখছেন। এদিকে ওঁরা দুজনেই চীৎকার ক'রে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন।

ডেগলাল—আপনি কেন আমাকে চ'লে যেতে বলবেন? কী অধিকার আপনার?

কালীষষ্ঠীমা—আমার এখানে সাড়ে ষোল আনা অধিকার। সেই অধিকারে তোরে তাড়াব।

ডেগলাল—আমি যাব না। দেখি আপনি কী করতে পারেন।

কালীষষ্ঠীমা—কথার পরে কথা? জুতো মেরে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

স্বরগ্রাম খুব উঁচু হ'য়ে সারা সকালটা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দূর থেকে এই চেঁচামেচি শুনে পূজ্যপাদ বড়দা এগিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে তিনি ডেগলালকে বুঝিয়ে চ'লে যেতে বললেন। বড়দার কথা শুনে ডেগলাল বাইরে চ'লে গেল। কালীষষ্ঠীমা এতক্ষণে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে আরো নানা কথা কইতে লাগলেন। পূজ্যপাদ বড়দা কিছুক্ষণ কাছে থেকে চ'লে গেলেন অন্যদিকে।

সকাল ৯টা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা প্রভৃতি এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইসময় ডেগলালকে ডাকতে বললেন। ডেগলাল এলে বললেন —ও যখন ক'চ্ছে 'আমার এখানে সাড়ে ষোল আনা অধিকার', তুই যদি তখন "আমারও এখানে পুরো অধিকার" এই ব'লে চ'লে যেতিস্, ভাল হ'ত।

তারপরেও বার বার বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যদি অতটুকু ব'লে চ'লে যেত, ভাল হ'ত। বলতে বলতেও বলল না।

তারপর ডেগলালকে বললেন—দেখ্, তোর সাথে যে-ই খারাপ ব্যবহার করুক না কেন, তুই তার সাথে ভাল ব্যবহার করবি। বাড়ীতে যদি একপোয়া দুধও হয় তবে নিজে না-খেয়ে সেই দুধটুকু নিয়ে দিবি ঐ যে তোর সাথে গণ্ডগোল করেছে তাকে। এইভাবে কিছুদিন চললেই দেখবি কী হয়।

কেষ্টদা—আপনি নগেন চৌধুরীর কথা বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার সাথে আমি বার বছর ধ'রে এমনি ব্যবহার করেছিলাম। সে আমার নিন্দা করত, কিন্তু আমি তার প্রশংসা করতাম। এইরকম চলতে-চলতে একদিন

মানুষজনই তারে ঠেসে ধ'রল—ঠাকুর তোমার প্রশংসা করে, আর তুমি খালি তার নিন্দা কর? এইরকম হয়। শোন্, প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীই তোর ভাই।—যেমন পিতার ঔরসজাত সন্তানরা সবাই ভাই-ভাই, তোর কাছে তেমন সমস্ত সৎসঙ্গী। ভাইকে বুক দিয়ে রক্ষা করব, এইরকম মনোভাব থাকা চাই। আমাকে না মেরে ফেলে আমার ভাইয়ের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। এইরকম হ'য়ে ওঠ্। কেউ যদি তোকে গালাগালি করে, তাকে যদি কাদা ক'রে ফেলতে না পারিস্ তাহ'লে আমার আপ্‌সোস থেকে যাবে। ঐ যে হাউজারম্যানের গায়ে শালিকপাখী ব'সে থাকে যেমন ক'রে, সে যেন ঐরকম হ'য়ে ওঠে তোর কাছে।

ইদানীং হাউজারম্যানদা একটি শালিকপাখী পুষেছেন। বাইরে বেরোবার সময় তিনি শালিকটাকে নিয়েই বেরোন। শালিকটা ছাড়া অবস্থাতেই তাঁর কাঁধে ব'সে থাকে। কখনও একটু উড়ে গেলেও আবার এসে কাঁধের উপরই বসে। এই বিচিত্র ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর আবার বলছেন—কেউ যদি তোর বৌ তুলেই গালি দেয় তবে তাকে বুঝিয়ে দিবি যে তোর বৌ তার মা। এ যদি না-পারিস্ তাহ'লে দুঃখের কথা। এই যে কালীষষ্ঠী অত কথা কচ্ছিল, তখন তুই কইছিলি প্রায়। যখনই সে বলল, 'আমার এখানে সাড়ে ষোল আনা অধিকার, তখনই যদি তুই বলতিস্ আপনার সাড়ে ষোল আনাই হোক আর পৌনে ষোল আনাই হোক, আমার এখানে পুরো অধিকার। আপনার ওপরেও আমার অধিকার;—এই ব'লে যদি চ'লে যেতিস্ তবে খুব ভাল হ'ত। তারপর যখন দু'জন লোক গণ্ডগোল করে তখন এক পক্ষের চুপ ক'রে যেতে হয়। আগুনে যদি জল দেওয়া না যায় তবে কি তা' ঠাণ্ডা হয়? দু'জনেই ঝগড়া করতে লাগলে গণ্ডগোল আর থামে না। আমি কই, আমি যা' ক'লেম ভবিষ্যতে তা' ভুলিস্ নে। আর যখন দেখবি আমার সামনে এমন গণ্ডগোল হ'চ্ছে তখন একটা মোক্ষম কথা ক'য়ে স'রে যাবি।

ডেগলাল—আমি প্রথম ওঁর কথা সহ্য করছিলাম। পরে উনি যখন বললেন 'জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব' তখন আমার রাগ হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই এতক্ষণ ধ'রে যা' ক'লেম, রাগটা ঐ রকমের হওয়া চাই। তবেই রাগ ক'রে লাভবান হবি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মর্ম্মস্পর্শী দরদী কথায় ডেগলাল ভাইয়ের হৃদয়ের ভার যেন হালকা হ'য়ে গেল। তার চোখেমুখে ফুটে উঠল আনন্দের প্রকাশ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল।

কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্লেট-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখলেন—জীবনের ধর্ম্ম হ'ল বেঁচে থাকা—বেড়ে ওঠা।

Kali Krishna
Kali Krishna
Krishna.
Ramennra
Krishna Prasad
Krishna Prasad.

১২ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮।১০।১৯৫৬)

প্রাতে—বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একে-একে এসে বসলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্যারীদা (নন্দী), হাউজারম্যানদা, প্রফুল্লদা (দাস) প্রভৃতি। এ ছাড়া বোম্বে থেকে চন্দ্রকান্ত মেটাদা কয়েকজন দাদা ও মাকে সাথে ক'রে নিয়ে এসেছেন। তাঁরাও এসে একটু দূরে বসেছেন। সার্থক ক'রে নিচ্ছেন, ধন্য ক'রে তুলছেন তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়কে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে কথা বলছেন, কখনও বা কারো প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলছেন। ভাষার ব্যবধানে বোম্বেবাসীদের কাছে সব কথা বোধগম্য হচ্ছে না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর কথাগুলি কেষ্টদা ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে বলছেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বুঝতে পেরে ঐ বহিরাগত দাদা ও মায়েদের চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। কেউ-কেউ আবার কেষ্টদাকে প্রশ্ন ক'রে বক্তব্যগুলি আরো পরিষ্কার ক'রে বুঝে নিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চলেছেন—

—ধৃতিই যখন বিকৃত হ'য়ে যায় তখন মিষ্টি খেতেও আর ভাল লাগে না। ঐ যে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কী একটা কথা আছে—যখন পিত্তাধিক্য হয় তখন মিশ্রী ভাল লাগে না। তাই ব'লে, মিশ্রীর মিষ্টত্ব কিন্তু কম থাকে না। অমনি ভগবানের নাম করতে, তাঁকে ভালবাসতে যখন ইচ্ছে করে না তখন বুঝতে হবে আমার ভিতরে বিকৃতি এসে গেছে। অন্য purpose-এ (উদ্দেশ্যে) আমি এত বিজড়িত যে তাঁর নাম করতে ভাল লাগে না। উপায় হ'ল, তাঁকে একটু-একটু ক'রে ভালবাস, তাঁর নাম কর।

একটু চুপ ক'রে থেকে আনমনে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথাগুলো খুব apt (যথোপযুক্ত)।

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথার 'পরে অনেকে আবার কারুকার্য্য করে—সেটা ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমার যা' তোফিল—সত্যানুসরণ যার এস্তামাল

আছে তার সব আছে। তারপর নানাপ্রসঙ্গে কোন্ part-এ (খণ্ডে) যেন—?

কেষ্টদা—Second part-এ (দ্বিতীয় খণ্ডে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাতে প্রায় সব আছে।

শ্রীশ্রীবড়মার আজ কয়েকদিন যাবৎ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-মত হয়েছে। আজ আর জ্বর নেই, কাসি আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কথার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে বড়মার খবর নিচ্ছেন। ডাক্তাররা এলে দেখতে পাঠাচ্ছেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চাপরাস পাওয়ার গল্প উল্লেখ ক'রে চুনীদা বললেন—আচ্ছা, সৎসঙ্গীরা যে দীক্ষা হওয়া-মাত্রই যাজন করতে আরম্ভ করবে, কিন্তু তারা তো চাপরাস পায়নি।

কেষ্টদা—পেয়েছে বৈ কি! দীক্ষার সংকল্পগ্রহণই তো চাপরাস পাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঠিয়া-বাবার কাছে যে দীক্ষা নিতে যেত তার সাথে কাঠিয়া-বাবা কেমন ব্যবহার করতেন, মারধোরও করতেন। তাকে হয়তো রান্না করতে বললেন। রান্না খেয়ে সবাই ভাল বলছে। কাঠিয়া-বাবা ব'লে উঠতেন 'এই, নুন দিয়া নেই কাহে'। এইরকম নানাভাবে পরীক্ষা করতে-করতে যখন দেখতেন, সে-লোক তবুও স'রে যায় না, তখন তাকে দীক্ষা দিতেন। এইরকম যে আসে—আর ফেরে না, কোনদিন যার ফেরার সম্ভাবনা থাকে না, সে-ই চাপরাস পেয়েছে। ফেরার সম্ভাবনা দেখলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির মনোবৃত্তি আছে। যেমন গবর্ণমেণ্টের 'সীল্' থাকে, এ তেমনি ভগবানের 'সীল্'। লাথি খাক, গুলি খাক, ফেরার কথা তার আর থাকে না।

কেষ্টদা—রামদাস-স্বামী আবার রাজনীতির উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-রাজনীতি মানে আমি বুঝি, দুনিয়ার রঞ্জনানীতি। রঞ্জিত হ'য়ে ওঠ সবাই ঐ নীতিতে। Politics (রাজনীতি) মানে আমার তো ঐ কথা—to nurture and to fulfil (পোষণ ও পূরণ)। আর, এ politics (রাজনীতি) সবারই জন্যে।

এই সময় আকুদা এসে সামনের মেঝেতে বসতে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি বললেন—এই, ওকে একটা আসন দে, আসন দে।

প্যারীদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনে একটা আসন দেখে সেটা এগিয়ে দিলেন আকুদাকে। আসন দিতে যে এটুকু দেরী হ'ল তা' লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই দেখ্, তোদের এইটুকু inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) নেই। ও আস্‌লে বসতে দিস্‌নে, কেষ্টদা আস্‌লে বসতে দিস্‌নে।

কেষ্টদা—আমরাই তো বসি নে!

শ্রীশ্রীঠাকুর (প্যারীদার দিকে তাকিয়ে)—তারা তো বসতে চাইবেই না। কিন্তু তোদের দেওয়া উচিত। এই দিতে-দিতে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। দেওয়াতে আকুরও কিছু হবে না, কেষ্টদারও কিছু হবে না। কিন্তু তোদের লাভ। আমি অনন্তরে শেখাতাম এইভাবে। তার সামনেই লোকের তামাক সাজতাম, বসতে দিতাম।

তারপর আবার পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে রামদাস স্বামীর কথা নিয়ে বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

—আমার কেমন মনে হয়, ও'দের মানে রামদাসের, কেষ্ট ঠাকুরের একটা মৃত্যু-স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি আমার মৃত্যু-স্বীকৃতি করি, সাথে-সাথে সবারই মৃত্যু-স্বীকৃতি করতে হয়।

কেষ্টদা—সামনে একজনের মৃত্যু দেখেও স্বীকার করতে ইচ্ছা করে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয়, তাকে রাখতে পারলাম না কোন flaw-এর (খুঁতের) জন্য।

কেষ্টদা—আপনার কাছ থেকে প্রত্যেকটা জিনিষের একটা নতুন conception (ধারণা) পাচ্ছি। সবই দেখলাম নতুন ব্যাখ্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এ আমার পাগলামি। এখনও অবশ্য এ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ পাগলামির রকমই হ'ল, সবাইকে young (তরুণ) দেখতে চায়। সেদিন নব্বই বছরের এক বুড়ো আইছিল, খুঁজে-খুঁজে বের করলাম তার মধ্যে youth (তারুণ্য) কতখানি আছে। পাগলামি জেনেও ঐ রকমই দেখার ইচ্ছা হয়। ……আমি যতখানি বয়স বাঁচব, ইচ্ছা করলে সে-বয়সটা আমি double (দ্বিগুণ) করতে পারি। এই যে আজকাল যা' শুনছি—১৮০, ১৮৭, ১৬০ এইরকম আরো কত বছর মানুষ বাঁচে, এরকম তো আগে শুনিনি। Life-span (জীবনের দৈর্ঘ্য) extend (বিস্তৃত) করা যায়। যদিও এখন এটা পাগলামি মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, কেউ যদি এটা নিয়ে গবেষণা ক'রে ঠিক materialised (বাস্তবায়িত) ক'রে ফেলতে পারে তবে আর পাগলামি মনে হবে না।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Dictation (বাণী)-গুলি খুব practical (বাস্তব) মনে হয়।

কেষ্টদা—সবই যে practical experience-এর (বাস্তব অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে। এক-একটা dictation (বাণী) সাবানের ফেনার মত, যত ফেনাবে ততই বাড়বে। অনেকগুলি coined word (নতুন সৃষ্ট শব্দ) আছে বটে, কিন্তু তবুও মনে হয় সব নিয়ে এগুলো খুব practical (বাস্তব)।

কেষ্টদা—আপনার literature-টা (সাহিত্যটা) সত্যিকারের সাহিত্যরসগ্রাহীর হাতে এখনও পেঁছায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহিত্য-টাহিত্য ওতে আছে কিনা জানি না। তবে জিনিষগুলি খুব practical (বাস্তব)।

১৫ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ৩১। ১০। ১৯৫৬)

কাল রাত থেকেই আকাশ বেশ মেঘলা। আজ সকালে ফোঁটা-ফোঁটা বর্ষা পড়তে সুরু করেছে। কিরকম একটা বিশ্রী আবহাওয়া। গতকাল সকালে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে বর্ত্তমান অসুস্থতা সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বোস), হাউজারম্যানদা, বৈকুণ্ঠদা (সিং), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রভৃতি কয়েকজন আছেন। নানা বিষয়ে নানারকম কথাবার্ত্তা চলছে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টাকা-পয়সার লোভে যারা এখানে কাম করতে আসে, তারা কাম করতে পারে না। তাদের লক্ষ্যই হ'য়ে যায় দুইভাগ। কাম ঠিকমত করতে হ'লে, আগে লক্ষ্য স্থির করা লাগে। যাদের টাকা-পয়সার চাহিদা থাকে তাদের দিলেও যে কোন উপকার হয় তা' হয় না। কারণ, তারা ঐ টাকা-পয়সা রাখতে পারে না।

এর পর গ্রহ ও গ্রহদোষ নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে গ্রহদোষ আমরা কই, তার কারণ হ'ল নিজেদের অজ্ঞতা, অপারগতা, আর অনুচর্য্যী যে-পরিবেশ তার অদূরদর্শী চলন। আমি লক্ষ্য করছি, এই জিনিষগুলি আমার বরাবরই আছে। এর সাথে tussle (যুদ্ধ) ক'রে-ক'রে চলছিলাম। এখন আর যেন তা' পারছি না।

একটু পরে মনুষ্যচরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা আরম্ভ হ'ল।

বড়দা—সক্রেটিসের ঐ ফর্ম্মুলাটা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী রে?

বড়দা—প্রথম নম্বর হ'চ্ছে, The man who knows not that he knows not is a fool, avoid him (যে ব্যক্তি জানে না যে সে কিছুই জানে না, সে একটি বোকা, তাকে বর্জ্জন কর)। দ্বিতীয়টা হ'ল, The man who knows that he knows not is a friend, keep his company (যে ব্যক্তি জানে যে সে কিছু জানে না, সে বন্ধু, তার সঙ্গ কর)। তৃতীয় হ'চ্ছে, The man who knows

not that he knows is a saint, follow him (যিনি জানেন না যে তিনি জানেন, তিনি একজন সন্ত, তাঁর অনুসরণ কর)। আর সর্ব্বোত্তম হ'ল, The man who knows that he knows is a god, worship him (যিনি জানেন বলিয়া জানেন, তিনি দেবতা, তাঁকে পূজা কর)।

কথাগুলি শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—বাঃ সুন্দর কথা তো! আর একবার বল্ দেখি।—পূজ্যপাদ বড়দা আবার কথাগুলি আবৃত্তি করলেন।

১৭ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২। ১১। ১৯৫৬)

কাল সারাদিন ধ'রে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। রাতে জোর বর্ষা হওয়ার পরে আজ সকালে বর্ষা কমে গেছে। আকাশে এখনও মেঘ আছে। কাল দেওয়ালি ছিল। ঝড়বৃষ্টি থাকার জন্য এবার আলো দেওয়া বা বাজি পোড়ানোর আনন্দ ছেলেদের একটু কমই হয়েছে।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দাতেই বসেছেন। রেণুমা, সেবাদি, সরোজিনীমা, প্যারীদা (নন্দী) তাঁর সেবায় ব্যাপৃত রয়েছেন। একটু পরে হাউজারম্যানদা বিহারের প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবলদেব সহায়কে নিয়ে এলেন, সাথে এলেন সুশীলদা (বসু), স্পেন্সারদা, বৈকুণ্ঠদা (সিং) প্রভৃতি। বলদেববাবু এখানে এসে কয়েকদিন ছিলেন। আজ তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল, বলদেববাবু সেখানে বসলেন। আর সকলে বসলেন সামনে মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির উপর।

কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর বলদেববাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। জানালেন, আজ ওঁর বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা।

হাউজারম্যানদা—লক্ষ্মীপূজা মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্মী কথার root-meaning-ই (ধাতুগত অর্থই) হ'ল আলোচন, to see keenly (তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখা), দর্শন, জ্ঞান এই সব। এইগুলি যাতে বাড়ে তা' করাই হ'ল লক্ষ্মীপূজা। আর, কালী হ'ল কল্-ধাতু থেকে। তাই তার মধ্যে আছে সৎপূজা, অসৎ-নিরোধ।

সুশীলদা—আচ্ছা, অলক্ষ্মীর পূজা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্মীর উল্টো যা' তাই অলক্ষ্মী। তাকেও জানতে হবে, মানে অসৎ যা', সত্তাবিরুদ্ধ যা' তাকেও জানতে হবে। জেনে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সত্তার ধর্ম্মই এই দুটো। সে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে চায়, আর

সেইজন্যেই সত্তাবিরোধী যা' তাকে প্রতিহত করতে চায়। শুনতে পাই, তুলসীদাস নাকি খলের পূজা করেছিলেন।

হাউজারম্যানদা—অলক্ষ্মীর সাথে অলখ্-এর কোন সম্বন্ধ আছে নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলখ্ আলাদা কথা, মানে যা' দেখা যায় না। যেমন জীবনকে দেখা যায় না, কিন্তু বোধ করা যায়।

হাউজারম্যানদা—গুরু মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপদেষ্টা, যিনি advice করেন (পরামর্শ দেন), যাঁর command (আদেশ) মেনে চলা লাগে।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু adviser (পরামর্শদাতা) তো সংসারে মেলা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমন থাকা না। এমন একজন আমার থাকা চাই যাঁর একমাত্র চাহিদাই হ'ল সবার সাত্বত কল্যাণবিধান। আমি আমার জীবনে সেইগুলি নেব যেগুলি তাঁর সাথে adjusted (সামঞ্জস্য) হয়। আর, তা' যেখানে হয় না সেগুলি সব বিদায় করব। যেমন ধর, বলদেববাবু আছেন। একটা বিশেষ মোকদ্দমায় তাঁরই advice (পরামর্শ) দরকার। এখন সেই মোকদ্দমার সময় বলদেববাবুকে না নিয়ে যদি বলদেববাবুর মত পঁচিশ জনকেও নাও, তাহ'লে কাজ হবে না।

হাউজারম্যানদা—আর যদি বলদেববাবু ঠিক না হন, বুঝি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলেও ঐ বলদেববাবুকে premier (প্রধান) রাখাই লাগবে। বলদেববাবু যদি আচার্য্য হন তাহলে তাঁকে ধ'রে চলাই ভাল।

এই সময় বলদেববাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। এইবার রওনা হবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে হাউজারম্যানদাকে সাথে নিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা এগিয়ে আসে। ওঠার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে জিজ্ঞাসা করছেন—তুই কখনও ভাঙ্ খাইছিস্ ?

বৈকুণ্ঠদা—বহুবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জীবনে একবার খাইছিলাম, once (একবার)। খেয়ে স্কুল থেকে আসছি। হাওয়ায় একটা কচুর পাতা নড়ছে, তাই দেখে হাসছি। মেয়েছেলে কলসী কাঁখে ক'রে জল নিয়ে যাচ্ছে, তাই দেখে হেসে উঠলাম। একটা ছেলে কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছে, তা' দেখেও হাসি। মোট কথা, যা' দেখি তাতেই হাসি পাচ্ছে।

সরোজিনীমা—দোক্তা খেলেও অমন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম হয় না। দোক্তা খেলে হয়তো মাথা ঘোরায়, বমি করে, এইরকম। ভাঙ্ খাওয়ার মত অত কিছু হয় না।

২০শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ৫। ১১। ১৯৫৬)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), হেমপ্রভামা, কালিদাসীমা, সরোজিনীমা, রেণুমা, সেবাদি প্রভৃতি আছেন। সরোজিনীমার সেজে-আনা তামাক সেবন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এই সময় কালিষষ্ঠীমার মেয়ে মুক্তিদি একখানা নতুন শাড়ী প'রে এসে প্রণাম করে সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বিয়ের কয়েকদিন পরেই সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন। বললেন, শাড়ী-খানা তাঁকে দিয়েছেন শ্রীশ্রীবড়মা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে।

তারপর মুক্তিদিকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—দেখ্, বিয়ে যদি করিস্, আমার মনে হয় বামুন—ভাল বামুন বিয়ে করা ভাল, অথবা ভাল কায়েত। আর ছেলেমেয়ে যা' হবে তাদের বিয়ের সময়, মেয়ের বিয়ে সমান অথবা উঁচু ঘরে, আর ছেলের বিয়ে সমান অথবা নীচু ঘরে দেওয়া ভাল। এতে জাত উঁচুই হবে, বেড়ে যাবে। আর তা' না পেলে যেমন চলতি রকম সেইভাবে স্বঘরে বিয়ে-থাওয়া ক'রে থাকা লাগে। বড় ভাল ঘর দেখে বিয়ে করতে হয়। এম-এ, বি-এ, পাশ করলে বা র‍্যাংলার হ'লেই যে খুব বড় হ'ল তা' হয় না।

হাউজ্যারম্যানদা এসে বসলেন। তাঁকে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, ওর জন্যে একটা ভাল বর খুঁজে দিতে পারিস্ নে ?

হাউজারম্যানদা—আমি কোথায় দেখব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা হ'ল বৈশ্য সাহা। ঐ শ্রেণীর মধ্যে খুঁজবি।

মুক্তিদি প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে বললেন – তোর কাপড়-খানা প'রে আয় তো দেখি।

সেবাদি—বৌমার দেওয়া কাপড়খানা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ।

সেবাদি যেয়ে কাপড় প'রে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানা প'রে ওকেও বেশ দেখাচ্ছে।

সরোজিনীমা—হ্যাঁ, ভালই দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মুক্তিদি যেয়ে তাঁর মাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি বলেছেন। একটু পরেই কালীষষ্ঠীমা মুক্তিদিকে সাথে ক'রে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এলেন।

কালীষষ্ঠীমা—আপনি যে ওরে বামুনের সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেছেন, এখন বামুন আমি কোথায় পাই। কোন্ বামুনের সাথে বিয়ে দিলে ভাল হবে তাও তো বুঝিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুন হ'লেই হয় না। অনেক ট্যাঁস বামুন আছে, তা' ভাল না।

তার চাইতে নিজের ঘরের মধ্যি বিয়ে-থাওয়া করা ভাল। নতুবা ভাল কায়েত হ'লেও করা যায়।

কালীষষ্ঠীমা—এক ভট্‌চাযি্য বামুন আছে, ঘোরাফেরা করছে ওকে বিয়ে করার জন্যেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা বোঝ্‌। ভট্‌চাযি্য বামুন হ'লেই হয় না। আর ঐ যে ঘোরা-ফেরা করে শুনেই আমার ভাল লাগে না। সে ঘোরাঘুরি করবে কেন, ঘোরাঘুরি করবে ও।

এর পর হাউজারম্যানদার সাথে love (প্রেম) নিয়ে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (ভালবাসা) মানুষকে auspicious (শুভলক্ষণযুক্ত) ক'রে তোলে। আর ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) মানুষকে self-seeking (আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসু) ক'রে তোলে।

সামনে খড়ের ঘরের মেঝেতে সিমেণ্ট করছে মিস্ত্রীরা। আনমনাভাবে সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ঐ যেমন সিমেণ্ট করছে, love-এর (ভালবাসার) ব্যাপারও ঐরকম। ভালভাবে ঘ'ষে-মেজে শেষকালে জীবনটাকে ঐরকম সমান ক'রে দেয়।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু তাতে বড় কষ্ট।

এ-কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন।

২১শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ৬।১১।১৯৫৬)

কার্ত্তিকমাসের শেষ। আজকাল সকালের দিকে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। বিকালেও ঠাণ্ডা পড়ে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটু বাইরে যেয়ে বসার কথা বলতেই বললেন—বাইরে যেতে হ'লে বিকালের দিকে যাওয়াই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বারান্দায়। হাউজারম্যানদা, স্পেন্সারদা, পঞ্চাননদা (সরকার) প্রভৃতি এসে বসলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Intract ব'লে কোন কথা নেই ? যেমন con-(tract) আছে তেমনি in-(tract) হয় না ? মানে এইরকম হবে, to draw one in one's bosom of heart (একজনকে একজনের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আকর্ষণ করা)।

স্পেন্সারদা উঠে ডিক্‌সনারি দেখতে গেলেন। দেখে এসে বললেন—ঠিক ঐ অর্থে ঐ শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা কথা মনে আসছে। লিখবি নাকি ? ব'লে ইংরাজীতে এই বাণীটি দিলেন—

Marriage is
not a matter of contract,
but it is solemnly needed
to draw one
in one's bosom of heart
with all service and
caressing attitude,

(বিবাহ কোন চুক্তির ব্যাপার নয় ; বরং সেবা ও সযত্ন পরিচর্য্যার সহিত একজনকে একজনের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আকর্ষণ করার জন্য এর পবিত্র প্রয়োজন।)

বাণীটি দেওয়া শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেইজন্যে বিবাহে কোন obligation (বাধ্যবাধকতা) থাকে না, থাকে inclination (ঝোঁক)। And that inclination obliges one (এবং সেই ঝোঁকই একজনকে বাধ্য করে)। Love (ভালবাসা) জিনিষটা grow করে (জন্মায়) এর থেকে। এমন যদি না হয় তাহ'লে তা' বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

পঞ্চাননদা—হৃ-ধাতুর মানে গ্রহণ, আসন ইত্যাদি আছে। শেষে আছে স্তেয়। এখন আমরা যে হরি কই, তার মধ্যেও এই স্তেয় আছে নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে 'চোরা চুরি ক'রে পালিয়ে গেল হৃদয়খানি'। সে চুরি করে কিনা জানি না। তবে তাকে চুরি করতে দিয়ে আমার ভাল লাগে। মনে হয়, আমি চুরি হ'য়ে যাই। সেইজন্যে তারে কয় মনচোর। (একটু পরে বলছেন) একটা রূপোর গ্লাস বানায়ে নেন পঞ্চাননদা।

পঞ্চাননদা—রূপোর গ্লাস বানায়ে নেব ! রূপোর গ্লাসে জল খাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচক-ভাবে মাথা নাড়লেন। মৃদু-মৃদু হেসে বললেন—বলা যায় না, microcosmic form-এর (ক্ষুদ্র জাগতিক রূপের) মধ্য-দিয়ে কী হয় !

সামনের উঠানে খড়ের ঘরটির নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুত সমাপ্তির পথে। কাঠের মিস্ত্রীরা কাঠের কাজগুলি ক্ষিপ্রহস্তে করছেন। বারান্দার চালের উপরে টালি দেওয়া হ'চ্ছে। খগেনদা (তপাদার) ঘুরেফিরে সবটার তত্ত্বাবধান করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন—টালির চাল দিয়ে জল যেন কিছুতেই না পড়ে, এমনভাবে যেন টালি দেয়।

কিছু পরে আবার আলোচনা সুরু হ'ল।

পঞ্চাননদা—আপনি সেদিন শ্লেটে লিখলেন, ভক্তি কর, শক্তি পাবে। আমরা তো বুঝি, আপনার একটু হাসিমুখ দেখলেই আমাদের শক্তি আসে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি মানে ভজন, করা—হাতেকলমে, সব দিক দিয়ে।

পঞ্চাননদা—তা' বুঝি না। তবে আপনার একটু হাসিমুখ দেখলে বড় ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, তার মানে আপনি আমাকে ভালবাসেন।

পঞ্চাননদা—ভক্তির পেছনে আর কোন factor (শক্তি) আছে কিনা জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ পঞ্চাননদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—আপনাদের কপাল ভাল। খুব bright (উজ্জ্বল) কপাল আপনাদের। ঐটুকু থাকলেই হ'ল।

পঞ্চাননদা—মা শেষের দিকে প্রায়ই বলতেন, পরমপিতা তোদের একেবারে আগলে রেখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র 'পরে আমার নেশা ছিল, এখনও আছে। কখনও কখনও কই—'তুই আমাকে ভালবাসিস নে, দেখতে পারিস নে।' আপনাদের কাছেও কই। ও-কথা কই আমার দুঃখে আর কি! নতুবা ও-কথার তো মানে নাই। মানে হ'ল, তোমাকে পাই নে এই আমার কষ্ট।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির ব্যথা তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকট হ'য়ে উঠল।

২২শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ৭।১১।১৯৫৬)

আজ প্রাতে খড়ের ঘরে গৃহপ্রবেশ। কাল সারারাত্রি ধ'রেই ঘরের কাজ চলেছে। ঘরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি চওড়া সিঁড়ি। দুটি সিঁড়ির দুপাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। কলাগাছের সামনেই সিঁদুরে লাগানো মঙ্গলঘট। ঘটের উপরে নারিকেল। আজ গৃহপ্রবেশ হবে, এ সংবাদ কালকেই প্রচারিত হয়েছিল। তাই, ভোর হ'তেই আশ্রমবাসী নারী-পুরুষ সবাই আসতে আরম্ভ করেছেন।

অতি প্রত্যুষে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন ক'রে দালানের বারান্দায় চৌকিতে বসেছেন। খড়ের ঘরের মধ্যে খগেনদা (তপাদার) ও ধীরেনদা (ভুক্ত) ঘুরে-ঘুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খাট-মশারি ইত্যাদি ঠিক ক'রে তুলছেন। ঘরের মেঝেতে গালিচা ও চট পেতে দেওয়া হ'ল। দক্ষিণদিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে যাবেন। তাই সেখানে কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকাল ৬-১৫ মিনিটের সময় পণ্ডিত মশাই (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এসে পেঁছালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও গিরিশদা, ঘরে যাওয়ার সময় কখন?

পণ্ডিতমশাই—সূর্য্যোদয় থেকে বেলা সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত ভাল সময়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে চল্, এখনই যাই। ও বড়বৌ!

শ্রীশ্রীবড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরের আহ্বান শুনে "এই যে" ব'লে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন পরমপূজনীয়া ছোটমা। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বড়ালের বারান্দা দিয়ে নীচে নামলেন। সাথে-সাথে এগোলেন সবাই। প্রাঙ্গণে ও আশেপাশে বহু নরনারী তৃষ্ণার্ত নয়নে উপভোগ করছেন এই দিব্য দৃশ্যরাজি।

খড়ের ঘরের দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কার্পেটের সামনে এসে চটিজোড়া খুলে খালি পায়েই ঘরের ভেতরে যেয়ে চৌকিতে বসলেন দক্ষিণাস্য হয়ে। সমবেত মায়েরা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করতে লাগলেন।

চৌকিতে কিছুক্ষণ বসার পর ঘরের দক্ষিণদিকে মেঝেতে পাতা গালিচার উপর নেমে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ব'সে বললেন—চৌকিখানা একটু বড় হয়েছে। তারপর খগেনদাকে ডেকে তাড়াতাড়ি চৌকি ঠিক ক'রে দিতে বললেন। তদনুসারে আবার বিছানা গুটিয়ে মশারির ফ্রেম খুলে চৌকিখানার তক্তা খুলে চৌকি ছোট ক'রে দেওয়ার কাজ চলতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর পূবের দিকের বারান্দায় এসে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাড়াতাড়ি গালিচা এনে ভাল করে বিছিয়ে দেওয়া হ'ল। আরাম করে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আশেপাশে আরো অনেকে বসলেন।

আজকাল রোজ সকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর মোটরে ক'রে একটু বেড়াতে যান। আজও যাবেন ব'লে যথাসময়েই গাড়ী এসেছিল। কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না।

তদনুসারে গাড়ী ফিরে গেল গ্যারেজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছুক্ষণ থাকার পর শ্রীশ্রীবড়মা ও পরমপূজনীয়া ছোটমা সংসারের কাজে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

ঘরের ভেতরে চৌকির কাজ শেষ হতে বেলা প্রায় ১১টা বেজে গেল। ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ পূবের বারান্দাতেই ব'সে রইলেন। কাজ শেষ হ'য়ে গেলে স্নান করতে উঠলেন। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্নানাগার। এখনও সেখানকার ছাউনি দেওয়া হয়নি। উপরে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আপাততঃ কাজ চালানো হচ্ছে।......

ধীরে-ধীরে দুপুর গড়িয়ে বিকাল পার হ'য়ে সন্ধ্যা নেমে এল। সারাদিনই আকাশে মেঘ জমাট-বাঁধা। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঘরেই আছেন। সন্ধ্যার দিকে ঘরখানি স্যাঁতস্যাঁতে মনে হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর এখানে থাকতে চাইছেন না। তারপর বলছেন—কিন্তু আজই তো গৃহপ্রবেশ হ'ল। তেরাত্তির তো থাকা লাগে। গিরিশ-দাকে ডাক্, **দেখ্** সে কী কয়।

পণ্ডিত মশাইকে ডাকা হ'ল। তিনি এসে জানালেন, বাড়ীর যে কেউ থাকলেই হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকেই থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। এ-কথা শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘর থেকে উঠে বড়ালের বারান্দায় চ'লে এলেন।

হাউজারম্যানদা ও চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) কাছে আছেন। তাঁদের লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—টাকা আমি হাত দিয়ে ছুঁইও না। এই যে ননী চক্রবর্ত্তী'র কাছে লোকে টাকা দেয়, ঐ টাকা দিয়ে সে কী করে তার হিসেব আমি রাখিনে। তারপর এখান থেকে প্রণামী তুলে নিয়ে গিয়ে একজন ননীর কাছে দিল কিনা তারও হিসেব আমি রাখতে যাই নে। এ আমার পাবনা থেকেই। সেখানেও কত লোকে এমনভাবে প্রণামী নিত। এখনও যে ফিলান্থ্রফিতে টাকা আসে, ইষ্টভৃতি আসে, সে-সব আমি হাত দিয়ে ছুঁইও না। আগেও ছুঁয়েছি খুব কম। এখন যে টাকা আসে, ভাবি এটা যদি জমা করা যায় তবে proceed করা (এগোনো) যায় বিভিন্নদিকে। অবশ্য allowance-এর (মাসিক ভাতার) জন্যও কিছু লাগে। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে অন্ততঃ 25 per cent (শতকরা পঁচিশ) টাকাও যদি জমা করতে পারি তাহ'লে তা' দিয়ে অনেক এগোনো যায়। কেষ্টদা একবার একলাখ না কত যেন জমা করেছিল।

চন্দ্রেশ্বরদা বি-এ পরীক্ষা দেবেন। তার জন্য ২৭ খানা বই লাগবে, যার মূল্য ১০০ টাকার উপর। চন্দ্রেশ্বরদা ঐ টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি জোগাড় করে নিতে পারলেই ভাল হ'ত।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদা (গোস্বামী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সূর্য্যদা (বোস), দেবী (মুখার্জী) প্রভৃতি কয়েকজনকে ২৫, ১০, ১৫ ক'রে টাকা জোগাড় ক'রে আনতে বললেন। প্রত্যেকে নিয়ে এলে সে-টাকা হাউজারম্যানদার হাতে দিতে বললেন। সমস্ত টাকা জোগাড় হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—যা, চন্দ্রেশ্বরকে সাথে ক'রে নিয়ে যেয়ে ননীর খাতায় লিখিয়ে টাকা দিয়ে দে গে'।

হাউজারম্যানদা সেইমত কাজ ক'রে ফিরে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে, বললেন—আচ্ছা, টাকা আপনি আমার হাতে রাখছিলেন কেন? Directly (সোজাসুজি) চন্দ্রেশ্বরের হাতেই তো দিতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দিলে ওর আর কোন কামই হ'ত না। সে আমারই দেওয়া হ'ত। এটাই ভাল হ'ল।

হাউজারম্যানদা—আমি ওকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়েছি Received from Sri Sri Thakur through Ray Hauserman for the purchase of my books (আমার বই কেনার জন্য রে হাউজারম্যানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থেকে পেলাম)।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।······রাত বাড়ার সাথে সাথে বেশ জোরে বৃষ্টি এল। বাতাসের বেগও বেড়ে উঠল। বারান্দার পর্দ্দাগুলি সব নামিয়ে দেওয়া হ'ল। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ইংরাজী লেখা দিচ্ছেন। প্রতিটি লেখা হাউজারম্যানদাকে তাঁর নিজস্ব খাতায় টুকে রাখতে বলছেন। লেখা দেওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর লেখাগুলি ভাল ক'রে ধীইয়ে বুঝে দেখতে বলেন এবং অনেককে শোনাতে বলেন। আজ রাত ৯-৫ মিনিটে একটি লেখা দিলেন এবং বঙ্কিমদাকে (রায়) সেটা শোনাতে বললেন। শোনাবার পরে হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এরকম সবাইকে শোনাতে বলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানি না বোধেই কই।

হাউজারম্যানদা আপনার মনটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কী যে জানেন আর কী যে জানেন না ভেবেই ঠিক পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে কিছু জানি, এটাই জানি না।

২৪শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ৯।১১।১৯৫৬)

গতকাল বিকালে আকাশে বেশ মেঘ ছিল। আজ সকালে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। আজকাল রোজই প্রায় সকালে-বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কাঠের কারখানা পর্য্যন্ত হেঁটে যান। সেখানে চেয়ারে একটু বসে ফিরে আসেন। আজও যথারীতি গেলেন এবং ৯টার পরে ফিরে এসে বসলেন খড়ের ঘরের বারান্দায়। স্নানবেলা পর্য্যন্ত খড়ের ঘরের পূবের বারান্দাতেই বসেন। শ্রীশ্রীবড়মা অনেকক্ষণ যাবৎ তাঁর কাছে এসে বসে থাকেন। পূবের বারান্দার চালে একটা পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় যাতে রোদটা এসে তাঁর মুখে না লাগে। আজ বারান্দায় ব'সে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—হাতখানা (ডানহাত) ভারভার লাগে। হাত ভার মানে nerve benumbed (স্নায়ু অবশ)। তা' ছাড়া হাতখানা ওজন করলে যে বেশী হবে তা' নয়।

কয়েকদিন ধরে পূজ্যপাদ বড়দা একটি ফোঁড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। গতকাল বিকালে ডাঃ প্যারীদা (নন্দী) ও সূর্য্যদা (বোস) মিলে ফোঁড়াটিতে অস্ত্রোপচার করেন। অনেকখানি পুঁজরক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় বড়দা বেশ স্বস্তিবোধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বড়দা কেমন আছেন সেই খোঁজ নিচ্ছেন। অনেককে দেখতেও পাঠাচ্ছেন।

সকালের দিকে অনেক ভাল থাকলেও বিকালের দিকে পূজ্যপাদ বড়দার অস্বস্তি বেশ বাড়ে। ফোঁড়ার মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। একটু ফুলেও ওঠে। ক্ষতস্থানে বহুরের ননী দেওয়া হ'চ্ছে।

২৫শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১০।১১।১৯৫৬)

আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিনই খড়ের ঘরে থাকছেন। দুপুরে এখানেই বিশ্রাম করেন। ঘরের ভেতরে একটু স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব থাকায় রাতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আজ ঘর অনেকটা শুকনা হয়ে উঠেছে। আজ রাত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সন্ধ্যার সময় দালান থেকে হাতমুখ ধুয়ে খড়ের ঘরে চ'লে এসেছেন।

সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে এসে বসলেন। দক্ষিণাস্য। সামনের দিকের কাঠের পাল্লাগুলি সরিয়ে দেওয়া হ'ল। বারান্দায় একটি ইলেক্‌ট্রিক বালব্ এমন করে লাগানো হয়েছে যেন আলোটা তাঁর চোখে না পড়ে। সামনের বারান্দায় কয়েকটি মা চুপ করে ব'সে নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করছেন তাঁদের জীবনদেবতাকে। চৌকির উপরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাশে ব'সে রয়েছেন শ্রীশ্রীবড়মা। কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি গৃহকর্ম্মে চ'লে গেলেন। ঘরের মেঝেতে চট বিছানো রয়েছে চারিদিকে। তার উপরে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা), কালীষষ্ঠীমা, সরোজিনীমা প্রভৃতি।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর অবিনাশ ভট্টাচার্য্যদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ দিন কেমন ? এঘরে আজ রাত্রিবাস করা যাবে ?

অবিনাশদা এগিয়ে এসে বললেন—নিশ্চয়। আজ তারা, চন্দ্র সব শুদ্ধ আছে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গন্ধমাদন মানে কী ?

কেষ্টদা—যার গন্ধে মত্ততা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গন্ধে মত্ততা আনে এমন সব সুগন্ধি গাছ এনে চারিদিকে লাগাতে হয়। চারিদিক একেবারে গন্ধমাদন করে তুলতে হয়। (কিছুক্ষণ পরে) এখন কি একটু কিছু খাওয়া যেতে পারে ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, ভাত খেতে তো এখনও তিন ঘণ্টা বাকী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে একখানা রুটি আনতে বলগে।

রান্নাঘরে শ্রীশ্রীবড়মাকে খবর দেওয়া হ'ল। রুটি নিয়ে এসে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইয়ে গেলেন। তারপর জল খেয়ে গামছায় মুখ মুছে নিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাথরুমের কাজ এগিয়ে চলেছে। কাঠের পাটাতন দিয়েই উপরের চাল তৈরী করা হ'চ্ছে। অন্ধকার হওয়ার পরে দুটি বড়-বড় শক্তিশালী আলো জ্বালিয়ে মিস্ত্রীরা কাজ করছেন।

২৬শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ১১। ১১। ১৯৫৬)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। কাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঘরেই ছিলেন। সকালে এখানেই হাত মুখ ধুয়ে, শৌচাদি সেরে বসেছেন। কাল রাতে purgative (বিরেচক ঔষধ) নেওয়ার দরুন শ্রীশ্রীঠাকুর সকালের দিকে বার পাঁচেক পায়খানায় গেলেন। এখন একটু স্বস্তি বোধ করছেন।

পূজ্যপাদ বড়দা আজ অনেকটা ভাল। মোটরে ক'রে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। প্রণাম করে কাছে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে চ'লে গেলেন বাড়ীর দিকে।

সকালের মিষ্টি রোদে চারিদিক ভ'রে গেছে। খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানা ওখানে করে দেওয়া হ'ল। চৌকি থেকে নেমে এসে বিছানায় বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নীচে উঠানে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দায় ও ঘরের ভেতরেও আছেন দু'চারজন। ঘরের মেঝের চটটা একদিকে খানিকটা গুটিয়ে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জল ও সুপারি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এর আগে শ্রীশ্রীবড়মা নিজের ঘর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের খাবার জল নিয়ে আসতেন। ঘরের মধ্যে পাতানো চট তখন গুটিয়ে ফেলা হত। বার-বার এইরকম করা অসুবিধা। তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীবড়মা বলছিলেন—অনেকে আছে যাদের জল চলে না, তারা দাঁড়িয়ে থাকে চটের উপর বা ঘরের মধ্যে। আর, সেই অবস্থায় আমার জল নিয়ে যাওয়া লাগে, এ কেমন কথা! আগে তো আমি তা' যেতাম না। জামতলার ঘরে বা এদিকে-ওদিকে কী হ'ত কে জানে! এখন ঠাকুর অসুস্থ হওয়াতে না এসে পারি না। তাই, আমার চোখে পড়ে।

তারপরই ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

মানস ব্যানার্জি এসেছে। ছেলেটি কলকাতায় থেকে বি-এসসি পড়ে। তাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি পাশ কর্। থার্ড ইয়ার শেষ কর্, ক'রে ফোর্থ ইয়ার শেষ কর্ তাড়াতাড়ি। এবার যেন আর আটকে যাস্ নে। তারপর ওকালতিটা পাশ ক'রে এখানে চ'লে আয়।

কেষ্টদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রাজানারায়ণ বসু লাইব্রেরীর জন্য ওরা আমার কাছে আইছিল, বিজয়কে রায়) আমি কইছি। সে ১২৫ না ১৫০ টাকা যেন জোগাড় করিছে। আপনি আর কিছু জোগাড় ক'রে ওদের দিয়ে দেন।

নরেনদা (মিত্র) ও চন্দ্রনাথদা (বৈদ্য) কথা বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁদের লক্ষ্য করে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, সুশীলদারা কোন্নগরে একটা বাড়ী

ঠিক করিছে। ওখানে জিতেন মিত্র সব দেখেশুনে ঠিক করতিছে। Description (বর্ণনা) শুনে মনে হয়, ওখানে যেন সৎসঙ্গের একটা sketch (নক্সা) আঁকে রাখিছে। বাড়ীখানা একেবারে কিনে নিতে পারলে খুব ভাল হয়। সুযোগ ছাড়া ভাল না। জমি কিনে আপনারা বাড়ী করবেন সে বড় মুশকিলের ব্যাপার। তার চেয়ে এইটা acquire (অধিকার) করতে পারলেই ভাল হয়।

কেষ্টদা—বাড়ীটার একপাশে জি-টি-রোড, একপাশে গঙ্গা।

চন্দ্রনাথদা—আচ্ছা, আমি যাওয়ার সময় খোঁজ নিয়ে যাব, চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করা ভাল। যেমন চেষ্টা ক'রে এই বাড়ীটা ক'রে ফেললেন আপনারা। আমি দেখি, আপনাদের মত রাজাধিরাজ আর নেই। অথচ পকেট শূন্য। ঐ যে বশিষ্ঠ কইছিলেন, সাম্রাজ্য আর অকিঞ্চনত্ব মেপে দেখলাম, অকিঞ্চনের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এইরকম না কি!

কেষ্টদা—হ্যাঁ, তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখলেন অকিঞ্চনত্বই বড়।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে সরোজিনীমা মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে এনে দিচ্ছেন। তামাক খাওয়া হয়ে গেলে কলকেটি নিয়ে রেখে আসছেন। কয়েকবার এইরকম যাতায়াত করার পরে সরোজিনীমা বললেন—বামুন মানুষ যদি চটের 'পরে ব'সে থাকে, আর আমরা যদি সেই চট পাড়ায়ে পাড়ায়ে যাই, তা' কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে বোঝা যায় তোমার শ্রদ্ধা কতখানি! "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

এরপর থেকে সরোজিনীমা চটের পাশ দিয়ে ঘুরেই যাতায়াত করতে লাগলেন।…

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আমি সাহস ক'রে শুতেই পারছিনে। পাছে হেগে ফেলাই।

কেষ্টদা—কয়েকবার তো পায়খানা হ'ল। এখন আর হবে নানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে শোব? হেগে ফেলাব না তো?

কেষ্টদা—নাঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিছানা নষ্ট হ'য়ে গেলে মুশকিল।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর পাশবালিশটা টেনে নিয়ে আস্তে-আস্তে কাত হ'য়ে শুলেন।

৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৫। ১১। ১৯৫৬)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের মাঝখানে চৌকির উপরে সমাসীন। সামনে মেঝেতে একটা সতরঞ্চির উপর পূজ্যপাদ বড়দা উপবিষ্ট। তা' ছাড়া উপস্থিত আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ),

হাউজারম্যানদা, বঙ্কিমদা (রায়), ভগীরথদা (সরকার), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সরোজিনীমা, সুধাপানিমা প্রভৃতি।

হাঁচি-টিকটিকির ফল নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছিল।

কেষ্টদা—জেম্‌স্‌ বলেছেন, আমি পিছলে পড়ে গেলাম। তখন আকাশে একটা তারা ছিল, একটা পাখী উড়ে যাচ্ছিল। এর কোন্‌টা যে ঐ পিছলে পড়ার কারণ কে জানে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, আমার attention diverted (মনোযোগ ভিন্নগতিসম্পন্ন) হ'য়ে গেল। ঐ যে পাখীটা উড়ে যাচ্ছে আমি দেখছি, কিন্তু আমার পায়ের তলায় কী আছে তা' আর দেখলাম না। তখন আমার অন্যমনস্কতার জন্য আমি প'ড়ে গেলাম। তার মানে, ঐ পাখীর দিকে আমার attention (মনোযোগ) গেল। প্রথমেই তোমার অন্যমনস্কতা, lack of intelligence (বোধের অভাব), তারপর অন্য কারণ। সেইজন্যে ইষ্টনিষ্ঠ হওয়ার দরকার। আবার, ইষ্টনিষ্ঠ হওয়ার নামে inattentive towards my ইষ্ট (আমার ইষ্টের প্রতি অমনোযোগী) থাকলাম, তাতে কিন্তু হবে না।

বনবিহারীদা—কোথাও যেতে হ'লে আপনি ভাল দিন দেখে যেতে বলেন। কিন্তু আমার ইষ্ট যদি আমাকে যেতে আদেশ করেন তাহলে পঞ্জিকা দেখার কী দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আমাকে আদেশ করলেন এবং তাঁর কাজের উদ্দেশ্যেই আমি যাচ্ছি, সবটার মধ্যে এই ইষ্টচিন্তা থাকা চাই।

কেষ্টদা—ঠাকুর চান, আমরা যেন পঞ্জিকা দেখে অশ্লেষা-মঘা বাদ দিয়ে যাই। তাতে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

বনবিহারীদা—ইষ্ট আদেশ করলেও কি পঞ্জিকা দেখা লাগবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমার ইষ্ট। আমি যদি দেখতে কই তবে তোমার তা' দেখাই ভাল। আমি যা' কই তা' করবেই। Slackly (ঢিলাভাবে) আদেশ পালন করতে যেও না। মঙ্গলের অধিকারী যেমন ক'রে হয় তাই ক'রে যেও। এইতো নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানে তো আর কিছু না। আমি যদি কইও—হ'ল মঘা, চ'লে যা'—তাহ'লে তোমার অন্তরের পঞ্জিকা ঠিক রেখে চ'লো।

বনবিহারীদা—এখানে আসার সময় তো পঞ্জিকা দেখার দরকার নেই।

বঙ্কিমদা—সে তো শাস্ত্রেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগের শাস্ত্রই হ'ল তোমার অন্তঃকরণ। তোমার অন্তঃকরণ ঠিক রেখে চ'লো।

কেষ্টদা, বঙ্কিমদার কথার সূত্র ধ'রে বললেন—ইষ্টের কাছে আসতে যেয়ে আমার মৃত্যুও যদি হয় তাও ভাল, এই বুদ্ধি থেকেই শাস্ত্রের ঐ কথা এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এখানে আসার সময় যে খারাপ হয়, এ প্রায় দেখা যায় না।

বড়দা—প্রায় কী, দেখা যায়ই না। পুরাণে, ইতিহাসে কোথাও তার উল্লেখ নেই। ঠাকুর আমাকে বললেন—এই কাজটা ক'রে আয়। তখন যদি অশ্লেষা-মঘা বাছতে যাই, তা'ও যা', আর আমার নিজের প্রয়োজনে অশ্লেষা-মঘার দিনে যাব কিনা তা' যদি ঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাই, তাও তাই। এদুটোই এক কথা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। এতক্ষণের কথাগুলির আলোড়ন চলছে সবার মনে। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিষ্ঠা মানে তাঁর দিকে attention (মনোযোগ) ঠিক রাখা। তাহলে একটা step-ও (পদক্ষেপও) আমার ভুল হবে না। তিনি যা' বললেন সেটুকু করলাম না, আর সব করলাম, তাতে নিষ্ঠা হয় না।

এরপর—শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাঁটার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ওঠার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি চটিজোড়া এগিয়ে দেওয়া হ'ল। চটি পায়ে দিয়ে দাঁড়াতেই কেষ্টদা এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড় এঁটে বেঁধে দিলেন। দক্ষিণদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে খড়ের ঘরটা ডাইনে রেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের দক্ষিণদিকে উপস্থিত হয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ধীরেনদা (ভুক্ত) চেয়ার নিয়ে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা ভাল জায়গা দেখে পেতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে বসি না ওখানে বসি।

এইরকম বলতে বলতে আরো খানিকটা এগিয়ে বললেন—ঐখানে চেয়ার দে।··· চেয়ারে ব'সে বলছেন—এই যে এতটা রাস্তা হেঁটে এলাম, আমি কোন কষ্ট feel (অনুভব) করিনি। কিন্তু যখন থেকে decision (সিদ্ধান্ত) করতে গেলাম কোথায় বসব, তখন থেকেই কষ্ট বোধ হ'ল।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী মানুষের ভীড় তাঁর কাছে অহরহ লেগেই আছে। কথাবার্ত্তা চলছে। এক-একজনের প্রশ্ন ও তৎসম্পর্কিত উত্তর শুনতে-শুনতে উপস্থিত অনেকের মনের জটিলতা খুলে যাচ্ছে, সহজ সমাধানী উত্তরমালায় তাদের বুক ভ'রে উঠছে।

কথায়-কথায় পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—আজকাল অনেকে লোককল্যাণকর কাজ ক'রে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু লোককল্যাণ করলে তো হয় না। ইষ্টনিষ্ঠা থাকা চাই তার মধ্যে। ইষ্ট মানেই মঙ্গল। তাঁর যাতে কল্যাণ হয় তাই করবে।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু একজন বলল, ঠাকুরের ইচ্ছা এটা ; আমি বললাম—না, এটা। এতে গণ্ডগোল হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কিছু হয় না। যেটা আম, তাকে যদি একজন আম বলে, একজন বলে জাম, একজন বলে জামরুল,—তাতে আম ঠিকই থাকে। আমের আমত্ব বদলায় না।

পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—শম্ভুবাবুর কাছে রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান তোর কাছে এলে তুই কি একটা স্কুল, দুটো হাসপাতাল চাইবি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের জন্য লাখ স্কুল কর, লাখ হাসপাতাল কর, কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের জন্যে করতে গেলেই মুশকিল। তাঁর জন্যে যত পার কর। যেমন, Christ-এর (খ্রীষ্টের) নামে এখন কত কী যে হয়েছে তার ঠিক নেই। এখন Christ-এর (খ্রীষ্টের) মত বড়লোক কে আছে ? Church (গির্জা) মানে belonging to Christ (খ্রীষ্টের সম্পত্তি)।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু আজকাল তো সব করা হ'চ্ছে নিজের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের জন্য হ'লে ভেঙ্গে যাবে।

হাউজারম্যানদা—তা' তো যাচ্ছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে যেন আত্মস্থভাবে ব'লে যেতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান বুদ্ধের মত বড়লোক কে আছে ? হজরত রসুলের মত বড়লোক কে আছে ? Christ এর (খ্রীষ্টের) মত বড়লোক আর কে আছে ? তাঁদের জন্যে যারা করেছে তারা আবার পাবক-পুরুষ হয়ে গেছে। হজরত রসুলের সেবক যেমন আলী, ওসমান এমনি কত saint (সন্ত) আছেন। অমনিই হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। স্নেহশীতল এই হেমন্ত-রজনী যেন এক নবীন আশ্বাসের সুরে ঝংকৃত হ'তে থাকল।

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৮।১১।১৯৫৬)

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে নিজের 'স্ট্রোক' হওয়ার গল্প করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী ক'রে যে আমার এমন হ'ল ! যেদিন আমার এই অসুখ হ'ল সেদিন হেঁটে পায়খানায় গেছি, তখন কোন অসুবিধা বোধ করিনি। তারপর হেঁটে এসে চৌকিতে উঠেছি, তখনও আমার হাত ভার হয়নি। তারপর কেমন হ'য়ে গেল। শুয়ে পড়লাম। পরে দেখি ডাক্তাররা কয়, ৭২ ঘণ্টা full rest (পূর্ণ-বিশ্রাম) নেওয়া লাগবে। নড়াচড়াই বারণ। ঐ যে শুয়ে থাকলাম, তখনই আমার হাত ভার

হ'য়ে গেল। হাতে আমার অন্য কিছু না। এই electricity pass (বিদ্যুৎ সঞ্চারণ) করতে লাগলে যেমন শির্-শির্ করে সেইরকম শির্-শির্ করছিল। তারপর যেদিন আমি উঠে দাঁড়ালাম, সেইদিনই হাঁটতে পারলাম।

কেষ্টদা—আপনি ২।৩ step (পা) হাঁটতেই তো ডাক্তাররা আর হাঁটতে বারণ করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। তারপর একদিন চৌকির উপরেই দাঁড়ালাম। বেশ দাঁড়াতে পারলাম হাত ছেড়ে দিয়ে। নীচে যখন থেকে হাঁটা সুরু করলাম, তখন কোথাও বেধে যাই কিনা দেখার জন্য ইচ্ছা ক'রে কোণা-খাম্দি দিয়েই হাঁটতাম। এই কোণা দিয়ে, ঐ চৌকির পাশের ছোট্ট জায়গাটুক দিয়ে, এইভাবে হাঁটতাম। হাঁটতে-হাঁটতে হয়তো যেতাম বড় বৌয়ের ঘরে। কিন্তু লাগ্‌ত না আমার।

কেষ্টদা—ঐরকম জায়গায় আমরা অনেক সময় হাত বাড়িয়েছি যাতে আপনার শরীরে না লাগে। কিন্তু আপনি ঠিক সোজা হেঁটে গেছেন। একটু ছোঁয়াও লাগেনি।

এই সময় কেষ্টদার মেয়ে সম্বিতা এসে একটি টাকা প্রণামী-সহ শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করল।

কেষ্টদা—আজ ওর জন্মদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় কাত করলেন। তারপর সম্বিতাকে বললেন—এই, পাণিনির সেই শিবসূত্র ক' তো।

সম্বিতা শিবসূত্রের 'অইউণ্, ঋলৃক্' থেকে 'হল্' পর্য্যন্ত সব কয়টি সূত্রই পর-পর সাবলীলভাবে আবৃত্তি ক'রে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনতে-শুনতে আনন্দে হাসছিলেন। সবগুলি শোনার পরে বললেন—প্রথমটা শুনে মনে হয়, কতকগুলি meaningless word (অর্থহীন শব্দ)। কিন্তু ঐগুলিই সাজিয়ে-গুছিয়ে ঐ দিয়ে অত বড় পাণিনি-ব্যাকরণ কিভাবে তৈরী হ'ল,—আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ আমার মত মানুষের ভাবতে কয়েক জন্ম লাগবে। এইরকম শ্বশুরবাড়ীতে যেয়েও সব অগোছালের ভিতর-দিয়ে সাজায়ে-গোছায়ে শ্বশুর নিয়ে, শাশুড়ী নিয়ে, স্বামী নিয়ে, মা নিয়ে, বাবা নিয়ে চলা লাগে। বুঝলে তো?

সম্বিতা একটু সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নীচু করল।

একটু পরে হাউজারম্যানদা জানালেন—চোখের cataract (ছানি) সারাবার জন্য গুয়াটেমালায় একরকমের herb-এর (ওষধির) সন্ধান পাওয়া গেছে।

লুটম্যানদার আবার শীঘ্র ভারতে আসার কথা চলছে। সে-কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহলে লুটকে লিখে দিলে হয় যেন আসার সময় ঐ herb (ওষধি) কিছু নিয়ে আসে।

তারপর বহুদিন পূর্বের স্মৃতিচারণ ক'রে বলতে লাগলেন—আমি যখন পড়তাম, থাকতাম সুকিয়া স্ট্রীটে, তখন একখানা বই, বোধ হয় 'চিকিৎসা-প্রকাশ', তাতে দেখে-ছিলাম—'নয়নতারা' ব'লে একটা ওষুধের কথা। তাতে যাবতীয় চোখের রোগ সারে।

কেষ্টদা—'নয়নতারা' কি herb (ওষধি)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

প্যারীদা (নন্দী)—নয়নতারার কথা বোধ হয় আমাদের এই বইগুলির মধ্যেও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সাগ্রহে)—দেখ্, দেখ্ তো।

বনবিহারীদা (ঘোষ) উঠে ভৈষজ্যাবলীর সব কয়খানি বই দেখে এসে বললেন—না, কোন বইতেই পাওয়া গেল না।

৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২১।১১।১৯৫৬)

সকাল সাড়ে আটটা। রোজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন মোটরে ক'রে একটু ঘুরে আসেন, আজও তেমনি এসেছেন একটু আগে। আজকাল রোজই সকালে-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান পায়ে মালিশ করা হয়। সন্ধ্যায় মালিশের পরে সেঁকও দেওয়া হয়। আজও দক্ষিণ চরণখানি বের ক'রে বসেছেন। সরোজিনীমা ধীরে-ধীরে মালিশ ক'রে দিচ্ছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ যে অতখানি হাঁটলাম তাতে হাঁফ ধরিছে বটে, কিন্তু পা benumbed (অসাড়) হয়নি।

এই সময় মেণ্টুদা (বোস) ও হাউজারম্যানদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। ব'সে মেণ্টুদা বললেন—আউটারব্রিজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, space-এর (বিস্তৃতির) শেষ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—space-টা (বিস্তৃতিটা) তো শূন্য নয়। It is filled with so many—(এ-টা বহু কিছুর দ্বারা পরিপূর্ণ)।

মেণ্টুদা—Planets (গ্রহরাজি)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু planets (গ্রহরাজি) কেন! Atom, super-atom (অণু, ক্ষুদ্রাণু) এসবও আছে। (একটু থেমে) তা' ছাড়া, শূন্যের শেষ আমি।

এর পর faith (বিশ্বাস) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Faith (বিশ্বাস) আসলে love-ও (অনুরাগও) আসে। বিশ্বাস। বি—বিশেষ রূপে, শ্বস্‌ধাতু মানে শ্বাস (respiration)। আর love-এর (অনু-রাগের) মধ্যে আছে লুভ্—প্রলুব্ধ হওয়া।

হাউজারম্যানদা—একবার faith-এর (বিশ্বাসের) root-meaning (ধাতুগত অর্থ) দেখা হয়েছিল। তখন দেখা গেল, faith is love (বিশ্বাসই অনুরাগ)। আপনি ঐরকম একটা dictation-ও (লেখাও) দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেলে আছে, He who loves his father and mother more than me is not worthy of me (যে তার পিতামাতাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার জন্য উপযুক্ত নয়)। এইরকম আরো sentence (বাক্য) আছে, loves his brother and sister more than me (ভাইবোনকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে) ইত্যাদি।

হাউজারম্যানদা—সবটা প'ড়ে মনে হয়, Christ (খ্রীষ্ট) যেন বলতে চাইছেন, He who loves anything more than me (যে আমার থেকে কোন-কিছু বেশী ভালবাসে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আনন্দের আতিশয্যে পুলকিত হ'য়ে বললেন)—এই, ঠিক-ঠিক। He who loves anything more than me is not worthy of me (যে আমার চাইতে কোন-কিছু বেশী ভালবাসে, সে আমার জন্য উপযুক্ত নয়)।

ইতিমধ্যে মালিশ হ'য়ে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেলেন একবার। তারপর সরোজিনীমার সাথে টুকিটাকি কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পরে প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মালিশ করছেন। মালিশের পরে সেঁক দেওয়া হবে। বাইরে বারান্দায় উনুন জ্বালিয়ে তার ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল দক্ষিণ চরণখানিতে মালিশের তেলটা বসিয়ে দিতে-দিতে প্যারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা এই অলক্ষ্মী কয়, অলক্ষ্মী মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলক্ষ্মী মানে যা' কর না, দেখ না, যার সম্যক আলোচন নাই, দর্শন নাই। লক্ষ্-ধাতুর মানে জ্ঞান, দর্শন, আলোচন। তা' যার আছে সেই লক্ষ্মী। আর লক্ষ্মীর উল্টো যা' তাই অলক্ষ্মী।

কিছুক্ষণ পরে মালিশ করা হ'য়ে গেল। তারপর প্যারীদা উনুনটা কাছে এনে সেঁক দিলেন কিছু সময় ধ'রে। সেঁক হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে সাদা কাপড় জড়িয়ে অন্ততঃ আধঘণ্টা রাখা হ'ল। মালিশ সেঁকের পরেই হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডাটা যাতে না লাগে সেজন্য এই ব্যবস্থা। আজকাল রোজই এইরকম করা হয়।

আধঘণ্টা পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের কাপড়টি খুলে নেওয়া হ'ল। তিনি ভালভাবে বিছানার উপরে ব'সে তামাক খেলেন একবার। —তারপর ডাকলেন—"লিখবি নাকি?" —খাতা নিয়ে প্রস্তুত হ'লাম। ছড়ার আকারে ব'লে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

আত্মস্বার্থে কৃপণদৃষ্টি
এমনতর লুব্ধপ্রাণ,
যতই ভঙ্গী দেখাক তা'রা
হয় না তাদের ইষ্টে টান।

ছড়াটি দেবার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কৃপণদৃষ্টি ভাল, না, কঠোরদৃষ্টি ভাল! পড়ু তো!

সম্পূর্ণ ছড়াটি একবার প'ড়ে প্রথম পংক্তিটি আবার পড়লাম একবার 'কৃপণদৃষ্টি' দিয়ে, আর একবার 'কঠোরদৃষ্টি' দিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা শকুনদৃষ্টি কেমন হয়? আত্মস্বার্থে শকুনদৃষ্টি?

এইবার প্রথম পংক্তিতে 'আত্মস্বার্থে শকুনদৃষ্টি' দিয়ে সবটা পড়লাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন হ'ল পঞ্চাননদা?

পঞ্চানন সরকারদা পাশেই বসেছিলেন। মাথা নেড়ে জোরের সাথে বললেন—খুব ঠিক কথা।

১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২৬। ১১। ১৯৫৬)

শীতের ভাব পড়তে আরম্ভ করেছে। বিকালে ও সকালে তো বেশ শীত লাগে। তাই পূজ্যপাদ বড়দা নিজে পছন্দ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন্য দুটি মোটা গেঞ্জি এনে দিয়েছেন—একটি স্যাণ্ডো সাইজ এবং একটি ফুলহাতা। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বেড়াতে যাওয়ার জন্য উঠবেন তখন গেঞ্জি দুটি তাঁর সামনে আনা হ'ল—যেটা পছন্দ হয় সেটা গায়ে দেবেন। কাছে পণ্ডিত মশাইকে (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) দাঁড়ানো দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- ও গিরিশদা, আজ গেঞ্জি গায়ে দেবার দিন আছে?

পণ্ডিত মশাই পঞ্জিকা দেখে বললেন—দিন আছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে স্যাণ্ডো সাইজের গেঞ্জিটি হাতে নিলেন। গায়ে দিতে যেয়ে দেখেন ঘাড়ের কাছের কাপড়ের লেবেলটির রং লাল। বললেন—এটা কেটে দে।

তাড়াতাড়ি কাঁইচি এনে ঐ লাল লেবেলটি কেটে দেওয়া হ'ল। তারপর গায়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। একটু পরে ওটা খুলে ফুলহাতা গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে বাইরে এসে প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসলেন। এখানে ব'সে কয়েকটি লেখা দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

লেখা শেষ হতেই প্রফুল্লদা (দাস) এসে সামনে দাঁড়ালেন। স্থানীয় রাজনারায়ণ বসু লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছু অর্থ-সাহায্য চেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে ওঁদের দিতে আদেশ

করেছেন। প্রফুল্লদা আরো দু'একজনকে সাথে নিয়ে অর্থ-সংগ্রহের কাজ করছেন। ওঁদের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টি হাসির আলো ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—খবর কতদূর ?

প্রফুল্লদা—১৩৬০ টাকা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, পয়সা উপায়ের জন্য চেষ্টা করা লাগে না। মানুষ উপায়ের চেষ্টা করতে হয়। তাহ'লে পয়সা আপনি আসে।

মেণ্টুদা (বোস)—মানুষ উপায়টা কেমন একটা জটিল ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা যদি তুমি ঠিকমত আয়ত্ত করতে পার তাহ'লে তোমার দেখাদেখি আরো দশজনেরও হবে।

মেণ্টুদা—আমিই তো পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যাতে হয় তাই কর। এই যে খগেনের (মণ্ডল) বৌয়ের ছেলে হয়েছে। ওর আগে তো কোনদিন ছেলে হয়নি। কী করে ধরতে হয়, ছেলে কখন ডাকছে, কিছুই ও জানে না। কিন্তু কিভাবে এখন শিখে নিল। আজ সকালে যখন বেড়াতে যাই তখন আমার সাথে ফুল ও তার ছাওয়াল গিছিল। বেড়াতে যেয়ে ফুলের ছাওয়াল হঠাৎ রাস্তা বেয়ে হাঁটা দিল। ফুল তো ঐরকম মোটা মানুষ। কিন্তু কিভাবে তার ছাওয়ালের পিছনে সাঁই-সাঁই ক'রে ছুটল। আমি দেখে ভাবতে লাগলাম—দয়াল। আমি কবে তোমার পেছনে অমনভাবে ছুটতে পারব।

ভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে হাউজারম্যানদা বললেন—আলো জ্বললেই কতকগুলো পোকা তার কাছে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি জীব আছে যারা পোকা ধ'রে খায়, তারা আলোকে ভয় পায় বেশী। আলোর কাছে যেয়ে তারা স'রে স'রে আসে, ভাবে—এই আলোর মধ্যে প'ড়ে গেলাম বুঝি। আবার কতকগুলি পোকা আছে যারা আলোতে আত্মবিসর্জ্জন করতেই আসে। তাদের ধ'রে-ধ'রে খায় ঐ ব্যাঙ্, টিকটিকি প্রভৃতি জীবগুলো। আলো দেখলে এই সব জীবের উৎসব লেগে যায়, ভাবে খাওয়ার জোগাড় হয়েছে—ভণ্ড সাধুর মত। (সকলের হাস্য)।

মেণ্টুদা—কিন্তু ঠাকুর, ঐ দুই জাতীয় প্রাণীকে অনেক সময় identify করা (পৃথকভাবে চেনা) যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে ব'সেই আছ। যে পোকাগুলো আগুনে ঝাঁপ দেয় তারা আগুন দেখে ভয় পায় না, কিন্তু ঐ জীবগুলো দেখে ভয় পায়। মানুষের মধ্যে ঐ আলো-পিয়াসী পোকার মতন যে, সে চায় Him (তাঁকে), ঐ আলোকে। সবাই তাঁতে attracted (আকৃষ্ট) হ'ল কতখানি তাই সে দেখে। তার নিজের প্রতি মানুষ আদৌ attracted (আকৃষ্ট) হ'ল কিনা, সেটা তার কাছে কোন affair-ই (বিষয়ই)

না। আর, ঐরকম ভণ্ড পোকা wants to attract everybody to himself (প্রত্যেককে তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়)। এই হ'ল ওদের detect (আবিষ্কার) করার clue (তুক)।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটা লেখা দিলেন।

মেণ্টুদা—মহাপুরুষরা বাণী দেন complex adjust (প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ) করার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তুমি সেইমত চ'লে ঐগুলি avail (লাভ) কর তো! তখন দেখো, ও কমপ্লেক্স-টমপ্লেক্স কোথায় শুকিয়ে গেছে। ঐ যে একরকমের ছেলে আছে যাদের বলে মাথাভাঙ্গা ছেলে। তারা যে কাজ করবে ঠিক করে, তাতে হাজার বারণ করলেও কিছুতেই শোনে না। ঐরকম হওয়া লাগে।.........এই যে আমাকে রস-গোল্লায় ধরেছিল। কিছুতেই আর সামলাতে পারি না। যে দোকানে খেতাম, সে বেটা খুব বাকী রাখত। একদিন তখন আমার কেবল বিয়ে হয়েছে, দোকানে গেলেই ও বলে—'বাবু, এই যে আপনার জন্য বাকী রসগোল্লা রেখে দিয়েছি। খেয়ে যান।' ওর ডাক শুনে খেতে গেলাম। তখন সে আমার গলায় গামছা দিয়ে বলার মতন করে বলল 'ঠাকুর, পয়সা দিয়ে তারপর খাবা।' ফাঁপরে প'ড়ে গেলাম। বাবা! ও আমারে এত মিষ্টি কথা ক'ত যে রসগোল্লার জন্যে, সেই রসগোল্লাই দেখি এখন আমাকে মেরে ফেলে। তারপরে তো সেখান থেকে চ'লে আসি। পরের দিন আবার ঠিক ঐ সময়ে রসগোল্লা খাওয়ার সখ হয়েছে। রসগোল্লা তো আমাকে দোকানের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। রাস্তার পাশে অড়হরের ক্ষেত ছিল। আমি সেই অড়হরের গাছ ধ'রে শুয়ে পড়লাম। তখন রসগোল্লা খাওয়ার পক্ষে আমার কত যুক্তি, বুদ্ধি আসতে লাগল। কিন্তু আমার কিছুতেই খাওয়া হবে না।.........পরের দিন আবার ঐ সময়ে মা'র তফিল থেকে রসগোল্লা খাওয়ার জন্য ছয় আনা পয়সা চুরি করলাম। চুরি ক'রে ধরা পড়লাম। ইচ্ছে ক'রেই ধরা পড়লাম। ধরা পড়ার পরে মা তো বেদম মার। মার খেয়ে গেল আমার রসগোল্লা খাওয়ার নেশা ছুটে। পরের দিন আবার ঠিক ঐ সময়ে যখন রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে তখন হেম চৌধুরীর সাথে দিলাম গণ্ডগোল লাগায়ে। সে কিছুতেই ঝগড়া করবে না। কিন্তু আমার যে ঝগড়া না করলেই নয়।—এইভাবে তিন দিন পার হ'য়ে গেলে বুঝলাম, কোনরকমে ঐ সময়টা পার ক'রে দিতে পারলেই বাঁচা যায়। এখন ঐ রসগোল্লার নেশাকে যদি complex (প্রবৃত্তি) কও, তাহ'লেও তা' আমাকে ঐরকমভাবে ঠেসে ধরেছিল ব'লেই কিন্তু ওর হতে থেকে রক্ষা পাওয়ার ঐ সহজ উপায়টা পাওয়া গেল।

খড়ের ঘরের চৌকিতে দক্ষিণাস্য হয়ে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর এইরকম অনেক কথা প্রফুল্ল-

চিত্তে ব'লে চলেছেন। বারান্দায় একদিকে দাদারা এবং একদিকে মায়েরা নীরবে ব'সে একমনে শ্রবণ করছেন সেই অমৃত বচন। সামনে দালানের সিঁড়িতে কয়েকজন মা চুপ ক'রে বসে নিরীক্ষণ করছেন প্রিয়পরমের অনিন্দ্যসুন্দর দৈবী তনু। ঘরের ভেতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি চৌকির উপরে শুয়ে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। তাঁর কাছে ব'সে গল্প করছেন পূজনীয়া পিসিমা (শ্রীমতী গুরুপ্রসাদী দেবী)। ওদিকে কাঠের মিস্ত্রীরা বাথরুমের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের কাজের ঠুক-ঠুক, ঘস-ঘস আওয়াজ ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ রঙ্গণীভিলায় ফরিদপুর-নিবাসী তারাপদ কুণ্ডু তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে কীর্ত্তনগান করছেন। আজকের পালা নিমাই-সন্ন্যাস। আগামী কালও কীর্ত্তন হবে। খবর এল কীর্ত্তন সুরু হয়েছে। কেউ-কেউ উঠে কীর্ত্তন শুনতে গেলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বলছেন—ছোট বেলায় আমি কোন সাধু-সন্ন্যাসীর সাথে মিশিনি। মিশতে ইচ্ছাও করত না। কেবল নিজের করণীয়গুলি ঠিক ক'রে করতাম।

হাউজারম্যানদা—আর ঐ যে কোন্ সাধু আপনাকে বলত, নিজেকে পরমপিতার সন্তান বলতে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হ্যাঁ, সে সাধু ছিল গৃহস্থ সাধু, বৈষ্ণব। পাবনা থেকে বি-এ পাশ করেছিল। সে বলত, 'আমি পরমপিতার সন্তান, এরকম কথা ক'য়ো না। ওতে অহঙ্কার এসে যায়। সব সময় ভাববে আমি পাপী।' এখন এইরকম ভাবতে-ভাবতে আমার মন কেমন যেন সংকুচিত হ'য়ে যেতে লাগল। পরের ঘরে গেলে মনে হ'ত, লোকে বুঝি আমাকে চোর ব'লে ভাবছে। মেয়েছেলের দিকে তাকালে মনে হ'ত, এই বুঝি খারাপ ভাব আসছে। এইভাবে দিন যায়। তারপর একদিন পদ্মার পাড়ে ব'সে আছি। পশ্চিমদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। জল লাল হ'য়ে গেছে ঐ রঙে। সেদিক তাকায়ে থাকতে-থাকতে চেঁচায়ে ক'য়ে উঠলাম—আমি পরমপিতার সন্তান। না-না আমার মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা নেই। আমি তাঁরই সন্তান। এই কওয়ার পরে আরো কত কী যে ক'লাম। তখন একটু ভাল লাগল। মনে হ'ল যেন বেঁচে গেলাম। তারপর থেকে আর কোনদিন ঐরকম ক'ই নি।

হাউজারম্যানদা—সেই সন্ন্যাসীর তো গেরুয়া পরা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এই তোমার-আমার মত কাপড়পরা গৃহস্থ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর অন্য প্রসঙ্গ তুলে হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা

করলেন—আচ্ছা, আপনি যে অনুলোম-প্রতিলোম সম্বন্ধে এত কথা বলেছেন, এগুলি কিসের উপর দাঁড়িয়ে বললেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ সবই দেখে-দেখে। দুনিয়ায় যা' দেখেছি তাই কই। পড়াশুনা আমার কিছু নেই।

হাউজারম্যানদা—Divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) ব্যাপারটা কিভাবে বলেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে মুসলমানদের তালাক দেওয়া দেখেছি। মোট কথা, যা' বলেছি আমি, তার almost (প্রায়) সবই practical (বাস্তবধর্ম্মী)। কিছু-কিছু আমার কথা আছে, যেগুলি আমি বলেছি, পরে তার support-এ (সমর্থনে) অনেক কথা পাওয়া গেছে। কেষ্টদা হয়তো বই প'ড়ে বা কাগজ প'ড়ে আমার কাছে কিছু কইছে। তাই শুনে আমিও কিছু কইছি। কিন্তু infer (অনুমান) করা জিনিষ আমার খুব কম আছে, খুব কম।

হাউজারম্যানদা—গীতায় যে নির্ম্মম, নিরাশী হওয়ার কথা আছে। আপনিও বলেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, নির্ম্মম নিরাশী আমি আর হ'তে পারলাম না। এমন আমার কখনও হয় না যে কোন ভদ্রলোক হয়তো আসুল, তাকে খুব আপ্যায়িত ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দিলাম। তা' পারিই না। মানুষকে একবার দেখলে পরেই তার জন্য কিরকম একটা টান প'ড়ে যায়। (একটু কী যেন ভেবে) এ ভাল না, বড় কষ্টকর।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু সবার জন্য এমন হ'তে থাকলে আপনার মন scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে পড়ে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Scattered (বিক্ষিপ্ত) হবে কেন, আমার পথ থেকে তো আমি বিচ্যুত হই না।

কথা চলছিল, এমন সময় ননীমা এসে জানালেন, তিনি রঙ্গণভিলায় কীর্ত্তন শুনতে যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবি, তামাক দিয়ে যাবি নে?

ননীমা—প্যারীদা তো থাকল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাওয়ার আগে একটু দক্ষিণা দিয়ে যাবি নে? কিছু ভাল কাজ করার আগে বামুনকে দক্ষিণা দিতে হয়। যাওয়ার আগে একবার দিয়ে যা, তারপর কীর্ত্তন শুনে এসে আর একবার দিবি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মিষ্টি রহস্যভরা কথা শুনে সবাই হাসছেন। ননীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই চিরাচরিত ভঙ্গিমায় আঙ্গুলের ফাঁকে আল-

বোলার নলটি তুলে ওষ্ঠের মাঝে সংযুক্ত ক'রে মৃদু-মন্দ টান দিতে থাকেন তাতে। তাঁর মুখে-চোখে এখনও ফুটে বেরোচ্ছে এক অনির্বচনীয় রহস্যস্পর্শী সুমধুর হাসি।

১৩ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮। ১১। ১৯৫৬)

সকাল ৯টা। একটু আগে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠ থেকে বেড়িয়ে এসেছেন। খড়ের ঘরেই বসেছেন। হাউজারম্যানদা এসে বসেছেন। পূর্ব কোন প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—যেখানে যা' করণীয় তা' যদি না করি তাহ'লে বিপদ ঢোকার সোজা পথ পায়।

হাউজারম্যানদা—বিপদ কোন্ জায়গা থেকে কখন আসবে তা' কি মানুষ জানতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন, তুমি হয়তো পায়খানায় গেলে। দেখেশুনে গেলে না। ওখানে একটা কিছু আছে, দিল তোমাকে হুল ফুটিয়ে। এইরকম আর কি!

হাউজারম্যানদা—অনেক সময় বড়-বড় বিপদে আমরা ঠিকমত প্রস্তুত হ'তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট-ছোট বিপদে ঠিক থাকলে বড়-বড় বিপদেও ঠিক থাকা যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

আপদ্-নিরাকরণী প্রস্তুতি
যা'র যত অমোঘ,
শুভসুন্দরে গতিও তা'র
তেমনি অবাধ।

বাণীটি লেখার পরে হাউজারম্যানদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ইংরাজীতে এইরকম একটা বললে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বললেন—

Where danger-abating preparation
is active and irresistible,
there the go to benign welfare
is effective and unobstructed.

(বিপদ-নিরাকরণী প্রস্তুতি যেখানে সক্রিয় ও দুর্নিবার, প্রসাদমণ্ডিত মঙ্গল-চলন সেখানে ফলপ্রদ ও নির্বাধ।)

১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৯। ১১। ১৯৫৬)

বেলা ৯-৩০টা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে ব'সে হাউজারম্যানদা ও মেণ্টুদার (বোস) সাথে কথা বলছিলেন।

মেণ্টুদা—ঠাকুর! সব জায়গাতেই তো দেখছি টাকার আরাধনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার আরাধনা ক্যা? চাকার আরাধনা কর্। চাকার আরাধনা মানে চলার আরাধনা।

মেণ্টুদা—কাল রাতে একটা কথা মনে হ'ল। সব চাইতে সহজ কাজ হ'ল ভগবানের উপরে দোষ চাপানো। আর সব চাইতে কঠিন কাজ নিজের কাছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে? ঠিক বুঝলাম না। ঐ যে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে ভগবানের 'পরে দোষ চাপাও, তা' হয় না। বাস্তবেই তা' সম্ভব নয়। আমার মনে হয়—

ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত লেখাটি দিলেন—

নিজেকে ফাঁকি দেবার সব চেয়ে সহজ উপায়ই হ'চ্ছে
ভগবানের উপরে দোষ চাপানো,
যদিও তাতে আরো ফাঁদেই প'ড়ে যায়।

বাণীটি শ্রীশ্রীঠাকুর আর একবার শুনতে চাইলেন। পড়লাম।

মেণ্টুদা—অনেকে বলে, আজ ত্রিশ বছর ভগবানের নাম নিয়ে চলছি, কিছুই হল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, সে যে কিছু করেনি সেইটাকে support (সমর্থন) করতে চায়।

এর পরে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—সীতা হনুমানকে মুক্তার মালা দিয়েছিলেন। হনুমান তাই নিয়ে ছিঁড়তে লাগল, না কি দাঁত দিয়ে বুঝি একটা-একটা ক'রে কাটতে লাগল। লক্ষ্মণ এসে কয়—শালার বাঁদর, সীতা দিলেন তোমারে মুক্তার মালা, তুমি কেটে ফেললে? হনুমান বলল, এতে তো রামনাম লেখা নেই।

বঙ্কিমদা (রায়)—তখন লক্ষ্মণ বলল, তোমার শরীরেও তো রামনাম লেখা নেই, সেটাও ফেলে দাও। তখন হনুমান বুক চিরে দেখাল সেখানে রামনাম লেখা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর significance (তাৎপর্য্য) হচ্ছে, মালার মধ্যে রামচন্দ্রের utility (কাজে লাগে এমন) কিছু নেই। আর, আমার মধ্যে রামচন্দ্রের utility (উপযোগী যা', তা') ছাড়া আর কিছুই নেই। (একটু পরে বললেন) ঐরকম simile (উপমা) থাকলে অথচ তার তাৎপর্য্য ঠিকমত ভেঙ্গে না দেওয়া হ'লে অনেক সময় বিকৃতি ঢুকে যায়।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা আপনি যখন ডাক্তারী করতেন তখন হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন, না এলোপ্যাথি দিতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে হোমিওপ্যাথি লাগত সেখানে হোমিওপ্যাথি, আর যেখানে এলোপ্যাথি লাগত সেখানে এলোপ্যাথি দিতাম।

হাউজারম্যানদা—আপনার কোন কম্পাউণ্ডার ছিল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, প্রথমে জগবন্ধু ঘোষ নামে একজন ছিল। শেষের দিকে ভগীরথ আসল।

বিকালে, খড়ের ঘরের পূবের বারান্দায় শরৎদা (হালদার) এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। আলোচনা চলছিল। কথার সূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন —আপনারা যদি ভাল হন তাহ'লে লোকে আপনাদের মাষ্টারকে ভাল বলবে, এ নিশ্চয়। আবার, কেউ যদি প্রকৃতই ভাল হয়, আর তাকে খারাপ ভেবে নিয়ে লোকে যদি তার নিন্দা করে, তাহ'লে সে নিন্দাটা faulty (দোষযুক্ত) হ'য়ে যাবে। সে-নিন্দা টেঁকে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে শরৎদা প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, একটা লোক কি তার দুনিয়ার যা'-কিছু ইষ্টে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারে না তা' ভাববের যাওয়া মানেই আমার যতখানি ability (ক্ষমতা) ছিল তাকে weak (দুর্ব্বল) ক'রে দেওয়া। হয়তো সবার অতখানি নাও হ'তে পারে। তবুও ঐরকম ভাবা ভাল না। তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া মানেই তোমার সমস্ত কর্ম্ম দিয়ে তাঁতে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠা। ঐরকম হ'লে পরে তখন তোমার সমস্ত কর্ম্মের সাথে তাঁর সমস্ত কর্ম্মের সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে।

১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১। ১২। ১৯৫৬)

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, বঙ্কিমদা (রায়), হরিদা (গোস্বামী), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), সরোজিনীমা, হেমপ্রভামা, মঙ্গলামা প্রভৃতি। সন্ধ্যার ঠিক আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে একটি লেখা দিয়েছেন। লেখাটির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা চলছে।

লেখাটির প্রথম অংশ হ'ল—

Try to perform those things
which are said to be impossible
for the welfare of existence.

(অসম্ভব ব'লে যেগুলি কথিত, সেগুলি সত্তার কল্যাণার্থে সম্ভব ক'রে তোলার চেষ্টা কর)।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে হাউজারম্যানদা প্রশ্ন করলেন—Welfare of existence-এর (সত্তার কল্যাণের) জন্য impossible-কে work out করা (অসম্ভবকে সম্ভব করা), সেটা কি রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধর, হাইড্রোজেন বোমার যদি explosion (বিস্ফোরণ) হয়, তবে তো আর রক্ষা নেই। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার explosion (বিস্ফোরণ) একেবারে থামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, মানে বোমা মারলেও ফাটবে না, এমন কোন antipole (বিপরীতধর্মী প্রতিষেধক) সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা! হয়তো বন্দুক থেকে এমন এক গুলি ছেড়ে দিল, যার ফলে হাইড্রোজেন বোমা ফাটার আগেই মাঝপথে একেবারে থেমে গেল, sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে গেল। তারপর দেখ, এখন gravity-কে (অভিকর্ষকে) insulate (বিচ্ছিন্ন) করা যায় না। তুমি এমন জিনিষ বের কর যার উপর দাঁড়ায়ে gravity-কে insulate (অভিকর্ষকে বিচ্ছিন্ন) করা যাবে। জায়গায় দাঁড়ায়েই তুমি উপরের দিকে উঠে যেতে পারবা। আবার যেমন আছে, মানুষ মরে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এমন কিছু করা যায় কিনা যার দ্বারা মানুষকে বাঁচায়ে রাখা যাবে যতদিন খুশী।

অসম্ভবকে সম্ভব করার বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া এই উদাহরণগুলি নিয়ে কেষ্টদা, শরৎদা, হাউজারম্যানদার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা চলল অনেকক্ষণ ধ'রে। শ্রীশ্রীঠাকুরের লোককল্যাণী চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি ক'রে প্রত্যেকেই মুগ্ধ ও বিস্মিত।

কথায়-কথায় রাত বেড়ে চলে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর লেখা ও কথাগুলি নিয়ে কেষ্টদার সাথে আলোচনা করছিলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এখনও মনে হয়, আমি যা' সব কইছি তার সব কথার মানে আমি এখন জানি নে।

কেষ্টদা—আপনি যখন এমন বলেন তখন আমাদের বিপদ হয় বেশী। যে কথাগুলো অপনি বলেছেন তার কিছুই তো আমরা জানতাম না। ইংরাজী বাণীর মধ্যে হয়তো এমন একটি শব্দ বলেছেন উপস্থিত কেউই আমরা তার মানে জানি না। শব্দটা নিয়ে আলোচনা হ'ত। পরে dictionary (অভিধান) দেখে দেখা গেল, ঐ শব্দটাই ওখানে সব চাইতে apt (উপযুক্ত)। এরকম যে কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই। কথাগুলি তো আপনারই অবদান। আর, আপনি যে খুব ভেবে-চিন্তে নিরিবিলিতে ধ্যানস্থ হ'য়ে বলতেন তা' মোটেই নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। পায়খানায় ব'সে, তেল মাখতে-মাখতে, বেড়াতে-বেড়াতে আপনি অনেক কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি ঐ যে আমার কাছে এসে বলতেন, ইংরাজীতে ক'ন, ইংরাজীতে ক'ন। আমি শুনে ভাবতাম—পাগল নাকি! ইংরাজীতে কথাই বলতে পারি নে, তা' আবার ঐ বাণীর মত ক'রে ক'ব! তারপরে শেষে কেমনভাবে কী বেরোয়ে গেল! কিভাবে যে বেরোল, আমার এখনও মনে হয়, আমার সে-ব্যাপারটা আপনি জানেন।

রহস্যভরা হাসি হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন—আমার মনে হয়, কেষ্টদা এ mystery (রহস্য) জানে, কিন্তু disclose (প্রকাশ) করে না। তা' একপক্ষে ভালই করে। ওসব ভেঙ্গে ব'লে ফেললে আবার ভাব ভেঙ্গে যাবে।

আবার কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে এক অর্থপূর্ণ আত্মপ্রসাদী হাসি ছড়িয়ে বললেন—আমি ভাবি, আপনি ওটা ক'ন না। তা' না কওয়াই ভাল। ক'য়ে ওর mystery (রহস্য) ভেঙ্গে দিলে আর যদি আমার ঐরকম না বেরোয়। তা' ভালই করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বার-বার ক'রে এই কথাগুলি এমনভাবে বলছেন যে কেষ্টদা প্রথমে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। পরে হেসেই ফেললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এমন মজা করার ভঙ্গী উপভোগ ক'রে উপস্থিত সবাই হাসছেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ৩।১২।১৯৫৬)

গতকাল ডাঃ হৃষীকেশ বোস এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে গেছেন। বলেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের ভার-ভার ভাবটি সারতে প্রায় বছরখানেক সময় লাগবে।

আজ পূজ্যপাদ বড়দার শুভ জন্মতিথি। ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগরণী, মাঙ্গলিক গীতি ও নহবতের সুরে আশ্রম-পরিবেশ মুখরিত হ'য়ে উঠল। মাইকযোগে প্রচারিত ঐ ধ্বনি ভোরের বাতাসে ভর ক'রে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। উষাকাল থেকেই ওয়েষ্ট-এণ্ড-হাউসের মন্দির-গৃহে কীর্ত্তন সুরু হয়েছে। কীর্ত্তন পরিচালনা করছেন শ্রদ্ধেয় বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও ননীদা (চক্রবর্ত্তী)। রাণাঘাট থেকে কীর্ত্তনের একটি দল এসেছে। তারা আশ্রমের এদিকে-ওদিকে ঘুরে-ঘুরে কীর্ত্তন করছে। মাঝে-মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের সামনে দিয়েও ঘুরে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত নয়নে ওদের দেখছেন।

সকাল ৭টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিনকার মত বেড়াতে গেলেন। ফিরে আসতে বেলা প্রায় ৯টা বাজল। কিছু পরে সৎসঙ্গীরা সবাই এসে সমবেত হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। এখন তাঁর সম্মুখে সমবেত প্রার্থনা হবে। ঘরের ভেতরে একপাশে এসে বসেছেন পূজ্যপাদ বড়দা। যথাসময়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আবাহনী দিলেন।

প্রার্থনা সুরু হ'ল। বাইরে বারান্দায় ও সামনের সিঁড়িতে দাদা ও মায়েরা অনেকে ব'সে প্রার্থনা করছেন।

পূজ্যপাদ বড়দার জন্মতিথি-উপলক্ষে যে-আশীর্ব্বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, প্রার্থনার শেষে কেষ্টদা তা' উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করলেন। কেষ্টদা যতক্ষণ পড়ছিলেন, ততক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর মুখের দিকে। নিজের লেখা নিজেই যেন বিমুগ্ধচিত্তে শুনলেন। আশীর্ব্বাণী পাঠের শেষে পূজ্যপাদ বড়দা প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। পরে-পরে অন্যান্য সবাই এসে প্রণাম করতে লাগলেন। এর পরে, ঐ আশীর্ব্বাণীর ছাপানো কপি সবার মধ্যে বিতরণ করা হ'ল।

এর পর বড়দা স্বীয় মাতৃদেবী ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করলেন। সৎসঙ্গিগণও শ্রীশ্রীঠাকুর ও বড়মাকে প্রণাম ক'রে প্রণাম করলেন পূজ্যপাদ বড়দাকে।

প্রণাম শেষ হ'তে-হতে বেলা প্রায় পৌনে দশটা হয়ে গেল। তারপর পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীবড়মা, পিসিমা ও ছোড়দাকে গাড়ীতে ক'রে নিয়ে সরসী-ভবনে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে ওঠার আগেই আবার সকলে ফিরে এলেন। এই সময় মন্দিরে মাইকযোগে বেদপাঠ হচ্ছে; সরসী-ভবনে চলেছে পূজা, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।······

বেলা ১১টা। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগ সমাপ্ত হ'ল। তারপর আনন্দবাজারে প্রসাদ বিতরণ সুরু হল।

১৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ৪। ১২। ১৯৫৬)

আজ সকালে বেড়াতে যেয়ে মাঠে একটু ব'সেই চ'লে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শরীর খারাপ বোধ করছেন। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে বললেন। ফিরে আসার পরে প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে প্রথমে মালিশ করলেন, পরে গরম সেঁক দিয়ে দিলেন। এই সব করার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ভাল বোধ করতে থাকেন।

একটু পরে শচীন গাঙ্গুলীদা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি আপনার চাইতে বড় ?

শচীনদা—আমি দু'বছরের বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বড় ?

শচীনদা—হ্যাঁ, গত 2nd December-এ আমি 70th year complete (২রা ডিসেম্বরে আমি ৭০ বর্ষ পূর্ণ) করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আমার ?

শচীনদা—আপনি এইবারে 68 complete (৬৮ পূর্ণ) করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই ব্যারাম হওয়ার আগেও আমি যে বুড়ো হয়েছি তা' বোধ করিনি। কিন্তু এই অসুখের পরে কী যে হ'ল। এখন শরীরের দিক দিয়ে বুড়ো মনে হয়।......এই বয়সে এ আর সারে কিনা ভগবান জানেন।

কিছু পরে হাউজারম্যানদার একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—Saint (সন্ত) যারা, তারা big persons (বড় লোক) না, great persons (মহান ব্যক্তি)। আমি কই, people-ই (মানুষই) যাদের purse (টাকার থলি), people (মানুষ) যাদের property (সম্পত্তি), আর লাভও যাদের ঐ people-ই (মানুষই), তারাই great (মহৎ)। আর, যাদের money and power-ই (অর্থ এবং ক্ষমতাই) হ'ল goal (লক্ষ্য), তাদের big man (বড় লোক) বলা যেতে পারে।

হাউজারম্যানদা—তাহ'লে আলেকজাণ্ডারকে বলা উচিত Alexander the Big, Great বলা উচিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা আমি কই। আমার কথা এটা। কিন্তু Alexander the Great—এই নামেই famous (বিখ্যাত)।

কথা চলছে। ইতিমধ্যে সামনের উঠানে নীচে ব'সে থাকা একটি শালিক পাখীকে তাড়া করেছে একটি বিড়াল। শালিক টুক করে ছাদের আলিসার উপর উড়ে যেয়ে প্রাণভয়ে চীৎকার করতে লাগল। দেখাদেখি আশপাশের শালিকগুলিও একসাথে চীৎকার আরম্ভ করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টে বাইরের এই কাণ্ডটি দেখছিলেন। আমাদের সকলের দৃষ্টিও তাঁকেই অনুসরণ করেছিল।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, বিড়াল দেখলে পাখী ওরকম করে কেন? কুকুর দেখলে তো অমন করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আনমনে)—হুঁ, খাদ্য-খাদক।

আবার পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধ'রে হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—তাহ'লে Ashoke the Great বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রথমে ছিলেন Big, পরে হ'য়ে গেলেন Great. উপগুপ্তর কাছে দীক্ষা নিয়ে সৎচলনে চলতে চলতে তিনি Great হ'য়ে উঠলেন।

হাউজারম্যানদা—অশোকের খুব টান ছিল উপগুপ্তর উপরে, তাই না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—He realised Buddha through Upagupta (তিনি উপগুপ্তর মাধ্যমে বুদ্ধকে উপলব্ধি করেছিলেন)।

এই সময় মেন্টুদা (বোস) এসে প্রশ্ন করলেন—আমার পরিবেশে যদি কেউই

adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, আমি একাই যদি শুধু adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে উঠি, তবে সে adjustment-এর (নিয়ন্ত্রণের) কি কোন দাম আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের adjustment-এরও (নিয়ন্ত্রণেরও) মূল্য আছে। সে যত cordially (হৃদ্যভাবে) মানুষের সাথে adjusted way-তে (নিয়ন্ত্রিত রকমে) deal করতে (ব্যবহার করতে) পারবে, তাতে মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হ'লেও adjustment-minded (নিয়ন্ত্রণ-অভিমুখী) হয়ে উঠবে। একজন ঠিকমত করলেই তার সাথে অনেকের হয়। যেমন, তুমি ঘর পরিষ্কার রাখা পছন্দ কর। নিজের ঘর পরিষ্কার রাখ। তোমাকে যে ভালবাসে, সে তাড়াতাড়ি এসে চৌকির তলাটা পরিষ্কার করে। আবার, তাকে যে ভালবাসে, সে এসে হয়তো ঘরখানাই ঝেড়ে ফেলল। এই রকম আর কি !

বিকালে শরৎদা (হালদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা আদর্শ স্বামী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পুত্র ইত্যাদি হিসাবে দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর বাণী হিসাবে তো কিছু পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আমি জানি না। তবে ঐ যে কী রামায়ণ আছে যাতে বশিষ্ঠের উপদেশ আছে !

শরৎদা—হ্যাঁ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। কিন্তু সেখানে তো বশিষ্ঠের উপদেশ। রামচন্দ্রের বাণী—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। বশিষ্ঠের উপদেশগুলিই রামচন্দ্রের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়েছে। রামচন্দ্রের action-ই (কর্ম্মই) তাঁর speech (বাণী)। Activity-র (কর্ম্মের) মধ্যে দিয়েই তাঁকে জানা যায়।

৪টা বাজল। রবারের বল ও ছোট-ছোট বেলুন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এনে দেওয়া হ'ল। এগুলি হাতে ক'রে টিপে-টিপে শ্রীশ্রীঠাকুর আঙ্গুলের ব্যায়াম করেন। এখনও ওগুলি হাতে নিয়ে আঙ্গুলের ব্যায়াম করতে থাকেন তিনি। আজকাল রোজ দু'বেলাই এটা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

২০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ৫।১২।১৯৫৬)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। কাছে লোকজন কমই। মেন্টুদা (বোস) এসে অভিযোগ করলেন—একজন তাকে খুব কটু কথা বলেছেন, বলেছেন মেন্টুদার নাকি গুরুমারা বিদ্যে, ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—ও সমস্ত কথা গ্রাহ্য করতে নেই। তোমাকে down (নীচ) করার জন্যে মানুষ অনেক কিছু বলতে পারে। তুমি যদি তা'তে ট'লে যাও তাহ'লে সত্যিই down (নীচ) হ'য়ে গেলে।

তুমি যে বড় হও, এ হয়তো অনেকের ভাল লাগে না। কিন্তু degree-তে (পরিমাণে) যখন তুমি উঠে যাবে, সে আর নাগাল পাবে না তোমার, তখন ক'বে খুব ভাল। ভয় নেই। ঠিক থাকিস্। আমি যে দিনের মধ্যে ঐরকম কতবার assaulted (আক্রান্ত) হয়েছি তার ঠিক নেই। এক-একদিনে ten to twenty times (দশ থেকে কুড়িবার) ঐরকম হয়েছি। একবার ব'সে যাত্রা শুনতিছিলাম। বিনোদ ঘোষ সেখানে এসে খামাকা আমার কান ধ'রে উঠায়ে দিল। কিছু ক'লও না। ক'ল না যে স'রে বস্ বা ঐরকম কিছু। কান ধ'রে উঠায়ে দিল। তারপরে আমি সেখান থেকে একেবারে fencing-এর (বেড়ার) বাইরে যেয়ে একটু উঁচু-জায়গা দেখে তার উপর সারারাত্রি দাঁড়ায়ে যাত্রা শুনলাম। একটুও বসিনি।

দেবী—আপনাকে ওখান থেকে উঠায়ে দিল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভদ্রলোকরা সব এখানে বসবে ; আমি কেন সেখানে বসব—এই আর কি !

বোনা-মা—কিন্তু পরবর্তীকালে দেখেছি, আপনি যখন তামাক খেতেন তখন বিনোদ ঘোষ সামনে দিয়ে গেলে আপনি তাড়াতাড়ি ক'রে গড়গড়া লুকায়ে রাখতেন। এইরকম সম্মান করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট ক'রে বললেন—হুঁ।

হাউজারম্যানদা—ঐ ঘটনার সময় আপনার বয়স কত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই চুনুর মতন বয়স (১৫।১৬ বছর)।

হাউজারম্যানদা—বিনোদ ঘোষ কী ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েত ছিল। আশ্রমে বীরভদ্র নামে একটা goat (ছাগল) ছিল। সে একদিন বিনোদ ঘোষকে মারিছিল।

হাউজারম্যানদা—কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বীরভদ্র যাকে সন্দেহ করত তাকেই মারত।

হাউজারম্যানদা—বিনোদ ঘোষ তো সব সময় আপনার পিছনে লাগত। আপনার trance (সমাধি-অবস্থা) দেখে কী বলত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলত ও-সব false (বাজে)। তবে চ্যাংড়াদের কথা যে ভাবে ignore (অবহেলা) করে, আমি সেইভাবে ওর কথা ignore (অবহেলা) করতাম। অর্থাৎ তার কথার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতাম না।

হাউজারম্যানদা—ও এসে যখন কান ধ'রে উঠিয়ে দিল, আপনি কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন 'আমার কী দোষ ?'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবলাম যে কান ধ'রে ও একটু সুখ ক'রে নিল।

কথা চলছিল। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল। বসলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে একান্তে ব'সে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বললেন। সাড়ে দশটার সময় ডাঃ ধর বিদায় গ্রহণ করলেন।

স্থানীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থায় প্রায়ই গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে, আশ্রমে বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যবস্থা থাকলেও রাত্রে মাঝে-মাঝে নিষ্প্রদীপ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে। এর নিরাকরণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সম্প্রতি দুইটি ইঞ্জিনচালিত সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ডাইনামো আনিয়েছেন। ডাইনামোগুলির 'মেক্' হ'ল ইণ্টারন্যাশনাল হারভেস্টার, আজ সন্ধ্যায় ডাইনামো দুইটি একসাথে চালু করা হ'ল। প্রত্যেকটি ২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি-সমন্বিত এই ডাইনামোতে বেশ ভালই আলো হ'ল।

২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ৬। ১২ ১৯৫৬)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। ডাক্তাররা, মেণ্টুদা (বোস), হাউজারম্যানদা প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। অলৌকিক ঘটনা নিয়ে কথা চলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় জীবনের ঐ জাতীয় বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণনা ক'রে চলেছিলেন। নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে শুনছেন সবাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদিন মাতৃ-মন্দিরের উঠানে সৎসঙ্গ হ'চ্ছিল। হঠাৎ খুব মেঘ ডেকে এল। তারপরেই বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। চারিদিকে বৃষ্টি। কিন্তু সৎসঙ্গ যেখানে হ'চ্ছে, ঐ অতখানি জায়গায় (হাত দিয়ে দেখিয়ে) আর বৃষ্টি হ'ল না। অবশ্য, এর মধ্যে miracle (অলৌকিকত্ব) নেই। যেমন এখানে বৃষ্টি হয়, কিন্তু ঐ পুরন্দায় বৃষ্টি হয় না। এ রকম খুব দেখা যায়।

মেণ্টুদা—মানুষ আপনাকে একসাথে পাবনাতেও দেখছে, আবার কুষ্ঠিয়ায়ও দেখছে। এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাখ্যা পাবে না কেন! কোন বিষয় যার মাথায় যেমন ধরে, সে তেমনিভাবে বোঝে।

তারপর আবার পূৰ্ব্বপ্রসঙ্গ ধ'রে বলছেন—আমার ওখানে আশ্রমে (পাবনায়) একটা কিসের গাছ ছিল। তার ফল খুব মিষ্টি। তার একটা ডালের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সেই ডালটা মড়্‌মড়্ ক'রে ভেঙ্গে গেল। কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু যেমনভাবে তাকিয়েছিলাম সেই দৃষ্টি নিয়ে আবার একখানা জামগাছের ডালের দিকে তাকালাম। সেখানাও ঐরকম ক'রে ভেঙ্গে গেল। আর একখানা ডাল যখন ঐ একইভাবে ভেঙ্গে গেল, তখন ভয় হ'য়ে গেল। এর মানে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটল। এখন গাছের দিকে তাকালে যদি

গাছের ডাল ভেঙ্গে যায় আর তাতেই যদি মহাপুরুষ হয় তাহ'লে আমার মত মহাপুরুষ ঢের আছে !

এরপরে মেণ্টুদা শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভক্তি আছে কিনা জানি না। আমি শ্রদ্ধাবান কিনা তাও আমি জানি না। কিন্তু আমার মমতা আছে খুব। তোমার যদি কেউ নিন্দা করে তবে আমার বড় ব্যথা লাগে।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বলছেন—আগে খুব নাম করতাম। নাম করতে ও এইপথে চলতে যেয়ে অনেক রকম ধাক্কা খেয়েছি জীবনে। ধাক্কা খেতে-খেতে আমার যে-সব experience (অভিজ্ঞতা) হয়েছে, এখন যা' কই, তা' সেই সব experience-এর (অভিজ্ঞতার) কথা। কী একটা গান আছে না ?—

এই ব'লে অতি সুন্দর সুরে গাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—

'তুমি কেমন ক'রে গান কর যে গুণী
আমি অবাক হ'য়ে শুনি…… ।'

আমার ঠিক ঐ অবস্থা।

বনবিহারীদাকে (ঘোষ) জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ঐ গানটা জানিস নাকি ?

বনবিহারীদা—আজ্ঞে জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানে ব'সে গা তো দেখি।

বনবিহারীদা বারান্দায় ব'সে গান শুরু করলেন। শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই বাংলা সব বুঝলি ?

হাউজারম্যানদা—কিছু-কিছু।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বনবিহারীদাকে)—ইংরাজী ক'রে দে তো।

বনবিহারীদা ইংরাজীতে গানটি অনুবাদ করে হাউজারম্যানদাকে বুঝিয়ে দিলেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—আমার কোষ্ঠী অনেকে দেখত। বলত, ভাল কোষ্ঠী না। লেখাপড়া হবে না ; কিন্তু ভাল মানুষ। আর খ্যাপা, বাদলা, এদের কোষ্ঠী ভালই। এখন অনেকে আবার আমার কোষ্ঠী ভাল কয়। (হাউজারম্যানদাকে) তোর কোষ্ঠী বিশেষ ভাল কেউ কয় না। অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) খুব ভাল কয়। সেইজন্যে আমি আবার অবিনাশদাকে খেলায়ে-খেলায়ে জিজ্ঞাসা করি।

হাউজারম্যানদা—একটা ভাল কাজ যখন করতে যাই তখন তাতে কেউ বাধা দিলে বড় রাগ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে দেখতে হয়, আমার Ideal-এর (ইষ্টের) স্বার্থ কতটুকু আছে।

অনেকে ইষ্টের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করেছে ব'লে মুখে বলে, সেই প্রসঙ্গে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোমার কাছে surrender (আত্মসমর্পণ) করলাম, এই কথাটাই যেন surrender (আত্মসমর্পণ)-এর পথে একটা বাধাস্বরূপ। Surrender (আত্মসমর্পণ) কী? আসল লক্ষ্য থাকবে—হে প্রভু, তোমার ভাল ছাড়া আমার চলে না।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—এই যে কাজলের মা, আগে ওর সব জিনিষে নিজের নাম লিখত। কিন্তু কাজল হওয়ার পরে একেবারে পালটে গেল। তখন আর নিজের নাম লেখে না, কাজলের নাম লেখে সব জায়গায়। এটা কাজলের, ওটা কাজলের। পয়সা এখন আর বেশী বাজে খরচ করে না, কাজলের জন্য লাগতে পারে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৮।১২।১৯৫৬)

কিছুক্ষণ হ'ল বিকাল গড়িয়ে গেছে। আশ্রম-প্রাঙ্গণে আম-জাম-শাল-অশত্থের ছায়াগুলি দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠছে। নীড়মুখী বিহঙ্গকুলের কলকাকলীতে শান্ত আশ্রম-পরিবেশ মাঝে-মাঝে মুখর হ'য়ে উঠছে। শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের সম্মুখে একটি কুক্কুরী-মা তার তিনটি সন্তানকে স্তন্যদানে ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে চৌকিতে দক্ষিণাস্য হ'য়ে সমাসীন। সারা আশ্রমের পুরুষ-নারী অনেকেই এসেছেন সান্ধ্য-প্রণাম করতে। কেউ-কেউ এখনও আসছেন। ঠাকুর-ঘরের ভিতরে আছেন সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), ভোলানাথদা (সরকার), রমেশদা (চক্রবর্তী), ভোলাদা (ভদ্র), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), প্রফুল্লদা (দাস) প্রভৃতি।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন প্রফুল্লকে কইছিলাম যে, ও বসবে আমার কাছে। তারপর আস্তে আস্তে কথাবার্তার ভিতর-দিয়ে 'সাত্বত সংবাদের' মতন একটা বার করা যাবে। তা' ও-ও আর সময় ক'রে উঠতে পারল না। তারপর এখন আমার যে অবস্থা—। মোটামুটি সত্যানুসরণে আমার সব কথা আছে। ওটা তো আমার বলা না, আমার লেখা। ঐ একখানা বই-ই আমার একমাত্র লেখা। আর সবগুলি আমার বলা।

হরিনন্দন প্রসাদ এই সময় এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কয়েকজন দয়ালবাগের সৎসঙ্গী আইছিল। ক'চ্ছিল, হুজুর মহারাজ রাধাস্বামী মতের প্রবর্ত্তক। এইরকম আরো কত কথা। তারপর কয়, আপনি

অনেকখানি ছিপা গিয়া। আমি ভাল ক'রে হিন্দী বুঝি না ; তাই জবাব দিতে পারলাম না। আবার, তখন এখানে কেউ ছিলও না। আমি ক'লাম, আমি তো তা' জানিনে। তবে আমার কাছেই আমি ছিপায়ে আছি। এই যে আমি যা' কই বা যা' করিছি, ভেবে তো এর কূল করতে পারিনে।

হরিনন্দনদা—ভাগলপুরে এক সাধু আছেন, তিনি শূন্যের ধ্যান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব কী! ইষ্টচিন্তা করাই ভাল। ঐ যে কূটস্থ হ'য়ে থাকার কথা-টথা বলে, ওর থেকে বোধ হয় ঐসব conception-এর (ধারণার) সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কূট মানে হ'ল পাহাড়ের চূড়া। ইষ্টই যখন তোমার কূট হবেন, তোমার সব করাগুলি যখন তাঁরই জন্য হ'য়ে উঠবে, তখনই তুমি হ'লে কূটস্থিত বা কূটস্থ।

হরিনন্দনদা—তাহ'লে ও-সব মানুষ তো diverted (পথভ্রষ্ট) হ'য়ে পড়ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম কত আছে। ওদের চলা ঠিক হ'লে life-এর expansion (জীবনের বিস্তার) হ'ত। How to live and how to grow-এর (বাঁচা ও বাড়ার) কত clue (তুক) বের হ'য়ে যেত।

হরিনন্দনদা—How to live-এর (বাঁচার) মধ্যে কি longevity-র (দীর্ঘায়ু লাভের) কথাও আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Longevity-র (দীর্ঘায়ুলাভের) কথা আছেই—in all respects (সব দিক দিয়ে)। সাথে-সাথে আছে how to grow (বেড়ে ওঠা)। যদি আমি ২০০ বছর বাঁচতে পারি তার clue (তুক) তো পাবই। তারপর তাকে আরো বাড়াতে পারি—materially and spiritually (জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক রকমে)। Spirit and matter (আত্মা এবং বস্তুজগৎ) আমার আলাদা মনে হয় না। একেরই দুইটি দিক। Spirit (আত্মা) বাদ দিয়ে তো matter (বস্তু) থাকে না, থাকতে পারে না।

হরিনন্দনদা—Spiritual life (আধ্যাত্মিক জীবন) মানে আমার মনে হয় glorious life lead করা (গৌরবজনক জীবন অতিবাহিত করা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই-ই তো। ঐ যে সেদিন কেষ্টদা বলল, আমারও ভাল লাগল, সাত্বত ধর্ম্ম হ'ল নারায়ণীয় ধর্ম্ম। আমিও মনে করি, সাত্বত ধর্ম্ম মানে সত্তার ধর্ম্ম।

হরিনন্দনদা—বর্ত্তমানের অনেক রাজনৈতিক নেতা বলেন, এই যে চিত্তরঞ্জন কারখানা, তারপর নানারকম workshop (কারখানা), এরাই আমার God (দেবতা)। Twentieth century-র God (বিংশ শতাব্দীর দেবতা) এই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার God (দেবতা) যেই হোক আর যাই হোক, তা' good

(মঙ্গলকর) হওয়া চাই। There must be শিবসুন্দর (শিবসুন্দর থাকা চাই তার মধ্যে)।

হরিনন্দনদা—Good মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Good মানে শুভ, সত্তার good (শুভ), welfare of existence (সত্তার মঙ্গল)।

হরিনন্দনদা—কিন্তু সে good (শুভ) তো materially (বস্তুগতভাবে) হওয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Material (বস্তুগত) আর spiritual (অধ্যাত্ম) কি,—সব দিক দিয়ে। এক দিক হ'ল, আর একদিক হ'ল না, তাতে ভেঙ্গে যায়। সব দিক ঠিক থাকে না।

কথায়-কথায় সন্ধ্যা হয়ে এল। ঘর ও বারান্দার আলোগুলি জেবলে দেওয়া হয়েছে। শীত বেশ পড়েছে। বারান্দার পর্দাগুলি টেনে দিয়ে ঘরের পাটগুলি সরিয়ে এঁটে দেওয়া হ'ল যাতে ঠান্ডা না আসে ঘরের মধ্যে। সামনের দিকে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা হ'ল।

আবার যথারীতি আলোচনা চলতে থাকে—

হরিনন্দনদা—সেন্ট্ জন বলেছেন, He, who hates his brother, is a murderer (যে নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে একজন খুনী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐরকম বলতে ইচ্ছে করে।

হরিনন্দনদা—আপনি যা' যা' বলেছেন, বাইবেলে তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা তো' মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে না, খারাপ করে। না মানা ঠিক না।

হরিনন্দনদা—বাইবেলে পর্দা প্রথা, divorce-এর against-এ (বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে), ইত্যাদি সব কথাই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সানন্দে)—এক্কেবারে। ঠিক একেবারে Aryan type-এর (আর্য্যধারার) মতন।

হরিনন্দনদা—আমার কাছে এ-সবগুলির quotation (উদ্ধৃতি) লেখা আছে। নিয়ে আসব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিতেই হরিনন্দনদা যেয়ে তাঁর quotation-এর (উদ্ধৃতির) খাতা নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে প'ড়ে-প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আগ্রহের সাথে সব শুনলেন।

তারপর বলছেন—Christ-কে (খ্রীষ্টকে) বুঝতে দেয়নি মিশনারীরা। ওরা

এদেশে এসে বলত তোমাদের কৃষ্ণ লুচ্চা, বদ্‌মায়েস, এইরকম কত কী! Christ-এর follower-রা (খ্রীষ্টের অনুসরণকারীরা) যখন কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এরকম কথা বলত, তাই শুনে মানুষ Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথাও ভাল ক'রে শুনতে চাইত না। Prophet (প্রেরিতপুরুষ) কখনও prophet-এর (প্রেরিত পুরুষের) নিন্দা করে না। কিন্তু ওরা follower (অনুসরণকারী) হ'য়ে তাই করত। তাতে ফল ভাল হয়নি। ওরা বলে, Holy Spirit (পবিত্র আত্মা) দ্বারা baptized (দীক্ষিত) হও। Holy Spirit হলেন Christ (পবিত্র আত্মা হ'লেন খ্রীষ্ট)। তোমরা যেমন গঙ্গাজলের দ্বারা baptized (দীক্ষিত) হও, ওরা হয় তেমনি জর্ডানের জলে।

হরিনন্দনদা—ওটা তাহলে symbolic (প্রতিরূপক)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কথা চলতে-চলতে সন্ধ্যা প্রায় গড়িয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—তারা উঠিছে রে?

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) বাইরে যেয়ে দেখে এসে বললেন—উঠেছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটা টেনে নিয়ে কাত হ'য়ে শুলেন কনুইতে ভর ক'রে।

হরিনন্দনদা—পলু-এর কথা আছে one religion (এক ধর্ম্মমত) হোক, one country (এক দেশ) হোক। এতো আপনারই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতের তর্জ্জনীটি তুলে আয়তলোচন দুটি মোহন ভঙ্গিমায় টেনে বললেন—ও কথা তোমাদেরও ছিল। ঐ যে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্", এ তোমাদেরই কথা বহু যুগ আগের থেকে। সমস্ত prophet-ই (প্রেরিত-পুরুষই) মূলতঃ একই মানুষ। আমি তো কোন prophet-কেই (প্রেরিত-পুরুষকেই) আলাদা করি না।

হরিনন্দনদা Prophet-দের (প্রেরিতদের) মধ্যে বুদ্ধকে বলে নিরীশ্বরবাদী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি more practical (অত্যন্ত বাস্তববাদী) ছিলেন। তিনি 'ঈশ্বর আছেনও' কন নাই, 'নাই' তাও কন নাই। তোমরা কথামতন চল, কর, ক'রে যা' পাও তাই। আমিও কই, ঈশ্বর আছেন কিনা এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আগে দেখ তুমি আছ কিনা, তোমার সত্তা আছে কিনা। সত্তা থাকলে তার মতন করেই থাকবে। ঐ সত্তা ঠিক রেখে যদি চলতে পার তারপর তুমি ঈশ্বর মান বা না মান তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার সত্তা আছে। তুমি যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হও, তোমার attitude (মনোভাব), তোমার চলনা এসব chaotic (বিশৃঙ্খল) হ'য়ে যাবে। এইতো সোজা কথা। এই সোজা কথার মধ্যে কোন ism (বাদ) নেই।

ঈশ্বর-শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বললেন—ঈশ্-ধাতু মানে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধা, পা—ধারণ, পালন—to uphold, to nurture, এর মধ্যেই হ'ল ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বর থাকুন বা না-থাকুন, এটুকু তোমার থাকলেই হ'ল। আধিপত্য মানে ধারণ-পালন। তাহ'লে ঈশ্বর মানে যিনি ধারণ-পালন করেন।

হরিনন্দনদা—হজরত রসুল আল্লাকে worship (উপাসনা) করার কথা বলেছেন। 'আমাকে পুজো কর'—তা' বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি তাঁকে love কর (ভালবাস), you should love His everything (তাঁর সব কিছুকেই তোমার ভালবাসা উচিত)। ভালবাসলে এই হয়। আল্লাকে যে ভালবাসবে সে আল্লার রসুলকেও ভালবাসবে। তুমি আমাকে ভালবাস; আমার এই চাদরটাকে কি ফেলে দেবে? আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার গেঞ্জিটাকে কি আমি ফেলে দেব?

হরিনন্দনদা—তাহলে তো Living Ideal absolutely necessary (জীবন্ত আদর্শ নিতান্তই প্রয়োজনীয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Living Ideal (জীবন্ত আদর্শ) হ'লে সুবিধা হয়। আমরা attribute (গুণ)-এর expression (প্রকাশ) ধ'রে চলতে চাই। গুণের আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে চলতে-চলতে চলনাগুলি সহজ হ'য়ে ওঠে। নতুবা শূন্যে ধ্যান করা লাগে।

হরিনন্দনদা—হজরত রসুল শুধু আল্লার কথাই ব'লে গেছেন—love Him (তাঁকে ভালবাস)। নিজের কথা বলেনইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই তাই কয়। আমি তোমাকে love করি (ভালবাসি), মানে তোমার Him-কেও (তাঁকেও) ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসলে তাঁকেও ভালবাসি। এই হ'ল সোজা কথা।

হরিনন্দনদা—মুসলমানরা বুদ্ধদেবকে কাফের বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাফের তারাই যারা ভাগবান বিশ্বাস করে না, ধর্ম্ম মানে সত্তার ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না। বুদ্ধদেব তো আর তা' নন। ওরা convert (ধর্ম্মান্তর) করার কথা বলে। আমি conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ)-এর কথা বিশ্বাস করি না। সেইজন্য কোন মুসলমান যদি এখানে দীক্ষা নেয়, সে যে converted (ধর্ম্মান্তরিত) হ'ল তা' আমি বিশ্বাস করি নে। Convert না, invert হয়। Invert মানে কী?

হরিনন্দনদা—To look within (অন্তরের দিকে তাকানো)। কিন্তু খ্রীষ্টানরা Jesus-কে (যীশুকে) প্রতিষ্ঠা করেছে convert (ধর্ম্মান্তর) ক'রেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ (খ্রীষ্ট) কি কোথাও বলেছেন, convert (ধর্ম্মান্তর) কর ?

হরিনন্দনদা—না, তিনি তো বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে ?

পাশে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট শচীন গাঙ্গুলীদার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Invert মানে কী শচীনদা ?

শচীনদা পরিষ্কার বলতে না পারায় শ্রীশ্রীঠাকুর অভিধান দেখতে বললেন। দেখা গেল, ঐ কথাটার অর্থ—to turn inside (অন্তরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন)।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশী হ'য়ে বললেন—ঐ কথাটা আমার সাথে খুব মেলে, to turn inside মানে সত্তামুখী করা। Invert-টাই আসল,—existence (সত্তা)-মুখী হওয়া, অন্তর্ম্মুখী হওয়া, তোমার যা'-কিছু সব existence (সত্তা)-মুখী ক'রে তোলা।

যশিডির বিষ্ণুদা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খবর বিষ্ণু, রুটি খাইছাও ?

বিষ্ণুদা—না এখনও খাইনি। এই আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর গলার স্বর উঁচু করে দালানের ঘরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীবড়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বিষ্ণু রুটি খাবে না ?

শ্রীশ্রীবড়মা—ওর ছেলে ওর রুটি নিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

হাউজারম্যানদা—বিষ্ণুদা কাল বিনোদাবাবুর কাছে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিনোদাবাবু ভাল আছেন তো ?

বিষ্ণুদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হাউজারম্যানদাকে) তোর শরীর ভাল আছে তো ?

হাউজারম্যানদা—আমার ? হ্যাঁ। কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর আনন্দ যেন ক'মে গেছে।

হাউজারম্যানদা একটু হাসলেন।

শরৎদা—আমাদের প্রার্থনায় আছে 'হে পরমকারুণিক'। এখানে পরমকারুণিক বলা হ'ল কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, করুণার মধ্যে করা আছে। দেখেন তো, দেখেন তো!

শরৎদা অভিধান থেকে করুণা-শব্দটি বের ক'রে বললেন—করুণা কৃ-ধাতু। মানে বিক্ষেপ, ব্যাপন, ক্ষেপণ, আচ্ছাদন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, ব্যেপে থাকে, আচ্ছাদন ক'রে রাখে, ক্ষেপণ করে নিজেকে।

কথা বলতে-বলতে রাত্রি গভীর হ'য়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ যাবৎ কথা বলছেন। এবার সবাই প্রণাম ক'রে ধীরে-ধীরে উঠে পড়লেন।

২৬শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ১১।১২।১৯৫৬)

সকাল বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। আলোচনা চলছিল। গীতার "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥" শ্লোকটি নিয়ে কথা বলছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথায়-কথায় বললেন—God (ঈশ্বর) সবারই জন্য। কিন্তু God (ঈশ্বর)-এর বন্ধু যারা তারা তাঁকে উপভোগ করে বেশী।

গীতার উক্ত শ্লোকটি পুনরায় আবৃত্তি ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরস্পর যখন আমার কথা আলোচনা করে, পরস্পর পরস্পরকে তোষণ-পোষণ করে, তাদের বুদ্ধি বেড়ে যায়। তারা exalted (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। আর তাদেরই আমি বুদ্ধিযোগ দান করি।

মেণ্টুদা (বোস)—ঐ তাঁর কথা আলোচনা করাটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন, তিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার সাথে এইরকম-এইরকম করেছেন, এইসব বলা। এইরকম love-topics (প্রীতি-প্রসঙ্গ) কত আছে। আর বলা লাগে, ভাবাও লাগে, তাঁর জন্যেই আমি। আমার জন্যে তিনি কিনা তা' আমি জানি না। তিনি আমার সাথে এক বছর কথা নাও বলতে পারেন। কিন্তু তাঁকে না হ'লে যেন আমার না চলে।

মেণ্টুদা—ঐরকম কথা না বললে অনেকে মনে করে, ঠাকুর বুঝি আমাকে ignore (অবজ্ঞা) করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তাদের নিজেদের মধ্যে ignoring tendency (অবজ্ঞা করার ঝোঁক) থাকে। ভক্তি আমি করব। আমার সেইভাবে চলা লাগবে। ঠাকুর যদি শেখায়ে দিতে থাকেন, আমাকে এমন করে ভক্তি কর, ভালবাস, আর সেই শিক্ষা নিয়ে যদি তাঁকে ভালবাসা লাগে তাহ'লে তো হয়েছে। যেমন ধর, তোমার বৌকে যদি তুমি শেখাও—এমনি ক'রে আমাকে ভালবাসিস্, এই-এই করিস্, তাহ'লে একেবারে তেইশ মারা গেল, একেবারে। তখন বৌ যদি ঐরকম ব'লে বা চলে, তা' কিন্তু একেবারে মুখস্থ কথা কয়।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, husband (স্বামী) যদি wife-কে (স্ত্রীকে) ক্রমাগত gnore (অবজ্ঞা) করতে থাকে তাহ'লে কী বুঝতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একজনের 'পরে টান থাকলে অমনটা করতে পারে। করে সেই

interest-এর (স্বার্থের) জন্যে। আমার এ-সব কথা intellectual (মৌখিক) হ'য়ে পড়বে—যদি নিজেরা practically (বাস্তবে) করার ভিতর-দিয়ে ভালবাসার বোধটা adjust (নিয়ন্ত্রণ) না কর।

মেণ্টুদা—কখন কোন্ মানুষের সাথে কেমন করা লাগে, কিভাবে বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক কাল ধ'রে হাত দেখতে-দেখতে লোকে হাত দেখা শেখে।

জনৈক ভদ্রলোক দেখা ক'রতে এলেন। ইনি ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রণাম জানিয়ে বসলেন সামনে এগিয়ে দেওয়া চেয়ারখানিতে। কথায়-কথায় ভদ্রলোক বললেন—আমি জীবনভোর দেখেছি, ভগবান যা' চান তাই-ই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের প্রতি প্রীতি আমাদের যত থাকে, ততই আমরা profitable (লাভবান) হই। তিনি সবই করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের love (ভালবাসা) থাকলে আমরা তা' বুঝতে পারি।

উক্ত ভদ্রলোক—ভগবানের দরজায় যখন যাওয়া যায় তখন আর meterial (জাগতিক) কিছু মনে আসে না। সবই higher (উচ্চ) জিনিষ আসতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার material-এও (জাগতিকেও) কাজ নেই, immaterial-এও (অজাগতিকেও) কাজ নেই। I love Him and worship Him with all the materials I have (আমার যা'-কিছু সম্পদ তাই দিয়ে আমি তাঁকে ভালবাসি এবং পূজা করি)—এইটুকু থাকলেই হয়। (তারপর হেসে বললেন) আমি ইংরাজী জানি না কিন্তু।

আরো দু'চার কথার পর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—এই পথে সবাইকে induce (প্রবৃত্ত) করানো লাগে। কিন্তু drag করতে (জোর করে টেনে আনতে) হয় না। তুমি একজনের সাথে কথা কও, ভালবাসায় তাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলাও। কিন্তু তাকে drag করতে (জোর ক'রে টেনে আনতে) নেই। Force apply (বলপ্রয়োগ) করতে নেই। Heart (হৃদয়) যদি কারো নিতে পার তবে তার সবশুদ্ধ আসবে।

হাউজারম্যানদা—আপনি drag করেন (জোর ক'রে টেনে আনেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর! (হাসলেন)। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলতেন, সুবৈদ্যের লক্ষণ রোগীর বুকের উপর চেপে ব'সে ওষুধ খাওয়ানো। ঐ হ'ল drag করা (জোর ক'রে টেনে আনা)। Drag করার (জোর ক'রে টেনে অনোর) কথা আছে তাঁর—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের।

আরো কিছুক্ষণ পরে অসুখ-বিসুখ নিয়ে আলোচনা চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি শুনেছি, একটু tapid water-এ (ঈষদুষ্ণ জলে) এক চামচ ক'রে মধু যদি daily (রোজ) খাওয়া যায় তবে থ্রম্বোসিস্ মোটে হয়ই না।

২৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১৪। ১২। ১৯৫৬)

সন্ধ্যার পরে, খড়ের ঘরে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী) আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। ঘরের ভেতরে যাতে ঠাণ্ডা না আসতে পারে সেইজন্য বারান্দার পর্দাগুলি সব টেনে দেওয়া হয়েছে। কেষ্টদার সাথে সাধন-ভজন সংক্রান্ত কথা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে ব'লে যাচ্ছেন—খুব নাম করতাম। কিন্তু কোনরকম expectation (প্রত্যাশা) কিছু ছিল না। মানে, নাম করলে এ হবে তা' হবে, এই জাতীয় কোন বুদ্ধি ছিল না। যখন যেখানে পারতাম ব'সে যেতাম, আর ভজন করতাম। কাপড় মুড়ি দিয়ে ব'সে যেতাম সুবিধামত। কখনও কাপড় মুড়ি দিয়ে বসতাম, কখনও বা না দিয়েই বসতাম। কাপড় তো পরাই থাকত। গীতার মধ্যেও বোধ হয় এইরকম কথা আছে। দেখবেন তো!

কেষ্টদা গীতা নিয়ে এসে গীতার ধ্যান ও জপসংক্রান্ত শ্লোকগুলি বেছে-বেছে পড়তে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাগ্রহে শুনছেন। পড়া হ'য়ে গেলে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় এ-পথ ছাড়া আর পথই নেই।

কেষ্টদা—সাধন-ভজন অনেকে করে। কতরকম কষ্টসাধ্য ব্যাপারের মধ্যেও যায়। কিন্তু সিদ্ধি-টিদ্ধি আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে কেমন ক'রে উইয়ে (ওটা) হ'য়ে গেল তাই আমি জানি নে। কিছু করলাম না, সাধুসঙ্গ করলাম না। অথচ কেমন ক'রে কী যে হ'রে গেল। মা যেমন করতে বলত তাই করতাম আর কি! এইটুকু মাত্র। আমি যখন হরীতকী বাগানে এলাম, তখনও আমি জানিনে যে আমার কিছু হয়েছে।……এই-রকম হ'ত। যেমন আকাশ আছে, পৃথিবী আছে। আকাশ পৃথিবীর মাঝখানে যেন আর কিছু নেই। এই বিরাট space-টা (স্থানটা) যেন এক বিরাট মূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হ'য়ে গেল। সে-মূর্ত্তি যেন বিষ্ণুমূর্ত্তি। তার মধ্যে আর যা'-কিছু সব যেন merge ক'রে (লীন হ'য়ে) গেল। এইরকম হয়তো কালীমূর্ত্তি দেখা গেল। তবে সব-কিছু নিয়েই যে এক ইষ্টে merge করা (লীন হওয়া), তা' হ'ত।

কেষ্টদা—আমি নিরুক্তে দেখেছি, দীক্ষা মানে দক্ষতা—আপনি যা' বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (পুলকিতচিত্তে)—আছে নাকি! ঐ দেখেন। ঐ যে তন্ত্র-টন্ত্র বলে, এই তন্ত্রই হ'ল আসল। আমার ইচ্ছে করে, ঐ যে সুরেশ (ভট্টাচার্য্য) কইছিল, ঠাকুরের সব কথাগুলো আমি বেদের support (সমর্থন) দিয়ে দেখাতে পারি, তা' যদি করতে পারে তাহলে খুব ভাল হয়। ও যে এটা পারে এ-কথা কে যেন কইছিল আমার কাছে।

আমি বললাম, সুরেশদা আমার কাছে বলেছিলেন, আমিই আপনার কাছে বলেছিলাম।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে আরম্ভ করলেন—এই যে যেসব missionary (খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক) আমাদের দেশে আইছিল তারা কালীর নিন্দা করত, কৃষ্ণের নিন্দা করত। ক'রে christianity (খ্রীষ্টের মতবাদ) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করত। বড় missionary (খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক)-রাও এমন করত। এই সব দিয়ে গুছিয়ে যদি একটা বই লিখতে পারতেন।

কেষ্টদা—ভাবছি, দেখি। পরমপিতার দয়ায় যদি হয়। মনুর time (সময়) থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে আপনি পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই করায় অনেকে বাদ প'ড়ে যাবে। আপনাদের কাছে যা' শুনি-টুনি, তাতে এই ধারার যারা না, তারা অনেকে বাদ পড়বে। আর একখানা বই যদি লেখেন—মানে, ঠাকুরের সাথে আপনার দেখা হ'ল, তারপর কিভাবে আপনি আস্তে-আস্তে ঠাকুরকে বুঝতে পারলেন—এই জিনিষ। একেবারে science (বিজ্ঞান) দিয়ে লেখা চাই। ইংরাজীতে লিখলে ভাল হয়। কারণ, ইংরাজী অনেকের কাছে যেতে পারে। ঐ শ্রীঅরবিন্দ একখানা বই লিখেছিলেন, কী বই যেন?

কেষ্টদা—The Life Divine (দি লাইফ ডিভাইন—দিব্যজীবন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঐ রকম Thakur The Divine (দিব্য ঠাকুর)। তবে ঠিক ঐ রকম হবে না। Factful (বাস্তবতাপূর্ণ) হবে। আর, তার মধ্যে science (বিজ্ঞান), philosophy (দর্শন), literature (সাহিত্য), মানে সব কিছু থাকবে। বইখানা সবার কাছেই খুব হৃদ্য হওয়া চাই। আর, অনুশীলনের কথা আমি কেন কই, কোন্টা করতে হবে, কী করলে কী হয়, এই সব দিয়ে ভরা থাকবে সেখানা। যেমন মনুসংহিতায় শ্লোক আছে, কিন্তু কোন্টা করলে কী হয় তা' নেই।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, স্থিতধী যারা তাদের জন্য explanation (ব্যাখ্যা) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, স্থিতধীদের জন্যেও হবে, অথচ একেবারে correct explanation (নির্ভুল ব্যাখ্যা) থাকবে। এর দ্বারা যারা criticism-এর (সমালোচনার) যোগ্য তারা এমনভাবে criticised (সমালোচিত) হ'য়ে পড়বে যে তা' আর ক'বার না।

কেষ্টদা—চৈতন্যদেব খুব criticism (সমালোচনা) করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্যদেব সম্মানের সাথে গালাগালি করতেন। কিন্তু আমি তাও কই নে। আমি কই, কথা একেবারে factful (বাস্তবতাপূর্ণ) হোক। আমার কথা সবার সামনে place (উপস্থাপিত) করা হোক।

২রা পৌষ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ১৭। ১২) ১৯৫৬)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের চৌকিতে সমাসীন। উত্তরাস্য। কথাবার্ত্তা চলছে। বনবিহারীদা (ঘোষ), সূর্য্যদা (বোস), ননীদা (মণ্ডল), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি ডাক্তারগণ উপস্থিত আছেন। তা' ছাড়া আছেন শরৎদা (হালদার), অতুলদা (বোস), হাউজারম্যানদা, সতীশদা (দাস), সুধাপাণিমা, সেবাদি প্রভৃতি।

হাউজারম্যানদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—তোমার সাথে হয়তো বনবিহারীর বন্ধুত্ব আছে। শরৎদা তোমার কাছে আসেন-যান। তিনি আসেন অবশ্য তাঁর courtesy-র (সৌজন্যের) খাতিরে। এখন আমার প্রফেসারদা (অতুলদা) হয়তো শরৎদাকে ক'ল—আপনি যে হাউজারম্যানের ওখানে যান, লোকটাকে কি সুবিধার বিবেচনা করেন ? শরৎদা হয়তো সেখানে 'ডিটো' দিয়ে (হাঁ-হাঁ ব'লে) চ'লে এল। কিন্তু তা' না ক'রে তার কওয়া উচিত—বোঝেন না, সে যে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পাড়ে এখানে এসে প'ড়ে আছে, বনবিহারীর সাথে তার বন্ধুত্ব, তাকে খারাপ ভাবেন কেন ?

এর পরে লোকের নিন্দা করা নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে একজন আমার নিন্দা করত। যার কাছে নিন্দা করত সে ওকে মামা ব'লে ডাকত। এরকম নিন্দা একদিন করে, দুদিন করে, তিনদিন করে। করতেই থাকে। তারপর একদিন সেই লোক কয়—আচ্ছা মামা, তুমি যে সে-লোকটার নিন্দা কর, কিন্তু সে তো তোমার একদিনও নিন্দা করে না। বরং তোমাকে সমর্থন করে। বলে, সে খুব ভাল লোক। এই কথা শুনে, ঐ যে নিন্দা করে, সে তো খুব চ'টে উঠল। তারপর থেকে আর আমার কাছে আসত না। কিন্তু পরে যখন আসল, তখন আর নিন্দা করত না।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। সন্ত-সাধকদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল। বিভিন্ন সাধকের জীবনী ও তাঁদের বাণী ধ'রে-ধ'রে আলোচনা করছেন কেষ্টদা। প্রত্যেকের গুরুকেন্দ্রিক জীবনের বিশেষ-বিশেষ অংশগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে শুনছেন, কখনও দু'একটি কথা বলছেন। যশিডির বিষ্ণুদা একপাশে ব'সে সব শুনছিলেন। কবীর সাহেবের কথা উঠতে বললেন—কবীর সাহেবের একটা দোঁহা আছে। তার মানে হ'ল, ঘরের চালে আগুন দিয়ে দিল। তারপর যখন আর থাকার জায়গা নেই তখন গুরুর কাছে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐ রকম মনে হয়, প্রবৃত্তি ও প্রলুব্ধির ঘরে আগুন দিয়ে তারপর সদ্‌গুরুর কাছে যাও। নিজের সবটুকু ত্যাগ ক'রে যদি পার তবে আমার কাছে এসো।

তারপর নিম্নের বাণীটি দিলেন—

প্রবৃত্তি ও প্রলুব্ধির ঘরে আগুন দিয়ে
তারপর সদ্‌গুরুর কাছে যাও
ভক্তিলাভের ঐ তো পথ।

এর পর এইরকম ছোট-ছোট বাণী আরো গোটা দশেক দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মাঝে-মাঝে তাম্রকূট সেবন করছেন। বাণীগুলি সব লিখে সাজিয়ে আবার প'ড়ে শোনাতে-শোনাতে বেশ রাত্রি হ'য়ে গেল। কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগে ওঠার ইঙ্গিত ক'রে বললেন—রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে গড়গড়ার নলটি। গড়গড়ার মাথায় সদ্য-সেজে-আনা কলকে। নল হাতে নিয়ে মিষ্টিহেসে কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বলছেন—দাঁড়ান, একটু তামাক খেয়ে নি। মাথায় একটু ধুমো দিয়ে নিই। লেখাগুলি এরকম যে কতদিন হয় না। সবগুলি সত্যানুসরণের ধাঁচে হইছে, তাই না ?

সবাই সে-কথা সমর্থন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কেমন একটা ন্যাক আছে। এই যে বেরোতে আরম্ভ করেছে। এখন এইরকম আরো বেরোতে পারে।

কেষ্টদা—আমরা তো রোজই আসি। এরকম তো বেরোয় না।

কেষ্টদার কথা শেষ হবার আগেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে আরম্ভ করেছেন—

ইষ্টদ্রোহিতাকে বিষিয়ে মার,
শ্রদ্ধার মাথায় শিরস্ত্রাণ দাও,
জ্ঞানের তরবারি ধর,
সেবার বর্ম্ম প'রে এগিয়ে চল,
অগ্নিমুখ তোমার সহায় হোন।

এরপর আরো কয়েকটি ছোট-ছোট লেখা দিয়ে রাত্রি প্রায় ১১টায় উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন।

৪ঠা পৌষ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১৯। ১২। ১৯৫৬)

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। আজ শীতটা একটু কম। কাছে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, প্রফুল্লদা (দাস), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) প্রভৃতি।

ধ্যান ও ভজন সম্বন্ধে কথা চলছে। কেষ্টদা বলছিলেন—আগ্রার সৎসঙ্গীরা বলে স্থরতের উপর নাম করতে। সেটা কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ও-সব বুঝি না। আমি বুঝি অনুরাগের সাথে নাম করা। নাম করতে করতে তারপর আপনা থেকেই যা' হবার সব হ'তে থাকে। শব্দ আসতে থাকে।

কেষ্টদা—রবিবাবুর কতকগুলো ভজন-সঙ্গীতের মত গান আছে। শুনলে মনে হয় ভজনই করতেন কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে ভজন কয় ক্যা? আমার মনে হয়—শব্দচর্য্যা, তারেই কয় ভজন।

বড়দা—ঐ গানগুলো ভজন-গান কয়। কারণ, ভজনে বসার আগে গুন গুন ক'রে ঐ গান ক'রে মনটাকে ঠিক করে নেয়। তারপর ভজনে বসে। সেইজন্য ঐ নাম। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বইতেও পড়েছি। তোতাপুরীর সঙ্গে ব'সে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আলোচনা ক'রে মনটাকে ঠিক ক'রে নিতেন।

কেষ্টদা—ভজন ব'লে একরকম গান আছে হিন্দীতে—ভগবদ্‌বিষয়ক গান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু অমনি ক'রে চাদর মুড়ি দিয়ে ব'সে শব্দচর্য্যা করাটাকে ভজন কয় ক্যা?

কেষ্টদা—ভজ্‌-ধাতু মানে সেবা, অনুচর্য্যা।

বড়দা—অনুরাগও আছে। তাই নামধ্যান করলে বোঝা যায় তাঁর 'পরে আমার টান কতখানি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজ্‌-ধাতু মানে সেবাও হয়—শব্দসেবনা।

কেষ্টদা—আপনি একজায়গায় বলেছেন, শব্দরূপী গুরুকে উপাসনা কর। আরো বলেছেন, এইরকম করতে-করতে automatically concentration (আপনা থেকেই একাগ্রচিত্ততা) আসে। রেচক, পূরক, কুম্ভক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-সব ঠিকই পাওয়া যায় না।

কেষ্টদা—আমার মনে আছে, আশ্রমে আগে আমার ঐরকম হ'ত। নাম করছি, হঠাৎ মনে হয়েছে অনেকক্ষণ তো নিঃশ্বাস ফেলি নে। কিন্তু জোর ক'রে ঐসব করতে যাওয়া কখনই ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভারি খারাপ।

বড়দা—জোর ক'রে করতে যেয়ে অনেকে মাথায় রক্ত উঠে মারা গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন তো কেষ্টদা, জ্ঞান দাসের dictionary-তে (অভিধানে) ভজ্‌-ধাতুর মানে কী কী আছে।

অভিধান এনে ভজ্‌-ধাতু মানে প'ড়ে শোনানো হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরকে—ভক্তি, অনুরাগ, সেবা, আশ্রয়, প্রাপ্তি, বিভাগ, দান, পাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজনের মধ্যে এই সবগুলিই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা বাণী দিয়েছেন তার শেষে আছে—সোয়াস্তির রণনও সেখানে

শৃঙ্খলাহারা। ঐ কথার উল্লেখ ক'রে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—সোয়াস্তির রূপটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সোয়াস্তির একটা সামঞ্জস্য আছে। এ আছেই—দেখবেন।

তারপর আবার কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হিন্দুরা কয় স্বর্গ। বৈষ্ণবরা কয় তাকে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ মানে বি-কুণ্ঠা, বিগতকুণ্ঠা অর্থাৎ কুণ্ঠা নেই যেখানে। কুণ্ঠা মানে সঙ্কীর্ণতা।

৯ই পৌষ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২৪।১২।১৯৫৬)

গত রাতে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) বাড়ী থেকে তাঁর দামী রেডিও সেট্‌টি ও টাইপ-রাইটারটা চুরি হ'য়ে গেছে। সবারই সন্দেহ, জানা-লোকেই নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ চুরির জন্য সকাল থেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন। বার-বার উল্লেখ করছেন চুরির কথা। বলছেন—চুরি হওয়াটাই আমার কাছে insulting (অপমানকর) মনে হয়। কাউকে ডেকে যদি জিনিষগুলি দিয়ে দিতাম, তাহলে আমার খারাপ লাগত না। কিন্তু চুরি হ'লে জিনিষের 'পরে দরদের চাইতে নিজের অপমানই মনে হয় বেশী।

তারপর রামেশ্বরদা (বর্ম্মা) ও যোগেনদাকে (সিং) ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর রাতে যারা পাহারা দেয় তাদের উপর ভাল ক'রে লক্ষ্য রাখতে বললেন। খগেন তপাদারকে ডেকে বললেন—রাতে যারা পাহারা দেয় তারা তো দেবেই। তা' ছাড়া আরো জন ছয়েক লোক ঠিক কর্ যারা ঘুরে-ঘুরে whole area-টা watch করবে (সমস্ত অঞ্চলটাতে লক্ষ্য রাখবে)।

রাত পৌনে আটটার সময় কলকাতা থেকে ফোন এল। জানা গেল, ওখানে গ্যারেজের তালা ভেঙ্গে মোটরের পার্টস্ কিছু চুরি হয়ে গেছে। একটা ঘড়িও গেছে।

পূজ্যপাদ বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সব জানালেন এবং সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আসার জন্য ভূপেশদাকে (দত্ত) আজই কলকাতায় পাঠাচ্ছেন তাও জানালেন।

কেষ্টদা—কলকাতায় যেখানে আমাদের বাসা ওখানে চোরেরই আড্ডা। চোর, জুয়াচোর, জুতাচোর সবই আছে ওখানে। ওখান থেকে কত লোকের জুতো যে চুরি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমি ওখানে জুতো রাখার ঘর করতে চাইছিলাম। তা' অনেকে হাতমুখ নেড়ে নানারকম ক'রে নিষেধ করল।

এই মাস থেকে প্রফুল্লদা ও লালদার সম্পাদনায় আলোচনা-পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ 'আলোচনা' নামেই বেরোতে আরম্ভ ক'রেছে। এই হিন্দী আলোচনার ভাষাগুলি

সংস্কৃতবহুল হওয়াতে অনেকে আপত্তি তুলেছেন। তা' শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন— Sanskritic Hindi (সংস্কৃতবহুল হিন্দী) না হ'লে তো হিন্দী বরবাদ। সব ভাষার জননীই তো সংস্কৃত। তাই ভাষা Sanskritic (সংস্কৃতবহুল) হওয়াই ভাল।

হিন্দী আলোচনার প্রকাশনার ব্যাপারে লালদা (রামনন্দন প্রসাদ) যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন। এই কথাবার্ত্তা চলাকালে লালদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লাল খুব ভাল। ওর teanacity (লেগে থাকার ঝোঁক) আছে। আর, ঐ যে ওর বাবার সাথে-সাথে ঘোরে, ওটা ভাল।

কেষ্টদার চুরি-যাওয়া টাইপ-রাইটারের কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— আপনি আর-একটা টাইপ-রাইটারের টাকা জোগাড় করেন।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের যদি কিছু ভাল করতে চান তাহলে তাদের সাথে রীতিমত কথাবার্ত্তা কওয়া লাগে। কথা না বললে কিন্তু হবে না।

কেষ্টদা—কেবল কথা ব'লে কি কারো ভাল করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' যায়। 'তুমি কেমন আছ', 'বাড়ী কোথায়', 'বাড়ীর সব ভাল তো' এই জাতীয় কথায়ও অনেক কাজ হয়। (একটু থেমে বলছেন) আমার এই অসুখটাই হয়েছে সব দিক দিয়ে অসুবিধার। এ অসুখ আর সারবে কিনা কি জানি!

কেষ্টদা—না, সারবেই। আমেরিকার ডাক্তাররাও তো কয়।

১০ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ২৫।১২।১৯৫৬)

রাত্রে, খড়ের ঘরে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), পশুপতিদা (বোস), বঙ্কিমদা (রায়), হাউজারম্যানদা, রেবতী (বিশ্বাস) প্রভৃতি আছেন।

আলোচনা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—আপনাদের মধ্যেকার অনেক allowance holder-দের (ভাতাভোগীদের) চাইতে অনেক জায়গায়, মানে বাইরের থেকে যারা ইষ্টভৃতি করে, নিষ্ঠা আছে এমন লোক অনেক better (ভাল),—এ খুবই দেখা যায়। কিন্তু আপনারাও কম না। আপনাদের efficiency (যোগ্যতা) যে কম তা' কিন্তু কচ্ছিনে। কিন্তু এমনও লোক আছে যারা নিজের ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ের জন্যে বাইরে যেয়ে ভিক্ষা করে আর এখানকার টাকাটা মজুত করে রাখে। এর ফলে, যজমানের জন্য যে দরদ থাকা দরকার তাও থাকে না, ঠাকুরের প্রতিও দরদ গজায় না। মানুষ সব দিক দিয়ে loser (বঞ্চিত) হয়। অবশ্য example (উদাহরণ) দেবার জন্যে এই একটা বললাম। কিন্তু সেই আগেকার দিনের কথা

মনে ক'রে দেখেন, যখন allowance (ভাতা) ছিল না তখন মানুষ মাথায় ক'রে কত কী এনেছে। তার ভিতর-দিয়েই আস্তে-আস্তে এই সব-কিছু গ'ড়ে উঠেছে। আর, সেই আমল দিয়েই কিন্তু এখনও চলছে। যারা allowance (ভাতা) নেয়, তাদের আর ব্যবসাপত্র করার উপায় নেই। তারা ঐ চাকরীই করতে পারে কেবল। এইরকম মনোবৃত্তি যাদের তাদের একজনকে যদি কয়েকশ' টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে দাও, দেখো হয়তো কয়েকদিনেই তা' খোয়ায়ে বসবে নে। তাদের ঐ চাকরী করা ছাড়া অন্যদিকে মাথাই নেই।

কারো কাছ থেকে টাকা নিলেও তা' পরিশোধ করার ব্যাপারে কেমন আচরণ করা উচিত তা' বোঝাতে যেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একবার ঐ ষ্টেশন-মাষ্টার রাখাল মুখার্জী, ও আমারে ৫000 টাকার ফেরে ফেলাল। টাকার আমার দরকার ছিল শুনে ও ঐ টাকা একরকম জোর ক'রেই আমারে দিল। বলেছিল—আপনি দেন দেবেন, না দেন না দেবেন। ভাবিছিল, ও টাকা আমি আর দিতে পারব না। কিন্তু ঐ টাকা নেওয়ার পর আমার হাতে যখনই যে টাকা আসত তাই-ই ওকে পাঠিয়ে দিতাম। এমন কি, ২ টাকা, ৫ টাকা হাতে এলেও তাই-ই মানি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়েছি। এইরকম ক'রে-ক'রে খুব অল্প দিনের মধ্যেই আমি সবটাই শোধ করে দিয়েছিলাম।

তারপর আবার allowance (ভাতা) নেওয়া নিয়ে কথা চলল। কেষ্টদা বললেন—আপনার কথা থেকে বোঝা যায় যে allowance (ভাতা) নিলে দায়িত্ব-বোধ কমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ সবারই যায়। যার খুব বেশী দায়িত্ব বোধ আছে তারও কিছু কমে। এ-রকম যাতে না হয় তার জন্যে আমি কত ব্যবস্থাও ক'রে দিলাম। কতজনকে ৫।১০ টাকা ক'রে দেবার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু তা' আর ঠিক রাখতে পারল না। ঐ যে বুদ্ধি হ'ল, এত initiate (দীক্ষিত) করতে পারলে এত টাকা ক'রে পাব, এই allurement-এই (প্রলোভনেই) সব গণ্ডগোল ক'রল।

বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করলেন। আনমনে কী যেন ভাবতে থাকেন। সামনে আলোর সামনে কয়েকটি পোকা ভীড় ক'রে উড়ছে। সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর আবার বলতে থাকেন—

আজকাল India-য় (ভারতে) আমাদের অনেকেই চেনে। এখানেও চেনে আবার বাইরে, মানে outside India-তেও (ভারতের বাইরেও) চেনে। এই চেনা-জানার ভিতর দিয়ে যে সুবিধাটা কী হ'তে পারে তা' আর দেখলাম না। সে-সুযোগ নিতে পারছি না। আর একটা জিনিষ। এখানে যে পয়সাগুলো আমাদের আসছে সেগুলো এইভাবে allowance (ভাতা) দিয়ে আর নানাভাবে খরচ না ক'রে তা'

দিয়ে আপনারা একটা big jump (বড় ঝাঁপ) দিতে পারতেন। কিন্তু তা' এখন আর করতে পারছেন না। আবার, না করলে কিন্তু পাওয়াও আসে না। করা না-থাকলে মাথাও গজায় না। করলে পরে আবার সব দিক দিয়ে গজিয়েও উঠতে পারতেন। কত সংসার পালন করতে পারতেন। আগেকার দিনের যে-সব university (বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল, সেখানে এক-এক ঋষির নাকি ৬০,০০০ করে শিষ্য থাকত। তাদের কিন্তু allowance (ভাতা) ছিল না। আবার দেখেন, আমার তপোবনে আগে ছেলেরা উঠান ঝাঁট দিত, বাসন মাজত, কত কাজ করত। তখন সব normal (স্বাভাবিক) খাওয়া-দাওয়াই হ'ত। কিন্তু ঐ যে ভূষণ মাষ্টার-মশাই ছিল, সে এসে-এসে lecture (বক্তৃতা) দিত—এই যে পরের ছেলেরা আমার কাছে থাকে, তাদের এক পোয়া দুধ দিতে পারি না, সকালে-বিকালে কিছু খাওয়াতে পারি না, হাতে ক'রে দুটো মিষ্টি তুলে দিতে পারি না। এইভাবে lecture (বক্তৃতা) দিয়ে-দিয়ে সে তপোবনে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করল। আগে ছেলেরা ফার্ষ্ট ডিভিশনেও পাশ করত, cent percent-ও (শতকরা একশ' জনও) পাশ করেছে। কিন্তু ঐ ভাল খাওয়া আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই সব হ'য়ে গেল অন্যরকম। ঐ যে কিরণ (ব্যানার্জি), ওরা সব সেই আগেকার আমলের ছাত্র।·········ফলকথা আমি যে ঋত্বিকী বাড়াতে বলেছিলাম, ওটাই ভাল।

শরৎদা—ওটাও তো one form of allowance (একরকমের ভাতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা oblation (অর্ঘ্য)। ওটা আপনাকে মানুষে দেয়।

কেষ্টদা—আমাদের না, আপনাকে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে দেয় আপনাকে দেবার জন্য, শরৎদাকে দেবার জন্য। ওটা বাড়ায়ে ফেলানো লাগে।

শরৎদা—কেউ হয়তো বলতে পারে, আমি allowance (ভাতা) নিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার ওতে লোভ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, মানুষ ঐরকম ক'রেই কয়। প্রথম যখন allowance-এর (ভাতার) কথা আরম্ভ হয়, তখন আমি যে কতরকমে বারণ করিছিলাম তার ঠিক নেই। ভাল না, করা ভাল না—এ যে কতবার কইছি। কওয়ার ত্রুটি করিনি। তারপর খেপা যখন করবেই তখন ক'লাম—ইচ্ছে হয় করতে পার। ভাল হবি নানে।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই allowance (ভাতা) নিস্?

বললাম—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেবতী নেয়?

আমি—রেবতীও নেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ। ওদের সঙ্গে অনেকের পারা মুশকিল আছে। নেয় না ব'লে আমার বইগুলি ওরাই নামায়ে ফেলল।

অভিজ্ঞ প্রবীণ কর্ম্মীদের সহযোগিতা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে পুস্তকাকারে বের করার কাজ আরম্ভ করেছি আমি ও রেবতী।

১১ই পৌষ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২৬।১২।১৯৫৬)

আজ কয়েকদিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে allowance (ভাতা) না নিয়ে চলার কথা বলছেন। যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরাও যাতে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন সে-কথাও বলছেন। আজ সকালে প্রফুল্লদা (দাস) শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে ঐ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আমি কই, তোমরা যারা ঋত্বিক্ আছ অথচ allowance (ভাতা) নেও, তাদের যত টাকা ঋত্বিকী উঠবে, allowance (ভাতা) থেকে তত টাকা কম নেবা। আবার, ওদিকে ঋত্বিকীও বাড়ায়ে তুলবা। এইরকম ক'রে ঋত্বিকী বেড়ে উঠলে আস্তে-আস্তে allowance (ভাতা) একেবারে ছেড়ে যাবে।

প্রফুল্লদা—আগে যেমন নিয়ম ছিল, ১ টাকার কম ঋত্বিকী করলে সেটা আর ঋত্বিকী account-এ (হিসাবে) জমা হবে না। কিন্তু এখনকার নতুন নিয়মে অনেকে আট আনা, ছয় আনাও ঋত্বিকী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ঠিক ক'রে নিলেই হয়। ঋত্বিকী ব'লে উল্লেখ ক'রে যে যা' পাঠাবে সবই সেই ঋত্বিকের।

প্রফুল্লদা—তাহ'লে আমি অফিসে এ-কথা বলতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আগে বড় খোকাকে বলতে হয়, তারপর মণিকে (সেন) ব'লে ঠিক ক'রে নিতে হয়। বলতে হয় যে, আমরা ছেড়ে দেব determined (নিশ্চিত)। এখন ঋত্বিকীটা এইভাবে distribution (বিতরণ) হ'লেই হয়। আবার মনে রেখো, ঋত্বিক্ যদি ঋত্বিকী না করে তাহ'লে কিন্তু সে ঋত্বিকী পাবে না।

প্রফুল্লদা—আর একটা কথা। সবাই যদি allowance (ভাতা) নেওয়া ছেড়ে দেয়, তাহ'লে অফিসে ও বিভিন্ন বিভাগে যারা কাজ করে তাদের জন্য ঐ ঋত্বিকী থেকে minimum (কমপক্ষে) যা'হোক একটা কিছু না রাখলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আমার affair (ব্যাপার) না। সে-সব তোমরা দেখো।

আমি সামনে ব'সে লিখছিলাম। আমাকে দেখিয়ে প্রফুল্লদা বললেন—দেবীর সাথেও আমার কথা হয়েছে। ও খুব কষ্টের মধ্য-দিয়েই চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু ওর ভিতর-দিয়েই ওর experience (অভিজ্ঞতা) কতখানি বেড়ে যাচ্ছে দেখ গে'।

এরপর প্রফুল্লদা উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনে ব'সে তাম্রকূট সেবন করছেন, আর টুকিটাকি কথা বলছেন। শীতের সকাল দেখতে-দেখতে শেষ হ'য়ে যায়। বেলা ১০টার পরে শরৎদা (হালদার), পঞ্চাননদা (সরকার), হাউজারম্যানদা, অজিতদা (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি এসে বসলেন।

কথায়-কথায় শরৎদা বললেন—আচ্ছা, এমন হয় যে কোন সভায় হয়তো একজন আর একজনকে গ্যাঁক ক'রে ধরেছে। সে-সব ক্ষেত্রে কী করা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথার উত্তর দেবেন না। আর সব সময় দেখা লাগে interest-টা (অন্তরাসটা) কী? Interest (অন্তরাস) নিয়ে কথা বললে ভাল হয়। আবার যা' নিয়ে কথা হ'ল সেইটা সম্বন্ধে বলা যায়—আমি এইরকম বুঝতাম বা অন্যের কাছে এমনি শুনেছি; এখন চিন্তনীয়। তারপর আপনি এক-এক ক'রে সমস্ত point-গুলি (বিষয়গুলি) analysis (বিশ্লেষণ) ক'রে দেখালেন। তখন সে বুঝল, এর বড় মজা আছে। আমার একটা point (বিষয়) আছে, খুব বড় point (বিষয়), তা' হ'ল সত্তা। যে কোন ব্যাপারকেই সত্তায় ফেলে দিতে পারলেই হয়। সত্তায় ফেলে দিলেই সেটা factual (বাস্তব) হ'য়ে ওঠে।

শরৎদা—কেউ হয়তো নারায়ণের দোহাই দিয়ে কোন কথা ব'লে ফেলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারায়ণকে আমরা খুঁজে পাব নানে—যত নীতিই করি। কিন্তু নারায়ণের সিংহাসন আছে আমার অন্তরে, সে আমার সত্তা। সত্তাকে উপলক্ষ্য ক'রে যা' করব তাই তাঁর সেবা। সেটাকে carry (বহন) ক'রে নিয়ে যেতে পারলেই হ'ল।

শরৎদা—আমার মনে হয়, সত্তাধর্ম্মী না হ'লে বাক্-চাতুর্য্যও জানা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। আমি জানতেম না, কেষ্টদার কাছে শুনলাম, মহাভারতে একটা কথা আছে—সাত্বত ধর্ম্ম, মানে নারায়ণীয় ধর্ম্ম। কথাটা এত ভাল লাগল।
—ব'লে একটু তৃপ্তির হাসি হাসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর প্রসঙ্গান্তরে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন সাত্বত ব্যাপারে কোন রকমেই কর্ম্মনিরতি বন্ধ করতে নেই। কাজে বস্তু-বিনায়ন হয়। তার ভিতর-দিয়ে বোধ আসে, চিন্তা আসে। আর, এর ভিতর-দিয়ে education (শিক্ষা) যা' হয় সেটাই প্রকৃত education (শিক্ষা)। একজন চাষা হয়তো নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না। কিন্তু একজন তথাকথিত literate person (আক্ষরিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) এর চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিত। আর যে-কোন কাজই করেন, তার সাথে অন্যান্য কাজের সঙ্গতি যত বা'র করতে পারবেন,

কোন্‌টার সাথে কোন্‌টার meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) কি রকমের, এ যত বা'র করতে পারবেন ততই তা' universal (বিশ্বজনীন) হ'য়ে যাবে।

শরৎদা—Philosophy-র (দর্শনের) ব্রহ্মজ্ঞান তো এইরকমই হওয়া উচিত, আপনি বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Philosophy (দর্শন) থেকে যেন বাস্তবতা আসতে চায় না। বাস্তবতাই যেন philosophy-কে (দর্শনকে) নিয়ে আসে। আর, বাস্তবতাকে philosophy (দর্শন) থেকে deduce (সিদ্ধান্ত) ক'রে যদি নিয়ে আসা হয়, তবে তা' বাস্তবতার সাথে না-ও মিলতে পারে, philosophy-র (দর্শনের) সাথে বাস্তবতার trace (সন্ধান) না-ও পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্য কথায়-কথায় কই meaningful adjustment অর্থাৎ বাস্তব সঙ্গতির কথা। আর, তা' হ'তে পারে ঐ বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়েই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হ'য়ে এল। সকলে আস্তে-আস্তে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। ব'সে-ব'সে ভাবছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ সকালের কথাগুলি। প্রশ্ন এল মনে—যাঁরা স্কুল-কলেজে অধ্যাপনা করেন, তাঁরাও তো বেতন নেন। সেটাও তো একরকমের allowance (ভাতা) নেওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললাম কথাটা।

তিনি বললেন—আমি হ'লে আমার স্কুল ক'রে সেখানে বোর্ডিং করতাম। এক-একজন শিক্ষকের under-এ (অধীনে) কয়েকটা ক'রে ছেলে রাখতাম। তারা যা' প্রণামী দিত তাই দিয়ে শিক্ষকের চলত।

আমি বললাম—কিন্তু সে তো নিজেদের স্কুল বা ইউনিভার্সিটি হ'লে করা যায়। তা' না হওয়া পর্যন্ত তো সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের না হ'লে করবে কি ক'রে? এখন আমি যদি কই 'divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ক'রো না', তাহ'লে আমার কথা শুনছে কে! সবটা নিজেদের ক'রে নিয়ে তারপর এগুলি কওয়া যায়, করাও সম্ভব হয়।

১২ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৭।১২।১৯৫৬)

বিকাল গড়িয়ে গেছে। তবু সন্ধ্যা এখনও হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। শরৎদা (হালদার), হরিদা (গোস্বামী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সরোজিনীমা, সেবাদি প্রভৃতি আছেন।

কথায়-কথায় শরৎদা বললেন—আমরা ভারতীয় হিন্দুরা দীক্ষার সাথে-সাথেই কোন একটা বীজমন্ত্র পাই। সে-ই বীজ জপ করি। কিন্তু খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধদের তো এরকম বীজমন্ত্র ব'লে কিছু দেখতে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে নাম কতরকম আছে, ধ্বন্যাত্মক, ধ্বন্যাত্মক, ভাবাত্মক।

শরৎদা—ভাবাত্মক রকমের যদি কিছু থাকে তা' বলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুসলমানদের মধ্যে ঐ জাতীয় কী একটা আছে। এক দল সেই বীজ জপ করে।

এই সময় চাঁদসীর ডাক্তার বিশ্বম্ভরদা কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-বেলায় কুমারীয়া লতা আনিছিল। বইতে ঐ লতার কথা আছে তো?

বিশ্বম্ভরদা—আজ্ঞে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কী গুণ?

বিশ্বম্ভরদা—আমাদের দেশে ওগুলো আঁতুড়ঘরের চারপাশ দিয়ে দেয়। ও দিলে নাকি ভূতাবেশ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূতাবেশ হয় না মানে, nervine (স্নায়ুপুষ্টিকর)।

সন্ধ্যা ৬টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন্য পূজ্যপাদ বড়দা বাজার থেকে একটি ভাল গেঞ্জি নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখনই গেঞ্জিটি গায়ে দেবেন।

শ্রীশ্রীবড়মা কাছে একখানা চেয়ারে এসে বসেছেন।

এই সময় সেবাদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আজ যে গেঞ্জি গায়ে দেবেন, দিন ভাল আছে তো?

বড়মা—নে, তুই আবার ধুয়ো তুলে দে। দিন ভাল আছে ছাড়া কি? আজ বৃহস্পতিবার, গুরুবার, ভাল দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণতঃ শুভক্ষণ দেখেই সব কাজ করেন। এখনও নিশ্চয়ই দিন দেখার কথা বলতেন। সেবাদি একটু আগে সেটা ব'লে ফেললেন। শ্রীশ্রীবড়মার কথা শেষ হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর দেবু বাগচীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আজ দিন আছে কিনা শুনে আয় তো অবিনাশদার কাছ থেকে।

দেবুদা চলে যেতেই মণি ভাদুড়ীদাকে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, পণ্ডিতের (গিরিশ ভট্টাচার্য্য) কাছ থেকে শুনে আয় তো ভাদুড়ী, আজ গেঞ্জি গায়ে দেবার দিন আছে কিনা।

ভাদুড়ীদা তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎদা—তাহ'লে এটা তো একেবারে নববস্ত্র পরিধানের মতন ক'রে দেখা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। আমি যেটা ধরি সেটা এমনি ক'রেই ধরি। আর দেখি সত্য কিনা!

ইতিমধ্যে দেবুদা এসে খবর দিলেন যে অবিনাশদা বলছেন আজ গেঞ্জি পরার ভাল

দিন আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে হাত নেড়ে বলছেন—তুই টক ক'রে সাইকেলে করে যেয়ে পণ্ডিত-মশায়ের কাছ থেকে শুনে আয় আজ দিন ভাল আছে কিনা!

কালিদাসীমা—ভাদুড়ী তো গেছে।

শরৎদা—(দেবুদাকে) তাহ'লেও তোমাকে যখন বললেন, তখন তুমি যাও।

দেবুদা চ'লে গেলেন। ইতিমধ্যে বড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন গেঞ্জি গায়ে দেবার জন্য। কিন্তু দেবুদা ও ভাদুড়ীদা উভয়েই এসে পণ্ডিত-মশায়ের কথা না-জানানো পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর অটল হ'য়ে রইলেন। গেঞ্জি হাতেও নিলেন না। পণ্ডিতমশাই আজ ভাল দিন বলেছেন, দু'জনের কাছ থেকেই এ-কথা শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর গেঞ্জি পরলেন।

১৩ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮। ১২। ১৯৫৬)

আজ সকালেই বেশ মেঘ ক'রে এল। রোজকার মত যথারীতি আজও বেড়াতে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে হ'ল রোদ উঠবে। কিন্তু তা' আর উঠল না। ঠাকুর-বাংলার পশ্চিমের দিকের মাঠে যেয়ে বসেছেন।

একটু পরেই চারদিকে মেঘ কালো হয়ে আঁধার যেন ঝেঁপে এল। বাতাস উঠল। বোধ হয় বৃষ্টি নামবে। তাই একটু ব'সেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। ৮টা বাজতেই ঘরে ফিরে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ঢুকে বসার সাথে-সাথে বৃষ্টি এল। প্রথমে আস্তে, পরে বেশ বড়-বড় ফোঁটায় অনেকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টি হ'ল। শীতটাও ক্রমশঃ বেশ জ'মে এল।

দুপুরের দিকে একটু রোদের ভাব হয়েছিল। তারপর সারাদিন ধ'রেই চলল মেঘলা ও বর্ষা।

১৪ই পৌষ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৯। ১২। ১৯৫৬)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল কাটতে ও ক্ষৌরী হ'তে বেশ সময় লেগে গেল। সব সেরে প্রায় সাড়ে ৭টার সময় বারান্দায় এসে বসলেন। বেলা হ'য়ে গেল ব'লে আজ আর বেড়াতে গেলেন না।······আর দু'দিন পরে ঋত্বিক্-অধিবেশন। আজই অনেকে এসে পেঁাছেছেন। প্রণাম করছেন সবাই।

সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুরের পরে মেঘ গাঢ় হ'য়ে এল আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস উঠল। পাতা ও ধুলো উড়তে লাগল চারিদিকে। খড়ের ঘরের পর্দ্দাগুলি নীচের দিকে আটকাবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় উড়ে-উড়ে পড়-ছিল। শব্দও হ'চ্ছে খুব। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর দালানে যেয়ে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তদনুসারে তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করা হ'ল। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বিছানা করা হ'য়ে গেছে?

বনবিহারীদা (ঘোষ)—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক আছে, দরকার হ'লে যাবো নে।

—ব'লে আবার স্থির হ'য়ে বসলেন।.........বাইরে আকাশের ঘনঘটায় বিকাল কখন যে সন্ধ্যায় পর্যবসিত হ'য়ে এসেছে তা' খেয়াল করা যায়নি। অন্ধকার বেশী লাগতেই আলোগুলি সব জ্বেলে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই খড়ের ঘরেই রইলেন। কাছে আজ লোকজন কমই।

সবাই চুপচাপ। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চানন সরকারদাকে বলছেন—আগে আমি শুয়ে বা ব'সে অনেক সময় এমনি ক'রে হাত উপর দিকে রাখতাম (ডান হাতখানা উপরের দিকে সোজা ক'রে রেখে দেখাচ্ছেন)। তাতে মনটা vacant (শূন্য) হ'য়ে আসত। আর তখন কত মনের কথা, স্বপ্নের দেখা ভেসে-ভেসে আসত। তার অনেক-গুলি বাস্তবের সাথে মিলে যেত। এইরকম ক'রে দেখবেন তো মনটা vacant (শূন্য) হয় কিনা। মনে হ'ত আঙ্গুলের ভিতর-দিয়ে ভাবগুলি আসে।

পণ্ডিতদা (গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য) সামনে ব'সে সাগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনছিলেন। কথা শেষ হ'তে বললেন—এ-কথা আপনি আগেও বলেছেন। তখন বলেছিলেন, আঙ্গুলগুলো সমেত গোটা হাতটাই রেডিওর এরিয়াল-এর মত কাজ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর আবার পঞ্চাননদাকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—আপনাদের master complex (প্রভু-প্রবৃত্তি) হওয়া চাই ইষ্ট, Ideal. ঐ যে বাইবেলে আছে, He who loves his wives and children more than me is not worthy of me (যে তার স্ত্রী ও সন্তানগণকে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়)। সে-কথা মনে রাখবেন। সব চাইতে ঐ বুদ্ধি ভাল – তিনি আমাকে ভালবাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে ভালবাসি। আমাকে যে ভালবাসে, আমি যদি তাকে কিছুই না দিই, তার জামাকাপড়ও যদি কেড়ে রাখি, তবুও সে থাকবে। এমন হ'তে পারে যে আজ হয়তো একজনের ছেলে, মেয়ে, বৌ, ছেলের বৌ ভাল কাপড় পরছে, কাল হয়তো তারা চট পরবে। কিন্তু ইষ্টের প্রতি ভালবাসা তাতে কিছু ক'মে যাবে না। আর, আমি আপনাকে ভালবাসি কিনা তার প্রত্যাশী কখনও থাকবেন না। আপনি আমাকে ভালবাসেন। যেমন সাবিত্রী ছিল। সে স্বামীর কাছ থেকে একখানা কাপড় পেল কিনা সেদিকে কখনও তাকিয়ে দেখেনি। সে সত্যবানকে প্রত্যাশাশূন্য হ'য়েই ভালবাসত। তাই যদি না হবে, তাহলে সে ঐ মরা স্বামীর পাছ-পাছ তাকে বাঁচাবার জন্য অতদূর গেল কি ক'রে!

আর আপনাদের ইষ্টকে ঐ ভালবাসার মাঝখানে ভগবান বা ব্রহ্ম বা ঐ জাতীয় কিছু আস্‌লে পরে আর হবি নানে। ভালবাসার লোক যিনি তিনিই থাকবেন শুধু সামনে।

হাউজারম্যানদা—একজন বলে, আমি তাঁকে বেশী ভালবাসি। আবার আর একজন বলে, না আমি বেশী ভালবাসি। এ-রকম করতে লাগলে তো গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে বেশী ভালবাসে, সে তদনুযায়ী যা' করার তা' করবেই।

পঞ্চাননদা—একজন মাতাল হয়তো ভাবতে পারে—'আমি ঠাকুরকে বেশী ভালবাসি। আমি না হয় মাতালই আছি। তা' ব'লে তাঁর জন্য করব না কেন!' সেখানে তার ঐ করাটা কি ঠিকমত হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি ভালই বাসে তাহলে সে আর মাতাল থাকবিই নানে। সে তখন তার ঠাকুরের যা' ভাল লাগে তাই করবে নে, তাঁর যা' ভাল লাগে না, তা' করবেই নানে।

পঞ্চাননদা—অনেকে বলে, ঠাকুর চান আমি বড় হই, তাই এমন করছি, এইভাবে চলছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হ'লে বলতাম, ঠাকুর চান আমি বড় হই। আর তা' যেমন ক'রে পারি হব। আর আমার বড় হওয়া মানে তাঁকে বড় ক'রে তোলা, তাঁকে সবদিক দিয়ে ফোলায়ে ফাঁপায়ে তোলা।

পঞ্চাননদা—এখন আমার সব কথায়-কাজে তিনি খুশী হলেন কিনা তা' যদি দেখতে যাই তাহ'লে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো দেখবই। আমার interest-ই (স্বার্থই) যে তাই। তিনি খুশী হন কিসে তা' না দেখলে চলবে কি করে!

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—যেমন, আমি আপনাকে ক'লাম, পঞ্চাননদা! আপনি ডাক্তার হন। এখন আপনি যদি ভাবেন, ঠাকুর বলেছেন আমাকে ডাক্তার হ'তে, অতএব আমাকে হ'তে হবে। তা' ঠিক না। Attention-এর (মনোযোগের) 'পর attention (মনোযোগ) পড়লে আর হ'ল না। ভাবতে হয় —চাওয়াও তাঁর, পাওয়াও তাঁর, আমি শুধু সেবাইত। বৈষ্ণবদের এইরকমটা খুব ভাল। আমি আমার লেখার মধ্যে ঐ ভাবগুলো আমদানী করছি।

পঞ্চাননদা—এই যে মানুষে শক্তি চায়, অন্ন চায়, বস্ত্র চায়। এই চাওয়াগুলো কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, সবই ঐরকম। চাওয়া হবে শুধু—তুমি ভাল থাক, তুমি সুখে থাক, তোমার স্বস্তি হোক।

পঞ্চাননদা—আর আমি যেমন থাকি থাকব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভরপুর হ'লেই তো আমি থাকব !

রাত এখন ৯টা। ৭টার পর থেকেই বাইরে বর্ষা পড়ছে। এখন সেটা মুষলধারে সুরু হয়েছে। সাথে রয়েছে বেগে বাতাস। একেবারে বর্ষাকালের মত অবস্থা। ঘরের ভেতরেই বেশ শীত বোধ হ'চ্ছে। বাইরের অবস্থা একেবারে দুর্যোগভরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটি বাণী দিলেন। ঐ প্রসঙ্গে পঞ্চাননদা জিজ্ঞাসা করলেন—বিধিটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Root (ধাতুগত) মানে কী তা' আমি জানিনে। বিধি মানে বি—ধা। বিশেষরূপে ধারণ করার যে কৌশল বা অনুশীলন তাই হ'ল বিধি।

পঞ্চাননদা—তাই বিধি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই এই কথা।

তারপর অন্য একটি লেখার সূত্র ধ'রে পঞ্চাননদা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ঐ যে গীতায় একটা কথা আছে "আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ", তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে আত্মা মানে যদি গতি ধরেন তবে মানে হবে, গতির দ্বারা গতিকে উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রাত অনেক হওয়ায় এবারে সবাই উঠে পড়লেন।

১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ৩। ১। ১৯৫৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। শীতকালীন ঋত্বিক্-অধিবেশন হ'য়ে গেল। কর্ম্মীদের দু'চার জন ছাড়া প্রায় সবাই কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভেতরে চৌকিতে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। সামনের বারান্দায় সকালের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) দু'খানা পৃথক সতরঞ্চিতে। আশেপাশে ব'সে আছেন প্রফুল্লদা (দাস), সুশীলদা (দাস), পশুপতিদা (বোস), মেন্টুদা (বোস), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ।

পূজ্যপাদ বড়দা প্রশ্ন তুললেন—কর্ম্মীদের কেউ হয়তো ২০ বছর, কেউ ৩০ বছর দীক্ষা নিয়েছে। তবুও প্রশ্নের শেষ হয় না। কত প্রশ্ন এখনও থাকে। এ কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মাথার মধ্যে থাকে complex (প্রবৃত্তি)। সেই complex (প্রবৃত্তি) নিয়ে চলতে-চলতে environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) সাথে হয় ঠোক্কর। সেই ঠোক্করটা যখন ঐ complex-এর (প্রবৃত্তির) সাথে adjusted (বিনায়িত) হয় না, তখনই সৃষ্টি হয় problem (সমস্যা)। আর, problem

(সমস্যা) থেকেই জন্মায় যত প্রশ্ন। দুটো দিক আছে। একটা হ'ল কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি। আর, একটা হ'ল সত্তা। সত্তার দিকটাই মানুষ চায়। সে যাই-কিছু করুক, তা' ঐ সত্তা দিয়েই বুঝতে চায়। সেইজন্য চাই ইষ্টানুগ কর্ম্ম। ইষ্টানুগ করা মানে আমার যত complex (প্রবৃত্তি) আছে সব ঐ ইষ্টের profitable (উপচয়ী) ক'রে তোলা। তা' তুলতে পারলেই আসে সব-কিছুর solution (সমাধান)। তখন প্রশ্নের শেষ হয়। অনেকে আবার সত্তার সাথে complex-কে (প্রবৃত্তিকে) জড়ায়ে ফেলে। তখন সৃষ্টি হয় thorns of dilemma (উভয়-সঙ্কটের যন্ত্রণা)।

একটু থেমে আবার বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-বড় philosopher (দার্শনিক) যাঁরা, তাঁদের language (ভাষা) আলাদা হ'তে পারে। কিন্তু কথা সবার এক কথা। এ-কথা বাইবেল, কোরানের সাথেও মিলে যাবে। Master complex (প্রভু-প্রবৃত্তি) হওয়া চাই সত্তা। সব-কিছু সেইদিকে এসে গেলেই হ'ল। এতে কিন্তু কোন গোলমাল নেই। চাই সামান্য একটু করা, একটু active determination (সক্রিয় সঙ্কল্প)। সত্তায় থাকে বাঁচা-বাড়া। আর প্রবৃত্তিতে থাকে ভোগলালসা।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে মিষ্টি হাসির সুষমা ছড়িয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—অত কথায় কাম কী বাবা! ঐ যে গীতায় আছে, "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ", ঐরকম ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম, ক্রোধ, লোভ যা'-কিছু সবই আমি। ঐ হ'ল কথা। সেইজন্যে কেষ্ট ঠাকুর কইছেন সাত্বত ধর্ম্ম, নারায়ণীয় ধর্ম্মের কথা। নারায়ণীয় ধর্ম্ম মানে বৃদ্ধির ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানে ধৃতি। আবার, ধৃতি মানে ধরা—ধারণ, পালন, চলন। মহাভারতে আছে নারায়ণী সেনার কথা। আমার মনে হয়, সাত্বত পুরুষের উপাসক যারা তারাই নারায়ণী সেনা। এটা ভাবাই সোজা। সবারই সত্তার দিকে তাকায়ে কথা কও, বুঝবে। তোমার ছাওয়ালটা হয়তো কথা শোনে না। একটু সোহাগ ক'রে কথা কও, শুনবেনে।

বড়দা—আবার কেউ-কেউ ভাবে, আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হ'লে আরো ভাল লাগত, আমার ঠাকুর যীশু হ'লে আরো ভাল লাগত। এ বুদ্ধি হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুধা বুদ্ধি থাকে। যীশুকেও জানি নে, রামকৃষ্ণ ঠাকুরকেও জানি নে। আমার ঠাকুর যদি সবার পরিপূরক হন তাহ'লেই তো হ'ল। আমার ঠাকুর যে বিভিন্ন দিক দিয়ে সবার পরিপূরক, তা' বোঝায়ে দেওয়া লাগে। তার চেয়ে বরং ঠাকুর আমার রামকৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণু, তিনি মহাবিষ্ণু, তিনিই সব—এই ভাব ভাল। তাহ'লে তার অসুবিধা হয় না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথাই এমনভাবে

কইতে পার যে সবাই একেবারে moved (মুগ্ধ) হ'য়ে যাবে। কারণ, তুমি যা' ক'চ্ছ সবই normal (স্বাভাবিক), তোমার দেখা। আবার, তুমি হয়তো রামকৃষ্ণ ঠাকুর সম্বন্ধে ভাল জান না। সেখানে তোমার ঠাকুরের কথাই যদি কও, তবে তা' একেবারে হুবহু মিলে যাবে। কারণ, তুমি ক'চ্ছ দেখে। তোমার ঐ বলা একেবারে ঠিক মিলে যাবে। পুরুষোত্তম আর পাবক পুরুষে তফাৎ হ'ল, পুরুষোত্তম হ'লেন fulfiller (পরিপূরক)। তিনি পূরণ করেন আরোতরভাবে। আর, ও'রা হ'লেন realizer (উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব), অংশ। Jesus (যীশু) বলেছেন "I am come to fulfil" (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি)। আবার, হয়তো এক যুগ কি দুই যুগ পরে এসে সেই কথাই ক'চ্ছেন। হয়তো মিশরে যেয়ে সেই কথাই বলেছেন। পুরুষোত্তম "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"—পূর্ব্ব-পূর্ব্বদেরও তিনি গুরু।

মেণ্টুদা—তিনি আগত, মানুষের কাছে এমনভাবে বললে হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগত বললেই তো আর হয় না। তাকে বোঝাবে তো যে আগত যিনি, তিনিই সেই। আমি এখন যদি 'প্রভু দয়াল' 'প্রভু দয়াল' কই, বা 'চৈতন্যদেব-চৈতন্যদেব' কই, তাতে তো আর হবে না। মানুষকে বোঝায়ে দেওয়া লাগবে প্রভু দয়াল বা চৈতন্যদেব কে ?

তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। আলতোভাবে আলবোলার নলটি ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে মৃদু-মৃদু টান দিচ্ছেন। সাদা ধোঁয়ার হালকা কুণ্ডলী পাক খেতে-খেতে উপরের দিকে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। তামাকের গন্ধ সুরভিত ক'রে তুলেছে ঘর-বারান্দা। করুণাঘন স্নেহল নয়নের দৃষ্টি বার-বার আমাদের সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে অজস্র অকৃপণ আশিসধারায় ধন্য করছেন আমাদের সবাইকে। বাইরের বারান্দায় পড়া রোদের প্রতিফলন তাঁর শ্রীঅঙ্গে এসে প'ড়ে সেই বরতনুখানি ক'রে তুলেছে অধিকতর সমুজ্জ্বল, নয়নবিলোভন। একাগ্রচিত্তে সবাই সেই সুধা আহরণে নিমগ্ন।

বালেশ্বর থেকে আগত সুশীল দাসদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনার সঙ্গ ক'রে জানতে ইচ্ছা হয় তাঁকে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।

পূজ্যপাদ বড়দা হেসে ফেলে বললেন—ওরে বাবা, এরকম প্রশ্ন তো কোনদিন শুনিনি। বিরাট প্রশ্ন !

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার কথার উত্তরে বললেন—Christ-এর (খ্রীষ্টের) সাথে নাকি অনেকে থাকত। একদিন একজন বলে, আমি এতদিন আপনার পাছে-পাছে থাকলাম, কিন্তু আপনি যাঁকে Father (পিতা) বলেন তাঁকে তো দেখতে পেলাম না। তখন Christ (খ্রীষ্ট) ক'চ্ছেন, এতদিন আমার কাছে থাকলে অথচ Father-কে (পিতাকে) দেখলে না !

তামাকের নলে শেষ টান দিয়ে নলটি উপস্থিত একজনের হাতে দিয়ে গামছায় মুখখানি মুছে নিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি", আমার বহু জন্ম পার হ'য়ে গেছে। বাইবেলেও ঐরকম আছে, "Before Abraham was, I am (আব্রাহামের পূর্ব্বেও আমি ছিলাম)। এইরকম কথা বাইবেলে বোধ হয় আরো পাওয়া যেতে পারে। এই রে, দেখিস্ তো!

হাউজারম্যানদা বাইবেল থেকে ঐ জাতীয় কথা খুঁজে বের করতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই 'আব্রাহাম' কথাটা শুনে মনে হয় আব্রহ্ম নাকি! ব্রহ্মা-শব্দের সাথে আব্রাহাম-শব্দের একটি মিল আছে।

পশুপতিদা—আচ্ছা, শেষ পর্য্যন্ত না এসে কি কেউ বলতে পারে যে আমার অমুককে ভাল লাগে? ভাল লাগার শেষে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি কেউ ভালবেসে থাকে, সে বলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হওয়াতে সবাই উঠছেন এবারে। শ্রীশ্রীঠাকুরও চটি-জোড়ায় পা গলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একটু আগে মায়া মাসীমা একটা বাটি হাতে শ্রীশ্রীবড়মার রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিলেন, এখন আবার ফিরে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঁচুগলায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও ভেঙ্কুর মা! ও কী ও?

মায়া মাসীমা হেসে বললেন—এই একটু রান্না ক'রে দিয়ে এলাম বড় বৌমার কাছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। খড়ের ঘরের পর্দ্দাগুলি শীতের জন্য ভাল ক'রে টেনে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একটি চেয়ারে ব'সে আছেন শচীন গাঙ্গুলীদা। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মা'র মতন অমন একটা মেয়েমানুষ আর দেখিনি। অবশ্য, আমার মা ব'লেই কই কিনা জানিনে।

শচীনদা—না, আপনার মা ব'লে কি! গান্ধীজী নিজেই তো মায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন—a masterful woman (দক্ষ স্ত্রীলোক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা বাঁচলে এতদিন বাঁচতে পারত। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির পশ্চিম পাশে একখানা ছোট চৌকিতে শ্রীশ্রীবড়মা শুয়ে আছেন। ধীরেনদা (ভুক্ত) তাঁর পায়ে মালিশ করছেন। হেমপ্রভামা, প্রফুল্লমা, চারুমা প্রভৃতি কয়েকজন এদিকে-ওদিকে আছেন। কেউবা মশা তাড়াচ্ছেন।

সামনের বারান্দায় যোগেশ চক্রবর্ত্তীদার মেয়ে স্নুহি ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নুহিকে ডেকে বললেন—এই, গান গা'বি নাকি? এইদিকে আয়, গা'।

স্নুহি এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বারান্দায় ব'সেই একখানা গান গাইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ সুন্দর হয়েছে। আর একখানা গাও।

স্নুহি আর একটা গান করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ বেশ, লক্ষ্মী মেয়ে!

স্নুহি প্রণাম ক'রে উঠে গেল। এর পরে দার্জ্জিলিং থেকে আগত একটি মা আরো দু'খানা গান শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

কিছুক্ষণ পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বোস), কোন্নগরের জিতেনদা (মিত্র), দীনবন্ধুদা (ঘোষ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

জিতেনদা—দীনবন্ধুর লাঠিখানা হারিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দুঃখের সাথে)—কাম সারিছ।

দীনবন্ধুদা—তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। লাঠিখানায় তেল মাখিয়ে ছাদের ওপরে রোদে দিয়েছিলাম। সেখান থেকেই চুরি গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। ওর থেকেই চেনা যায়, trace (অনুমান) করা যায় তুমি কেমন! তুমি অসুস্থ। তোমার বৌ তেল মেখে রোদে দিল লাঠি। হারাল তারপরে।

কেষ্টদা—চৈতন্যদেবের life-এ (জীবনীতে) পড়েছি—নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের লাঠি ভেঙ্গে ফেললেন। চৈতন্যদেব সে-কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন—একখানা বাঁশ তো মাত্র। তখন চৈতন্যদেব বললেন—গুরুপ্রদত্ত যে-দণ্ড তোমার জীবনের আশ্রয় তাকে তুমি বলছ বাঁশ? তারপর তাঁকে শাস্তি দিলেন—তুমি গৌড়ে ফিরে যাও, যেয়ে ধর্ম্মপ্রচার কর গে'। বিয়ে-থাওয়া কর গে'। তখন নিত্যানন্দ গৌড়ে ফিরে এসে দুটো বিয়ে করলেন, আর সেখানেই থাকলেন। চৈতন্যদেব তো! তাই তাঁর শাস্তিও তেমনতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখেন। ঐ লাঠি-ভাঙ্গাই ক'রে দিল পরে সে কী করবে। নিত্যানন্দের বাচ্চারাই শেষকালে পঞ্চরসিক করেছিল, আরো কী-কী করেছিল। ঐ লাঠি-ভাঙ্গাই কিন্তু indicate (ইঙ্গিত) করল যে পরে ঐরকম হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পরে কেষ্টদা ভিন্ন-প্রসঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন। আজকাল অনেকে বিভূতি দেখিয়ে বাণী দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, এই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ থাকলে পরে একরকম বিভূতি আসে। ও অনেকের হয়-টয়। আবার আর একরকম হয়। ঘোষ লেনে এক ভাদুড়ী ছিল। সে মাটির তলে বন্ধ হ'য়ে থাকত, কাঁচ খেত, নাইট্রিক এসিড খেত। আমি মানা করেছিলাম—ওরকম করবেন না। কিন্তু তা' শুনল না। তাইতেই শেষ হয়ে গেল। আবার ঐ যে কে ছিল, সাপ-টাপ খেত। আমি তাকেও বারণ করেছিলাম, সেও শুনল না।

ঐ সাপ খেতে যেয়েই শেষ হ'য়ে গেল। তারপর ঐ যে ডাল ভাঙ্গার গল্প করেছি আপনাদের কাছে। একদিন জামগাছের দিকে তাকালাম। দেখি ডাল ভাঙ্গে কিনা। মনে সন্দেহ আছে। পরীক্ষা করবার জন্যেই তাকালাম। ডাল ভেঙ্গে গেল। তখন বুকের মধ্যে একেবারে ভূমিকম্পের মত কাঁপুনি ধ'রে গেল। এত ভয় করল! কিজন্যে এরকম হ'ল কি জানি! বললাম—দোহাই পরমপিতা! যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে তো ক্ষমা ক'রো। আমি কিন্তু এখনও বুঝিনি কিজন্যে এমন হ'ল। আরো একবার। মাতৃমন্দিরের কাছে ঐ যে মাঠটা ছিল, সেখানে সৎসঙ্গ হ'চ্ছিল। তখন আকাশে হঠাৎ খুব মেঘ ক'রে আসল। তারপর চারদিক দিয়ে বৃষ্টি হ'য়ে গেল। আমাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে, বসন্ত ডাক্তারের মাঠ দিয়ে। কিন্তু ঐ জায়গাটুকুতে আর বৃষ্টি হ'ল না। ও ওরকম অনেক হয়। ঐ যে সুশীলদা দিল্লীতে একবার সৎসঙ্গ করছিল। তখনও চারদিকে বৃষ্টি হ'ল। সে জায়গায় আর হ'ল না।

সুশীলদা ঐ কথা সমর্থন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christ-ও (খ্রীষ্টও) ওরকম খুব করতেন। তাঁর চাদরের কোনা ধ'রে একবার কা'র বহুদিনের রোগ সেরে গেল। তাতে তিনি বললেন—It is not I, but your faith that hath healed you (আমি নই, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রোগমুক্ত করেছে)।

সুশীলদা—কিন্তু nature-এর (প্রকৃতির) উপরে faith-এর (বিশ্বাসের) প্রভাব কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শরীরের cell-গুলির (কোষগুলির) প্রত্যেকটিই radio-active (তড়িৎ-প্রবাহযুক্ত)। Somatic cell (শারীর কোষ) যাকে কয় তা' যদি concentric (এককেন্দ্রিক) হয়, মানে energy (শক্তি)-গুলি dissipated (অপব্যয়িত) হ'তে না দিয়ে যদি focussed (কেন্দ্রীভূত) ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে ঐরকমভাবে work (কাজ) করে। অবশ্য এগুলি আমি ক'রে দেখিনি। আমার theory (অনুমান)।

কেষ্টদা - আপনি করেননি, কিন্তু আপনার হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এমনিই হ'য়ে গেছে।

সুশীলদা—আমরা তো ওটা ardent desire (ঐকান্তিক ইচ্ছা) ছাড়া আর কিছু বুঝি না। আকাশে তুমুল মেঘ। তা সত্বেও সামিয়ানা টাঙ্গানো হ'ল। বৃষ্টি সব জায়গায় হ'লও বটে। কিন্তু আমাদের জায়গাটায় আর হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে ফিরে ব'সে ডান হাতের তর্জ্জনী নাচিয়ে বললেন—কিরকম হয়! একদিন কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌-এর ধারে আপনি, আমি, আরো কে-কে

ব'সে কথা বলছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, ফ্রান্সের coast-এ (সমুদ্রতীরে) আগুন লেগেছে। এইরকম vision (দর্শন)। আমার মনে হ'ল আমি coast-এই (সমুদ্রতীরেই) আছি। ঠিক সেই অবস্থায় থাকলে যেমন sensation (অনুভূতি) হয় তাই-ই হ'ল।

কেষ্টদা—আপনি বলছিলেন, আমার মনে হ'ল যেন একটা বিরাট জাহাজ, আগুন লেগেছে তাতে। বহু লোকের খুব কষ্ট হ'চ্ছে। পরদিনই কাগজে দেখা গেল, ফ্রান্সের coast-এ (সমুদ্রতীরে) অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে জাহাজডুবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম হয়। আরো একদিন। একটা ঘরের বারান্দায় ব'সে আছি। হঠাৎ মনে হ'ল একজনের ছেলেকে কুমীরে ধ'রেছে। চীৎকার ক'রে উঠলেম—এই ধরু-ধরু, কুমীরে নিয়ে গেল। তারপর সত্যিই জানা গেল তাই হয়েছে। কুমীরে ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। এরকম হয়—অবশ্য যদি ফাজলেমি না করে। কিশোরী করত অমনধারা। গোসাঁইও করত। একদিন কিশোরীদের কীর্ত্তন করার সময় একজন মানুষ আইছিল। তার হোল ফুলেছিল। তা' কীর্ত্তন করছে সবাই। কিশোরী যেমন ক'রে নাচত-টাচত তেমন করছে। নাচতে-নাচতে ঐ হোলের ওপরে মারল এক লাথি। মারলে সে হোল ফোলা সেরে গেল। তারপর আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আরম্ভ হ'ল কিশোরীর হোল ফোলা। সে কী ফোলা আর যন্ত্রণা, একেবারে 'বাবা রে, মা রে' ব'লে চীৎকার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। ঐ সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চললেন—তাই, ঐরকম যে করে-টরে, তাকে দেখেও আমার ভয় লাগে। ও-সব একেবারেই ভাল না। ইচ্ছে ক'রে ও-সব করতে নেই। আমি কোনদিন ইচ্ছে ক'রে কিছু করেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না।

কেষ্টদা—পাতঞ্জলেও আছে, ঐসব কোন্ বিভূতি কখন কিভাবে লাভ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে নাকি? পাতঞ্জল তো আপনার কাছে আছে, note-ও (টীকাও) আছে।

কেষ্টদা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে একখানা লিখলে হয় নতুন রকমে।

কেষ্টদা—হবে, আপনি সুস্থ হোন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এ আর সারবে কিনা কি জানি!

কেষ্টদা—সুশীলদার লেখা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুশীলদা ঐ যে একবার লিখেছিল হিতৈষীতে, সৎসঙ্গের একটা নিন্দার

প্রতিবাদে। সে এত beautiful (সুন্দর) হয়েছিল যে তা' আর ক'বার না। সেখানা আছে আপনার কাছে?

সুশীলদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকলে বড় ভাল হ'ত। এত সুন্দর হয়েছিল। এখনও চেষ্টা করলে পারেন। বিভিন্ন কাগজে লেখা-টেখা বার না-করা ভাল না। সুশীলদাকে আলাদা একটা কুঁড়ে বেঁধে দিতে পারলে ভাল হ'ত। ঐ সব কাম করতে পারত। তা' প'ড়েই গেলাম বেঘোরে। (একটু চুপ করে থেকে) কিন্তু গোলের মধ্যে বেরোয় ভাল। একেবারে filtered (পরিস্রুত) হ'য়ে বেরোয়।

কেষ্টদা—আমিও দেখেছি, গণ্ডগোলের মধ্যে ব'সেই লেখা যায়। মাঠে বসলে আর হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ লেখাগুলিই ভাল হয়।

কেষ্টদা—আপনার তো প্রতি মুহূর্তে ঐরকম হচ্ছে। এই যে ইংরেজী বাণী, বাংলা বাণী, এগুলো হয়ও হাটের মধ্যে, আসেও miracle-এর (অলৌকিক ঘটনার) মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর (রহস্যভরে)—আমার মনে হয় ওগুলো আপনার কেরামতি। আপনি কী একটা কায়দা জানেন। তার উপর দাঁড়িয়ে এইরকম করেন। সে কায়দাটা আর জানতেও চাই না এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে কেষ্টদা মাথা নীচু করলেন।

২১শে পৌষ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৫।১।১৯৫৭)

সকালবেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু আগে বেড়িয়ে ফিরেছেন। খড়ের ঘরে বসেছেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। অনেকে এসে প্রণাম করছেন। নরেন মিত্রদা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আমারে দুটো ডায়নামো দেবেন নাকি? বারো হাজার টাকা হ'লে দুটো হয়। দুটো ডায়নামো হ'লে একেবারে বড়াল-বাংলো, ওয়েস্ট-এণ্ড, ঋত্বিক্-অফিস সব জায়গায় আলো হয়ে যাবে নে। মায় উৎসবের সময়কার কাজও চ'লে যাবে। দেবেন?

নরেনদা—দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একজন আছে, মণি কর। (মণিদার দিকে তাকিয়ে) দিবি নাকি?

মণিদা—হ্যাঁ, দেব।

মণিদার কথার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন, যেন এই দায়িত্ব গ্রহণ

করার মত আরো মানুষ অনুসন্ধান করছেন। সামনে উঠানের একপাশে দাঁড়ানো মালদহের ক্ষিতীশ চৌধুরীদাকে দেখিয়ে বলছেন—আর একজন আছে, ঐ যে পিট-পিট ক'রে তাকাচ্ছে। দিবি নাকি দুটো ডায়নামো ?

ক্ষিতীশদা—হ্যাঁ, দেব।

বাবার (হেমচন্দ্র মুখার্জী) দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই দিবি ?

বাবা সম্মতি জানিয়ে বললেন—আজ্ঞে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর এক মাল আছে অনিল—গাঙ্গুলী।

নরেনদা—ঐ যে অনিলদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর 'কৈ' ব'লে ঘাড় ফিরিয়ে বারান্দার একপাশে দেখতে পেলেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, দিবি নাকি ?

অনিলদা—হ্যাঁ, আপনি যখন বলছেন, দেওয়াই লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(নরেনদার দিকে তাকিয়ে) আমি কী ক'ব ? আপনারা ঠিক করেন। ঐ তো মণি আছে, ক্ষিতীশ আছে, হেম আছে, অনিল আছে। রথীরা সবাই তো এখানে। যদি দেন তো ক'ন, কেষ্টদাকে ডাকি।

নরেনদা—কেষ্টদাকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—এই নরেনদা, মণি, ক্ষিতীশ, হেম, অনিল, এরা দুটো ডায়নামো দিতে চাচ্ছে।

কেষ্টদা 'হুঁ' ব'লে ওঁদের সবাইকে নিয়ে একটু ফাঁকে ব'সে এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হ'ল প্রত্যেকে ২,৫০০ টাকা ক'রে দিলে ডায়নামো কিনে ফেলা যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে-কথা জানাতে তিনি এতে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

সন্ধ্যার পরে খড়ের ঘরে অনেকে উপস্থিত আছেন। মধুলোভী মৌমাছির মত ভক্তবৃন্দ ভীড় ক'রে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চারপাশে। সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যে ডায়নামো দুটি আনার কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে।

অজিত গাঙ্গুলীদা বললেন—আজকাল এমন হয়েছে যে আমি হয়তো কয়েকজনকে ঠিক করলাম যারা আমাকে কিছু-কিছু ক'রে দিয়ে আমার কোটা পূরণ ক'রে দেবে। কিন্তু আর একজন মাঝখান থেকে যেয়ে 'অজিতদাকে দেব' বলে সেই টাকা নিয়ে এসে নিজের নামে জমা দিয়ে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি করতে পারে তবে তুমি tactful (কৌশলী) হ'লে কি করে ? যাতে তা' না করতে পারে সেইরকমভাবে সব ঠিক করবা। প্রত্যেককে ব'লে দেবা, 'অন্য কারো হাতে টাকা দিলেও ব'লে দেবা—অজিতদার নামে জমা দিও।'

অজিতদা—তা' বলি। কিন্তু শয়তানী করলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শয়তানী যদি করতেই পারল তাহ'লে তুমি আর tactful (কৌশলী) কৈ?

অজিতদা—বাবা বললেন, আমরা ঠিক করেছি প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা ক'রে দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাগ কে করেছে? তাহ'লে বোধ হয় ওরাই করেছে। আমি কিন্তু ঐ রকম ভাগ ক'রে দিই নি। সবাই মিলে-মিশে পূরণ করবা—এই আমার কথা।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

কে কী বলে
তার সাক্ষী সে কেমন—
তা' নয়কো,
তার বলায়-করায় কেমনতর মিতালী আছে
সেটাই তার সাক্ষী—
সে কেমন!

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক কলহ, নানারকম রাজনৈতিক বিপাক, দুর্যোগ ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

যামিনী রায়চৌধুরীদা বললেন—এই সব আপদের নিরাকরণের জন্যে আমাদের হৃদ্য অসৎ-নিরোধী হ'য়ে কী করণীয় আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসৎ হ'ল যা' সত্তার বিরোধী। তাকে নিরোধ না করলে বাঁচবে কি ক'রে?

যামিনীদা—কিন্তু অসৎ নিরোধ করতে গেলে বিরোধ যে আসবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরোধ যে আসতেই হবে তার কী মানে আছে! দেখ, একটা ছেলে যদি বিপথে চ'লে তাকে কী কর। প্রথমে বল—মণি, লক্ষ্মী, ওদিকে যেও না। এরকমভাবে কয় না? তা' সত্ত্বেও হয়তো সে বিপথে যাবেই। যেতে যেয়ে প'ড়ে যাচ্ছে! তখন তুমি যেয়ে তার মাথায় একটা চড় মারলে সে থেমে গেল। পরে কিন্তু ভাল হ'য়ে বুঝতে পারে, ওটা অসৎ-নিরোধই হয়েছিল! যামিনীদা ছিল ব'লে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। কুকুর, গরু, ছাগল সবাই বাঁচতে চায়। কুকুর কি মরতে চায়? গরু কি মরতে চায়? মানুষও অমনি বাঁচতে চায়। বাঁচার খোরাক যেদিকে পায় সেইদিকেই ঝোঁকে।

যামিনীদা—যদি একটা গাছের দ্বারা আমার সত্তা বিপন্ন হ'তে লাগে, সেটাকে কাটাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাটতে যাবে কেন! না-কেটে পার কিনা দেখা উচিত।

যামিনীদা—লোকে বলে, নারকেল, অশ্বত্থ এ-সব গাছ কাটতে নেই। আমার মনে হয় ও-সব সংস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কার কেন! গাছ কাটার কথা আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নেই।

সুশীলদা (বোস)—বরং রোপণ করার কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, একটা সাপ একজনকে কামড়াতে আসছে। তখন সাপটাকে মেরে তাকে বাঁচালে। ঐ অসৎ-নিরোধ তার কাছে হৃদ্য হ'ল। অসৎ হ'ল সত্তার বিরোধী। তাকে নিরোধ করাই লাগবে। এই বুঝে চ'লো। তবে চেষ্টা করবে, নিরোধ করতে যেয়ে বিরোধ যতটা না ক'রে পার। আবার, কিছুতেই যদি না হয় তখন যা' করণীয় তা' করা লাগে। যেমন কেষ্ট ঠাকুর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কত চেষ্টা ক'রেও পারলেন না। শেষে যা' হবার তাই হ'ল।

শরৎদা (হালদার)—আচ্ছা, কারো মনে যদি আঘাত দিয়ে কোন কথা বলি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটাও অসৎ। (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে।) মানার মধ্যেই সব। মানি অথচ জানি না, তার মানে মানি না। এ-রকম একটা কথা হয় না?—

ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন –

মানা যদি
জানায় সার্থক হ'য়ে না উঠল
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
তোমার মানা সেখানে
চক্ষুষ্মান নয়কো,
বরং ব্যতিক্রমদুষ্ট।

পূজনীয় কাজলদা একটু আগে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলা, তোর শরীর ভাল আছে তো আজ?

কাজলদা—হ্যাঁ।

সুশীলদা—ওর রোজই একটু-একটু জ্বর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিজন্যে এমন হ'চ্ছে?

সুশীলদা—দেখে তো মনে হয় ম্যালেরিয়ার মতন।

কিছু পরে কাজলদা উঠে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টর্চ্চ আছে তো?

কাজলদার কাছে টর্চ্চ ছিল না। তাই একটু সলজ্জ হেসে বললেন—এই এতটুকু যাব তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, সাবধান হয়ে যেও, বুঝলে ?

কাজলদা—আচ্ছা।

২৭শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১১। ১। ১৯৫৭)

গত তিনদিন ধ'রে খুব বর্ষা হয়েছে। আজ আকাশ একটু পরিষ্কার। কিছুক্ষণ আগে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁর কাছে আছেন সরোজিনীমা, সুধাপাণিমা, কালিদাসীমা, সেবাদি, ননীমা, রেণুমা, হেমপ্রভামা, মঙ্গলামা প্রভৃতি মায়েরা। প্যারীদা (নন্দী) ব'সে আছেন একটি আসনে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি মানুষকে ভালবাসি। কিন্তু সে-ভালবাসার মধ্যে কোন চালিয়াতি নেই। কিন্তু মানুষ যে আমার সাথে কত চালিয়াতি করে তার ইয়ত্তা নেই।

কালিদাসীমা—আমরা ভালবাসার ওজন করতে যাই ; তাই দেখি আমার চাইতে অমুককে আপনি বেশী ভালবাসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মতন তুমি, আর একজনের মতন সে। প্রত্যেকেই আর একজনের থেকে আলাদা তো। আবার দেখ, হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে। তার মধ্যে বুড়োটারে কতখানি ভালবাসব বা ছোটটাকে কতখানি ভালবাসব তা' কি কওয়া যায় ! যার পক্ষে যেমন, তার জন্যে তেমন। মানুষ ভালবাসে না কিনা, তাই ওরকম মনে করে। আর ভালবাসা মানেই অপরের ভালতে বাস করা। মানুষ নিজের ভাল চায়, কিন্তু অপরের ভাল দেখতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা নিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ননীমা অন্যতমা। শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে কাছে থাকতে বলেন। কিন্তু ননীমা কিছুতেই বেশীক্ষণ থাকেন না। নানারকম কাজের নাম ক'রে দূরে স'রেই থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বারংবার কাছে ডাকলেও আসতে চান না। মন ভার ক'রে থাকেন। এই নিয়ে মায়েরা কথা বলা-বলি করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একটা কথা বললে মানুষ শুনতে চায় না। বার-বার বললেও শোনে না ! হয়তো আমার 'পরে অভিমান ক'রে থাকল। আমারও যে অভিমান নেই তা' না। কিন্তু অভিমান পুষে রাখি নে।

ননীমা—আপনি আমাকে সব সময় এখানে থেকে সেবা করতে বলেন। আমি যদি করি তাহ'লে আমার সাথে কি কেউ পারবে ? না ঘুমায়ে, না খেয়ে যেরকমভাবে আমি করি তা' কেউ ভাবতেই পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা দিয়ে কথাই না। ও হ'ল নিজের ভিতরের গরব। তোমার

যদি পঞ্চাশটা ছেলে থাকত তাহ'লে কী করতে ? সবার জন্যেই তোমার দরদ থাকত। তুমি হাত হও। হাত হ'লে পাঁচ আঙ্গুলের 'পরেই দরদ থাকবে নে। যখন এখানে কেউ করে, তফাতে দাঁড়ায়ে দেখ তার ভুল হয় কিনা!

ননীমা—যখন কেউ এখানে কাজ করতে থাকে, তখন আমি কাছে তো ঘেঁসিই না। দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, কথাই কেমনতর! তুমি কিছু করবা কি করবা না, সে তো কথাই না। (একটু থেমে, স্বর পালটে) আমার সাথে কথা কইতেই জানিস্ নে। তুমি যদি আমার হও, তাহ'লে আমার যা' তার 'পরে তোমার দরদ থাকবেই।

ননীমা—আর কেউ আসলেই তো আমি তফাতে থাকি। চ'লে যাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হ'লে তফাতে থাকার কথাই উচ্চারণ করতাম না। যা'তে মানুষের ভাল হয় তাই করতে হবে তো।

ননীমা—আমি ভাবি আমি তো দিনরাত্রি এখানে থাকি, করিও। এরা দিনের মধ্যে অল্পই আসে। যতক্ষণ থাকে করুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম সেবার ব্যাপারে একজন তৎপর হ'লে আরো পাঁচজন তৎপর হওয়ার সুযোগ পায়। আবার, যারা সেবা করে, তাদের মধ্যে একজন তৎপর না হ'লে আরো পাঁচজনের অসুবিধাই হয়।

কথা বলতে-বলতে সকাল ৯টা বেজে যায়। মায়েরা প্রায় সকলেই উঠে যার-যার কাজে গেলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বোস), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), চুনীদা (রায়চৌধুরী) এবং আরো কয়েকজন এসে প্রণাম করে বসলেন।

চুনীদার এক আত্মীয় এসেছেন এখানে। তিনি হস্তরেখাবিদ্। আশ্রমের অনেকের হাত দেখেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতও দেখেছেন। প্রত্যেককে তার ফলাফল ব'লেও দিচ্ছেন। তাঁর সম্বন্ধে কথা উঠলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের জীবন কেমন হ'ল, এ জানতে সবাই খুব রাজী। কিন্তু নিজের জীবন কেমনভাবে গঠন করব সেদিকে আর কেউ নজর দেয় না।

এরপরে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে কথা উঠল।

সুশীলদা—Divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) সংখ্যা আজকাল দেশে খুব বেড়ে গেছে। ঐ যে স্মৃতির শ্লোক আছে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥' ওটার উপর দাঁড়িয়ে অন্য পতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ওর মানে এইরকম। নষ্ট মানে যার sperm

(শুক্রকীট) নষ্ট হ'য়ে গেছে, মৃত মানে বিয়ে settled (স্থির) হওয়ার পর ম'রে গেছে, প্রব্রজিত মানে ঐ সময় চ'লে গেছে কোথাও, ক্লীব মানে impotent (পুরুষত্বহীন), পতিত মানে ইষ্টকৃষ্টি থেকে অধঃপতিত। এই পঞ্চ আপৎকালে 'নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে (মেয়েদের অন্য পতিগ্রহণের বিধান আছে)। কিন্তু আমি বলি, তাও irony of fate (ভাগ্যের বিড়ম্বনা)। ও ভাল না।...... ফলকথা, divorce system (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা) ভালই না। আর দেখা লাগে divorced (বিবাহ-বিচ্ছিন্ন) যারা তারা যেন superior (শ্রেষ্ঠ) আসন না পায়।

কেষ্টদা—বর্ত্তমানে তাই তো পাচ্ছে। আজকাল west-এ (পাশ্চাত্যে) পারিবারিক শান্তি ব'লে জিনিষই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতাতেই ব'লে এমন হয়েছে যে সবাই হোটেলে খায়।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, family (পরিবার)-শুদ্ধ সবাই হোটেলে খায়। অথবা হোটেল থেকেই সবার ভাত আসে। বাড়ীতে রান্নার প্যাটই নেই।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দা ও জ্ঞানদাকে (গোস্বামী) ডেকে বললেন—আগামী যে ইলেক্‌শন্‌ আসছে তখন সৎসঙ্গ (দেওঘর আশ্রম) থেকে অন্ততঃ ১৫০০ ভোট প্রস্তুত রাখা চাই। শুধু ১৫০০ কেন, ২০০০, ২৫০০, ৩০০০—যতটা বেশী পারা যায় ক'রে রাখতে হয়। একসঙ্গে অনেকগুলো ভোট দিতে পারলে একটা বিরাট কাণ্ড হ'য়ে যাবে।

জ্ঞানদা ও কেষ্ট সাউদা এইভাবে চেষ্টা করবেন ব'লে জানালেন। এই বিষয়ে আলোচনা ক'রে একটা সিদ্ধান্তে আসার উদ্দেশ্যে ওঁরা পূজ্যপাদ বড়দার সাথে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বোস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ভোলানাথদা (সরকার), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), শচীনদা (গাঙ্গুলী), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রভৃতি একে-একে এসে বসেছেন। Insanity (উম্মাদরোগ) নিয়ে কথা চলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর লক্ষণই দেখবেন যা' করছে তার উল্টো বলে—হয় আপনার interest-এ (স্বার্থে), না হয় আর একজনের interest-এ (স্বার্থে)। Interest-টা (স্বার্থটা) জানতে পারলে সেইভাবে বুঝে তাকে ঠিক করতে পারেন। পাগলের interest (স্বার্থ) সবসময় shift (স্থান পরিবর্ত্তন) করছে। এগুলি দেখবেন very common (খুব সাধারণ)।

কেষ্টদা—এইরকম চলতে-চলতে শেষে কয়, ঠাকুরের কথাই বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুরের কথা কেন, ওরা আপনার কথাও বোঝে না, শচীনদার কথাও বোঝবেনানে। কারণ, তার বোঝার সাথে বাস্তবতার সঙ্গতি থাকে না।

সুশীলদা—অনেকে থাকে absent-minded (অন্যমনস্ক)। তাদের কি পাগল বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Absent-minded (অন্যমনস্ক)?

ব'লে একবার অন্যদিকে তাকালেন। তারপর সুশীলদার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বললেন—মানে ভাল কথায় তাই বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার রকমে সবাই হেসে উঠলেন।

কেষ্টদা—মানুষের অব্যবস্থিতচিত্ততা যদি একেবারে আজন্ম থাকে তবে তা' নিরোধ করা যায় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের energetic volition (উদ্যমী এষণা) যদি ঠিক-ঠিক adhered (যুক্ত) হয় তাহ'লে সব হয়। কিন্তু তা' একেবারে দীর্ণ হ'লে মুশকিল। তবুও আমি আশা ছাড়ি না। দীর্ণ হ'লে হয় কি! একটা করতে গেলাম, হ'য়ে গেল আর একটা। এইরকম হয়। আমাদের আছে mester-complex (প্রভু-প্রবৃত্তি)। তার আবার অনেকগুলি sub-complex (শাখা প্রবৃত্তি), মানে এক একটা complex-এর (প্রবৃত্তির) ডালপালা। তার থেকে আরো ডালপালা বেরোয়। কিন্তু হাইকোর্ট হ'ল ঐ master-complex (প্রভু-প্রবৃত্তি)। ওটা ঠিক হ'লেই হয়।

উপস্থিত জনৈক কর্ম্মীকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ব'লে চলেন—ধর তুমি বললে, আমি ঠাকুরের কাজ করতে যাব—এটা ঠাকুরের প্রয়োজন। আবার কম পয়সায় করব, সেটাও তাঁর interest (স্বার্থ)। এখন যাওয়ার সময় হয়তো তুমি খেতে বসলে। খুব খাওয়া হ'য়ে গেল। ভাবলে একটু জিরিয়ে নিই, তারপর যাব। কিন্তু তোমার যদি ঠাকুরের interest (স্বার্থ)—এই বোধ থাকে, তাহ'লে তুমি বেশী খাবাই নানে। ততটুকু খাবা যতটুকুতে তোমার দেরী না হয়। এই যেমন, ইঞ্জিনে কয়লা দাও। কিন্তু এমনভাবে দাও-না যাতে আগুন নিভে যায়। আবার তুমি যাচ্ছ এক কাজে। একজন ডাকল, এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন। আসেন একটু চা খেয়ে যান। অথচ তোমার হয়তো সাতটার সময় যেয়ে তাকে ধরতে হবে। চা খেতে-খেতে গল্প করতে-করতে হয়তো আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। আর, তোমার যদি সত্যিই ঠাকুরের interest (স্বার্থ) এই বোধ থাকে তবে ব'লবা—না, এখন আমি চা খাব না। আগে ঘুরে আসি। এক জায়গায় দেখা করতে হবে সাতটার সময়।

কেষ্টদা—আমাদের নিজেদের interest-এর (স্বার্থের) বেলায় কখনও ও-রকম late (দেরী) করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, একেবারে না।

কথা চলার ফাঁকে তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। গড়গড়ার নলটি মুখ দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনে টানছেন। ঘরের মধ্যে এত লোক থাকা সত্ত্বেও নিস্তব্ধ আবহাওয়া বিরাজ করছে। কেবল গড়গড়ার মিষ্টিমধুর গুড়ুক-গুড়ুক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জোরে একটি টান দিয়ে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Insane-রা (উম্মাদরোগগ্রস্তরা) অবাস্তব চিন্তা করে। সেটাকে আবার বাস্তব ব'লে ভাবে। ঐ যে কে একজন বলছিল, রামপ্রসাদের ঐ গানটা খুব ভাল—"মা আমাকে দয়া করে শিশুর মত ক'রে রেখ।" অথচ ওটা মোটে রামপ্রসাদেরই নয়। স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম থেকে যারা আসত তারা গাইত।

সুশীলদা—গানটা বোধহয় কামিনী রায়ের লেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন, একজনের লেখা রামপ্রসাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এরকমই ভাল না। Misinformation-এর (ভুল খবর দেওয়ার) স্বভাবও একরকম পাগলের লক্ষণ। তারপর মানুষকে অযথা প্রশংসা করা, না-জেনে কোন কথা বলা, এসব ঐ category-রই (বিভাগেরই)। অনেকে আবার অলৌকিক কথা কয়। অথচ তার কারণ কী তা' ঠিক করতে পারে না। আবার, কেউ-কেউ সবই অলৌকিক কয়। মনেই ভাবে, মনেই কয়। সবগুলি অবাস্তব।

এরপর অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'তে থাকে। রাতও হয়েছে। কয়েকদিন পর আজ আকাশের মেঘ কেটে যাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। দূরে দারোয়ার চরে শিয়াল ডেকে উঠল। কয়েকজন প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। কেষ্টদাও উঠছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমি ওর কাছে, ঐ শৈলেনের কাছে কিছু genetics-এর (জনন-বিজ্ঞানের) বই চেয়েছি।

কেষ্টদা—চাকদা'র শৈলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, শৈলেন ভটচাষ্যি।

২৮শে পৌষ, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ১২।১।১৯৫৭)

কাল রাতে হঠাৎ মেঘ ক'রে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আজ সকালেও আকাশে চাপা মেঘ। সূর্য্য ওঠার লক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই এ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং সবাইকে এ ব্যাপারে তৎপর হ'তে বলছেন। আজও সকালে খড়ের ঘরে ব'সে রাজেনদা (মজুমদার), বীরেনদা (মিত্র), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যশিডির বিষ্ণুদা প্রভৃতির সাথে ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি রুখে দাঁড়াতাম তাহ'লে আজ কয়েক কোটিতে দাঁড়াতে পারতাম। আর, তাহ'লে শুধু সৎসঙ্গী দিয়েই এ-সব কাম চালানো যেত। তার জন্য এইদিকে প্রচণ্ড নেশা থাকা দরকার। আমি দেখেছি, যারা 'অর্থ অর্থ' ক'রে বেড়ায় তাদের অর্থ আসে না। কিন্তু ইষ্টপালী গণসেবা যাদের নেশার মত লেগে থাকে, তারা people-এর (লোকের) কাছ থেকে automatically (আপনা থেকে) পেয়ে থাকে।

জনৈক নবীন কর্ম্মী তাঁর উপরস্থ অভিভাবক-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নানা অভিযোগ করছিলেন। উক্ত কর্ম্মীর কাছে শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারো under-এ (অধীনে) না থাকলে পরে মানুষ মানুষ হয় না। একজনের under-এ (অধীনে) থেকে মার খাওয়া লাগে গাল খাওয়া লাগে, তবে মানুষ হওয়া যায়। শিবাজীর উপরে নাকি রামদাস অমন করতেন। তবে তো শিবাজী শিবাজী হ'তে পেরেছে।

উপস্থিত কর্ম্মীদের মধ্যে একজন বললেন—কোন্‌টা আমাদের আত্মস্বার্থী চলন আর কোন্‌টা সাত্বত চলন তা' সব সময় ঠিক পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে চলন আত্মস্বার্থী হ'য়েও সত্তাস্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে তা' সাত্বতই।

উক্ত কর্ম্মী—কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা-সংরক্ষণী স্বার্থের উপযোগী যা' সে আত্মস্বার্থ তো তোমার খারাপ নয়। যেমন, তুমি সদাচার মেনে চল। সদাচার মানে জীবনবর্দ্ধনী আচার। নৈতিক আচার, বাহ্যিক আচার সব নিয়েই কিন্তু সদাচার। আবার, যাতে মানুষের সত্তা অনুপ্রাণিত ও অনুপোষিত হয় তেমনভাবে কথা বলাও কিন্তু সদাচার। কিন্তু সত্তার বিরুদ্ধ যা' সেইগুলিই খারাপ হয়।

উক্ত কর্ম্মী—আত্মস্বার্থকে তো খারাপই বলা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যাতে ভাল হয় তাই যদি কর, সেইভাবে যদি চল তাহ'লে আর খারাপ হবে কেন! আবার, তুমি ভাত খাও পেট ভ'রে। এটা তোমার আত্মস্বার্থ। কিন্তু যা' প্রয়োজন তার চাইতে বেশী খেলে সেটা আর সাত্বত হ'ল না। ইষ্টস্বার্থ পরিপূরণী যা' তাই-ই সাত্বত। ইষ্ট মানে কল্যাণ। তাই ইষ্টস্বার্থ নিয়ে চলা মানে যাতে অপরের কল্যাণ হয়। আর, অপরের কল্যাণ নিয়ে চলব—এই বুদ্ধি থাকলেই বুদ্ধি আসে কি ক'রে নিজের কল্যাণ করব।

উক্ত কর্ম্মী—আমার অনেক সময় নিকটতম পারিপার্শ্বিকের উপরে উদাসীন হ'য়ে চলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর— উদাসীন যে হয়, সে নিকটতমের 'পরেও হয়, দূরতমের 'পরেও হয়।

সন্ধ্যার দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর বেশ খারাপ বোধ করতে থাকেন। কথায়-কথায় বললেন—আমার শরীরের অবস্থা আগের চাইতে খারাপ হ'চ্ছে বোধহয়। এ আর আমার সারবে কিনা বুঝতে পারছি না।

২৯শে পৌষ, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ১৩।১।১৯৫৭)

অনেকদিন পর আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে বেরোলেন। নিভৃত কেতনের সামনে যেয়ে কিছুক্ষণ বসলেন একটা চেয়ারে। তারপর উঠে নিভৃত-কেতন ঘুরে খড়ের ঘরে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠায় সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'পাশে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও বঙ্কিমদা (রায়) ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উঠতে যাতে কষ্ট কম হয় সেইজন্য ওঁরা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত দু'খানি ধরতে গেলেন। কিন্তু ইঙ্গিতে তাঁদের নিষেধ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই আস্তে-আস্তে এক-পা এক-পা ক'রে উঠে এলেন।

ঘরের ভেতরে চৌকিতে এসে ব'সে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের হাড়, nerve (স্নায়ু) এ-সবের যে কিরকম balance (ভারসাম্য) রেখে চলতে হয় তা' আগে বুঝতামই না। কারণ, তখন তো হাঁটাচলা করতাম unconsciously (খেয়াল না ক'রে)।

কিছু পরে অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে India-য় (ভারতে) সোনার ভরি ছিল ষোল টাকা ক'রে। এখন সেখানে কত বেশী। (হাউজারম্যানদাকে) তোদের দেশের সোধারণ লোকের অবস্থা কেমন রে ?

হাউজারম্যানদা—আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরও খুব পয়সা আছে।

সন্ধ্যার পর পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনেই একখানা চেয়ার দেওয়া হ'ল, বসলেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে tradition (ঐতিহ্য)-এর মধ্যে আছে বৈশিষ্ট্য। Tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে গেলে পরে সে-জাতির আর কিছু থাকে না, তা' সে Aryan-ই (আর্য্যই) হোক আর non-Aryan-ই (আর্য্যেতরই) হোক। আজকাল আর কোথাও tradition (ঐতিহ্যধারা) নেই। কলকাতা তো শুনি নাকি একেবারে হোটেলই হ'য়ে গেছে। বহু লোক হোটেলে খায়। মেয়েদের সুবিধা ষোল আনার উপরে আঠার আনা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চাকরী করে, স্বামীও করে, স্ত্রীও

করে। বাড়ীতে চায়েরও পাট নেই। ছেলেপেলেগুলো কোথায়-কোথায় ঘোরে তার ঠিক নেই। আবার ইচ্ছামত divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করতে পারে।

বিনোদাবাবু এসেছেন শুনে সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), অজয়দা (গাঙ্গুলী), কেষ্টদা (সাউ) প্রভৃতি এসে বসেছেন।

বিনোদাবাবু—আজকাল বাবা যদি ছেলেকে বকে তবে ছেলে তার group (দল) দিয়ে বাবাকে শাসন করে। দেশের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ অবস্থা কিন্তু ভাল না বিনোদাবাবু!

সুশীলদা—পাটনায় divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) সংখ্যা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিহার ওদিক থেকে অনেক লক্ষ্মী।

বিনোদাবাবু—হ্যাঁ, ওটা কম। তবে আজকাল বিবাহের কেমন একটা সাত্ত্বিক ভূমিই নেই। সব চাইতে খারাপ অবস্থা হয়েছে Bengal-এ (বাংলায়)। তার প্রধান কারণই হ'ল Bengal partition (বঙ্গ বিভাগ)। রিফিউজীরা ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে-ওদিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ত্তমানের পরিবেশ-পরিস্থিতিই এই সব আবোল-তাবোল জিনিষ বেশী ছড়াচ্ছে। আধুনিক tradition-ভাঙ্গা (ঐতিহ্যভাঙ্গা) চলনে না চললে যেন educated (শিক্ষিত) ব'লে নিজেকে প্রকাশই করা হ'ল না। ধরেন, আপনি woman (স্ত্রীলোক) আছেন—educated (শিক্ষিত)। আপনিই যদি ঐরকমে চলতে থাকেন তবে আর সবাই কী শিখবে! এই অবস্থায় যাদের একটু tradition (ঐতিহ্য) মেনে চলা অভ্যাস আছে, মানে বুনিয়াদী যারা, তাদের অবস্থা কী! আর একটা জিনিষ হ'ল dowry system (যৌতুকপ্রথা)। এখন অন্ততঃ দশ হাজার টাকা না হ'লে একটা মেয়ের বিয়েই হয় না। কিন্তু এমন মজা যে বামুন-কায়েত কেউই এর প্রতিবাদ করে না। এদের অন্ততঃ প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এই যে tradition (ঐতিহ্য) হারাচ্ছে, এইভাবে tradition (ঐতিহ্য) হারায়ে কোন জাতির উন্নতি হয় ব'লে আমি জানিনে।

এরপর দেশের অবস্থা ও আগামী নিৰ্ব্বাচন-সম্বন্ধে কথা উঠল। বিনোদাবাবু বললেন—এবারকার নিৰ্ব্বাচনে অনেক অযোগ্য লোক দাঁড়াচ্ছে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই ভাল ক'রে কিছু বোঝে না। কে দাঁড়ালে নিজেদের base-টা (ভিত্তিটা) ঠিক থাকবে এ-সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম লোকেরই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' শুনি এখন, আপনার party (দল) খুব বড় party (দল)। এরা যদি সব concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে না ওঠে তাহ'লে কিন্তু কাজ হওয়া মুশকিল।

আরো খানিক কথাবার্তার পর বিনোদাবাবু বিদায় নিলেন।

২রা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ১৫।১।১৯৫৭)

আজ সকাল থেকেই খুব বাতাস ও বৃষ্টি সুরু হয়েছে। শীতকালে এই বর্ষার আবহাওয়া সারাদিনের মন-মেজাজটাকে যেন বিষণ্ণ ও সঙ্কুচিত ক'রে তুলতে চায়। কাজকর্ম্মের স্বাভাবিক গতিও অনেকখানি ব্যাহত হয়।

সন্ধ্যায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ এসে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সরোজিনীমা, প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য কাছে রয়েছেন।

কেষ্টদা Abnormal psychology (বিকৃত মনস্তত্ত্ব) নিয়ে কথা তুললেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশ্রীকে সুন্দর দেখতে হয় কিভাবে তা' আপনার কাছে গল্প করেছি। সেই যে আমার গাঁয়ে একটা মেয়েছেলে আর একটা বেটাছেলে ছিল। মেয়েটা অত্যন্ত ugly (কুৎসিত), নিজের পোঁটা ধ'রে খেয়ে ফেলত। বেটা ছেলেটারও একেবারে ঘোড়ার মত চেহারা ছিল। সে একেবারে বিশ্রী। ঘোড়ার মত ঐ চেহারা দেখে ভাবতাম, ঘোড়াই মানুষ হ'য়ে আইছে না কি! (হাস্য)। এদের আর কিছুতেই আমার ভাল লাগে না। তারপরে, তাদের দেখতাম, তাদের সাথে কথা কইতাম। এই করতে-করতে ভাল লেগে গেল। ভাল যখন লেগে গেল তখন আর আমার বুদ্ধিমত এমন কোন ফাঁসা ছিল না যাতে তাদের ভাল না-লাগতে পারে।

পঞ্চাননদা—ভাল লাগানোর চেষ্টা করতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে আর করা লাগেনি। আপনিই ভাল লাগতে থাকে। তখন আমার abnormal-কে normal (বিকৃতকে স্বাভাবিক) করা বা ঐ-জাতীয় বুদ্ধি কিছু ছিল না। মানুষের জন্যে যা' করার করতাম। তাতেই যা' হবার তা' হয়েছে। বড় খোকাও খুব পারে এ-সব।

কেষ্টদা—বোঝেও সব। আপনি বলতেন, মানুষ যখন এসে নানারকম ক'রে কথা কয় তখন বুঝি সব, কিন্তু যা' বলে তার উপর দাঁড়াই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, মানে নানারকম ক'রে কয় কিনা! ধরা যায় সব। আবার, অবাস্তবভাবে খারাপটাকে ভাল ব'লে বিশ্বাস করা ভাল না। সেটা আরো খারাপ। আবার, ভালটাকেও খারাপ ব'লে চালানো মোটেই ভাল না। ঐ যে একজন Missionary Judge-এর (খ্রীষ্টান-মতাবলম্বী বিচারকের) কথা শুনেছি। তার

কাছে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হ'য়ে গেলেও সে ব'লত—Still he is a good man (তবুও সে ভাল লোক)। আমি মানুষের সবই বুঝি। কিন্তু তার 'পরে sympathy (দরদ) হারাই না।

কেষ্টদা—ভালকে ভাল লাগে, এমন মানুষ তো খুবই কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালটা সত্যিই ভাল হওয়া চাই ; আবার তাকে ভাল লাগাও চাই! দুটো factor-ই (উপাদানই) লাগে।

কেষ্টদা—একটা কথা। আমার ভুলও হ'তে পারে। কিন্তু দেখেছি, আপনার বাণীর মধ্যে আছে ভালটাই বলা ও করার আদেশ। কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলার বেলায় আপনি আর ভালটা কন না। আমার ভাল লাগার ভিতর-দিয়েই আমাকে চালিয়ে নেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি আর? বাণী বাণীই। তা' ছাড়া প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বৈশিষ্ট্যানুযায়ী যার যেমন দরকার তাকে সেইভাবেই বলতে ও করতে হয় তো। বৈশিষ্ট্য যদি genuine (খাঁটি) হয়, তা' যেখানেই ফুটুক না কেন, তার due course (যথাযথ পথ) নেবেই। আর, তা' দেখে একজনকে চালিত করা যায়। আর, যদি adulterated (মিশ্রিত) হয় তাহ'লে আর বৈশিষ্ট্য ঠিক পাওয়া যায় না।

চুনীদা—অনেকের কাছে অনেক অশ্রেয় জিনিষ ভাল লেগে আছে। তারা কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা যেভাবে বললাম সেইভাবে শ্রেয়কে ভালবাসার চেষ্টা করবে। অশ্রেয়কে ভাল লাগতে থাকলে তো কাম হয় না। ঐ যে কেষ্ট ঠাকুরের কথা বলাই আছে গীতায়—শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ ক'রে যে কাজ করে সে শান্তি পায় না, কিছুই হয় না তার। শাস্ত্রবিধি মানে শাসনবিধি। আর শাসনবিধি মানে যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়।

কেষ্টদা—শ্রেয়কে ভাল লাগানো যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রেয়কে ভাল একবার কোনরকমে লেগে গেলেই হ'ল। শ্রেয়কে ভাল লাগাতে গেলে চাই বলা, করা। শুধু বলা না, করাও চাই। করাটা কেমন? শ্রেয় যখন যেটা বলেন তখনই সেটা সেইভাবে করা। মুলতুবী রাখলে আর তা' হয় না। যখন আপনাকে কোন কাজে বলা হ'ল তখন যে inspiration (অনুপ্রেরণা) নিয়ে গেলেন আপনি, কাজটা মুলতুবী রাখলে আর সেটা থাকে না। এই দেখেন না, এখানে থেকেও অনেকে এখানে নেই, মোটেই নেই। নিজের ধান্ধা নিয়ে সে ঘুরছে। কাকে bluff (ধাপ্পা) দেব, কার সাথে কী করব, আবার কার বিয়ে দেব, এইসব নিয়ে ঘোরে। তারা এখানে মোটেই নেই। তারা হয়তো আবার ঠাকুরের কথা

কয়, ধর্ম্মকথা কয়। ওটা তাদের একটা অস্ত্র। যদি তারা সত্যিই বাস্তবভাবে ধর্ম্ম নিয়ে ঘোরে, তাতে দু'পয়সা কামায়, তাতেও উপকার আছে। কিন্তু তাও করে না। যখন 'প্রভু, তুমিই আমার স্বার্থ' এমন ভাব হ'য়ে যায় তখনই সব হ'য়ে গেল। কথা তো কিছু না। সাবান ফেনায়ে এতখানি। আমার complex (প্রবৃত্তি) আছে, সব কিছুই আছে। কিন্তু তা' ব্যবহার করব আমার ঐ স্বার্থ যিনি, ইষ্ট যিনি, তাঁর জন্য। যারা প্রকৃতভাবে তাঁর জন্য নয়, তাদের কাছে 'তোমার ঠাকুরকে তোমার কেমন লাগে, তুমি কেমন বোঝ' এই সব জিজ্ঞাসা করলে হয়তো তারা ক'বে নানা quotation-এর (উদ্ধৃতির) কথা। কিন্তু 'তোমার কেমন লাগে, তোমার কী হয়েছে' এই কথার আর জবাব দেয় না। আবার দেখেন, যাদের নগণ্য ভাবেন, চাষাভুষো মনে করেন, তারাও ইষ্টনিষ্ঠার ঠেলায় যে কতখানি হ'য়ে ওঠে তা' ভাবাই যায় না। একেবারে অসইলি (অসম্ভব) কাণ্ড!

কেষ্টদা—চাষাভুষোর ঘরেও অনেক সময় মেয়েদের মধ্যে সতীলক্ষ্মী দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ঢের পাওয়া যায়।

৩রা মাঘ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১৬। ১। ১৯৫৭)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। কলকাতা থেকে গৌর মহারাজ এসেছেন। গেরুয়া বসন পরা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নানাবিধ প্রশ্ন করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বদনে কথা ব'লে চলেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যার যেমন ভজন, ভাগ্যও তার তেমন। ভাগ্যর মধ্যেই আছে ভজ্-ধাতু, মানে ভজনা। আর, ভজনের মধ্যে আছে সেবা। তাঁর সেবা, তাঁর ভজন, এইতো আমার কাজ। তন্মুখী যে সেবাক্রিয়তা তার মধ্যে ঔদ্ধত্য, দম্ভ, অভিমান থাকে না। ভজ্-ধাতু থেকেই ভক্তি। সেইজন্য ভক্তিই সবচেয়ে ভাল। অভাব-বোধ অভাবকেই বাড়িয়ে তোলে। তাঁকে নিয়ে আনন্দে থাকাই হ'ল আসল কাজ। কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসুন এমনতর লোভ বা প্রত্যাশা থাকা ভাল না। তিনি সুখে থাকুন, স্বস্তিতে থাকুন, এই আমি চাই। আর, তার জন্য যা' করার, যেভাবে চলার, তা' আমি করব এবং চলব। এই হ'ল ভক্তি বা ভজন। ঐ ভক্তিই নিয়ে আসে জ্ঞান। সাধারণ মানুষের কাছে prominent (প্রধান) হ'য়ে work (কাজ) করে complex (প্রবৃত্তি)। আর, ভক্ত যে তার work (কাজ) করে ঠাকুর—মানে ঠাকুরের নেশা, ঠাকুরের টান। তাই, ভক্তের কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পারবে কেন?

আমাদের দুঃখ দেখলে ঠাকুর দুঃখ পান—গৌর মহারাজের এই কথার উত্তরে

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমস্ত মানুষ তাঁরই সন্তান। তাই মানুষ যত দুঃখ পায় সে-সব তাঁরই দুঃখ। আমরা যদি তাঁকে ভালই বাসি তাহ'লে চেষ্টা করা উচিত কেমন ক'রে তাঁর সে-দুঃখের নিরসন করতে পারি। সাধারণভাবে দেখেন। মানুষের বাবা-মা, ছেলেপেলে বা বৌ-এর 'পর নেশা থাকলে কী করে! তারা যাতে কষ্ট না পায়, যাতে ভাল থাকে, সুস্থ থাকে, তার জন্য কত বুদ্ধি, কত এৎফাঁক ক'রে চলে। ঠাকুরের উপরে ভালবাসা থাকলেও ঠিক ঐরকমেই চলা আসবে। তখন লক্ষ্য থাকবে, আমার কোনরকম চলনা যেন তাঁকে দুঃখ দিতে না পারে। বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমনি জোগাতে থাকে। এই সোজা বুঝই ভাল। এর মধ্যে আবার আর এক মজা আছে। তাঁকে ভালবাসার বুদ্ধি থাকলে মানুষ হাজার কাজের মধ্যেও relaxed feel করে (স্বচ্ছন্দ-ভাব বোধ করে)। সব কর্ম্মব্যাপৃতির মধ্যেও তার nerves (স্নায়ুসমূহ), muscles (পেশীরাজি) ইত্যাদি rest (বিশ্রাম) পায়। ইষ্টের জন্য শ্রম তাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে না। তার প্রতিটি কর্ম্মই হয় তাঁর জন্য। এই চলনের ভিতর-দিয়ে তার চেহারাই খুলে যায়।

কথা বলতে-বলতে কয়েক মুহূর্ত্তের বিরতি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিনি আমার সব, আমার সাত্বত মূর্ত্তি। তাঁকে মানতে হয়। না মানলে তাঁকে জানা যায় না। মানার ভিতর দিয়েই জানা। মা ছেলেকে ছেলে ব'লে মানে, তাই ছেলে সম্বন্ধে মা জানে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে গৌর মহারাজ পর-পর কয়েকখানি গান করলেন। তাঁর সুমধুর সঙ্গীতে উপস্থিত সবাই পরিতৃপ্ত হ'লেন।

গানের শেষে গৌর মহারাজ প্রণাম ক'রে বললেন—আজ আমার গান গাওয়া সার্থক হ'ল।

স্মিতহাস্যে শ্রীশ্রীঠাকুরও সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবচন করলেন—আমিও শুনে সার্থক হ'লাম।

সন্ধ্যায় খড়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে শুভ্র শয্যার উপরে দক্ষিণাস্য হ'য়ে সমাসীন। তাঁর স্নেহক্ষরা দৃষ্টি দিয়ে ধন্য করছেন উপস্থিত ভক্তগণকে। বিজলী বাতির বিভা তাঁর বিদ্যুদ্বরণ বরবপুতে প্রতিফলিত হ'য়ে তাঁকে করে তুলেছে মধুর হ'তেও মধুরতর, আকর্ষণীয় হতেও আকর্ষণীয়। দেখে-দেখে চোখ আর ফেরে না। সাধারণ পরিচ্ছদে ভূষিত হ'লেও সে-শ্রীঅঙ্গ যেন 'দিব্যাভরণ ভূষিত'। এ-রূপের তুলনা ত্রিভুবনে কোথাও কি আছে? সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুক্ষণ তাঁকে উপভোগ করেও যে তৃষ্ণা মিটতে চায় না। তাই শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে সাধকের ভাষায় বার-বার বলতে ইচ্ছা করে—"তস্মাৎ তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ।"

একটু আগে গৌর মহারাজ এসে বসেছেন। আজ তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করল না ব'লে যাননি। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশী হ'লেন।

এরপরে গৌর মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকখানি গান শোনাবার প্রার্থনা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুমতি দিলে পূজনীয় কাজলদা তাড়াতাড়ি যেয়ে নিজের হারমোনিয়ামটি নিয়ে এলেন। ঘরের ভেতরে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), গোকুলদা (নন্দী), সরোজিনীমা, রেণুমা, সুধাপাণিমা, সেবাদি ও আরো অনেকে।

গৌর মহারাজ গান গাইতে-গাইতে গানের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছেন। তন্ময় হ'য়ে তাঁর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন একের পর এক মধুর ভক্তিসঙ্গীত। সবাই একমনে গান শুনছেন।

গান চলাকালে সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকবার তামাক দিতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। গান শেষ হওয়ার পর সরোজিনীমা জিজ্ঞাসা করলেন—এইবার তামাক দেব ?

কথাটা কানে যেতেই গৌর মহারাজ খুব লজ্জিত হ'য়ে বললেন—সে কি ! আমার জন্যে তামাক খাওয়া হয়নি ?

সরোজিনীমা—গান হচ্ছিল, তাই দেওয়া হয়নি। এইবার দিই।

গৌর মহারাজের একটি গানের মধ্যে 'ভগবানের কাছে দীন-হীন হ'য়ে থাকতে হয়' —এমন একটা ভাব ছিল। ঐ কথা নিয়ে আলোচনা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজ জীবনের সেই বহুকথিত ঘটনাটি বিবৃত করলেন। সেই এক বৈষ্ণবের কথামত নিজেকে হীন ভাবতে-ভাবতে কিভাবে তাঁর মন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছিল এবং পরে ইচ্ছাশক্তির জোরে কিভাবে তিনি ঐ অবস্থা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

গল্প শেষ ক'রে বলছেন—আমরা নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি, তাই আমাদের সহজ চলনটা আর থাকে না। কিন্তু তাঁর কাছে সহজ চলনই থাকা ভাল। আমি যখন একটুকু বাচ্চা তখন মা'র কাছে থাকি। কত ফেলাই, কত জিনিষ নষ্ট করি। মা বকে। একটু ভয়ের রকম দেখলেই দৌড় দিই। আবার ঘুরেফিরে ঐ মায়ের কাছেই আসি। কারণ, মাকে না হ'লে যে আমার চলে না।

গৌর মহারাজ—তিনি যে চতুর-চূড়ামণি। চাতুরী খেলিয়ে তাঁর দিকে আমাদের আকৃষ্ট ক'রে রাখেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চতুরই হন আর যাই কিছু হন, তিনি প্রেমময়। তিনি সর্ব্ব-কারণের কারণ। আমি তাই চাইব, তেমন চলনে চলব যাতে সর্ব্বতোভাবে তাঁর তৃপ্তি

হয়। আমি কখনও যেন তাঁর অতৃপ্তির কারণ না হই। লোকে passion-এর (প্রবৃত্তির) কথা কয়। কিন্তু আমি ভাবি—প্রবৃত্তিই হোক আর নিবৃত্তিই হোক, তাঁর সেবায় যা' লাগে সবই লাগাব। আর, তাঁর সেবায় যা' লাগবে না, তা' stand-still (স্তব্ধ) হ'য়ে যাক।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন—অত philosophy (দর্শন) করতে চাইনে। তোমাকে না হ'লে আমার চলে না—এই ভাব চাই। সব যা'-কিছু তাঁতে বোধ করা চাই। আবার, তাঁকে বোধ করতে চাই সব-কিছুর মধ্যে। তবেই তো বোধ। আর, এই বোধের কেন্দ্রই হলেন সদ্‌গুরু। এ না হ'লে যা' হয় সেটা ভাঙ্গা বোধ। আর, তা' হ'ল satanic (শাতনী)।

গৌর মহারাজ—ভগবানের কাছে আমি মাঝে-মাঝে প্রার্থনা করি, আমি কিছু চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তাঁর কাছে চাইতে নেই কিছু। মূলকথা হ'ল আমার ভক্তি হোক, আমাকে ভক্তি দাও। আর কিছুই কিছু নয়। ভক্তি হ'ল সত্তার নিজস্ব সম্পদ্‌। বাইরে থেকে শুধু-শুধু কতকগুলি চাপিয়ে কী লাভ! যেটুকু আমার natural (স্বাভাবিক), আমার মধ্যে যে-সম্পদ আছে, তার এক কণিকা হ'লেই তো কাম হ'য়ে যায়। আমার ভক্তি দিয়ে, ভজন দিয়ে তাঁর অনুচর্য্যা করব, এইতো কথা। ......এও যা' ক'লেম তাও দার্শনিক জাতীয় কথাই।

ইষ্টলাভ করতে হ'লে সন্ন্যাস অপরিহার্য্য কিনা গৌর মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সন্ন্যাস হ'ল সম্যক্‌প্রকারে ন্যস্ত হওয়া। আমার সন্ন্যাস হওয়া চাই তাঁতে। আমার প্রত্যেকটা অণু-পরমাণু তাঁর জন্য হোক। (গৌর মহারাজের পরিহিত গেরুয়া বস্ত্র দেখিয়ে বলছেন) এগুলি আমার রঙচঙ। এ নয়। তাঁর জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে, হ'তে হবে, করতে হবে। আর, সেইজন্যে যদি রঙীন কাপড় পরা লাগে তো পরবে। এই হ'ল কথা।

গৌর মহারাজ—আমি উৎসবের চিঠিপত্র ছাপিয়ে ঠাকুর দেবতাকেও দিই। ভগবানের সাথে এই জাতীয় ব্যবহার বা কথাবার্ত্তা কি ছেলেমানুষী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেমানুষী হ'লেও তা-ই ভাল। তাঁর কাছে খামাকা পণ্ডিত সেজে লাভ কী?

গৌর মহারাজ—এর মধ্যে দিয়ে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটতে দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলৌকিক যদি কিছু ঘটেই তাতে তো আমার লাভ নেই। কত লোকে অলৌকিক দেখে। কিন্তু অলৌকিক কেন হ'চ্ছে তার কারণ না জানলে কী হ'ল! অলৌকিক রকম-টকম দেখলে সেই ছোটবেলা থেকেই আমার ভয় করতো। একবার

দেখেছিলাম—সেই সৎসঙ্গের সময়—মানুষের সাথে কথাবার্ত্তা বলছি, লোকজন অনেক। হঠাৎ আকাশে দারুণ মেঘ। সবাই ভাবল, ভাসায়ে নিয়ে যাবে। তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, জোর বৃষ্টি। চারিদিকেই বৃষ্টি হ'ল। কিন্তু আমাদের ঐখানটাতে বৃষ্টি হ'ল না। এটা তো অলৌকিক! যাই হোক, আমি ভেবে নিই, এটা পরমপিতার দয়া। তাঁর দয়াতেই ঐরকম হ'ল। এরকম অনেক হয়েছে আমার জীবনে। ঐ যে আর একবার। আমার তাকানোতে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে গেল। তারপর আর একটা ডালের দিকে তাকালাম, সেটাও ভেঙ্গে গেল। আমি ভেবে নিয়েছি, বোধ হয় কোন কাকতালীয়বৎ ব্যাপারে ঐ রকমটা হ'ল।

সুশীলদা—ওটা না-হয় কাকতালীয়, কিন্তু সেই যে একজনের হাতে মাছ দেখে বলেছিলেন, ঐ মাছ খেলে অসুখ হবে, সেটা তো আর কাকতালীয় নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাল ভাঙ্গার ব্যাপারটা যেমন, এটাও তেমনি। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলছেন) বিশেষ কিছু না। পরমপিতা—পরমপুরুষ যিনি, তাঁকে আমি ভালবাসি সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে। তাঁর নিদেশপালন যত রকমে করতে পারি তা' করব। আর, বুঝে-সুঝে তাঁর সেবক যত হ'তে পারি ততই আমার লাভ। ছোট-বেলায় একটা গান শুনেছিলাম—

'ভালবাসার নিদানে
পালিয়ে যাওয়ার বিধান বধু
লেখা কোন্‌খানে!'

আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি—এইভাবে মুখে বললে ভালবাসা হয় না। ভালবাসতে হ'লে করা চাই। আমার মা-বাবা আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু তাতে আমার কোন লাভ হয় না যদি আমি আবার তাঁদের ভাল না-বাসি। আমি পরমপিতার সেবা করব যতখানি পারি, আমার সাধ্যে যতখানি জোগায় তার সব দিয়ে। ঐ যে গল্প আছে না—হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত নিয়ে এল শুধু শ্রীরামচন্দ্রের উপর ভালবাসার টানে। Love is the leaven of life (ভালবাসাই জীবনের দম্বল)।

গৌর মহারাজ—কিন্তু ভগবান যখন দুঃখ দেন তখন তাঁর উপর অভিমান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিমান করা মানেই তাঁর চাইতে আমার নিজের ওজন বেশী করে ধরা। তিনি আমাদের দুঃখ দেন না, সুখই দিতে চান। আমাদের কর্ম্মফলই দেয় দুঃখ। কাজেই এমন করি যাতে দুঃখ পাই। আবার, এখন যে দুঃখ পাচ্ছি তা' যে এখনকার কাজের জন্যেই তার কোন মানে নেইকো। আগের কর্ম্মগুলি সঞ্চিত হ'তে-হ'তে যা' হয়েছে তাই তো পাই আমরা। তাঁকে শাস্তা কওয়া অপরাধ—আমার মনে

হয়। তিনি হ'লেন স্বস্তিপুরুষ, প্রেমময়।

গৌর মহারাজ—আচ্ছা, আমি যে বলি, ঠাকুর! আমার যা' ভাল তুমি গ্রহণ কর, আর, আমার ত্রুটির জন্য আমাকে শাস্তি দিও। এ ভাবটাও কি অভিমান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের মান, হামবড়াই দিয়ে তাঁকে পুজো না করলেই হয়। আর যা' খুশী কর। আপনার ঐ বুদ্ধি ভাল। ভুল ক'রে হয়তো কাঁদলাম। কিন্তু লক্ষ্য রাখা লাগে যাতে আরও ভুল না করি। আমার জীবনের যা'-কিছুর solution (সমাধান) তাঁর কাছে। তিনি আমার সবদিকের প্রভু। তাঁর কাছে 'তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠা কর'—এ চাহিদা রাখতে নেই। বরং বলতে হয় 'আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবই যেভাবে পারি'।

কথাবার্তা হ'তে-হ'তে রাত্রি গভীর হ'য়ে আসে। এবার সবাই উঠছেন। এতক্ষণ সকলে ঈশ্বরীয় কথায় তন্ময় হ'য়ে ছিলেন। পরম আকুলতা নিয়ে পান করছিলেন পরমপ্রেমময়ের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্-অমৃত। এখন ওঠার সময় মর্ত্ত্য ঈশ্বরের চরণোপান্তে প্রণাম নিবেদন ক'রে একে-একে বেরিয়ে এলেন সবাই।

৮ই মাঘ, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২১।১।১৯৫৭)

রাতে অজয়দা (গাঙ্গুলী) ও হাউজারম্যানদার সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বললেন—আমার যদি শরীর ভাল হয়, তবে এ-ঘর (খড়ের ঘর) ভেবেছি রাখব না। মাঝখানে একটা clumsy (ঘিঞ্জি) মত হ'য়ে আছে। কেবল বড় বৌও আমার মত, হাঁটতে কষ্ট হয়, তাই ভেবে দূরে না যেয়ে কাছাকাছি এই ঘর করলাম। (একটু থেমে) আমার ইচ্ছা ছিল, আরো খড় পেলে বড় খোকার ওখানে একখানা ঘর ক'রে রাখতাম। এত বড় না, একটু ছোট। সেখানে যেয়ে মাঝে-মাঝে বসতাম।

এই সময় তামাক দেওয়া হ'ল। তামাক খাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—এখন আমার থেকে-থেকে মন খারাপ হ'য়ে যায়। কিন্তু অসুখের আগে এমনটা খুব কম হ'ত। Hopeful-ও (আশাবাদীও) থাকতাম, confidence-ও (বিশ্বাসও) থাকত। এখন অসুখের পরে আমি invalid (অকর্ম্মণ্য) হ'য়ে গেছি। মন কিরকম যেন dull (বোবা) হ'য়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। শ্রীশ্রীঠাকুর সুপারি ও লবঙ্গ মুখে ফেলে আর একবার তামাক খেলেন। তারপর বললেন—Cultural go of life-এ successful (জীবনের সাংস্কৃতিক চলনে কৃতী) হ'তে গেলে প্রত্যেকেরই এই কয়টা জিনিষ থাকা দরকার—sincere adherence, inquisitive ardour, energetic volition, active

service, vim and valour (অস্খলিত নিষ্ঠা, সম্বিৎসু আগ্রহ, উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি, সক্রিয় সেবা, শক্তি ও পরাক্রম)।

এরপর আর বেশী কথা না ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটি টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘরের আলো কমিয়ে দেওয়া হ'ল। দুইপাশে দু'জন দাঁড়িয়ে বড় রুমাল দিয়ে মশা তাড়াচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু চোখ বুজে শুলেন।

১০ই মাঘ, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ২৩।১।১৯৫৭)

সকাল ৯টা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সুশীলদা (বসু), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আছেন। কথা চলছে—

কেষ্টদা—এই যে স্বতঃ-অনুজ্ঞার মধ্যে আছে "আমি অমানী"। আবার, প্রত্যেক বর্ণে'রই একটা নিজস্ব মান আছে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে জন্মেছে তারই একটা মান আছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। সেই মর্য্যাদা যখন আহত বা নিহত হয় তখনই আমরা প্রবৃত্তিমুখী হ'য়ে উঠি। মানুষের existence (সত্তা) ব'লে যদি কোন বোধ থাকে, তা' সে একালেই হোক আর পরকালেই হোক, তাহ'লে তার মান আছেই। অমানী মানে আমি বুঝি, মানের অহঙ্কার নেই। কিন্তু আমি কায়েতের ছাওয়াল, কি আমি বামুনের ছাওয়াল, এ বোধ তো থাকবেই।

কেষ্টদা—যদি কারো মান থাকে, আমি বশিষ্ঠের সন্তান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আমি বশিষ্ঠের সন্তান বলে মানুষ আমার পায়ে এসে মাথা নোয়াক, এরকম ভাবনা ভাল না।

কেষ্টদা—কিন্তু বশিষ্ঠের রক্ত আমার গায়ে আছে ব'লে একটা মান তো আছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে মান তো থাকবেই।

কেষ্টদা—অমানী মানে আবার কেউ হীন না ভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাবতে পারে। ভাবলে ঠেকায় কে ? (হাস্য)

সন্ধ্যার পরে আবার তাঁর কাছে মধুলোভী মৌমাছির মত ভক্তিরসপিপাসু ভক্তবৃন্দের সম্মেলন ঘটেছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), সুশীলদা (বসু), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সূর্য্যদা (বোস), বনবিহারীদা (ঘোষ), প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন। আদিত্য মুখার্জ্জী আজ দিল্লী

থেকে এসে পে'ছৈছেন। তিনিও উপস্থিত আছেন। তিনি শীঘ্রই আমেরিকা যাবেন। ঐ সংক্রান্ত একটা 'ইণ্টারভিউ' দিল্লীতে দিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তার সব গল্প বলছেন।

আদিত্যদা—একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, science-এর (বিজ্ঞানের) fundamental দু'টি problem (মৌলিক দুটি বিষয়) কী-কী ? সে উত্তর দেয়, ওরকম ঢের fundamental problems science-এ (মৌলিক বিষয় বিজ্ঞানের মধ্যে) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, science-এর (বিজ্ঞানের) মধ্যে দুটো problemই (বিষয়ই) আছে। একটা হ'ল, প্রতিটি science-এর (বিজ্ঞানের) সাথে অন্য science-এর (বিজ্ঞানের) কী সঙ্গতি আছে, একটা affair-এর (বিষয়ের) সাথে আর একটা affair-এর (বিষয়ের) কী সঙ্গতি আছে ! অন্যটা হ'ল human life-এর (মানুষের জীবনের) সাথে তার কী সম্বন্ধ। ধর, জলের সাথে পেট্রোলের কী সঙ্গতি আছে ! Electricity (বিদ্যুৎ) আর fire-এর (আগুনের) সাথে কী সঙ্গতি আছে ! যেমন Physician (চিকিৎসক) আর Physicist-এর (পদার্থবিদের) সাথে কী সঙ্গতি আছে ! আবার, এগুলির সাথে জীবনের কী সঙ্গতি সেটাও খুঁজে বের করা লাগে। সঙ্গতি তো আছেই।

আদিত্যদা—তা' তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' খুঁজে বের করা লাগে। যেমন ধর, পেচ্ছাপ করার সাথে জল খাওয়ার কী সঙ্গতি আছে, সেটা বের করতে পার। কিন্তু atomic energy-র (আণবিক শক্তির) সাথে কার্বনডাই-অক্সাইডের কী সঙ্গতি সেটা বের করতে পার না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ঠাস্ করে এক চড় লাগায়ে দিলে। বললে, কোথাকার কী সঙ্গতি ! আবার দেখ, Physics-এর (পদার্থবিদ্যার) সাথে mathematics-এর (গণিতের) কী সঙ্গতি আছে, Physics-এর (পদার্থবিদ্যার) সাথে Chemistry-র (রসায়নবিদ্যার) কী সঙ্গতি এসবই ঠিক করা দরকার।

আদিত্যদা—সে তো প্রচুর। কিন্তু সব বিষয়ের সাথে সঙ্গতিওয়ালা সব-কিছু তো এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—All-solving (সর্ব-সমাধানী) কিছু নেই ?

আদিত্যদা—না, তা' আসবে কোথা থেকে ? তবে, সব-কিছুর co-ordination (সঙ্গতি) বের করাই science-এর (বিজ্ঞানের) চেষ্টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-ordination (সঙ্গতি) আছেই। তা' না হ'লে চলে কী করে ! এই দুটো aspect (বিষয়) ধর, বা'র কর। শুধু এই দুটোর সঙ্গতি বা'র করা কিছু

কষ্ট হবে নানে।

দিল্লীতে আদিত্যদাদের ঐ ইণ্টারভিউয়ের সময়ে C-in-C-কে, Army General-কে (সৈন্যাধ্যক্ষকে) কী বলা হয়, ইত্যাদি জাতীয় কিছু প্রশ্ন করা হয়। আদিত্যদা সেগুলি গল্প ক'রে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

ঐ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন – Science-এর (বিজ্ঞানের) ঐ সব প্রশ্ন যারা করে, তারাই ওর উত্তর জানে? এ তো আর Commander-in-Chief (প্রধান সেনাপতি) বের করা নয়। এ Commander-in-Chief (প্রধান সেনাপতি) বের করা কঠিন আছে।

এরপর comfort (আরাম)-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে আমাদের resisting power of life-টাকে (জীবনের প্রতিরোধী শক্তিটাকে) diminished (ক্ষীণ) ক'রে দেয়, সে comfort (আরাম) ভাল না। ধর, আমার air-conditioned (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত) গাড়ীতে চড়া অভ্যাস নেই। একদিন air-conditioned (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত) গাড়ীতে উঠে হয়তো sunstroke (সর্দ্দিগর্ম্মি) হ'য়ে গেল।

গরমের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের চারপাশে খস্‌খস্ টাঙিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। খস্‌খসের পর্দ্দাগুলি বারান্দার উপর দিকে মুড়ে রাখা আছে। সেদিকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Air-conditioned (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত) যত রকমেরই হোক, ঐ খস্‌খসের চাইতে ভাল না। সেজন্যই air-conditioned (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত) করলেও খস্‌খসের চাইতে বেশী করতে নেই। আবার, খস্‌খসে জল ঢাললে যে গন্ধ বেরোয়, সেটা খুব nervine (স্নায়ুর উপকারী। এই ঘর থেকে বেরোলে আমার সর্দ্দি লাগে না। কিন্তু air-conditioned (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত) ঘর থেকে হঠাৎ বাইরে গেলেই সর্দ্দি লেগে যাবে। সেইজন্য temperature (তাপমাত্রা) সব সময় এমন রাখা ভাল যাতে শরীর খারাপ না হয়।

জনৈক দাদা—সম্প্রতি ডাঃ বিধান রায় একটা ভাল কথা বলেছেন, প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে-করতে আমরা মরণের দিকে এগিয়ে চলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমাদের প্রকৃতি-পূরণী হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সাথে কোন্ জিনিসের কতটুকু সংশ্রব তা' আমরা decide-ই (নির্দ্ধারণই) করতে পারিনে। তাই প্রকৃতি-পরিচর্য্যী হওয়া ভাল যত পার। কিন্তু খেয়াল রেখো, প্রকৃতি-পরিচর্য্যা করতে গিয়ে আবার অপ্রকৃতিস্থ হওয়া না লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

সূর্য্যদা—কোন জায়গায় হয়তো বৃষ্টি হয় না। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি

হওয়ানোর জন্য যদি আমি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিই, সেটা কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যেই তো বলি, তোমাকে এমনভাবে প্রকৃতি-পরিচর্য্যী ক'রে তোল যাতে অপ্রকৃতিস্থ হ'তে না হয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি হওয়াচ্ছ। হয়তো তার মধ্যে radio-active particles (তেজস্ক্রিয় কণা) ঢুকে দিল একেবারে বসান দিয়ে।

আদিত্যদা—তাহ'লে আমার বাঁচাবাড়ার পক্ষে যা' সহায়ক তাই দিয়েই সব-কিছু ঠিক করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে কী ক'রে হবে ? (একটু থেমে) Museum (যাদুঘর) মানে কী ?

সুশীলদা—আমাদের দেশে তো যাদুঘর বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education-এ (শিক্ষাতে) তিনটি factor-ই (উপাদানই) লাগে—Library (পুস্তকাগার), Laboratory (গবেষণাগার), আর Museum (যাদুঘর)। Museum (যাদুঘর) থাকলে বোঝা যায়, কোন্ জিনিস কী ভাবের মধ্যে দিয়ে কী হয়েছে, এটা আবার কী ভাবের মধ্যে দিয়ে কী হ'তে পারে !

প্রসঙ্গান্তরে সুশীলদা বললেন—ডাক্তারদের তো উচিত, একটা experience-এর (অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে পরবর্ত্তী কাজ করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো উচিতই। তা' না হ'লে তারা quack (হাতুড়ে)।

বনবিহারীদা—ডাক্তারী science-টা কিন্তু quackery-র (হাতুড়েগিরির) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

সুশীলদা—তোমরা কিন্তু quack (হাতুড়ে)।

বনবিহারীদা—তা' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ব্যাপার দেখ। এরকম quack (হাতুড়ে) আমরা সবাই। কত historian (ইতিহাসবেত্তা) আছে quack (হাতুড়ে)। তাদের কারো-কারো মতে শিবাজী নাকি মূর্খ ছিল। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে, শিবাজী মস্ত পণ্ডিত ছিল।

বাঙ্গালী মিশ্র জাতি কিনা এই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব না। ছিল বিপ্রবর্গ, ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যবর্গ। তারপর তার নানারকম ভাগ হ'য়ে গেছে। যেখানে mixed (মিশ্র) হয়েছে—হয়েছে। আর যেখানে হয়নি, সেখানে এখনও কঙ্কাল আছে। তার জেল্লা দেখে চমকে যেতে হয়।

জনৈক দাদা—আমাদের চেহারার এত পরিবর্ত্তন দেখে বোঝা যায়, আমরা mixed (মিশ্র) জাতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অকাম করলে চেহারা না পালটে যায় কোথায়! এই যে কায়েতদের মধ্যে মৌলিকরা কত পুরুষ ধ'রে কুলীনের মেয়ে নিয়ে আসছে। এতে ক'রে কী থাকে?

প্রশ্ন হ'ল, সন্তানের ভিতর মায়ের রকমটা বেশী বর্ত্তায় কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের কয় প্রকৃতি। প্র-কৃ-তি, প্রকৃষ্টভাবে ক'রে তোলে। মা-ই সবকিছু piled up করে (সাজিয়ে তোলে)। মা যেমন training (শিক্ষা) দেয়, সন্তানও তেমনি হয়। এই যে আজকাল শুনি, কলকাতার যারা আদি বাসিন্দা তারা ঠিক আছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ লোকই চাকরী করে, হোটেলে খায়। সব refugee-র (উদ্বাস্তুর) মত হ'য়ে গেছে।

আদিত্যদা—মানুষ এ-রকম হয় কি আর ইচ্ছা ক'রে?—অবস্থা-গতিকে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অবস্থার গতিক হয়ে ব'লে এমনতর হয়। আর, ঐভাবে চলে ব'লে পয়সাও আসে না।

আদিত্যদা—কিন্তু এখন যেসব refugee (উদ্বাস্তু) চ'লে আসছে চাপে প'ড়ে, তাদের কি আর দোষ দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ তাদের না থাকলেও দেশের মধ্যে কারো আছে।

আদিত্যদা—হ্যাঁ, কারো-না-কারো তো আছেই!...আচ্ছা, মেয়েদের চাকরী করা অন্যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরী করতে গিয়ে মেয়েদের বহু পুরুষের সংশ্রবে আসা লাগে, কথা বলতে হয়, বড়কর্ত্তার মন জুগিয়ে চলতে হয়। এর ভিতর-দিয়ে মেয়েদের sexual leaning (যৌন প্রবণতা) বাড়ে। সেই জন্য মেয়েদের চাকরী করতে দেওয়া মানে sexual license (যৌন স্বেচ্ছাচারিতার পরোয়ানা) দেওয়া। সুশীলদা এ-সম্বন্ধে ঢের পড়েছে। পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে যেয়ে কোন মেয়ে একটা সিনেমাও যদি দেখে তাহ'লেও কাম সারা। আর একটা জিনিস আছে, একটা মেয়েকে পঁচিশ জায়গা থেকে দেখতে আসা। এটাও ভাল না। একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করল—মা, তুমি dance (নাচ) জান? গাইতে পার? ধর দেখি একখানা।

শেষের দিকের কথাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার ভাষায় এমন ভঙ্গী করে বলেছেন যে হাসি সামলানো দায়।

পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে আবার বলছেন—এতে একেবারে fathom-এ touch (অন্তস্তলে স্পর্শ) ক'রে দিল কাম সেরে। ও-সব জায়গায় কখনও yield করতে (নত হ'তে)

নেই। আজকাল আবার অনেকে divorce-কে (বিবাহ-বিচ্ছেদকে) সমর্থন ক'রে বলে, divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করলে দোষ কী?

আদিত্যদা—এ-সব কথা ক'জনই বা বোঝে, মানেই বা ক'জন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এইভাবে মুখে বলতে-বলতে তো যাও। যদি পনের জন মানুষও পাও, সেই পনের জনই বুদ্ধদেবের সেই পাঁচ জনের মত হ'য়ে যেতে পারে।

বেহুলা দেবলোকে যেয়ে নেচে-গেয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন, এই কাহিনী উল্লেখ ক'রে একজন প্রশ্ন করলেন—সেটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেহুলা নাচগান বা ও-সব কী করেছিল তা' আমি জানিনে। তবে বেহুলার স্বামীভক্তি ছিল অসম্ভব। স্বামীর ঐ সাপে-কাটা দেহে সে খুব জল দিয়েছিল। তারপর ভেলায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, জল ছিটকে-ছিটকে লাগছিল। এইভাবে লাগতে-লাগতে বিষ একসময় কেটে গেল, লক্ষ্মীন্দর বেঁচে উঠল। সাপে কামড়ানো রোগীর গায়ে জল ঢালার প্রক্রিয়া এখানেও আছে।

প্রশ্ন হ'ল—তাহ'লে সাবিত্রীর স্বামীভক্তিও খুব ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও ঐ রকমেরই একটা কিছু।

একজন বললেন—যম কি এতই বোকা যে এমন একটা কথা বললেন, যা' অতি সাধারণ লোকেও বলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণকাড়া ভঙ্গীতে দরদ ঢেলে দিয়ে বললেন—ওরে, সত্যবান যদি বাঁচে তবে তো সবই সম্ভব।

এরপর প্রসঙ্গ বদলায়। বর্ণাশ্রম ও বিবাহ নিয়ে আলোচনা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে বালিশটি টেনে নিয়ে ভাল ক'রে বসলেন।

তারপর বলছেন—তুমি হয়তো শ্রোত্রিয় বামুন আছ। মনে-মনে ভাবছ, আমি অমুকের মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারব নানে। কারণ সে কুলীন। এইভাবে দুঃখ করছ। কিন্তু মূর্খ! বোঝ না যে ঐ বিয়ে করলে তোমার তেইশ তুমি ভাল করে মারবা।

জনৈক দাদা—নীহার রায় তাঁর ইতিহাসে দেখিয়েছেন বহুকাল আগের থেকে আমাদের সূক্ষ্ম প্রতিলোম বিবাহ চ'লে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুকাল আগের থেকে না, পঁচিশ' বছর আগের থেকে। তখন ছিল সূক্ষ্ম প্রতিলোম, এখন হ'চ্ছে মোটা প্রতিলোম। (একটু চিন্তা করে বললেন) কুলীনের মেয়ে বিয়ে ক'রে-ক'রে মৌলিক কায়েতগুলি গেল। শালার কায়েত যদি ঠিক থাকত তাহ'লে আর ভাবনা! তাহ'লে কি আর এমন ক'রে শলা-পরামর্শ ক'রে divorce

bill (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা) পাশ করিয়ে একটা সর্ব্বনাশা কাণ্ড করতে পারত ?

প্রশ্ন—কুলীনের যে-মেয়েগুলির মৌলিকে বিয়ে হ'ল তারা না হয় নষ্ট হ'ল। কিন্তু সেই কুলীনের বংশগুলি তো ঠিক থাকল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলীনের মেয়ে বিয়ে করল মৌলিকরা, হ'ল প্রতিলোম। তাদের মেয়ে আবার বিয়ে করল কুলীনরা। এইভাবে প্রতিলোমের মেয়ে বিয়ে ক'রে-ক'রে বংশ দুর্ব্বল হ'ল।

প্রশ্ন—এই biological disturbance-টা (জৈব ব্যত্যয়টা) দূর করার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এতকাল ধ'রে তো তাই ক'চ্ছি। করিস্‌নে কেন ? ক'রে দেখ্‌।.........অনুলোম বিয়ে ভাল। কিন্তু বেশী দূর অনুলোম ভাল না। আবার, অনুলোম করারও নিয়ম আছে। (আদিত্যদাকে) এই ধর তুমি কুলীন আছ, তোমার পক্ষে শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করা ভাল।

আদিত্যদা—আচ্ছা, এক গোত্রে বিয়ে করলে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক গোত্র মানে একই রক্ত। এক গোত্রে বিয়ে হ'লে পরে good traits-ও (সুলক্ষণগুলিও) প্রবল হয়, bad traits-ও (কুলক্ষণগুলিও) প্রবল হয়। আর, bad trait (কুলক্ষণ)-গুলি good trait (সুলক্ষণ)-গুলিকে খেয়ে ফেলে।

আদিত্যদা—কিন্তু উল্টোও তো হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না। তা'ছাড়া অনেক latent (সুপ্ত) খারাপ গুণও জেগে ওঠে। আবার দেখ, বামুনের বৈশিষ্ট্য একরকম, ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য একরকম। ক্ষত্রিয়ের মেয়ে তুমি বিয়ে করতে পার। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ঘরে মেয়ে দিলেই একেবারে নিকাশ হ'য়ে যাবে।

আদিত্যদা—বামুনের ঘরে জন্মালেই সে যে বামুন হবে তার মানে কী।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে শিয়াল সে শিয়ালই, ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করে। আবার, কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়। ঘেউ-ঘেউ করে। কুকুর শেয়ালের উদাহরণ দিলাম সহজে বুঝবা ব'লে। আবার বুল টেরিয়ার আর এ্যালসেশিয়ানের temperament (ধাত) এক না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

আদিত্যদা—তাহ'লে বামুন নাকি পতিত হয় শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক বামুন হয়তো বামুনের কাজ করত না। সে পতিত হ'য়ে গেছে। বিহিত অনুশীলনের ভিতর দিয়ে আবার উঠতে পারে।

আদিত্যদা—বামুন ছাড়া আর কয়েক ভাগ হ'ল কী করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ নিল জমি রক্ষার ভার, কেউ নিল টাকা রক্ষার ভার, কেউ সেবা করার ভার। এইভাবে ভাগ হ'য়ে গেল।

আদিত্যদা—কিন্তু এদের মধ্যে তো আর কেউ বড়, কেউ ছোট নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়-ছোটোর ব্যাপার না, আলাদা-আলাদা। যদি বামুনের মেয়ের সাথে কায়েতের ছেলের বিয়ে হয় তবে তার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে অনেক কায়স্থ ঋষি ছিলেন। অশ্বমুনি ছিলেন পারশব বিপ্র। এ আমি যেমন শুনেছি তাই ক'চ্ছি।

আদিত্যদা—আচ্ছা, বিপ্র বড়, ক্ষত্রিয় ছোট, এরকম হ'ল কেন? ক্ষত্রিয় বড়, বিপ্র ছোট, তাও তো হ'তে পারত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমন ক'রে ধর ক্যা? আমি অমন ক'রে ধরিনে। যে যার field-এ superior (ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ)। অনেক ব্যাধ, অনেক চামার সাধনায় বড় হ'য়ে গেছে, এসব গল্প আমাদের ঢের আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম্মব্যাধের কাহিনীটি মনোরমভাবে ব'লে বললেন—একজন কামার যদি superior (ভাল) শিল্পী হয়, আর আদিত্য যদি খুব ভাল physicist (পদার্থবিদ্) হয়, তবে আদিত্য কি ক'বে যে ঐ কামারের চাইতে আমি বড়? বড়-ছোট কও ক্যা? বৈশিষ্ট্য নিয়ে সবাই আলাদা।

জনৈক দাদা—ছোট-বড় যদি না থাকে তবে সব বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি চলে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট-বড় না ক'য়ে আমি যদি এমন কই যে, এর সাথে এর matching (মিলন) হ'লে তা' ঠিক-ঠিক eugenically supported (প্রজনন-বিজ্ঞান-অনুমোদিত) হয়। আর, তাইতো ব্যাপার। তা' না ক'রে কি যে-কোন জায়গার মেয়ে বিয়ে করলে তার ফল ভাল হয়?

উক্ত দাদা—কিন্তু higher-lower (উচ্চ-নীচ) প্রশ্নটা তো সমাজে আছেই। তা' না ব'লে পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে পার। X, Y, যা' ইচ্ছে তাই কও। কিন্তু fact (প্রকৃত তথ্য) যা' তাই। এখন বোকার মত যদি প্রশ্ন কর, বাঁশগাছ এত লম্বা, আমগাছ কেন বাঁশগাছের মতন হবে না?

একটা মানুষ থেকে পৃথিবীর সব মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কিনা এই নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা অ্যামিবা বা একটা এ্যাটম থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে এ-কথা যদি বলা যেত তাহলে ও-কথাও বলা যেত। কিন্তু তা' তো হয় নি। প্রতিটি বস্তুর

এ্যাটম আলাদা। বাবলাগাছের পাতা একরকম, আবার আমগাছের পাতা আর এক-রকম। এই যে বানরের কতরকম variety (বৈচিত্র্য) আছে, কত জাতের বানর আছে। যদি একটা বানর থেকেই সব বানর হ'ত তবে আলাদা শ্রেণী থাকত না।

আদিত্যদা—এক থেকে হ'য়ে আলাদা হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক থেকে হয়ই নি।

আদিত্যদা—একদম প্রথম থেকে যারা মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে ছিল, বহু বছর চ'লে যাওয়াতে তাদের মধ্যে অনেক change (পরিবর্ত্তন) তো হয়েছে। সবাই হয়তো বামুনই নেই।

আদিত্যদার এই কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—তার চেয়ে এ কও না কেন, মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জেগুলো সব মেথর হ'য়ে গেছে। আর, মেথরগুলো সব বামুন হ'য়ে গেছে। প্রকৃতি অত বোকা না আমাদের মত, বুঝলে! ও-সব যদির কথা। প্রকৃতি সব-কিছুকে তার নিজের জায়গায় ঠিক ক'রে রেখে দেয়।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) ক'মে গেলে valour-ও (পরাক্রমও) ক'মে যায়। আর tradition (ঐতিহ্য) যদি নষ্ট হয় তাহ'লে কাম একদম সারা হ'য়ে যায়।

হাউজারম্যানদা—তা' revive (পুনরুজ্জীবিত) করা যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে talent-ই (প্রতিভাই) থাকে না, বুদ্ধিই থাকে না, ধরারই উপায় থাকে না। ভেতরে যার বদমাল থাকে, তার কাছে ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সদাচার সব ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়তে থাকে। আর, যার ভেতরে বদমাল নেই তার এসবগুলি piled up (সজ্জিত) হ'তে থাকে, হ'তে-হ'তে দুনিয়ার সাথে সঙ্গতি নিয়ে আসে।

বৈদ্যনাথ শীলদা—আজকাল জগৎই চলেছে ভাঙ্গার দিকে। কথা বললেই বলে, এরা আনবে reformation (সংশোধন) ? Fool (মূর্খ) !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভিতরে যদি আবেগ থাকে, instinct (সংস্কার) ঠিক থাকে তবে তুমি কি fool (মূর্খ) বললে পিছিয়ে আসবা ?

বৈদ্যনাথদা—কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তো পিছিয়ে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঃ, কাজ তো করেছ ভারি! আজ তোমরা ক'জন যদি তেমনভাবে তৈরী হ'তে পারতে, তবে গোটা India-টাকে (ভারতটাকে) ঠিক ক'রে তুলতে পারতে। এই যে এখানে সারা ভারতের লোক আসে। Central India (মধ্য-ভারত), বোম্বে, মালাবার, নাগা, গারো প্রভৃতি সব জায়গার লোক আসে। এদের মধ্যে কয়টা দীক্ষা দিয়েছ ? কতটুকু কাজ করেছ ? ভারি তো কয়েক লক্ষ মাত্র হয়েছে। এখন ক'টা টাকার জন্য বাইরে যেয়ে professory (অধ্যাপনা) করছ।

বৈদ্যনাথদা—হ্যাঁ, যা' করার তা' তো আমরা করি নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে ?

এরপর ক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, কোন্ শালা বদমায়েস ছিল। বুদ্ধি দিয়ে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রতিলোম ঢুকিয়ে ওদের নিকেশ করেছে। সে যে কেডা, নামটা জানতে পারলে হ'ত।

প্রশ্ন—পরশুরামের ক্ষত্রিয়-নিধনে নাকি নবশাখরা সাহায্য করেছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় তাই। সেইজন্যে ওদের কয় নবসায়ক। সায়ক মানে বাণ।

বলা হ'ল—তাহ'লে পরশুরাম একা-একা কুড়ুল ধ'রে কিছু করেননি। একটা group (দল) সৃষ্টি ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে)—যেমন ক'রে যা' করা লাগে তাই করেছিলেন। (কিছুক্ষণ পরে) সি-আর-দাশের মত মানুষ আর দেখলাম না। সি-আর-দাশ বামুনের মেয়ে বিয়ে করল। বলত, পরজন্মে আমার চণ্ডাল হ'য়ে জন্মানো লাগবে। ভৃগুকোষ্ঠীতে নাকি তাই আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ ক'রে দূরের পানে তাকিয়ে রইলেন। মন যেন তাঁর কোন্ এক অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় ক্লিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে আপনমনে বললেন—আমি ভাবি, এই যে India-তে (ভারতে) Divorce Bill (বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন) পাশ হ'ল, কত পণ্ডিত তো আছে, কত কী আছে, কিন্তু কেউ oppose (বিরোধিতা) করল না—লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, আসামের রোহিণী চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া। অথচ এখানে এসে তো অনেকে অনেক কথা কয়। কত বড়-বড় ডাক্তার, উকিল কত কী দেখা যায়। কিন্তু genetics-এ (প্রজনন-বিজ্ঞানে) পণ্ডিত একটা লোকও দেখলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর পরে বার-বার ক'রে বলতে লাগলেন divorce system-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার) ভয়াবহ কুফলের কথা। আদিত্যদাকে বললেন পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঐ কুফলের কথা কেমনভাবে আছে তা' বের করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ওইটে দেখ। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, ওটা বের করতে পারিস নাকি। এই কাম করতে হ'লে তোর কিন্তু স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত খোঁজা লাগবি নি। পারবি নি তো ?

আদিত্যদা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

১২ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ২৫। ১। ১৯৫৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। বেশ এঁটে শীত পড়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রভৃতি একে-একে এসে বসলেন। জীবনী লেখা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আমার জীবনী লেখে অনেকে। কিন্তু আমি যদি আপনার জীবনী লিখি, তাহ'লে আমার কাছে আপনি কেমন তাই লেখা লাগে। লিখতে হয় personal observation and experience-এর (ব্যক্তিগত দর্শন ও অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে। এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবনী ভাল। কিন্তু আবোল-তাবোল করলে জীবনী ফোটে না। নিজের experience (অভিজ্ঞতা) না হ'লে হয় না। আমি আপনাকে কেমন দেখি, কেমন জানি, তাই লেখা দরকার। শুধু কতকগুলো quotation (উদ্ধৃতি) দিয়ে কাজ হয় না।

একজন বললেন—কিন্তু প্রত্যেকেই তো প্রত্যেকের মত ক'রে লেখে। তাতে পূর্ণাঙ্গ জীবনী হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো লেখে। তাতেই interest (অন্তরাস) বেশী হয়। যার জীবনী লিখছ, allround হ'য়ে (চারিদিকে দৃষ্টি রেখে) তার everyday life (প্রাত্যহিক জীবন)-টাকে কেমন ক'রে বোধ করছ সেইটা লেখাই হ'ল জীবনী লেখা।

বীরেনদা—তাঁর কাজগুলি শুদ্ধ ধরতে হবে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সব-কিছু। আমি আপনার সবটা নিয়ে আপনাকে যেমন দেখি আর কি। আপনি কেমন করে জঙ্গলে গেলেন, ওষুধের জন্য কোন্-কোন্ গাছ কিভাবে সংগ্রহ করলেন, কোন্‌টা সংগ্রহ করতে বেশী কষ্ট হ'ল, ইত্যাদি সব-কিছু দেখা লাগবে। একেবারে একটা মানুষের বিশ্ব নিয়ে কারবার।

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

সেইজন্য ঠিকমত লেখা হ'লে জীবনী যে কত উপাদেয় হয় তা' কওয়া যায় না। এ না ক'রে শুধু কয়েকটা বাণী সাজিয়ে দিয়ে কি আর জীবনী লেখা হয় ?

সন্ধ্যার পর খড়ের ঘরে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর আদিত্য মুখার্জীর সাথে কথা বলছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), প্যারীদা (নন্দী), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যেদিকে যখন struggle (সংগ্রাম) করি, আমাদের nerve cells (স্নায়ু-কোষসমূহ) সেইরকমভাবে enriched (সমৃদ্ধ) হয়।

আদিত্যদা—কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি হয়তো বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযত্নপর হয়ে চলছ। সঙ্গে-সঙ্গে তোমার আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, খাদ্যখানা সবই ঐ উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল হ'য়ে উঠবে নে। এইভাবেই সিদ্ধি আসে। আমি শুনেছি, যারা ভাল play (অভিনয়) করে, বইয়ের মধ্যে ভাল পার্ট নেয়, তারা নাকি ঐ ধরনের খাওয়া-দাওয়াও অভ্যাস করে। আবার, আমাদের খাওয়া-দাওয়া, চালচলন যেমনতর হ'য়ে ওঠে, ভেতরের conception (ধারণা) ও intelligence-ও (বুদ্ধিও) তেমনিভাবে গ'ড়ে ওঠে।

বনবিহারীদা প্রশ্ন করলেন—আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অনেক কিছু করণীয়ের কথা লেখা আছে। কিন্তু কেন করতে হবে তার কারণ ব্যাখ্যা করা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ প্রত্যেকটারই আছে তা' আমরা জানি বা না-জানি। ঋষিরা ছিলেন জীবন-বিজ্ঞানী। জীবন নিয়ে তাঁরা নানাভাবে research (গবেষণা) করেছেন। জীবনের পক্ষে যেটা শুভ বিবেচনা করেছেন, সেগুলি ঐরকম অনুশাসন-আকারে লিখে রেখে গেছেন। আমারও যে বলাগুলি আছে, সেগুলি work out ক'রে (বাস্তবায়িত করে) দেখাতে পারলে লোকে বিশ্বাস করবে। এগুলোও তো অনুশাসনের মত হয়েছে, তাই না ?

কেষ্টদা—হুঁ। এগুলি work out (বাস্তবায়িত) করতে গেলে foreign-এর (বিদেশের) ভাবধারায় প্রভাবিত হ'লে চলবে না, India-র (ভারতের) ভাবধারায় ভাবিত হতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি India-র (ভারতের)-টা নেব কি রাশিয়ারটা নেব, বা রাশিয়ারটা নেব না আমেরিকারটা নেব, তা' কেন ? আমার সত্তার পোষণ যেখানে পাব সেখানকারটাই নেব। আসল কথাই হ'ল সত্তা।

শরৎদা—এর জন্য আপনি পরস্পরের মধ্যে co-ordination-এর (সামঞ্জস্যের) কথা বলেন, meaningful adjustment-এর (সার্থক সঙ্গতির) কথা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-ordination (সামঞ্জস্য) চাই এই জন্য, meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতি) চাই এই জন্য যে তা' না হ'লে এটাকেও বুঝব না, ওটাকেও বুঝব না। আবার, কোন্‌টা আমার সত্তার পক্ষে কতখানি প্রয়োজন তাও বুঝতে পারব না।

এর পর ভাষা নিয়ে কথা উঠল। ভারতের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের state language (রাষ্ট্রভাষা) যদি সংস্কৃত হ'ত, তবে সব চাইতে ভাল হ'ত।

আদিত্যদা—State language (রাষ্ট্রভাষা) সংস্কৃত হওয়ার বেশ অসুবিধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধাগুলি overcome না করলে সুবিধা তুমি পাবে কি ক'রে ?

আদিত্যদা—চীনাম্যানরা যে অক্ষর শিখে শিক্ষিত হ'চ্ছে, তার থেকে সংস্কৃত ভাল মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার কাছে সংস্কৃত মনে হয় ভালর ভাল। সংস্কৃত না শিখলে India-তে original (ভারতে মৌলিক) যে-সব জিনিস আছে সেগুলি তুমি পাবে কি ক'রে ? অসুবিধাকে face (সম্মুখীন) করাই লাগবে। না হ'লে সুবিধাকে পাওয়া যাবে না। সংস্কৃত শেখা আমার হ'লই না মারের চোটে। 'এর পরে এ কেন হ'ল' জিজ্ঞাসা করলেই হয়েছে। সে বড় ভয়ানক যুগ গেছে। সেকালের মাষ্টাররা কইত 'spare the rod and spoil the child' (বেত না মারলেই ছেলে নষ্ট হবে)—ব'লেই বসান দিত। (সকলের হাস্য)

আদিত্যদা—সংস্কৃত grammar-টা (ব্যাকরণটা) খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন এখন ক'রে ফেলেছে। ওরকমটার সাথে তোমরা পরিচিত না কিন্তু।

এই সময় একটি মা তামাক সেজে এনে দিলেন। মৌজ করে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিলেন। তারপর নলটি সরিয়ে রেখে গামছা দিয়ে তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল মুছে গামছাটি বিছানার একপাশে রেখে বললেন—

West-এ (পাশ্চাত্যে) নাকি বিসমার্কে'র মত politician (রাজনীতিজ্ঞ) ছিল না। আবার, India-য় (ভারতবর্ষে) চাণক্যের মত politician (রাজনীতিজ্ঞ) কেউ ছিল না।

আদিত্যদা—আচ্ছা, আমাদের দেশে science-এর (বিজ্ঞানের) এত উন্নতি ছিল ঋষিযুগে, সেটা ভেঙ্গে গেল কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, fall করল (প'ড়ে গেল) মুসলমান আমল থেকে। ওরা এদেশ আক্রমণ করল। তারপর ভেতরে ঢুকে-ঢুকে সর্ব্বত্র একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলল।

শরৎদা—আপনি বলেন, এর সুরু অশোকের সময় থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Buddhism-এর (বৌদ্ধ মতবাদের) মধ্যে উপনিষদের কথা-টথা অনেক আছে। কিন্তু অশোক ক্ষমতায় এসে অনেকগুলি tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে দিল। অশোকের demise-এর (মৃত্যুর) পরে সব ভেঙ্গে-ভেঙ্গে আলাদা হ'য়ে গেল। নানা কারণে সমাজ দুর্ব্বল হ'য়ে গেল। তারপর মুসলমান আসলো।

ভারতবাসীর মুসলমান হ'তে আর বাধা থাকল না। Tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে যাওয়ায় জাত আগেই দুর্ব্বল হ'য়ে ছিল। এখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শক্তি-সংহতি নিয়ে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

অসিত ভট্টাচার্য্য নামে বহিরাগত এক দাদা বললেন—মুসলমান আমলেও তো তাজমহল নির্ম্মাণ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে cultural (সাংস্কৃতিক) উন্নতি অনেক হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা গড়েছে না ভেঙ্গেছে জানি নে। তবে ইংরেজদের আমলে অনেক সুবিধা হয়েছে। দেশের ও জাতির মধ্যে ছোট-ছোট ব্যাপার যেগুলি ছিল, সে সব খুঁজে-খুঁজে বের করেছে। মুসলমানরা যদি নিজেদের culture-এর (কৃষ্টির) উপর দাঁড়িয়ে থেকে অন্যের culture-কে (কৃষ্টিকে) ঘৃণা না ক'রে তাদের ভাল জিনিসগুলি বেছে-বেছে গ্রহণ করত এবং এইভাবে সবটা ঠিক করে নিত, তাহলে ভাল হ'ত।

আদিত্যদা—আচ্ছা, বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বিভাগটা তো profession-এর (পেশার) উপর দাঁড়িয়ে হয়েছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Temperament (ধাত)-অনুপাতিক এই বিভাগ। সেইজন্য বর্ণ মানে আমি কই, grouping of the varieties of similar instincts (একই ধরনের সংস্কারের বৈচিত্র্যসমূহের গুচ্ছীকরণ) আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সবার জীবিকা নির্ণয় হ'ত।

একজন প্রশ্ন করলেন—আগেকার সেই বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ কি এখন সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিভাবে কী ছিল, কী করা হ'ত, সেটা আগে জেনে নাও।

প্রশ্ন—জীবিকার উপর দাঁড়িয়ে খেয়ে বাঁচতে হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর সেকথা আগে ক'স্ ক্যা? আগে সবটা জেনে ঠিক কর্। Determine (নিদ্ধারণ) করবি তো কিরকম কী! ফাঁকিফুঁকি দিয়ে কি কাম হয়?

প্রশ্ন—কিরকম কী মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মধ্যে কতরকমের mixing (মিশ্রণ) আছে তা' কি তুমি জান? তার জন্যে আজ পর্য্যন্ত তোমার attributes-এর (গুণাবলীর) মধ্যে কতটা কি কম-বেশী হয়েছে তাও determine (নিদ্ধারণ) করা লাগে। এই যে আগেকার দিনের ডাক্তাররা মুণ্ডু কেটে মুণ্ডু জোড়া দিতে পারত। বৈদ্যের সাথে তাদের পার্থক্য এই ছিল যে বৈদ্য পয়সা নিত, ওরা পয়সা নিত না। ওদের ছেলেরাও research (গবেষণা) করত, কিন্তু তাতে পয়সা নিত না। বৈদ্যরা ডাক্তারী ক'রে পয়সা নেয় ব'লে class (শ্রেণী) আলাদা হ'য়ে গেল। আগেকার

দিনের চরক-সুশ্রুত এরা বড়-বড় ডাক্তার ছিল। আবার, আমার এখানে এই যে অজয় (গাঙ্গুলী) চামারের কাজ করে। রাধু-মাধুরা যে জুতো বানায়, তার থেকে ঢের ভাল জুতো বানাতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে ঐ জুতোর জন্যে সে পয়সা নিতে পারে না। বামুন হ'য়ে ঐ কাজ ক'রে যদি পয়সা নেয় তাহলে বৃত্তিহরণ করা হ'ল। অন্যের বৃত্তি হরণ করলে সমাজে পতিত ব'লে গণ্য হ'ত। কায়েত যারা তারা finance (অর্থনীতি) রাখত, নিজেরাও দেখাশুনা করত। আবার, বামুনরা তাদের শেখাত। কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই নিত না। প্রণামী পেত।

কেষ্টদা—রাজার দান ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, রাজার দান নিত না। তাতে নাকি পতিত হ'য়ে যেত। মনুতেও এ-কথা আছে। আমি আগে প্রণামী নিতাম না, আমাকে মোহর দিত, কাপড় দিত, কিছুই নিতাম না। তারপর একজন ঐরকম দিতে না পেরে নাকি তিন দিন না খেয়ে ছিল। আমার নিজের কাজও সব আমি নিজে করে নিতাম। কাপড় কাচতাম, গাড়ু মাজতাম, তা' আবার করতে না-পেরে মানুষ কান্নাকাটিও করত। শেষ পর্যন্ত এইভাবে সেবা নিতে আমাকে বাধ্য করল। সেবা নিতে-নিতে হ'য়ে গেলাম prophet (প্রফেট—প্রেরিত)।

কথাটা ব'লে রহস্যভরা হাসি হাসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। চোখের কোনে খেলে গেল এক অর্থপূর্ণ ঝিলিক। তারপর আবার বলতে লাগলেন—

আমার মনে হয়, আগেকার বামুনদেরও ঐ রকমটা ছিল। সেবা নেওয়ার থেকে দেওয়াটাকেই তারা বড় ব'লে মনে করত। তারপর শুধু বামুন কেন, যারা কায়েত মানে আসল ক্ষত্রিয় ছিল, তারা প্রজার অসুবিধা দেখলেই একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়ত।……আমাদের এই যে culture (কৃষ্টি), এটা হ'ল vedic culture (বৈদিক কৃষ্টি)। এটা শুধু আমাদেরই নয়, ওদেরও মানে west-এও (পাশ্চাত্যেও) আছে। কিন্তু এখন ওদের কাছে এটা foreign (বিদেশী) হ'য়ে গেছে। এই culture-টা (কৃষ্টিটা) ইন্দো-এরিয়ান শুধু না, ইন্দো-ইউরোপীয়ানও বটে। কিন্তু christianity-কে (খ্রীষ্টীয় মতবাদকে) ওরা সেভাবে ভাবতে পারেনি। ওটা ওদের নিজস্ব জিনিস ব'লেই ভাবত, আর তা' অন্য দেশে চালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট), কৃষ্ণ এবং এই জাতীয় যাঁরা তাঁরা কোন বিশেষ দেশের জন্যে আসেন না। তাঁরা আসেন সবার জন্যে। আমরা ভাবি, সেই একই বারে-বারে আসেন। তিনিই রামচন্দ্র, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই নানারূপে আসেন। কিন্তু ওরা তা' স্বীকার করতে পারে না। Jesus (যীশু) যেমন Son of God (ঈশপুত্র), তেমনি আবার Son of Man (মানবপুত্র)। শ্রীকৃষ্ণও তেমনি Son of God

(ঈশপুত্র), আবার Son of Man (মানবপুত্র)। রামচন্দ্রও Son of God, Son of Man (ঈশপুত্র, মানবপুত্র)।

কথায়-কথায় রাত্রি গভীর হ'য়ে আসে। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশ্রাম করবার অবকাশ দিয়ে সবাই উঠে পড়লেন।